সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস

রজনীকান্ত গুপ্ত

চতুর্থ ভাগ



নবপত্র প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ : ৯ আগস্ট, ১৯৮২

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক : নিউ এজ প্রিণ্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

সূচী

প্রথম অধ্যায়

পঞ্জাব

দ্বিতীয় অধ্যায়

দিল্লী

তৃতীয় অধ্যায়

পেশাবর

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা ও বিহার

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলিকাতা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিহার

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অন্যান্য স্থান

প্রথম অধ্যায়

পঞ্জাব

পঞ্জাবের সাধারণ অবস্থা—আফগানিস্তানের সহিত সম্বন্ধ—মীয়ামীরের ঘটনা—এতদ্দেশীয় সৈনিকদিগের নিরস্ত্রীকরণ—গোবিন্দগড়—ফিরোজপুর—ফিলোর—পেশাবর—অভিনব সৈনিক-দলের সংগঠন—এতদ্দেশীয় সৈনিক-দলের নিরস্ত্রীকরণ—জলন্ধর

বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যখন সিপাহিদিগের প্রবল উত্তেজনা পরিদৃষ্ট হয়, নগরের-পর-নগরে যখন ইউরোপীয়দিগের শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে পঞ্চ-সরিৎ-বিধোত বিস্তৃত ভূখণ্ডের বিষয়ও লর্ড কানিঙ্-এর চিন্তার বিষয়ীভূত হয়। আট বৎসরের অধিক কাল হইল মহারাজ রণজিৎ সিংহের এই বিস্তৃত রাজ্য ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকৃত হইয়াছিল। কিন্তু এই অধীনতায় পঞ্চনদের চিরপ্রসিদ্ধ শিখজাতির বীরত্ব ও সাহসের বিলয় হয় নাই। যাহারা এক সময়ে পঞ্জাব-কেশরীর সৈনিক-দলে প্রবিষ্ট হইয়া অসামান্য শূরত্বের পরিচয় দিয়াছিল, তাহারা এখন নিরস্ত্রীকৃত হইয়াছিল। পঞ্জাবের অনেক স্থানে এইরূপ নিরস্ত্রীকৃত সৈনিক বাস করিতেছিল। এদিকে বিভিন্ন সৈনিক-নিবাসে বহুসংখ্যক সিপাহীও ছিল*। উত্তেজনার সময়ে ইহাদের সহিত যদি শিখগণ সম্মিলিত হইত, তাহা হইলে বিপদ অনিবার্য হইবার সম্ভাবনা ছিল। ইউরোপের একজন প্রধান দার্শনিক (মহামতি বেকন) লিখিয়াছেন, 'প্রাচীরবেষ্টিত নগর, অস্ত্রশস্ত্র-পরিপূর্ণ অস্ত্রাগার, দ্রুতগতিশীল অশ্ব, যুদ্ধরথ-হস্তী, কামান—এগুলি সিংহচর্মাচ্ছাদিত মেষের স্বরূপ, লোকে দৃঢ়তাসম্পন্ন ও যুদ্ধকুশল না হইলে ঐ সকলের কিছুতেই কিছু হয় না।' শিখগণ দৃঢ়তাসম্পন্ন ও সমরকুশল ছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জ ও লর্ড গফ্ ভারত-সাম্রাজ্যের সর্বোৎকৃষ্ট সৈনিক-দলসহ যাহাদের স্বদেশীয়গণের সহিত সম্মুখযুদ্ধে যার-পর-নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, যাহাদের স্বদেশীয়গণ চিলিয়ানবালা প্রান্তরে উৎকৃষ্ট ব্রিটিশ সৈনিক-দলকে মেষপালের ন্যায় তাড়িত করিয়াছিল, তাহারা কখনও দুর্বল বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না। গবর্নমেণ্টও তাহাদের তেজস্বিতার বিষয় বিস্মৃত হন নাই। যদিও তাহাদের দেশ ব্রিটিশ কোম্পানির অধীন হইয়াছিল, তাহাদের দুর্গে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন হইতেছিল, তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তাহারা তেজস্বিতায় বিসর্জন দেয় নাই। পূর্বতন গৌরব-কাহিনী তাহাদের স্মৃতিপট হইতে অন্তর্ধান করে নাই। পূর্বতন স্বাধীনভাবের সুখলালসা তাহাদের হৃদয় হইতে অপসারিত হয় নাই। পুরাধীনতার আবন্ধ, পরকীয় শাসনে পরিচালিত ও পরহস্তে নিগৃহীত হইলেও, তাহারা স্বাধীনতার উপাসক ছিল।

* দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের পর পঞ্জাবী সৈনিক-শ্রেণীতে ছাব্বিশ হাজার লোকের বেশি ছিল না। ইহাদের মধ্যে দশ হাজার শিখ, সাত হাজার পঞ্জাবী মুসলমান, চারি হাজার পাহাড়িয়া রাজপুত, চারি হাজার হিন্দুস্থানী এবং এক হাজার গুর্খা ছিল।

নওশেরা ও চিনিয়াবালার কথা এখনও তাহাদিগকে শূরত্ব-প্রকাশে সমুত্তেজিত করিতে-ছিল।

উপস্থিত সময়ে এইরূপ দৃঢ়তাসম্পন্ন সাহসী বীর পুরুষেরা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য পুনর্বার ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রপরিগ্রহে অসমর্থ ছিল না। পঞ্জাব পরহস্তগত হওয়াতে তত্রত্য সর্দারদিগের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। তাঁহাদের চিরন্তন স্বত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের গৌরবজনক পদমর্যাদারও বিলয় হইয়াছিল। তাঁহাদের অধিকৃত সম্পত্তি অনেকাংশে বিনষ্ট হইয়াছিল। তাঁহারা যদিও ব্রিটিশ শাসনে প্রশান্ত-ভাবে কালাতিপাত করিতেছিলেন, তথাপি তাঁহাদের স্বজাতিপ্রীতি ও স্বদেশভক্তি তিরোহিত হয় নাই। স্বদেশের জন্য পুনর্বার তাঁহাদের তেজস্বিতার বিকাশ হওয়া অসম্ভব ছিল না। কেবল পঞ্জাবেই এইরূপ আশঙ্কার কারণ বর্তমান ছিল না। পঞ্জাবের উত্তরপ্রান্তে আর-এক যুদ্ধপ্রিয় জাতির বসতি ছিল। ইহারা বিদেশীয় রাজার বশীভূত ছিল না। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট ইহাদিগকে কখনো উৎকোচ দিয়া, কখনো বা ভয় দেখাইয়া, শান্তভাবে রাখিয়াছিলেন। উচ্ছৃংখল-প্রকৃতি আফগানেরা শিখদিগের সহিত সম্মিলিত হইলে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদ ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি কোম্পানির নিকটে রীতিমতো অর্থ পাইতেন। অর্থের পরিবর্তে ইংরেজের বিরাগের উৎপাদন করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। এদিকে পঞ্জাবে কেবল এক জাতি বাস করিত না। হিন্দু, মুসলমান ও শিখ—এই তিন জাতি প্রধানতঃ পঞ্জাবে বাস করিত। শিখদিগের সহিত দিল্লীর মোগল ভূপতিগণের কোনো সংস্রব ছিল না। তাহারা মোগলের অধিকারে সৌভাগ্য-সম্পত্তির অধিকারী হয় নাই। মোগলের অনুগ্রহে আপনারা গৌরবান্বিত হয় নাই বা মোগলের সম্মানে আপনাদিগকে সম্মানিত বোধ করে নাই। মোগলের প্রতি তাহাদের সমবেদনার পরিচয় পাওয়া যায় না, সুতরাং তাহারা দিল্লীর বৃদ্ধ মোগল ভূপতির উন্নতিতে আহ্লাদিত হয় নাই, বা তাহার অবনতিতেও দুঃখপ্রকাশ করে নাই। পঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে নব্বই হাজার লোকের বাস ছিল। ইহাদের অধিকাংশ মুসলমান ও শিখ। এই দুই জাতির মধ্যে তাদৃশ সদ্ভাব ছিল না। পক্ষান্তরে শিখদিগের অনেকেই নিরস্ত্রীকৃত হইয়াছিল। অনেকে অস্ত্রসঞ্চালনের পরিবর্তে হলচালনায় মনোনিবেশ করিয়া-ছিল। অনেকে আবার আপনাদের চিরব্যবহৃত অস্ত্রাদি গোপনীয় স্থানে লুক্কায়িত রাখিয়াছিল। পঞ্জাব-কেশরীর দেহত্যাগের পর রাজ্যে যে গোলযোগ ঘটিয়াছিল, তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া, অনেকে ইংরেজের শাসনে শান্তভাবে কৃষিকার্যে মনোনিবেশ করিয়াছিল। কৃষাণজনোচিত নিরীহ ভাবের পরিবর্তে ইহারা সহসা মুসলমানের সহিত উত্তেজনার পরিচয় দিতে ইচ্ছা করে নাই। পঞ্জাব-কেশরীর পঞ্চনদ বীরত্বসম্পন্ন জাতির আবাসভূমি হইলেও সমবেদনা ও সৌহৃদ্যের অভাবপ্রযুক্ত এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায় হইতে পৃথক ছিল। এইরূপ পার্থক্য থাকাতে উপস্থিত সঙ্কটকালে পঞ্জাবের ন্যায় বীরজননী ভূমিতে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের পক্ষে অনুকূল ঘটনার সূচনা হইয়াছিল।

উপস্থিত সময়ে একদল ইউরোপীয় সৈন্য এবং একদল সিপাহী সৈন্য লাহোরের দুর্গ

রক্ষা করিতেছিল। লাহোরের ছয় মাইল দূরে মিয়ামীর নামক স্থানে সৈনিক-নিবাস ছিল। এই সৈনিক-নিবাসে তিনদল পদাতিক, একদল অশ্বারোহী সিপাহী এবং একদল ইউরোপীয় পদাতিক ও কতিপয় কামান-রক্ষক সৈনিক-পুরুষ অবস্থিতি করিত। ইউরোপীয় সৈনিকের সংখ্যা অধিক ছিল না। মোটামুটি হিসাব করিলে প্রতি চারিজন সিপাহীর স্থলে একজন করিয়া ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষ ছিল। পঞ্জাবের প্রধান কমিশনর স্যার জন লরেন্স এই সময়ে রাবলপিণ্ডিতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সুতরাং বিচার বিভাগের কমিশনর রবার্ট মণ্টগোমারির প্রতি প্রধান কমিশনরের কার্যভার সমর্পিত ছিল।

১১ই মে মীরাটের সংবাদ লাহোরে উপস্থিত হয়। তৎপর দিন প্রাতঃকালে তাড়িত বার্তাবহ উহা অপেক্ষাও ভয়াবহ সংবাদ লাহোরস্থিত ইংরেজ রাজপুরুষদিগের গোচর করে। রবার্ট মণ্টগোমারি প্রথম দিন মীরাটের সিপাহিদিগের অভ্যুত্থানের সংবাদ পাইয়া কর্তব্যা-কর্তব্য-বিচার করিতে-না-করিতেই দ্বিতীয় দিন দিল্লীর ভয়ঙ্কর ঘটনা জানিয়া স্তম্ভিত হন। মীরাটের ইউরোপীয়গণের অনেকে নিহত ও অনেকে তাড়িত হইয়াছেন। মোগলের প্রসিদ্ধ রাজধানী উত্তেজিত সিপাহিদিগের হস্তগত হইয়াছে। তত্রাত্য ইউরোপীয়গণ দলে দলে নিহত বা পলায়িত হইয়াছেন। উত্তেজিত লোকে বৃদ্ধ মোগল ভূপতিকে সমগ্র ভারতের সম্রাট্ বলিয়া সম্মানিত করিয়াছে। রবার্ট মণ্টগোমারি ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু এখন অনুশোচনা বা বিস্ময় প্রকাশের সময় ছিল না। পঞ্জাবে বহুসংখ্যক সিপাহী অবস্থিতি করিতেছে। পঞ্জাবের শিখ ও মুসলমানগণ আজন্ম বীরব্রতে দীক্ষিত রহিয়াছে। পঞ্জাবের অনতিদূরে উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি, জিগীষু আফগানগণ আপনাদের পার্বত্য প্রদেশে শূরত্ব প্রকাশের অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে। রবার্ট মণ্টগোমারি মুহূর্তকাল বিলম্ব না করিয়া ইহাদের মধ্যে আত্ম-প্রাধান্য স্থাপনে উদ্যত হইলেন। লাহোরের এক মাইল দূরে আনরকালি নামক স্থানে সিবিল ষ্টেসন ছিল। রবার্ট মণ্টগোমারি এই স্থানে অপরাপর রাজপুরুষদিগের সহিত উপস্থিত বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, সিপাহীরা গুলি বারুদ ও বন্দুকের ক্যাপ রাখিতে পারিবে না। লাহোরের দুর্গে অতিরিক্ত ইউরোপীয় সৈন্য রাখা হইবে। এই প্রস্তাব সকলের অনুমোদিত হইল। রবার্ট মণ্টগোমারি একজন সৈনিক-পুরুষের সহিত মিয়ামীরের সৈনিক-নিবাসে ব্রিগেডিয়ার করবেটের নিকটে গমন করিলেন। কথিত আছে, এই সময়ে একটি ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের বিষয় তাঁহাদের গোচর হয়।

লাহোরের দুর্গ নগরের প্রাচীরের মধ্যে ছিল। একদল ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষ, একদল কামান-রক্ষক পদাতিক এবং মিয়ামীরের সৈনিক-নিবাসের ২৬ সংখ্যক সিপাহী-দলের কতিপয় সৈন্য এই দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিল। নগরে শান্তিস্থাপন ও রাজকীয় ধনাগার রক্ষা করা ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল। ২৬ সংখ্যক দলের যে সকল সিপাহী মে মাসের প্রথমার্ধে দুর্গে পাহারা দিতেছিল, ১৫ই মে তাহাদের পালা শেষ হয় এবং তাহাদের স্থলে মিয়ামীরের ৪৯ সংখ্যক সিপাহীরা দুর্গ রক্ষার ভার গ্রহণ করে।

কথিত আছে, ষড়যন্ত্রকারিগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, যখন ৪৯ সংখ্যক দলের সিপাহীরা ২৬ সংখ্যক সিপাহিদিগকে অবসর দিবার জন্য দুর্গে আসিবে, তখন এই উভয় দলের সমবেত সিপাহিদিগের সংখ্যা প্রায় ১,১০০ হইবে। ইহারা অবিলম্বে অফিসরদিগকে আক্রমণ ও দুর্গদ্বার অধিকার করিবে। দুর্গস্থিত ইউরোপীয় সৈনিকদিগের সংখ্যা অল্প হওয়াতে (ইহাদের সংখ্যা ১৫০ জনের অধিক ছিল না), ইহারা অনায়াসে তাহাদিগকে পরাজিত করিবে। অস্ত্রাগার ও ধনাগার অধিকার করা হইবে। অনন্তর নিকটবর্তী হাসপাতালের খালি বাড়িতে আগুন দেওয়া হইবে। মিয়ামীরের সিপাহীরা এই আগুন দেখিয়া বুঝিতে পারিবে যে, দুর্গস্থিত সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। সুতরাং তাহারাও অস্ত্র পরিগ্রহ পূর্বক যুদ্ধে উদ্যত হইবে। কারাগারের দুই হাজার কয়েদীকে বিমুক্ত করা হইবে। এইরূপে সকলেই সমবেত হইয়া, ইউরোপীয়দিগকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে। কথিত আছে, মে মাসের প্রারম্ভে লাহোরের সিপাহীরা এইরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল। লাহোর ব্যতীত ফিরোজপুর, ফিলোর, জলন্ধর এবং অমৃতসরেও এই ষড়যন্ত্রের বিস্তার হইয়াছিল। প্রথমে দুইজন ইংরেজ এইরূপ ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের বিষয় প্রচার করেন*। কিন্তু মিয়ামীরের সৈনিক-নিবাসের সমস্ত সিপাহীই যে, গোপনে উক্তরূপ পরামর্শ করিয়া ইউরোপীয়দিগের বিনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে রাজপুরুষগণ কোনো মতামত প্রকাশ করেন নাই। দুই-একজন অসন্তুষ্ট সিপাহী উক্ত রূপ কল্পনা করিতে পারে; উহা হইতে সর্বব্যাপী ষড়যন্ত্রের আবির্ভাব অসম্ভব নয়**। কথিত আছে, কাপ্তেন লরেন্স নামক পুলিস ও ঠগী বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ আপনার প্রধান মুন্সীকে লাহোরের সিপাহিদিগের মনোগত ভাব জানিবার জন্য আদেশ দেন। এই মুন্সী অযোধ্যার একজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ। বিশ্বস্ত ও কর্মপটু বলিয়া, ইনি রাজপুরুষদিগের আদরণীয় ছিলেন। উক্ত মুন্সী অনুসন্ধান করিয়া সিপাহীদিগের মধ্যে গভীর উত্তেজনার নিদর্শন দেখেন। ইনি এই অনুসন্ধানের ফল সংক্ষেপে আপনার প্রভুর গোচর করেন; সংক্ষেপে রিচার্ড লরেন্সকে কহেন, 'সাহেব! মিয়ামীরের সিপাহীরা গবর্নমেন্টের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই রাজদ্রোহিতায় পরিপূর্ণ। সকলেই বিপক্ষতা সাধনের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছে***।' এই বিশ্বস্ত মুন্সী এইরূপ সংক্ষিপ্তভাবে স্বীয় গবেষণার ফল প্রকাশ করেন। মিয়ামীরের সিপাহীরা কিরূপে একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল, কিরূপে সকলে গবর্নমেন্টের উচ্ছেদসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তাঁহার কথায় কিছুই পরিস্ফুট হয় নাই। বোধহয়, তিনিও দুই চারিজন সিপাহীর মনোগত ভাব বুঝিয়া সমগ্র সিপাহি-দলকে সন্দিগ্ধ, সমুত্তেজিত ও গবর্নমেন্টের শত্রুতাসাধনে কৃতনিশ্চয় বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

---

* *Martin; Indian Empire; Vol. II, p. 197.*

** *Ibid p. 197.*

****Kaye, Sepoy War; Vol. II, p. 427.*

উপস্থিত বিষয় সম্বধে প্রধান কমিশনরের মত গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু লাহোর ও রাবালপিণ্ডির মধ্যে টেলিগ্রাফ বন্ধ হওয়াতে স্যার জন লরেন্সকে এই বিষয় যথাসময়ে জানাইবার সুবিধা হয় নাই। সুতরাং গুরুতর কার্য সম্পাদনের ভার রবার্ট মণ্টগোমারিও সবিশেষ সত্বরতা-সহকারে এই গুরুতর কর্তব্যপালনে উদ্যত হন।

রবার্ট মণ্টগোমারি একজন সৈনিক কর্মচারীর সহিত মিয়ামীরের সৈনিক-নিবাসের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার কর্বেটের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ব্রিগেডিয়ার যখন মীরাট ও দিল্লীর ঘটনা অবগত হইলেন, মণ্টগোমারির ন্যায় একজন প্রধান রাজপুরুষ যখন তাহাকে অবশ্যম্ভাবী বিপদের নিবারণ জন্য সদুপায়-নির্ধারণ করিতে কহিলেন, তখন তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। এখন যথোচিত সমীক্ষ্যকারিতা ও উদ্যমশীলতার পরিচয় দিবার সময় উপস্থিত হইল। ব্রিগেডিয়ার সিপাহিদিগকে একেবারে অস্ত্রশূন্য না করিয়া তাহাদিগকে মণ্টগোমারির প্রস্তাব অনুসারে গোলা, গুলি, বারুদ প্রভৃতি না দেওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। এই সময়ে দিবা অবসানপ্রায় হইয়াছিল। দিনমণি মধ্য গগন হইতে আপনার প্রখর রশ্মিজাল সংযত করিয়া, ক্রমশঃ অস্তাচলের নিকটবর্তী হইতেছিলেন; সুতরাং সে দিন উক্ত সঙ্কল্প অনুসারে কার্য করা হইল না। এদিকে ব্রিগেডিয়ার কর্বেট উপস্থিত বিষয়ে পুনর্বিচার করিতে লাগিলেন। যুগপত আশঙ্কা ও সন্দেহের তরঙ্গে তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল। সিপাহিদিগকে গুলিবারুদ না দিলেই যে, উপস্থিত বিপদ দূর হইবে, তদ্বিষয়ে তিনি সন্দেহ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার সিদ্ধান্ত হইল যে, নিরস্ত্রকরণই বিপত্তিনিবারণের একমাত্র উপায়। ব্রিগেডিয়ারের প্রস্তাব মণ্টগোমারির অনুমোদিত হইল। সুতরাং লাহোরের রাজপুরুষগণ সিপাহিদিগকে গুলি বারুদে বঞ্চিত না করিয়া একবারে তাহাদিগকে সর্বপ্রকার সামরিক চিহ্ন হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত হইলেন।

এই কার্য নিরতিশয় দুরূহ ও নানারূপ আশঙ্কাজনক ছিল। যে সকল সিপাহীকে নিরস্ত্র করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহারা বীরত্বে বা সামরিক কৌশলে অপ্রসিদ্ধ ছিল না। ইহাদের একদল অর্থাৎ ১৬শ সংখ্যক পদাতিক, অসামান্য বীরত্বগুণে বীরেন্দ্রসমজে বরণীয় হইয়াছিল। কান্দাহার ও গজনির যুদ্ধে ইহাদের সাহস ও পরাক্রম দেখিয়া সেনাপতি নট্ সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা পঞ্চনদের প্রশস্ত ক্ষেত্রে, মুদ্‌কি ফিরোজশহর ও সোব্রাওর চিরপ্রসিদ্ধ রণস্থলে বিদেশীয় প্রভুর পক্ষ সমর্থন জন্য স্বদেশীয় শিখদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রসঞ্চালন করিয়াছিল এবং শ্রীরঙ্গপত্তনে ইংরেজের আদেশে স্বদেশীয় রাজার ক্ষমতানাশে অসামান্য সাহসের পরিচয় দিয়াছিল। ইহাদের প্রভুভক্তি, ইহাদের বিশ্বস্ততা, ইহাদের পরাক্রম এইরূপ প্রশংসনীয় ও প্রীতির উদ্দীপক ছিল। ইহারা এইরূপ বিশ্বস্ততা, প্রভুভক্তি ও পরাক্রমের জন্য সমুচিত পারিতোষিক-লাভেও বঞ্চিত হয় নাই। এই পারিতোষিক স্বরূপ সমুজ্জ্বল [illegible] এবং মহীশূরের মুসলমান ভূপতির রাজকীয় চিহ্নরূপ ব্যাঘ্রলাঞ্ছিত পদকে ইহাদের [illegible] শোভিত থাকিত। এইরূপ রণনিপুণ বিশ্বস্ত সৈনিক-দলের নিরস্ত্রীকরণ [illegible] অসমসাহসের

কার্য ছিল। নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব সাধারণের গোচর হইলে বা কর্তৃপক্ষ ঐ প্রস্তাব অনুসারে কার্য করিতে বিলম্ব করিলে বিপদ অনিবার্য হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু রবার্ট মণ্টগোমারি বা ব্রিগেডিয়ার কর্বেট নিরস্ত হইলেন না। তাঁহারা স্বল্প মাত্র ইউরোপীয় সৈনিক লইয়া সমগ্র সিপাহি-দলকে সৈনিক শ্রেণী হইতে নিষ্কাশিত করিতে উদ্যত হইলেন। অবিলম্বে পরদিন (১৩ই মে) প্রাতঃকালে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমগ্র সৈনিক-পুরুষদিগকে সমবেত হইতে আদেশ দেওয়া হইল। নিরস্ত্রীকরণের বিষয় ঘুণাক্ষরেও কাহারও নিকটে প্রকাশিত না হয়, তদ্বিষয়ে মণ্টগোমারি ও কর্বেট, উভয়েই সবিশেষ সাবধান হইলেন। তাঁহাদের মুখমণ্ডলে আশঙ্কাজ্ঞাপক কোনোরূপ চিহ্ন রহিল না। দুশ্চিন্তার কোনোরূপ আবেশ দেখা গেল না। তাঁহাদিগকে চিন্তিত দেখিলে পাছে লাহোরের ইউরোপীয়গণ শঙ্কিত হয়, সাধারণে উৎসাহিত হইয়া পাছে তাঁহাদিগকে অধিকতর বিপদাপন্ন করিয়া তুলে, এই জন্য তাঁহারা সর্বপ্রকার দুশ্চিন্তায় বিসর্জন দিয়া সর্বব্যাপী সন্ত্রাসে ঔদাস্য দেখাইয়া, প্রকাশ্যভাবে প্রশান্তি ও প্রসন্ন ভাবের পরিচয় দিতে লাগিলেন। বাহিরে সাধারণের সন্দেহের উদ্দীপক কোনো চিহ্নই রহিল না। এই দিন (১২ই মে) রাত্রিকালে সৈনিক-নিবাসে সাহেব ও বিবিদিগের নাচ হইবার কথা ছিল। ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষগণ প্রফুল্লভাবে নাচের স্থলে গমন করিলেন। ইউরোপীয় কুলকামিনীগণ বিবিধ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, প্রশান্তভাবে নৃত্যনৈপুণ্যের পরিচয় দিতে উদ্যত হইলেন। সৈনিক-নিবাসের নাচঘর আলোকমালায় শোভিত হইল। সেই আলোকরাশিতে বিচিত্রবেশধারিণী, নৃত্যনিপুণা কামিনীর সৌন্দর্যতরঙ্গ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইউরোপীয় পুরুষগণ ও নারীগণ সমভাবে এইরূপ আমোদের উপভোগ করিলেন। কাহারো প্রসন্ন মুখমণ্ডলে সে সময়ে বিষণ্নতা-জনিত কালিমার সঞ্চার দেখা গেল না। কাহারো হৃদয় সন্দেহের তরঙ্গে আন্দোলিত হইল না। কেহ গভীর আশঙ্কায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া প্রতি মুহূর্তে মহাপ্রলয়ের বিভীষিকায় বিচলিত হইলেন না। সেই নিদাঘের নিশীথে সকলেই উল্লাসে উৎফুল্ল ও সকলেই উৎসবে উন্মত্ত হইয়া নৃত্যরঙ্গে সময় যাপন করিলেন। সৈনিক-নিবাসের চারিদিকে যে সকল সিপাহী-শান্ত্রী ছিল, তাহারা ইংরেজদিগের এইরূপ উৎফুল্ল ভাব দেখিয়া কোনো বিষয়ে সন্দিহান হইল না। ইংরেজদিগকে এইরূপ নিশ্চিন্তমনে আমোদে মত্ত দেখিয়াও, তাহারা এই সুযোগে সৈনিক-নিবাস অধিকার, ধনাগার আক্রমণ বা নিরস্ত্র ইউরোপীয়-দিগকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইল না। যদি মিয়মীরের সিপাহিগণ ইংরেজদিগের বিনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করিত, তাহা হইলে তাহারা কখনো এই সুযোগ পরিত্যাগ করিত না। তাহাদের বৈরনির্যাতন-স্পৃহা এ সময়ে অবশ্যই বলবতী হইত। তাহারা এ সময়ে ইংরেজদিগকে এইরূপ নিশ্চিন্ত ও নিরস্ত্র দেখিয়া অস্ত্র পরিগ্রহ পূর্বক নিঃসন্দেহ তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইত।

১২ই মের রাত্রি নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হইল। ইউরোপীয় কুলকামিনী ও পুরুষদিগের নৃত্যরঙ্গে কোনো ব্যাঘাত ঘটিল না। সিপাহিদিগের শান্তি-সুখেরও কোনো বিঘ্ন উপস্থিত হইল না। সিপাহীরা প্রশান্তভাবে প্রশস্ত সৈনিক-নিবাসে

আপনাদের কর্তব্যকর্মে ব্যাপৃত রহিল। ইউরোপীয়গণ প্রফুল্লহৃদয়ে আলোকমালায় সমুজ্জ্বল, সুরম্য গৃহে নৃত্যপরায়ণা কামিনীদিগের সৌন্দর্যসাগরে ভাসমান হইতে লাগিলেন। ক্রমে উষার অনতিগাঢ় অন্ধকার তিরোহিত হইল। মিয়ামীরের প্রশস্ত ক্ষেত্র বাল-তপনের কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ব্রিগেডিয়ারের আদেশে ইউরোপীয় সৈনিক-দল ও সিপাহিগণ কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইল। মণ্টগোমারি প্রভৃতি রাজপুরুষগণ আনরকালি হইতে অশ্বারোহণে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রত্যেক সৈনিক-পুরুষই অধিনায়কের আদেশানুসারে কার্য করিতে লাগিল। এই সকল সৈনিক-দল সর্বপ্রথম এক শ্রেণীতে দণ্ডায়মান হইল। দক্ষিণে কামানসহ কামান-রক্ষকগণ এবং ৮১ সংখ্যক দলের প্রায় আড়াই শত ইউরোপীয় সৈনিক অবস্থিতি করিতে লাগিল। বামে এতদ্দেশীয় অশ্বারোহিগণ সন্নিবেশিত হইল। মধ্যভাগে সিপাহিগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। এই শ্রেণীবদ্ধ সৈনিক-দলে ইউরোপীয়দিগের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। প্রত্যেক সৈনিক-দলের সম্মুখে বারাকপুরের ৩৪ সংখ্যক সিপাহিদিগের নিরস্ত্রীকরণের আদেশলিপি পঠিত হইল। ইহার পর প্রধানতঃ যে উদ্দেশ্যে সিপাহিদিগকে প্রাতঃকালের কাওয়াজের প্রশস্তক্ষেত্রে সমবেত করা হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সবিশেষ কৌশলসহকারে কার্যারম্ভ হইল। এতদ্দেশীয় সৈনিক-দলকে সম্মুখভাগ হইতে পশ্চাদ্ভাগে যাইতে আদেশ দেওয়া হইল। এদিকে ৮১ সংখ্যক দলের ইউরোপীয় সৈনিকগণ আপনাদের পূর্বতন স্থান পরিত্যাগ করিয়া অশ্বারোহিদিগের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। কেবল কামান-রক্ষকগণ কামানসহ সিপাহিদিগের পশ্চাদ্ভাগে রহিল। তাহারা এই স্থানে থাকিয়া কামান ভরিতে লাগিল। পশ্চাদ্ভাগে থাকাতে সিপাহীরা উহা দেখিতে পাইল না। অনন্তর ২৬ সংখ্যক সিপাহি-দলের লেফ্‌টেনেণ্ট মোকাট্টা নামক একজন সৈনিক-পুরুষ ব্রিগেডিয়ারের আদেশে সিপাহিদিগের সম্মুখীন হইয়া এইভাবে হিন্দুস্থানী ভাষায় বলিতে লাগিলেন—'এক্ষণে অন্যান্য সৈনিক-দলে বিদ্রোহভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। এতদ্দ্বারা অনেক উৎকৃষ্ট সৈনিক-পুরুষের সর্বনাশ ঘটিবার সূত্রপাত হইয়াছে। মিয়ামীরের সৈনিক-দল গবর্নমেণ্টের কার্য সুনিয়মে সম্পন্ন করিয়াছে। এই সৈনিক-দল যাহাতে বিদ্রোহভাবে পরিচালিত না হয়, তজ্জন্য তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্র হইতে বিচ্যুত করাই স্থির হইয়াছে। এই হেতু সমগ্র সৈনিক-দলকে আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, তাহারা আপনাদের সমস্ত অস্ত্র এক স্থানে স্তূপাকার করুক।'

লেফ্‌টেনেণ্ট মোকাট্টা যখন গম্ভীরস্বরে এইরূপ বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন ৮১ সংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিকগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া কামানের উভয় পার্শ্বে গিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল। অনন্তর যখন সিপাহিদিগকে তাহাদের অস্ত্র সকল একস্থানে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইল, তখন তাহারা আপনাদের সমক্ষে গোলাভরা কামান দেখিতে পাইল। কামান-রক্ষকগণ প্রজ্বলিত বর্তিকা হস্তে করিয়া কামানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। এদিকে ৮১ সংখ্যক সৈনিকদিগকে বন্দুক ভরিবার আদেশ দেওয়া হইল। সিপাহিরা তখন অধিনায়কের আদেশ পালনে অসম্মত হইল না। ১৬ সংখ্যক

দলের সিপাহিগণ প্রথমে অস্ত্র পরিত্যাগে দোলায়মানচিত্ত হইয়াছিল। শেষে তাহারাও কোনোরূপ বিরুদ্ধ ভাবের পরিচয় দিল না। সকল সিপাহী ধীরে ধীরে একে একে আপনাদের অস্ত্রসমূহ পরিত্যাগ করিয়া এক স্থানে রাখিল। অশ্বারোহীরা তরবারিসহ কোমরবন্ধ খুলিয়া দিল। এইরূপে বিনা গোলযোগে ছয়শত ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষের সম্মুখে ২৫০০ সৈনিক-পুরুষ নিরস্ত্রীকৃত হইল। যাহারা এক সময়ে ব্রিটিশ বীরপুরুষদিগের পার্শ্বে থাকিয়া অসামান্য বীরত্বের সহিত বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির একশেষ দেখাইয়াছিল, তাহারা এইরূপে চিরপবিত্র বীরব্রত হইতে স্খলিত হইল। ৮১ সংখ্যক সৈনিক-দল অগ্রসর হইয়া সিপাহিদিগের পরিত্যক্ত অস্ত্রসমূহ অধিকার করিল। এই সকল অস্ত্র লইয়া যাইবার জন্য অনেকগুলি গরুর গাড়ি সংগৃহীত হইয়াছিল। এক্ষণে গাড়ি-বোঝাই অস্ত্র সৈনিক-নিবাসে লইয়া যাওয়া হইল। এদিকে নিরস্ত্র সিপাহিরা শান্তভাবে আপনাদের আবাস-গৃহে গমন করিল।

মিয়াঁমীরের প্রশস্ত ক্ষেত্রে নিরাপদে ও নিরুদ্বেগে নিরস্ত্রীকরণের কার্য সম্পন্ন হইল। কিন্তু এখনও ২৬ সংখ্যক দলের সশস্ত্র সিপাহিগণ লাহোরের দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিল। ১৫ই মে পর্যন্ত ইহাদের পাহারার দিন ছিল। কিন্তু ১৪ই মে প্রাতঃকালে ৮১ সংখ্যক দলের কতিপয় ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষ সহসা দুর্গে উপস্থিত হইল। ইহাদের অধ্যক্ষ কর্নেল স্মিথ দুর্গে উপস্থিত হইয়া সিপাহিদিগের নিরস্ত্রীকরণের বন্দোবস্ত করিলেন। অবিলম্বে তাহাদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া হইল। দুর্গস্থিত সিপাহিরা সহসা আপনাদের সম্মুখে সশস্ত্র ইউরোপীয় সৈন্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল। তাহারা অধিনায়কের আদেশের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হইল না। সহসা নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাবে তাহাদের মর্মান্তিক কষ্ট হইল বটে, কিন্তু তাহারা অস্ত্র-পরিত্যাগ-সময়ে কোনোরূপ উত্তেজনার পরিচয় দিল না। দুর্গস্থিত ২৬ সংখ্যক সিপাহি-দল ধীরভাবে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া মিয়াঁমীরের আবাস-গৃহে চলিয়া গেল। এদিকে ইউরোপীয় মহিলাগণ ও বালক-বালিকাদিগের রক্ষার সুবন্দোবস্ত হইল। হিন্দুস্থানীদিগের পরিবর্তে পুলিশ বিভাগের পঞ্জাবিগণ পাহারা দিতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন স্টেশনের অর্থ সংগৃহীত ও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে রক্ষিত হইল। যে সকল পত্র সিপাহিদিগের নামে ডাকঘরে পেঁছিতে লাগিল, মণ্টগোমারির আদেশে তৎসমুদয় বিলি-করা বন্ধ হইল। বিভিন্ন স্থানে দূতসমূহ প্রেরিত হইল। স্থানান্তর-প্রবাসী ইউরোপীয়গণ ইহাদের নিকটে সমুত্তেজিত সিপাহিদিগের সমুত্থান-বার্তা শুনিয়া আত্মরক্ষার যথোচিত উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। সেনাপতি ওয়েলেসলি যখন ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দে দাক্ষিণাপথে ব্রিটিশ কোম্পানির প্রাধান্য বদ্ধমূল করিতে উদ্যত হন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভূপতিদিগের প্রভুশক্তির বিলোপ-সাধন যখন তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য হয়, তখন তিনি অধীন কর্মচারিদিগকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে, 'কোনো বিষয়েই যেন আশঙ্কার ও উত্তেজনার লক্ষণ প্রদর্শিত না হয়। সকল কর্মচারীই যেন সর্বদা কর্তব্য সম্পাদনে প্রস্তুত থাকেন এবং যত প্রকার উপায়েই হউক আবশ্যক সংবাদ সংগ্রহ করেন।' রবর্ট মণ্টগোমারি এইরূপ উপদেশের অনুবর্তী হইয়া বিভিন্ন স্থানের

কর্মচারিদিগকে ধীরভাবে কার্য করিতে আদেশ দিলেন। তিনি বাহিরে কোনোরূপ উত্তেজনার লক্ষণ দেখাইলেন না। সর্বজন-সমক্ষে গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন না বা সন্ত্রাসে অভিভূত হইয়া আপনাদের নিস্তেজ ভাবের পরিচয় দিলেন না। তাঁহার ধীরতা পূর্ববৎ অটল রহিল। তিনি সৈনিক-বিভাগের কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া পঞ্জাবে শান্তি স্থাপনে তৎপর হইলেন।

মণ্টগোমারি কেবল লাহোর রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া নিরস্ত হইলেন না। তিনি অন্যান্য স্থান নিরাপদ করিতেও সচেষ্ট হইলেন। মীরাটে বহুসংখ্যক ইউরোপীয় অশ্বারোহী, পদাতিক ও কামান-রক্ষক সৈনিক-পুরুষ থাকাতেও তত্রত্য কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে স্থানান্তরে বিপদের নিবারণ জন্য পাঠান নাই। তাঁহারা কেবল মীরাট রক্ষার জন্যই ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু মিয়াঁমীরে উহা অপেক্ষাও অল্প-সংখ্যক ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। এই সৈনিক-দলের সাহায্যে সিপাহিগণ নিরস্ত্রীকৃত হয়। কর্তৃপক্ষ এই ক্ষুদ্র সৈনিক-দলের কিয়দংশ লাহোরের দুর্গে পাঠাইয়া দেন। উহার একাংশ আবার অন্য স্থানের বিপত্তি নিবারণে প্রেরিত হয়।

লাহোরের প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে অমৃতসর নগরে গোবিন্দ-গড় নামক দুর্গ অবস্থিত। অমৃতসর শিখ-সমাজের অতি পবিত্র স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্থানের পবিত্র স্বর্ণমন্দিরে শিখ-গুরুগণ প্রশান্তভাবে ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া থাকেন। গুরু গোবিন্দের বীরত্বময়ী পবিত্র কথা এই স্থানে নিরন্তর উদ্ঘোষিত হইয়া শিখদিগের হৃদয়ে অপূর্ব তেজস্বিতার সঞ্চার করে। সমগ্র পঞ্জাবে অমৃতসরের ন্যায় আর কোনো স্থানে শিখদিগের ধর্মানুশীলনের প্রাধান্য নাই। সমগ্র পঞ্জাবে আর কোনো স্থান অমৃতসরের ন্যায় অতীত গৌরবের নিদর্শন-জ্ঞাপক নয়। তেগবাহাদুর স্ব-ধর্ম রক্ষার জন্য যেরূপ ধীরভাবে প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সমক্ষে আপনার মাথা দিয়াছিলেন, গুরু গোবিন্দ তরুণ বয়সে ভোগবিলাসে বিসর্জন দিয়া, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যেরূপ মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিলেন, পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ যেরূপ পরাক্রমের সহিত আপনার আধিপত্য বদ্ধমূল রাখিয়া, উত্তরে পার্বত্য-প্রদেশবাসী রণদুর্মদ আফগানগণ এবং দক্ষিণে বীরত্বগৌরব-সম্পন্ন ও সভ্যতাভিমানী ব্রিটিশ-জাতিকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, তাহা এই স্থানে পদার্পণ করিলে স্মৃতিপথে জাগরূক হয়। এই স্থানের সরোবর-বেষ্টিত স্বর্ণমন্দিরে সমাগত হইয়া শিখগণ ধর্মোপদেশে যেরূপ তৃপ্তিলাভ করে, সেই রূপ অতীত গৌরবের কথাতেও জাতীয়ভাব সম্পন্ন হইয়া থাকে। ফলতঃ, শিখদিগের মধ্যে ধর্ম-চর্চার পবিত্রতায়, জাতীয় ভাবের উদ্দীপনায় পঞ্জাবের আর কোনো নগর অমৃতসরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না। শিখগণ অমৃতসরের ন্যায় আর কোনো নগরের উপর সমধিক শ্রদ্ধাপ্রদর্শনে অগ্রসর হয় না। এই স্থানের দুর্গ গোবিন্দ-গড় গুরু গোবিন্দের পবিত্র নামানুসারে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। চিরপ্রসিদ্ধ কহিনূর হীরক ব্রিটিশাধিকারের পূর্বে এই দুর্গে সংরক্ষিত ছিল। উহার সহিত গোবিন্দ সিংহের নামের সংযোগ থাকাতে উহা শিখদিগের মধ্যে জাতীয়ভাবের উদ্দীপক ছিল। সুতরাং পঞ্জাবের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই স্থানের শিখদিগের ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে

অস্ত্রধারণ করিবার অধিকতর সম্ভাবনা ছিল। রবার্ট মণ্টগোমারি এজন্য সর্বপ্রথম গোবিন্দ-গড় রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। দিল্লী হইতে টেলিগ্রাফ পাইয়াই তিনি ১২ই মে প্রাতঃকালে অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনর কুপার সাহেবকে লিখিয়াছিলেন, 'উপস্থিত বিষয়ে এখন হইতেই সাবধান হওয়া উচিত। যাহাতে সিপাহিরা সন্ত্রস্ত হয়, তাহা করা কর্তব্য নহে। গোবিন্দ-গড় রক্ষার ভার যে সকল সিপাহীর প্রতি সমর্পিত আছে, তাহাদের উপর তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখা বিধেয়। জলন্ধরে কি ঘটিতেছে, তাহার সন্ধান লওয়া উচিত।' পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সেনাপতি ওয়েলেসলি দাক্ষিণাপথে শান্তিস্থাপনের জন্য যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে রবার্ট মণ্টগোমারিও সেই নীতি অনুসারে কার্য করিতে উদ্যত হন। তাঁহার উপদেশের বশবর্তী হইয়া, অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনর কোনোরূপ চাঞ্চল্য বা সন্ত্রাসের চিহ্ন না দেখাইয়া, ধীরভাবে কর্তব্য-সম্পাদনে মনোনিবেশ করেন।

গোবিন্দ-গড়ে সিপাহিদিগের সংখ্যাই অধিক ছিল। এতদ্ব্যতীত কতিপয় ইউরোপীয় কামান-রক্ষক সৈনিক-পুরুষ অবস্থিতি করিতেছিল। সহসা অমৃতসরে জনরব উঠিল যে, লাহোরের নিরস্ত্রীকৃত সিপাহিগণ গোবিন্দগড় অধিকারের জন্য দলে দলে আসিতেছে। এই জনরবে কুপার সাহেব কতিপয় বিশ্বস্ত শিখ ও অশ্বারোহী সৈনিক-পুরুষের সহিত দুর্গদ্বারের অপর পার্শ্বে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার সহকারী কমিশনর মাক্‌নাটন সাহেব নিকটবর্তী পল্লীবাসিদিগকে সমবেত করিয়া লাহোরের পথে রাখিলেন। উপস্থিত সময়ে পঞ্জাবে প্রচুর শস্য জন্মিয়াছিল। শস্য-সম্পত্তি লাভে কৃষকগণ সন্তোষ সহকারে কালাতিপাত করিতেছিল। কোনোরূপ বিপ্লবে এই সম্পত্তি বিনষ্ট হয়, ইহা তাহাদের ইচ্ছা ছিল না। প্রধানতঃ জাঠগণ এই কৃষকশ্রেণীর অন্তর্গত ছিল। ইহারা সিপাহিদিগের সমুত্থানে অনুরাগ প্রকাশ করে নাই। ভয়াবহ বিপ্লবে জনসাধারণ উচ্ছৃঙ্খল ও বিধি-বহির্ভূত পথ অবলম্বন করিলে, আপনাদের শান্তিময় ও শস্য-সম্পত্তিপূর্ণ আবাস পল্লীতে অশান্তির প্রাদুর্ভাব হইবে ভাবিয়া, ইহারা সিপাহিদিগের সহিত কোনোরূপ উত্তেজনার পরিচয় দেয় নাই। সুতরাং মাক্‌নাটন যখন ইহাদিগকে শান্তিরক্ষার জন্য আহ্বান করিলেন, তখন ইহারা অবিলম্বে দলে দলে তাঁহার অনুবর্তী হইল। ইহাদের হস্তে সঙ্গীনযুক্ত বন্দুক বা তরবারি ছিল না; ইহাদের দেহও সামরিক পরিচ্ছদে সমাবৃত ছিল না। আপনাদের অবলম্বিত কার্যের উপযোগী অস্ত্রাদি ইহাদের অদ্বিতীয় সম্বল ছিল। ইহারা এই সকল অপূর্ব অস্ত্র লইয়া সহকারী কমিশনরের সহিত লাহোরের পথে উপস্থিত হইল। মাক্‌নাটন সাহেব ইহাদের সাহায্যে সিপাহিদিগের আগমন-পথ অবরুদ্ধ করিয়া রহিলেন। নিশীথ-কালে লাহোরের সিপাহিরা আসিতেছে বলিয়া কোলাহল হইল। মাক্‌নাটন সাহেব বহুসংখ্যক গরুর গাড়ি স্তূপাকারে সজ্জিত করিয়া, তৎসমুদয়ের দ্বারা পথ নিরুদ্ধ করিলেন। এই অপূর্ব প্রাচীরের পশ্চাৎ তাহার অপূর্ব সৈনিক-দল—সুদৃঢ় কলেবর, শক্তিসম্পন্ন জাঠ কৃষাণগণ কৃষিক্ষেত্রের অস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। সহকারী কমিশনর লাহোরের সৈনিক-সাগরের প্রবল তরঙ্গের গতিরোধ জন্য

এই উপায় অবলম্বন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইল। বহুক্ষণ সজ্জীকৃত গোযানের পশ্চাৎ জাঠ কৃষকগণ সিপাহিদিগের প্রতীক্ষায় রহিল। কিন্তু অমৃতসরের ব্রিটিশ রাজপুরুষদিগের সৌভাগ্যক্রমে সিপাহিরা উপস্থিত হইল না। তাহাদের পরিবর্তে সাহায্যকারী মিত্রগণ সহকারী কমিশনরের সমীপবর্তী হইল। লাহোর হইতে ৮১ সংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিক-দলের একাংশ গোবিন্দ-গড় রক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। ইহারা এখন দ্রুতগতিতে মাক্‌নাটন সাহেবের সম্মুখীন হইল। ইহাদের আগমনে অমৃতসরের রাজপুরুষেরা আশ্বস্ত হইলেন। ইহারা সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে গোবিন্দ-গড়ে প্রবেশ করিল। শিখদিগের পবিত্র স্থানের দুর্গে এইরূপে ব্রিটিশ কোম্পানির প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রহিল।

লাহোর ও অমৃতসর রক্ষার এইরূপ বন্দোবস্ত হইল। এই দুই স্থান ব্যতীত পঞ্জাবে আরও কয়েক স্থানের সৈনিক নিবাসে বহুসংখ্যক সিপাহী অবস্থিতি করিতেছিল। ইহার মধ্যে ফিরোজপুরে ও ফিলোরে গোলাগুলি প্রভৃতি যুদ্ধের অনেক সরঞ্জাম ছিল। এই উভয় স্থানের ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষদিগের উপর কর্তৃপক্ষের গুরুতর সন্দেহ জন্মিয়াছিল। উভয় স্থানের ইউরোপীয়গণ প্রতি মুহূর্তে অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের বিভীষিকায় বিচলিত হইয়াছিলেন।

উপস্থিত সময়ে ফিরোজপুরে ৫১ সংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিক-দল, ১০ সংখ্যক এতদ্দেশীয় অশ্বারোহী ও ৫৭ সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিক সৈনিক-দল অবস্থিতি করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত কতিপয় কামান ও কামান-রক্ষক পদাতিক ছিল। এই সময়ে ফিরোজপুরে ঊর্ধ্বতন রাজকর্মচারিগণ কেহ কেহ স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন, কেহ বা অভিনব কর্মচারীর হস্তে আপনার কার্যভার সমর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণের আয়োজন করিতেছিলেন। ব্রিগেডিয়ার ঈনেস সৈনিক-নিবাসের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি ১১ই মে মুলতান হইতে যাইয়া ফিরোজপুরের সৈনিক-নিবাসের কার্যে নিয়োজিত হন। স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হওয়াতে ডেপুটি কমিশনর মেজর মার্সডেন স্বদেশে গমনে উদ্যত হন। তাঁহার স্থলে কোর্টল্যাণ্ড নামক একজন সৈনিক-পুরুষ নিয়োজিত হন। রাজকীয় কর্মচারিগণের এইরূপ পদ-পরিবর্তনের সময়ে ফিরোজপুরের সিপাহিদিগের মধ্যে গোলযোগের সূত্রপাত হয়।

১২ই মে রাত্রিকালে একজন বার্তাবহ মীরাট ও দিল্লীর ভয়াবহ সংবাদ লইয়া লাহোর হইতে ফিরোজপুরে উপস্থিত হয়। ব্রিগেডিয়ার ঈনেস এই সূত্রে অবগত হন যে, ১২ই মে লাহোরের সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিবার দিন অবধারিত হইয়াছে। ১২ই মে প্রাতঃকালে ফিরোজপুরের সৈনিক-দল ব্রিগেডিয়ারের আদেশে কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সমবেত হয়। কাওয়াজের সময়ে সিপাহিদিগের ভাবভঙ্গী অবগত হওয়া তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। কথিত আছে, ব্রিগেডিয়ার কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সশস্ত্র সিপাহিদিগের মুখ-ভঙ্গী দেখিয়া আশ্বস্ত হইতে পারেন নাই। যাহা হউক, ঐদিন মধ্যাহ্নকালে আর-একজন বার্তাবহ মীরাটের টেলিগ্রাফ লইয়া উপস্থিত হইল। দ্বিতীয় সংবাদ-বাহকের উপস্থিতিতে ব্রিগেডিয়ার স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি সৈনিক-বিভাগের কর্মচারিগণের

সহিত উপস্থিত বিষয়ে পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সিপাহিদিগের উপর তাঁহার তাদৃশ বিশ্বাস ছিল না। সুতরাং তিনি অবিলম্বে সমগ্র সিপাহি-দলকে নিরস্ত্র করিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাব সিপাহিদিগের অধিনায়কগণের মনোনীত হইল না। তাঁহারা এ বিষয়ে ঘোরতর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। ব্রিগেডিয়ার ঈনেস নূতন লোক ছিলেন, তিনি সৈনিক-বিভাগের অধিনায়কদিগের প্রতিবাদের বিরুদ্ধে কার্য করিতে সাহসী হইলেন না। অবশেষে স্থির হইল যে, অপরাহ্নকালে সিপাহিদিগের উভয়-দলকে পৃথক স্থানে পৃথকভাবে রাখা হইবে। পরদিন প্রাতঃকালে এই উভয় স্থানে উভয়-দলকে পৃথকভাবে অস্ত্রশস্ত্র হইতে বিচ্যুত করা যাইবে।

ফিরোজপুরের অস্ত্রাগারে অনেক বারুদ ও গুলিগোলা ছিল। সর্বাগ্রে অস্ত্রাগার-রক্ষায় বন্দোবস্ত হইল। ৫১ সংখ্যক সিপাহি-দলের কতিপয় সৈনিক-পুরুষ অস্ত্রাগার-রক্ষায় নিয়োজিত ছিল। এখন ৬১ সংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিক-দলের একশতজন সৈনিক অস্ত্রাগারের সম্মুখে সন্নিবেশিত হইল। বিপদের সময়ে ইউরোপীয় কুলনারী ও বালক-বালিকাদিগকে ঐ প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে বা ইউরোপীয়দিগের সৈনিক-নিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য গোপনে সংবাদ দেওয়া হইল। এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া সৈনিক-বিভাগের কর্তৃপক্ষ পরদিন সিপাহিদিগকে পৃথক স্থানে পৃথকভাবে নিরস্ত্র করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ইচ্ছা ফলবতী হইল না। বেলা পাঁচটার সময় উক্ত দুইদল সিপাহী, পৃথকরূপে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইল। ৫৭ সংখ্যক দল অধিনায়কের আদেশে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল। ৪৫ সংখ্যক দল সদর বাজার দিয়া যাত্রা করিল। বাজারে উপস্থিত হইলে তাহাদের অনেকের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাহারা পূর্বেই কর্তৃপক্ষের আচরণে সন্দিগ্ধ হইয়াছিল। বাজারের লোকের মুখে নানা কথা শুনিয়া, তাহারা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। উপস্থিত সময়ে একটি কথাতেই মনোগত ভাব বিকৃত হইবার সম্ভাবনা ছিল। একটি সামান্য ফুৎকারেই অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে পারিত। সিপাহীরা একেই সন্দিগ্ধ উত্তেজিত ও বিরক্ত ছিল। ইহার পর যখন তাহারা বাজার দিয়া যাইবার সময়ে অদূরে ইউরোপীয় সৈন্য ও কামান-রক্ষকদিগকে অস্ত্রাগারের নিকটে সমবেত হইতে দেখিল, তখন তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। তাহাদের অনেকে বিশ্বাস-ঘাতকতার সূত্রপাত হইয়াছে বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং আপনাদের বন্দুক গুলিপূর্ণ করিয়া অস্ত্রাগারের অভিমুখে ধাবিত হইল। কিন্তু সকলে তাহাদের অনুবর্তী হইল না। তাহাদের দলের অবশিষ্ট সিপাহীরা নির্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেল।

অস্ত্রাগারের বহির্ভাগ তাদৃশ সুরক্ষিত ছিল না। উহার পরিখা বিশুষ্ক ছিল। সুতরাং উত্তেজিত সিপাহীরা সহজে পরিখা উত্তীর্ণ হইল, প্রাচীরে উঠিল এবং উহার অন্তর্ভাগে প্রবেশ করিল। কিন্তু যে গৃহে অস্ত্রাদি থাকিত, তাহা ছয় ফিট উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। ৬১ সংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিক-দল উহার প্রবেশপথ রক্ষা করিতেছিল। উত্তেজিত সিপাহীরা এই সৈনিক-দলকে আক্রমণ করিল। এই আক্রমণে ইউরোপীয় সৈন্যের অধ্যক্ষ আহত হইলেন। কিন্তু শেষে সিপাহীরা তাড়িত হইল।

৫৭ সংখ্যক দলের যে সকল সিপাহী অস্ত্রাগারে ছিল, তাহারা নিরস্ত্রীকৃত হইল। এই-রূপে অস্ত্রাগার উত্তেজিত সিপাহিদিগের হস্তচ্যুত হইল। এদিকে ৬১ সংখ্যক সৈনিক-দলের কতিপয় সৈনিক-পুরুষ অস্ত্রাগার রক্ষার জন্য উপস্থিত হইল। ফিরোজপুরের প্রসিদ্ধ অস্ত্রাগার ইউরোপীয় সৈনিকে এইরূপে সুরক্ষিত ও সিপাহিদিগের আকস্মিক আক্রমণ হইতে এইরূপে বিমুক্ত রহিল।

অস্ত্রাগার রাজপুরুষদিগের হস্তগত ও ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষে সুরক্ষিত হইল বটে, কিন্তু সৈনিক-নিবাসের শৃঙ্খলা রক্ষা করা সুসাধ্য হইল না। অল্প-সংখ্যক ইউরোপীয় সৈন্য দ্বারা একবারে দুইদিক রক্ষা করিবারও সুবিধা ছিল না। সুতরাং অবিলম্বে বাজারে ও সৈনিক-নিবাসে নানা গোলযোগ উপস্থিত হইল। উত্তেজিত জন-সাধারণ বাজারে লুঠতরাজ করিতে লাগিল, সৈনিক-নিবাসে ইউরোপীয় অফিসরদিগের বাংলা, ভোজনগৃহ, উপাসনা-মন্দির প্রভৃতি বিলুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইতে লাগিল। রাত্রিকালে উত্তেজিত লোকের ভয়াবহ কোলাহল এবং গগনব্যাপী ধূমস্তূপ ও প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা ব্যতীত আর কিছুই শ্রুতিগোচর বা দৃষ্টিগোচর হইল না। এই বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির মধ্যে—সর্বধ্বংসকর ভয়ানক বিপ্লবের সময়ে ইংরেজ অফিসরদিগের পরিবারবর্গ নিরাপদে ইউরোপীয় সৈনিক-নিবাসে ছিল। উত্তেজিত জনসাধারণ বা সিপাহিগণ তাহাদের কোনোরূপ অনিষ্টসাধনে উদ্যত হয় নাই।

এ পর্যন্ত ৫৭ গণিত দলের সিপাহীরা আপনাদের সন্নিবেশস্থলে স্থিরভাবে ছিল। তাহাদের কেহ ৪৫ সংখ্যক দলের উত্তেজিত সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হয় নাই। যখন রাত্রি প্রভাত হইল তরুণ তপনের করজালে যখন ফিরোজপুরের ক্ষেত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তখন দেখা গেল যে, তাহাদের দলের অতি অল্প সংখ্যক লোকই স্থানান্তরে গিয়াছিল। ব্রিগেডিয়ার ঈনেস এইজন্য এই দলের সিপাহিদিগকে কহিলেন যে, যদি তাহারা ইউরোপীয় সৈনিক-নিবাসের সম্মুখে ধীরভাবে অস্ত্র পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে রাজভক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন। ব্রিগেডিয়ারের এই কথায় উক্ত দলের একাংশ অস্ত্র পরিত্যাগ জন্য নির্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিল। অপরাংশও তাহাদের অনুগমনে প্রস্তুত হইল। কিন্তু এই সময়ে ৬১ সংখ্যক দলের ইউরোপীয় সৈনিকেরা ৪৫ সংখ্যক দলের কতিপয় সিপাহীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়াতে ৫৭ সংখ্যক দলের সিপাহীরা ভাবিল যে, তাহারাও অবিলম্বে আক্রান্ত হইবে। সুতরাং তাহারা স্থির থাকিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইল। তাহাদের অধিনায়কেরা তাহাদিগকে স্থিরভাবে রাখিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহাদের চেষ্টা অনেকাংশে সফল হইল। ৫৭ সংখ্যক দলের সিপাহীরা ক্রমে একস্থানে সমবেত হইল এবং ধীরভাবে ইউরোপীয় সৈনিক-নিবাসে যাইয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিল। এদিকে ৪৫ সংখ্যক দলের সিপাহীরা ইংরেজ রাজপুরুষদিগের বশীভূত হইল না। তাহারা পূর্বের ন্যায় অধীরভাবে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ব্রিগেডিয়ার এজন্য তাহাদের অস্ত্রাগার বিনষ্ট করিবার প্রস্তাব করিলেন। অবিলম্বে প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইল। দূরাগত বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ দুইবার ফিরোজপুরবাসিদিগের

প্রভৃতি প্রবিষ্ট হইল। মুহূর্তমধ্যে ৪৫ সংখ্যক সিপাহিদলের অস্ত্ররক্ষা গৃহে গোলাগুলি বারুদ প্রভৃতি ভস্মস্তুপে পরিণত হইল।

৫৭ সংখ্যক দলের সিপাহিগণ যখন নিরস্ত্রীকৃত হইল, গোলাগুলি প্রভৃতির সহিত অস্ত্রাগার যখন বিধ্বস্ত হইয়া গেল, ১০ সংখ্যক দলের অশ্বারোহী সৈনিকগণ যখন তাহাদের অধিনায়কগণের অনুরক্ত রহিল, তখন ৪৫ সংখ্যক দলের সিপাহিদিগের সমস্ত আশা নির্মূল হইল। তাহারা এখন আপনাদের সামরিক পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দিল্লীর দিকে ধাবিত হইল। কিন্তু ৬১ সংখ্যক দলের ইউরোপীয় সৈনিকগণ তাহাদের অনুসরণে নিরস্ত থাকিল না। এই দলের সৈনিক-পুরুষগণ কামান লইয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। এদিকে ১০ সংখ্যক অশ্বারোহি-দলও অনুসরণকারী সৈনিকগণের সহায়তা করিতে লাগিল। এই সকল সৈন্য ফিরোজপুর হইতে বারো মাইল পর্যন্ত গমন করিল। এইরূপে তাড়িত হইয়া ৪৫ সংখ্যক দলের সিপাহিগণের অনেকে ক্ষুদ্র পল্লীতে বা জনশূন্য জঙ্গলে আত্মগোপন করিল। অনেকে অনুসরণকারী সৈন্য কর্তৃক ধৃত হইল, অনেকে পল্লীবাসিদিগের হস্তগত ও রাজপুরুষগণের সমক্ষে সমানীত হইল, অনেকে অনুসরণকারী সৈন্য ও প্রভুভক্ত পল্লীবাসিদিগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, দিল্লীতে গিয়া উত্তেজিত সিপাহিদিগের সহিত মিশিল।

এইরূপে ফিরোজপুরে সিপাহিদিগের উত্তেজনা তিরোহিত হইল, ফিরোজপুরের প্রসিদ্ধ অস্ত্রাগার এইরূপে ব্রিটিশ রাজপুরুষদিগের অধীন রহিল। কিন্তু লাহোরের ঘটনার সহিত তুলনা করিলে ফিরোজপুরের ঘটনা ইংরেজদিগের পক্ষে তাদৃশ গৌরবকর বা লাভজনক বলিয়া পরিগণিত হইবে না। ফিরোজপুরের অস্ত্রাগারে ইংরেজদিগের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছিল বটে, কিন্তু এহার বাজার বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল। ইউরোপীয় অফিসরদিগের বাংলা ভস্মসাৎ হইয়াছিল। ৪৫ সংখ্যক সিপাহি-দলের অস্ত্ররক্ষাগৃহে গোলাগুলি প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ভয়াবহ বিপ্লবের অনেক চিহ্ন ফিরোজপুরের অনেক স্থানে পরিস্ফুট হইয়াছিল। যাহা হউক, ফিরোজপুরের প্রসিদ্ধ অস্ত্রাগার হস্তগত থাকাতে গবর্নমেন্টের পক্ষে পরিশেষে সবিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। যদি অস্ত্রাগার ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের অধিকার-ভ্রষ্ট হইত, উহার রাশীকৃত গোলাগুলি বারুদ প্রভৃতি যদি উত্তেজিত সিপাহিদিগের অধিকারে থাকিত, তাহা হইলে দিল্লীতে পুনর্বার আধিপত্যস্থাপন ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত।

ফিরোজপুরের ন্যায় ফিলোর নামক স্থানেও একটি প্রসিদ্ধ সৈনিক-নিবাস ছিল। সুতরাং ফিরোজপুরের ন্যায় ফিলোর রক্ষা করাও ইংরেজ রাজপুরুষদিগের প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হইয়াছিল। ফিলোরের দুর্গ জলন্ধর ও লুধিয়ানার মধ্যভাগে এবং দিল্লীতে যাইবার রাজপথের পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। দুর্গের অস্ত্রাগার গোলাগুলি-বারুদ প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ ছিল। দুর্গের অনতিদূরে সৈনিক-নিবাসে তৃতীয় পদাতিক-দল অবস্থিতি করিতেছিল। চব্বিশ মাইল দূরে জলন্ধর ষ্টেসনে ৮ সংখ্যক ইউরোপীয়

সৈনিক-দল, একদল এতদ্দেশীয় অশ্বারোহী এবং ৩৬ সংখ্যক ও ৬১ সংখ্যক দলের সিপাহিগণ ছিল। শেষোক্ত দুই-দল সিপাহীর বিশ্বস্ততার উপর কর্তৃপক্ষের সন্দেহ জন্মিয়াছিল। কিন্তু তখন তাহাদের এই অবিশ্বস্ততার বিষয় সপ্রমাণ করিতে কেহই উদ্‌যোগী হন নাই।

১১ই মে দিল্লী ও মীরাটের ঘটনার সংবাদ টেলিগ্রাফে জলন্ধর হইতে লাহোর যায়। সংবাদ অস্পষ্ট ছিল। উহা অতিরঞ্জিত হওয়া অসম্ভব ছিল না। সুতরাং সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র সেইদিন কর্তব্য নির্ধারণের আয়োজন হয় নাই। তৎপর দিন সমুদয় সন্দেহ ভঞ্জন হয়। অতিরঞ্জনের সম্ভাবনা অন্তর্হিত হয়। ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ দূরে হইয়া যায়। সৈনিক-নিবাসের অধ্যক্ষ প্রধান কর্মচারিগণের সহিত পরামর্শ করেন।

ফিলোরের দুর্গে ইংরেজ সৈন্য রাখাই সিদ্ধান্ত হয়। রাত্রিকালে সিপাহিদিগের অজ্ঞাতসারে একদল ব্রিটিশ সৈন্য ফিলোরে যাত্রা করে। এদিকে অন্যান্য বিষয়েও সাবধানতা সহকারে কার্য হইতে থাকে। ইউরোপীয় বালক-বালিকা ও মহিলাদিগকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে রাখা হয়। কামান সকল যথাস্থানে সজ্জিত হয়। সৈনিক-নিবাসের প্রত্যেক অফিসর অবশ্যম্ভাবী আক্রমণের নিবারণ জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকেন। ইঁহারা প্রতিমুহূর্তে ভয়াবহ বিপ্লবের আশঙ্কায় বিচলিত হইতেছিলেন। প্রতি মুহূর্তে আপনাদিগকে বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত বলিয়া মনে করিতেছিলেন। অদূরে কোনোরূপ কোলাহল শ্রুতিগোচর হইলে, কেহ কোনো কার্যানুরোধে কোনো স্থানে দ্রুতবেগে গমন করিলে ইঁহারা ভাবিতে লাগিলেন যে, ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত হইয়াছে; উত্তেজিত সিপাহীরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে, তাঁহাদের কুলকামিনী ও শিশুসন্তানগণের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ইঁহারা দিবারাত্রি এইরূপ আশঙ্কাগ্রস্ত হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সজ্জিত কামানের পার্শ্বে প্রস্তরখণ্ড সমূহ স্তূপাকারে রাখা হইয়াছিল। যদি অশ্বারোহী সৈনিকেরা কামান অধিকার করিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে এ সকল প্রস্তর তাহাদের প্রতি নিক্ষেপ করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। যাহা হউক, জলন্ধরে কোনোরূপ গোলযোগের আবির্ভাব হইল না। সিপাহীরা সহসা উন্মত্ত হইয়া ভয়াবহ কাণ্ডের অবতারণা করিল না। অফিসরদিগের গভীর আশঙ্কা ক্রমে অন্তর্হিত হইল।

এদিকে ফিলোরে ইংরেজ সেনানায়ক আত্মরক্ষার যথোচিত উপায় অবলম্বন করেন। টেলিগ্রাফের জনৈক কর্মচারীর উদ্‌যোগে অবিলম্বে দুর্গমধ্যে টেলিগ্রাফ্ স্থাপিত হয়। ঐ কর্মচারী টেলিগ্রাফের সাহায্যে জলন্ধর হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে জলন্ধরে ব্রিটিশ সৈনিক-পুরুষদিগের আগমনবার্তা ফিলোরের প্রধান সৈনিক-পুরুষের গোচর হয়। দুর্গাধ্যক্ষ আশ্বস্ত-হৃদয়ে সাহায্যকারী সৈনিকদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে দুর্গে যে সকল ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষ ছিল, তাহাদিগকে রাত্রিকালে সজ্জিত থাকিতে বলা হইল। স্বল্পমাত্র ইংরেজ সৈনিক এই আদেশে সাহস সহকারে দুর্গরক্ষায় প্রস্তুত হইতে লাগিল। সূর্য অস্তাচলে গমন করিল। দুর্গদ্বার নিরুদ্ধ হইল। ইউরোপীয় সৈনিকেরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত

হইয়া পর্যায়ক্রমে দ্বারদেশে পাহারা দিতে লাগিল। কেহ কেহ প্রাচীরে উঠিয়া অদূরবর্তী সৈনিক-নিবাসে সিপাহিদিগের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু সৌভাগ্য-ক্রমে সৈনিক-নিবাস শান্তিপূর্ণ রহিল। দুর্গেরও প্রশান্তভাব অব্যাহত থাকিল। সিপাহীরা উত্তেজনার পরিচয় দিল না। বিপ্লবেরও সূচনা দেখা গেল না। নিরুদ্বেগে রাত্রি অতিবাহিত হইল। নিরুদ্বেগে সুখময়ী ঊষা অরুণরঞ্জিত হইয়া হাসিতে হাসিতে দেখা দিল। ঊষাভাগে সাহায্যকারী সৈনিক-দল সমাগত হইল। ফিলোরের ইউরোপীয়গণ ইহাদের উপস্থিতিতে উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মুহূর্তমধ্যে দুর্গদ্বার উদ্ঘাটিত হইল, মুহূর্তমধ্যে জলন্ধরের দেড়-শত সৈনিক-পুরুষ দুর্গে প্রবেশ পূর্বক উহার রক্ষার ভার গ্রহণ করিল। ফিলোরের অস্ত্রপূর্ণ প্রসিদ্ধ দুর্গ ব্রিটিশ সৈনিক-পুরুষদিগের অধিকারে রহিল। কর্তৃপক্ষ জলন্ধরের সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিতে উদ্যত হন নাই। জলন্ধরের নিকটে অনেকগুলি সৈনিক-নিবাস ছিল। যদি জলন্ধরের সিপাহীরা নিরস্ত্রীকৃত হইত, তাহা হইলে হুশিয়ারপুর, কাঙ্গারা, নূরপুর ও ফিলোরের সিপাহিগণ তাহাদের নিরস্ত্রীকৃত সহযোগিদের সাহায্যার্থ ব্রিটিশ সৈনিকদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইত। কর্তৃপক্ষ এইরূপ আশঙ্কা করিয়া নিরস্ত্রীকরণে উদ্যত হন নাই। যাহা হউক, একজন তরুণবয়স্ক শিখ ভূপতি উপস্থিত সঙ্কটকালে জলন্ধরে ইংরেজ রাজপুরুষদের সবিশেষ সহায়তা করেন। জলন্ধর এবং বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী কপূরতলা রাজ্যের অধিপতি রণধীর সিংহের সাহায্য না পাইলে ইংরেজদিগকে উপস্থিত সময়ে সাতিশয় বিব্রত হইতে হইত। ১৮৪৬ অব্দে জলন্ধরের দোআব অধিকারকালে ব্রিটিশ কোম্পানি কপূরতলা রাজ্যের কিয়দংশ গ্রহণ করেন। রণধীর সিংহ ১৮৫৩ অব্দে কপূরতলার অধিপতি হন। উপস্থিত সময় ইঁহার বয়স ছাব্বিশ বৎসরের অধিক ছিল না। এই তরুণ বয়সেই ইঁহার অসামান্য কর্তব্যবুদ্ধি, অবিচলিত ধীরতা ও মহীয়সী সহিষ্ণুতা ছিল। ব্রিটিশ কোম্পানি ইঁহার রাজ্যের একাংশ গ্রহণ করিলেও ইনি বিপন্ন ইংরেজদিগের সাহায্য করিতে বিমুখ হন নাই। অসামান্য দয়া ও বলবতী পরোপকার প্রবৃত্তি ইঁহাকে এইরূপ মহত্তর কার্যসাধনে প্রবর্তিত করিয়াছিল। জলন্ধরের ইংরেজ রাজপুরুষ যখন মহারাজ রণধীরের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া কপূরতলায় দূত প্রেরণ করেন, তখন রণধীর সিংহ আপনাদের পবিত্র তীর্থ হরিদ্বারে গিয়াছিলেন। তীর্থস্থান হইতে প্রত্যাগমনকালে তিনি ১১ই মে ফিলোরে উপনীত হন। এই সময় তাঁহার মন্ত্রীও উপস্থিত হইয়া ইংরেজ রাজ-পুরুষদিগের সাহায্য প্রার্থনার বিষয় তাঁহার গোচর করেন। মহারাজ রণধীর সিংহ অবিলম্বে জলন্ধরে উপনীত হন। তাঁহার সমস্ত অনুচর ইংরেজ রাজপুরুষদিগের কার্যসাধনে নিয়োজিত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি আপনার পাঁচশত সৈনিক-পুরুষ ও দুইটি কামান জলন্ধরের ডেপুটি কমিশনরের হস্তে সমর্পণ করেন। কামান দুইটি সিপাহিদিগের আক্রমণ নিবারণার্থ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয়। সৈনিক-পুরুষগণ কারাগার ও অন্যান্য স্থান রক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের অধিপতিগণ উপস্থিত সময়ে এইরূপে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের সাহায্য করিয়াছিলেন।

ভয়াবহ বিপ্লবসাগরের প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাতে যখন সমস্ত ভারতবর্ষ প্রতিমুহূর্তে কম্পিত হইতেছিল, ব্রিটিশ শাসনের সুদৃঢ় ভিত্তি যখন এই আঘাতে বিচূর্ণিতপ্রায় বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল, তখন এই ভুপতিগণই অটলভাবে সেই তরঙ্গের গতিরোধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তরুণ-বয়স্ক মহারাজ রণধীর সিংহ বিপদের সময়ে গবর্নমেণ্টকে সাহায্যদানে বিমুখ হন নাই। দয়াধর্মে তাঁহার প্রকৃতি এইরূপ উন্নত হইয়াছিল। অসামান্য মহানুভবতায় তাঁহার কার্য এইরূপ পবিত্রভাবে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু সুবিস্তৃত পঞ্চনদের প্রান্তভাগে আর একটি স্থান ছিল। ঐ স্থানে বহুসংখ্যক সিপাহি-সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। সৈনিক-নিবাসের সুদৃঢ় দুর্গে, সুসজ্জিত যুদ্ধোপকরণে, ঐ স্থানে সৈনিক-পুরুষদিগের মধ্যে সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। উহা পূর্বে যুদ্ধপ্রিয় আফগানদিগের অধিকৃত ছিল। নওশেরার নিকটবর্তী খেরাই নামক স্থানের মহাযুদ্ধে পঞ্জাব কেশরীর অদ্ভুত রণকৌশলে সর্বোপরি ফুলা সিংহের অসামান্য পরাক্রমে আফগানদিগের পরাজয়ের সহিত ঐ স্থানে শিখদিগের বিজয়পতাকা উড্ডীন হয়। শেষে শিখদিগের অধঃপতনের সহিত পঞ্জাব ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত হয়। ঐ স্থানও পঞ্জাবের সহিত কোম্পানির অধিকৃত ও সৈনিক-নিবাসে সুরক্ষিত হইয়া উঠে। আফগানেরা যে স্থান রক্ষার জন্য এক সময়ে মহারাজ রণজিৎ সিংহের ব্যূহভেদে অগ্রসর হইয়াছিল, ফুলা সিংহের অসাধারণ শক্তিতে নিপীড়িত হইয়া, তাহারা যে স্থানে অকাতরভাবে অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল। এবং ফুলা সিংহ স্বয়ং যে স্থানের অধিকারে বীরত্বের একশেষ দেখাইয়া আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন, আফগানিস্তানের লোকে সে স্থানের বিষয় বিস্মৃতিসাগরে বিসর্জন দেয় নাই। দুই বৎসর অতীত হইয়াছিল, পঞ্জাব কেশরীর পঞ্চনদ নূতন রাজশক্তির সঞ্চারে নূতনত্বে পরিণত হইয়াছিল। মহারাজ রণজিৎ সিংহের রত্নরাশি স্থানান্তরিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ স্থানের পূর্বতন কাহিনী আফগানবাসীদিগের স্মৃতিপট হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। আফগানিস্তানে বহুবিধ পরিবর্তন ঘটিলেও এবং রণজিৎ সিংহের রাজ্য ব্রিটিশ সিংহের পদানত হইলেও পঞ্জাবের প্রান্তবর্তী পেশাবর পরলোকগত আফগানদিগের অসামান্য আত্মত্যাগ ও বীরত্বকীর্তির নিদর্শনস্বরূপ।

পেশাবর নগর সিন্ধুনদ হইতে চল্লিশ মাইল এবং খাইবর গিরিসঙ্কট হইতে দশ মাইল অন্তর অবস্থিত। এই নগর ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইলেও ইহাতে আফগানিস্তানের অনেক সাদৃশ্য পরিব্যক্ত হয়। আফগানিস্তানের নগরের ন্যায় এই নগরের রাজপথ সমূহ বৃক্ষশ্রেণীতে সুশোভিত। বেদানা, আঙুর কিসমিস প্রভৃতি আফগানিস্তানের বহুবিধ ফল এই নগরেও পর্যাপ্ত-পরিমাণে বিক্রীত হয়। আফগানিস্তানের অবলাকুলের ন্যায় এই নগরবাসিনী রমণীদিগের মধ্যেও অবরোধপ্রথা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সর্বোপরি আফগানদিগের সহিত এই নগরের অধিবাসিবর্গের আকৃতিগত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সংক্ষেপে, নগরের বাহ্যদৃশ্য এবং নগরবাসীদিগের আচার-ব্যবহার ও আকার-প্রকার দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, পেশাবর এক সময়ে আফগান রাজ্যের

অন্তর্গত ও আফগানজাতির প্রাধান্যের পরিচায়ক ছিল। পেশাবরের সৈনিক-নিবাস ভারতবর্ষের অন্যান্য সৈনিক-নিবাসের অনুরূপ ছিল। উহার কাওয়াজের ক্ষেত্রে ছয় হাজার সৈনিক-পুরুষের সমাবেশ হইত। ভারতের অন্যান্য সৈনিক-নিবাসের ন্যায় পেশাবরের সৈনিক-নিবাসে প্রাচীরবেষ্টিত গৃহ ছিল। পথ সকল শ্রেণীবদ্ধ সরল রেখার ন্যায় ছিল। ইউরোপীয় অফিসরদিগের জন্য লোহিতবর্ণ বারিক ছিল, এবং সিপাহিদিগের জন্য মৃৎপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত তৃণাচ্ছাদিত গৃহ ছিল। এই নগরে আগ্রার ন্যায় বহুসংখ্যক ধর্মোন্মত্ত মুসলমান বাস করিত। প্রশস্ত বাজার উচ্ছৃংখল-প্রকৃতি লোকে পরিপূর্ণ ছিল। পেশাবর-বিভাগে ২,৫০০ ইউরোপীয় সৈন্য এবং ১০,০০০ সিপাহী শান্তিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল।

পেশাবর অন্যান্য বিভাগের ন্যায় সুরক্ষিত হইলেও অধিকতর বিপত্তিপূর্ণ ছিল। এ স্থানের সমগ্র সিপাহী সৈন্য উত্তেজিত হইলে স্বল্পমাত্র ইউরোপীয় সৈন্য তাহাদের গতিরোধে সমর্থ হইত না। এতদ্ব্যতীত সীমান্তভাগে দুর্ধর্ষ ও লুণ্ঠনপ্রিয় পার্বত্য জাতিসমূহের আবাস ছিল। আফ্রেদি, ইউসফজি প্রভৃতি পার্বত্যজাতি ধর্মোন্মাদে এবং বিলুণ্ঠনের অভিপ্রায়ে, উত্তেজিত সিপাহিদিগের ন্যায় গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হইত। ভীষণ বিপ্লব-সাগরের এইরূপ দুটি প্রবল তরঙ্গ যদি দুই দিক হইতে ইংরেজের বিরুদ্ধে ধাবিত হইত, তাহা হইলে হয়তো ইংরেজ উহার গতি নিরুদ্ধ করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।

এই সকল উচ্ছৃংখল পার্বত্য জাতির আক্রমণ ব্যতীত ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের আরও একটি আশঙ্কার বিষয় ছিল। গিরিসঙ্কটের বহির্ভাগে কাবুল এবং কান্দাহারে আফগানেরা বাস করিতেছিল। আফগানিস্তানের আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁ যদিও ইংরেজদিগের সহিত অর্থের বিনিময়ে বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ ছিলেন, তথাপি পেশাবর-ঘটিত পূর্ব বিবরণ তাঁহার স্মৃতিপটে জাগরূক ছিল। শিখদিগের পরাক্রমে পেশাবর কিরূপে তাঁহার রাজ্য হইতে স্খলিত হইয়াছিল, এই চিরাভীষ্ট উপত্যকার জন্য তাঁহার স্বদেশীয়গণ কিরূপ বীরত্ব-প্রকাশ-পূর্বক বীরশয্যায় শয়ন করিয়াছিল, নওশেরার নিকবর্তী সমরাঙ্গণে নরশোণিত-প্রবাহের সহিত রণজিৎ সিংহের বিজয়পতাকা কিরূপে পেশাবরে উড্ডীন হইয়াছিল তাহার আমূল বৃত্তান্ত দোস্ত মহম্মদ ভুলিয়া যান নাই। স্বাধিকৃত জনপদ পরহস্তগত হওয়াতে দোস্ত মহম্মদের হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছিল। যদিও পেশাবর পঞ্জাবের সহিত ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, ব্রিটিশ কোম্পানি যদিও দোস্ত মহম্মদকে অর্থ দ্বারা পরিতোষিত করিয়াছিলেন, তথাপি দোস্ত মহম্মদ পেশাবরের পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় বিসর্জন দেন নাই। যে অনুতাপানলে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল, সেই অনুতাপের উত্তেজনায় তিনি অভীষ্ট জনপদের উদ্ধারে অগ্রসর হইতে পারিতেন। পেশাবরের অধিকার জন্য আমীরের এইরূপ চেষ্টা বিপত্তিময় ও অপরিণাম-দর্শিতা-মূলক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু যখন ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে শাসন-শৃংখলা বিপ্লবের সংঘাতে বিপর্যস্ত হইতেছিল, যাহারা এক সময়ে ব্রিটিশ কোম্পানির সাম্রাজ্য-রক্ষার প্রধান অবলম্বন-স্বরূপ ছিল, তাহারা যখন সহসা অস্ত্র-

পরিগ্রহ-পূর্ব্বক কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া, তদীয় সাম্রাজ্যের ভিত্তি বিচালিত করিয়া তুলিয়াছিল, তখন আমীর পরিণাম দর্শিতায় বিসর্জন দিতে পারিতেন, অবশ্যম্ভাবী বিপত্তিতেও উপেক্ষা দেখাইতে পারিতেন। উপস্থিত সময়ে তাঁহার এইরূপ আগ্রহ বিঘ্নপূর্ণ হইলেও দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি অপেক্ষা অধিকতর প্রবল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। যদি এই সময়ে পেশাবরের উপত্যকায় সমগ্র সিপাহী-সৈন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিত, আমীর যদি চিরপোষিত বাসনা ফলবতী করিবার জন্য এই বিপ্লবের গতি বিস্তারে উদ্যত হইতেন বিলুণ্ঠন প্রিয়, উদ্ধত প্রকৃতি পার্ব্বত্য-প্রদেশবাসিগণ যদি পঙ্গপালের ন্যায় দলে দলে নানা স্থান আক্রমণ করিত, তাহা হইলে বোধহয়, অল্পমাত্র ইংরেজ-সৈন্য ইহাদের গতিরোধে সমর্থ হইত না। সিপাহিদিগের অস্ত্রসঞ্চালনে, আমীরের আক্রমণে, পার্ব্বত্য-জাতির নিষ্পেষণে বোধহয়, ইংরেজগণ সেই উপত্যকা-প্রদেশে অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইতেন। আমীর যদি অর্দ্ধচন্দ্র-চিহ্নিত, সবুজবর্ণ পতাকা উড্ডীন করিয়া, আপনাদের ধর্ম্মপ্রচারকদিগের পবিত্র নামে ফিরিঙ্গীদিগের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের সর্দারদিগকে আহ্বান করিতেন, তাহা হইলে সমগ্র আফগানিস্তান রণবেশ পরিগ্রহ করিত। আফগানেরা ইংরেজ জাতির সহিত প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ ছিল না। যাহারা এক সময়ে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিল, তাহাদের চিরশোভাময় দ্রাক্ষাবন বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাদের চিরপ্রসিদ্ধ সুস্বাদু ফলের উদ্যান শ্রীভ্রষ্ট করিয়াছিল, তাহাদের চিরগৌরবময় রাজধানীর প্রাধান্য নাশে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারা উপস্থিত উত্তেজনার সময়ে তাহাদের সমক্ষে কৃপায় পাত্র বলিয়া পরিগণিত হইত না। সম্ভবতঃ উত্তেজিত সিপাহিদিগের সহিত মুসলমানদিগের সমুত্থানে পেশাবর উপত্যকায় ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হইত। এইরূপ হইলে ভবিষ্যতে যে কি ঘটিত তাহা বলা দুঃসাধ্য, হয়তো শোণিতময়ী ঘটনাবলীর কথায় ভবিষ্যতের ইতিহাস পরিপূর্ণ হইত। সামান্য অনবধানতায়, সামান্য উত্তেজনায় এরূপ ভয়াবহ ঘটনার আবির্ভাব হইত যে, ইংরেজ তাহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে পারিতেন না। বিভিন্ন পার্ব্বত্য জাতি দলবদ্ধ হইলে, আফগানেরা অর্দ্ধচন্দ্র-চিহ্নিত পতাকা উড্ডীন করিলে, পেশাবর ইংরেজের হস্তভ্রষ্ট হইত। এই ভয়ঙ্কর ঘটনা জানাইবার জন্য বোধহয় একজন বার্ত্তাবহও জীবিত থাকিত না। পেশাবরের সহিত পঞ্জাব ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকার হইতে বিচ্যুত হইত। এই জন্য উপস্থিত সময়ে পেশাবরের উপর সকলের দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। উত্তর ভারতবর্ষের অধিবাসীরা পেশাবরের কথা জানিবার জন্য সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিত পেশাবরের সংবাদ কি ? পেশাবরের সংবাদ জানিবার জন্য ভারতবাসীর কিরূপ আগ্রহ হইয়াছিল, তাহা নিম্নলিখিত একটি ঘটনায় পরিপুষ্ট হইবে।

জুন মাসের মধ্যভাগে অমৃতসরে এই সংবাদ উপস্থিত হয় যে, সেনাপতি উইলসন সিন্ধুনদের তীরে দুইবার যুদ্ধে জয়ী হইয়া, অম্বালাস্থিত সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। এই সম্মিলিত সৈন্যের পরাক্রমে সিপাহীরা তাড়িত হইয়াছে। প্রাতঃকালে এই সংবাদ অমৃতসরে উপস্থিত হয়। ঠিক এই সময়ে রাজা সাহেব দয়াল নামক একজন

সম্ভ্রান্ত শিখ-সর্দার শিষ্টাচার রক্ষায় জন্য অমৃতসরের প্রধান রাজপুরুষগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। যুদ্ধজয়ের সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া, রাজপুরুষ শিখ-সর্দারকে আপনাদের বিজয়বার্তা জানাইলেন। কিন্তু সম্ভ্রান্ত সর্দার তাহাতে ততটা মনোযোগ দিলেন না। অমৃতসরের ইংরেজগণ যে বিষয়ের জন্য আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছিলেন, সর্দার সে বিষয়ে মনোযোগী না হইয়া, রাজপুরুষকে আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পেশাবরের সংবাদ কি?' রাজপুরুষ উত্তর করিলেন, 'সংবাদ খুব ভাল, সেখানে সকলেই শান্তভাবে রহিয়াছে।' সর্দার গম্ভীরভাবে কহিলেন, 'আপনার মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাই সর্বাপেক্ষা ভাল সংবাদ।' শিখ-সর্দারের এই কথায় রাজপুরুষের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। রাজপুরুষ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি সর্বদাই এইরূপ আগ্রহ-সহকারে পেশাবরের কথা জিজ্ঞাসা করেন কেন?' শিখ-সর্দার সহসা এ কথার উত্তর দিলেন না। তিনি গম্ভীরভাবে আপনার শালের প্রান্তভাগ ধরিলেন, এবং উহার একাংশ অঙ্গুলি দ্বারা ঘুরাইতে লাগিলেন। অনন্তর পূর্বের ন্যায় গম্ভীরভাবে কহিলেন, 'যদি পেশাবর আপনাদের অধিকারভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে সমগ্র পঞ্জাব বিদ্রোহাবর্তে এইরূপ ঘুরিতে থাকিবে।' শিখ-সর্দারের এই কথা অতি যথার্থ। যদি সিপাহীরা শৃংখলা-সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত, ইংরেজেরা যদি ইহাদের আক্রমণ নিবারণে অসমর্থ হইতেন, তাহা হইলে বোধহয়, পঞ্চনদের অদৃষ্টচক্র আবর্তিত হইত। পেশাবর নগর ফিরিঙ্গীর বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইত। ইউসফ্‌জি, আফ্রেদি, আফগান প্রভৃতি একসূত্রে গ্রথিত হইয়া অদম্য উৎসাহ, অভাবনীয় তেজস্বিতা ও অনমনীয় শক্তির সহিত ফিরিঙ্গীর বিরুদ্ধে ধাবিত হইত। স্বল্প মাত্র ইংরেজ এই উদ্বেলিত সৈন্য-সাগরের গতিরোধে সমর্থ হইত না। এই সাগরের ভয়াবহ তরঙ্গে সমগ্র পেশাবর বিধ্বস্ত হইত, সমগ্র পঞ্চনদ বিপ্লাবিত হইয়া যাইত এবং মোগলের চির-প্রসিদ্ধ রাজধানীর দুর্ভেদ্য প্রাচীরও বিকম্পিত হইয়া উঠিত।

উপস্থিত সময় পেশাবরে ৭০ সংখ্যক ও ৮৭ সংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিক-দল, দুই দল ইউরোপীয় কামান-রক্ষক এবং অন্য তিন দল ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। এই সকল দলে দুই হাজারের বেশী ইউরোপীয় সৈন্য ছিল না। পক্ষান্তরে ২১ সংখ্যক, ২৪ সংখ্যক, ২৭ সংখ্যক, ৫১ সংখ্যক ও ৫৪ সংখ্যক দলের সিপাহিগণ অবস্থিতি করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত অশ্বারোহী সৈনিকগণ ছিল। সমষ্টিতে প্রায় ৭৬০০ এতদ্দেশীয় সৈনিক-পুরুষ ছিল। কর্নেল নিকলসন এবং মেজর এডওয়ার্ডস এই বিভাগের শাসনকার্যে নিয়োজিত ছিলেন। ব্রিগেডিয়ার সিডনী কটন সৈনিক-নিবাসের অধ্যক্ষ ছিলেন।

১২ই মে দিল্লীর সংবাদ পেশাবরে উপস্থিত হয়। মীরাট উত্তেজিত সিপাহিদিগের আক্রমণে শৃংখলা-শূন্য হইয়াছে। দিল্লী ইংরেজ রাজপুরুষদিগের অধিকার হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে, বৃদ্ধ মোগল আবার আপনার পূর্বপুরুষদিগের গৌরবান্বিত সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছেন। সিপাহীরা দলে দলে তাঁহার প্রধান্য ঘোষণা করিতেছে, মুসলমানেরা আবার আপনাদের পূর্বতন প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইয়াছে। সহসা এই বিপ্লবের সংবাদে নিকলসন্ ও এডওয়ার্ডস স্থির থাকিতে

পারিলেন না। সেনাপতি রীড ও ব্রিগেডিয়ার কটন ঐ সংবাদে চিন্তিত হইলেন। পেশাবরের অদূরে নির্বিলি চেম্বারলেন নামক একজন সুদক্ষ সৈনিক-পুরুষ অবস্থিতি করিতেছিলেন। ব্রিগেডিয়ার উপস্থিত সঙ্কটকালে পেশাবর রক্ষার সম্বন্ধে মন্ত্রণা করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। চেম্বারলেন কালবিলম্ব করিলেন না। তিনি ব্রিগেডিয়ারের আহ্বানে সবিশেষ সত্বরতা সহকারে পেশাবরে উপনীত হইলেন।

১৩ই মে চেম্বারলেনের উপস্থিতির এক কি দুই ঘণ্টার পরে সেনাপতি রীডের ভবনে মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন হয়। শাসন-বিভাগের ও সমর-বিভাগের প্রধান কর্মচারিগণ উপস্থিত বিষয়ে কর্তব্য নির্ধারণ জন্য একত্র হন। সভায় স্থির হয় যে, উপস্থিত গোলযোগের সময়ে পঞ্জাবের শাসন-বিভাগের ও সমর-বিভাগের কর্মচারী একস্থানে অবস্থিতি করিবেন। সেনাপতি রীড সমগ্র সৈনিক-দলের অধ্যক্ষ হইবেন। তাঁহাকে রাবলপিণ্ডিতে অথবা অন্য যে স্থান উপযুক্ত বোধহয় সেইস্থানে প্রধান কমিশনরের নিকটে থাকিতে হইবে। প্রধান কমিশনর এবং প্রধান সেনাপতি একস্থানে থাকিয়া, এক মতানুসারে ও একবাক্যে কার্য করিবেন। উপস্থিত সময়ে সমর-বিভাগের প্রধান কর্মচারিদিগের ক্ষমতা অব্যাহত রাখা একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। রণকুশল বীরপুরুষগণ যাঁহাদের আদেশে পরিচালিত হয়, যাঁহাদের বাহুবল ও বুদ্ধি-কৌশলের উপর নির্ভর করিয়া, বিশাল সৈনিক-দল রাজ্যের অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর ক্ষমতানাশে আগ্রহপ্রকাশ করে, যাঁহাদের অসামান্য ক্ষমতার বিকাশ দেখিয়া, বিপক্ষগণ প্রতি মুহূর্তে আত্মপরাক্রম প্রদর্শনে সঙ্কুচিত, আত্মপ্রাধান্য-স্থাপনে শঙ্কিত ও আত্মপক্ষের গৌরববর্ধনে সন্ত্রস্ত হয়, কোনোরূপে তাঁহাদের ক্ষমতায় বাধা দেওয়া উচিত বোধহয় না। সেনাপতির প্রাধান্য এবং রাজ্যশাসন-বিভাগের প্রধান কর্মচারিদিগের সহিত সকল বিষয়েই তাঁহার ঐক্য দেখিলে সাধারণে ভাবিত যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অতি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত রহিয়াছে। রাজ্যের শাসনভার যাঁহাদের হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে এবং যাঁহারা সৈনিক-বিভাগের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যদি কোনো বিষয়ে অনৈক্য উপস্থিত হইত, সাধারণে যদি দেখিত শাসন-বিভাগের প্রধান পুরুষের ক্ষমতায় সৈনিক-বিভাগের প্রধান পুরুষের ক্ষমতারোধ হইয়াছে, যিনি বীর-পুরুষগণের অধিনেতা হইয়া, বীরেন্দ্র-সমাজে প্রাধান্যলাভ করিয়াছেন, তিনি এখন শীতসন্ত্রস্ত বৃদ্ধের ন্যায় সর্ববিষয়েই সঙ্কুচিত রহিয়াছেন এবং দুরবগাহ রাজনীতির ঘোরতর আবর্তে পড়িয়া, ক্ষমতাভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইলে সৈনিক-দল বা সেনাপতির প্রতি তাহাদের তাদৃশ আস্থা থাকিত না। তাহারা হয়তো সেনাপতিকে ক্ষমতাশূন্য দেখিয়া, দুরূহ কার্যসাধনে অগ্রসর হইত এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল ভাবিয়া, উহা বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিবার জন্য দলে দলে ভয়াবহ কাণ্ডের অবতারণা করিত। বিশেষতঃ উপস্থিত সময়ে যখন ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে সিপাহিদিগের উত্তেজনা বৃদ্ধি হইতেছিল, ইউরোপীয়েরা যখন সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছিলেন, নগরে নগরে যখন শাসন-শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হইতেছিল, এবং উত্তেজিত জনসাধারণ যখন সম্পত্তি লুণ্ঠনের আশায় দলবদ্ধ হইয়া চারিদিকে

ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তখন সৈন্য-শাসনকর্তা ও রাজ্য-শাসনকর্তার মধ্যে কোনো বিষয়ে অনৈক্য দেখিলে এবং সৈন্যাধ্যক্ষ কোনো বিষয়ে ক্ষমতাভ্রষ্ট হইলে, সিপাহিদিগের সাহস-বৃদ্ধির সহিত উত্তেজিত জনসাধারণের উৎসাহ বৃদ্ধি হইত। এই সকল বিবেচনা করিয়া, মন্ত্রণাসভার সদস্যগণ সেনাপতির প্রাধান্য রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন এবং একবাক্যে ও একবিধ পরামর্শানুসারে কার্য করিবার জন্য তাঁহাকে প্রধান কমিশনরের নিকটে রাখিতে সম্মত হইলেন। সেনাপতি রীড সর্বাপেক্ষা প্রধান কর্মচারী ছিলেন। বয়সের আধিক্যে তাঁহার বহুদর্শিতা অটল এবং ধীরতা অবিচলিত ছিল। তিনি যদিও এডওয়ার্ডিস বা চেম্বারলেনের ন্যায় কার্যকুশলতা বা ক্ষিপ্রকর্মা ছিলেন না, তথাপি বয়সের আধিক্যে ও সৈনিক-বিভাগে প্রাচীনত্বের সম্মানে প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। প্রাচীন সেনাপতি হার্বার্ট এডওয়ার্ডিস প্রভৃতির ক্ষমতা ও যোগ্যতা দেখিয়া, তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে কার্য করিতে প্রস্তুত হইলেন।

মন্ত্রণা-সভার দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুসারে অস্থায়ী সৈনিক-দল সংগঠিত হয়। অপেক্ষাকৃত বিশ্বস্ত ও কার্যকুশল সৈনিক-পুরুষগণ এই দলে প্রবিষ্ট হয়। এই দলের সম্বন্ধে স্থির হয় যে, যখন যে স্থানে সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া, ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিবে, তখনই ঐ দল সেই স্থানে আক্রমণ নিবারণ জন্য প্রেরিত হইবে। এতদ্ব্যতীত আটকের দুর্গে যে সিপাহি-দলের উপর সন্দেহ জন্মিয়াছিল, তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করা সিদ্ধান্ত হয়; এবং প্রস্তাব হয় যে, ভাবী অনিষ্টের প্রতিবিধান জন্য একজন বিশ্বস্ত পাঠান সর্দারের তত্ত্বাবধানে কতিপয় পাঠান আটকের খেয়াঘাটে পাহারা দিবে, সিপাহি-দলকে এরূপ স্থানে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে রাখা হইবে যে, উত্তেজনার সময়ে তাহারা পরস্পরের সাহায্য না পাইতে পারে এবং ইউরোপীয়েরা সহজে তাহাদের ক্ষমতা রোধ করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত স্থির হয় যে, ব্রিগেডিয়ার চেম্বারলেন কালবিলম্ব না করিয়া প্রধান কমিশনরের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য রাবলপিণ্ডিতে গমন করিবেন। এই সকল প্রস্তাব স্যার জন লরেন্সের অনুমোদিত হয়। অতঃপর প্রধান সেনাপতি আনসনের মতানুসারে ব্রিগেডিয়ার চেম্বারলেন অস্থায়ী সৈনিক-দলের অধ্যক্ষ হন।

১৬ই মে সেনাপতি রীড ব্রিগেডিয়ার চেম্বারলেন রাবলপিণ্ডিতে প্রধান কমিশনরের নিকটে উপনীত হন। ঐ দিন হার্বার্ট এডওয়ার্ডিসও প্রধান কমিশনরের আদেশে রাবলপিণ্ডিতে গমন করেন। স্যার জন লরেন্স যেরূপ দূরদর্শী সেইরূপ সূক্ষ্ম-বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। স্থূলদর্শী মানব প্রায়ই বিপদের সময়ে আপনাকে লইয়াই বিব্রত হয়। কিন্তু যিনি দূরদর্শী, ধীরপ্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ বিষয়ের নির্ধারণে সমর্থ, তিনি বিপত্তিকালে কেবল আত্মবিষয়ের চিন্তায় নিবিষ্ট থাকেন না। তখন সমগ্র বিষয়ই তাঁহার চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া উঠে। তিনি ভবিষ্যৎ বুঝিয়া সকল দিকেই দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। তখন সকল দিকই তাঁহার রক্ষণীয়, সকল জনপদই তাঁহার পালনীয় ও সকল বিষয়ই তাঁহার দর্শনীয় হয়। তিনি কেবল বর্তমান বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, বর্তমানের ন্যায় ভবিষ্যৎও তাঁহার লক্ষ্য হয়। সেনাপতি হিউয়েট ভাবিয়াছিলেন

যে, যখন তিনি মীরাটে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন কেবল মীরাট রক্ষা করাই তাহার কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। হিউয়েট ইহা ভাবিয়া, দিল্লীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। তাঁহার অন্তঃকরণে কেবল মীরাটের চিন্তাই জাগরূক ছিল। কিন্তু স্যার জন লরেন্স পঞ্চনদে অবস্থিতি করিয়া, সমগ্র ভারতের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। উদারতা-সুলভ প্রশান্তভাবে, দূরদর্শিতা-সুলভ প্রশস্ত জ্ঞানে, ধীরতা-সুলভ পরিণাম-চিন্তাতে সকল বিষয়ই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। তিনি আপনার কার্যপ্রণালী একটি নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন না, একটি নির্দিষ্ট স্থান রক্ষার জন্য তিনি যত্নশীল হইলেন না। তিনি কেবল এই বলিয়া কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন না যে, আমি পঞ্জাবের শাসনকার্যে নিয়োজিত হইয়াছি, সুতরাং কেবল পঞ্জাব রক্ষা করাই আমার কর্তব্য। পঞ্জাব ব্যতিরিক্ত আর কোনো প্রদেশের জন্য দায়ী নহি। উপস্থিত সময়ে সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করাই তাঁহার কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি কেবল পঞ্জাবের বিষয় ভাবেন নাই, সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যদি পঞ্জাব পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। স্যার জন লরেন্স এইরূপ গুরুতর কর্তব্য পালনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তিনি এইরূপ গুরুতর কর্তব্য সম্পাদনে একাগ্রতা, যত্নশীলতা ও সমীক্ষ্যকারিতার পরিচয় দিয়া ভবিষ্যতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

স্যার জন লরেন্স প্রথমে শিখ ও আফগানদিগকে আপনাদের সৈনিক-দলে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার এই কার্যে অনেকে সাতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই বিষয়ে বিচলিত হন নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, পঞ্জাবের শিখেরা কখনো পূরবীয় সিপাহিদিগের সহিত এক শ্রেণীতে নিবিষ্ট বা একবিধ উদ্দেশ্য সাধনে একত্র সম্মিলিত হইবে না। এক সময়ে আফগানেরা শিখদিদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিল। সিপাহিগণ এখন মোগলের যে চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানীতে সমবেত হইয়া, আপনাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইয়াছে, শিখ-সম্প্রদায় এক সময়ে সেই রাজধানীতে নিপীড়িত ও নিগৃহীত হইয়াছিল। দিল্লী খালাসাদিগের যেরূপ বিদ্বেষ-বুদ্ধির উদ্দীপক ছিল, সেইরূপ উহা তাহাদের প্রলোভন সামগ্রীর মধ্যেও পরিগণিত হইয়াছিল। মোগলেরা এক সময়ে যাহাদের ক্ষমতা বিনাশে যত্নশীল হইয়াছিল, দয়ায় বিসর্জন দিয়া, পরমতদর্শিতায় উপেক্ষা করিয়া, সৌজন্য ও সদাশয়তায় আস্থা না দেখাইয়া, দুর্দান্ত দানবের ন্যায় যাহাদের শোণিতপাত করিয়াছিল, তাহাদের রাজধানীতে অধিকার-স্থাপন এবং তাহাদের সমক্ষে আত্মপ্রাধান্য দর্শন খালাসাদিগের অনভিপ্রেত ছিল না। এই অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য তাহারা দিল্লীস্থিত সিপাহিদিগের ক্ষমতানাশে বিমুখ হইত না। এদিকে দিল্লীর মোগলের সহিত আফগানদিগেরও তাদৃশ সমবেদনা ছিল না। মোগলেরা এক সময়ে আফগানিস্তানের পার্বত্য প্রদেশবাসিদিগের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। আফগানেরাও এক সময়ে মোগলের শোণিতপাতে অগ্রসর হইয়াছিল। সুতরাং পুনর্বার মোগলের রাজধানীর অভিমুখে ধাবিত হইতে এবং মোগলদিগের প্রাধান্য নাশ জন্য

সিপাহিদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আফগানেরা ঔদাস্য বা অসম্মতি প্রকাশ করিত না। স্যার জন লরেন্স স্বীয় তীক্ষ্ন বুদ্ধিবলে এই বিষয় স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এজন্য তিনি আত্মবল বৃদ্ধির নিমিত্ত আফগান ও শিখদিগের সাহায্যগ্রহণে উদ্যত হইলেন। গবর্নর জেনেরল এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। তিনি প্রথমে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোককে সৈনিক-দলে লইতে অনুমতি দিলেন। শেষে এই সৈনিক-দল সম্প্রসারিত হয়। স্যার জন লরেন্স এইরূপে এই অভিনব সৈনিক-দলের সাহায্যে উদ্দেশ্য-সাধনে উদ্যত হন।

অভিনব সৈনিক-দলের সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়েও আটঘাট বাঁধা হয়। পুলিসের বল বৃদ্ধি হয়। তাহারা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সতর্কতা-সহকারে কার্য করিতে থাকে। পঞ্জাবের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের খেয়াঘাটে ও অন্যান্য স্থানে প্রহরী রাখা হয়। এই সকল ব্যক্তি ফকিরের বেশে বা সংসার-বিরাগী, ভ্রমণকারী উদাসীনের ভাবে সিপাহি-দলে প্রবেশ করিয়া, নানারূপ আশঙ্কাজনক কথায় তাহাদের উত্তেজনা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে, তাহাদিগকে ধরিবার জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বিত হয়। ধনাগার রক্ষার সুবন্দোবস্ত হয়। বিপত্তিকালে কোম্পানির অর্থ যাহাতে সিপাহিদিগের হস্তগত হইয়া, অনর্থের উৎপত্তি না করে, তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত প্রহরিগণ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সতর্কভাবে কার্য করিতে থাকে। ইহার উপর জনসাধারণের জীবন কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাধীন করিবার জন্য কঠোতর ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়। দেওয়ানী বিভাগের প্রত্যেক কর্মচারী, যাহাকে গবর্নমেন্টের বিপক্ষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহাকেই ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। এইরূপে এলাহাবাদের ন্যায় পঞ্জাবেও ভীষণ যমদণ্ডের পরিচালনার ব্যবস্থা হয় এবং এইরূপ উত্তেজনার সময়ে সাধারণের জীবন উত্তেজিত ব্রিটিশ বিচারকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সিপাহীরা যাহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল, আশঙ্কায় জ্ঞানশূন্য হইয়া, উত্তেজনায় অধীরতা প্রকাশ করিয়া অদূরদর্শিতায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, যাহাদের স্বদেশীয়গণের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-দিগের শোণিতে আপনাদিগের হস্ত কলঙ্কিত করিয়াছিল, তাঁহারাই এখন তাহাদের জীবননাশ বা জীবন রক্ষার জন্য বিচারকের পবিত্র আসনে সমাসীন হইলেন। এ সময়ে তাঁহাদের বুদ্ধির স্থিরতা না থাকিতে পারে; এ সময়ে তাঁহারা দুর্দমনীয় প্রতিহিংসায় পরিচালিত হইতে পারেন, এ সময়ে হয়তো তাঁহারা অধীরতায় উত্তেজিত হইয়া, বিচারাসনের মর্যাদা নষ্ট করিতে পারেন। এরূপ আশঙ্কা থাকিলেও জনসাধারণ দলে দলে তাঁহাদের সমক্ষে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হয়। তাঁহারা কিরূপ নিরপেক্ষভাবে স্বকর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, কিরূপ ধীরতা ও উদারতা দেখাইয়া সাধারণের প্রশংসা-ভাজন হইয়াছিলেন, দুঃখের বিষয়, তাহা অতীতের দর্পণ-স্বরূপ পবিত্র ইতিহাসে প্রতিফলিত হয় নাই।

কথিত আছে, উত্তেজিত মুসলমানগণ দূরেতর স্থান হইতে পঞ্জাবের সিপাহিদিগকে ধর্মরক্ষার জন্য দলবদ্ধ হইতে পত্র লিখিয়াছিল। এই সকল পত্র কর্তৃপক্ষের হস্তগত হয়! পত্রসমূহে উল্লেখ ছিল যে, ফিরিঙ্গীরা বিবিধ উপায়ে সকলের ধর্মনাশের চেষ্টা

করিতেছে। এই জন্য বসাযুক্ত টোটা ব্যবহারের আদেশ প্রচারিত হইয়াছে ! ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানগণ স্বধর্ম রক্ষার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। এইভাবে অনেকগুলি পত্র ধরা পড়িলে কর্তৃপক্ষের স্পষ্ট বোধহয় যে, বিপ্লব ক্রমে সংক্রামক হইয়া উঠিতেছে। যাহা হউক, এসময়ে সাধারণে জাতিনাশ ও ধর্মনাশেব আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছিল। গবর্নমেণ্টেব বিবেচনার দোষেই হউক, বা জনসাধাণের অদূরদর্শিতা প্রযুক্তই হউক, এই আশঙ্কা দূবীভূত হয় নাই। পক্ষান্তরে যাঁহারা গবর্নমেণ্টের বিচার-বৈচিত্র্যে সম্পত্তিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, যাঁহাদের স্বাধীনতা অন্তর্হিত, রাজসম্মান বিলুপ্ত ও রাজ্য স্বাধিকারভ্রষ্ট হইয়াছিল, তাঁহারা সাধারণেব উত্তেজনা বর্ধনে সঙ্কুচিত হন নাই। ভ্রমণকারী পথিকের বেশেই হউক, ধর্মনিষ্ঠ ফকিরের ভাবেই হউক, উদাসীন যোগীর সজ্জাতেই হউক তাঁহাদের গুপ্তচরগণ যে, বিভিন্ন স্থানে সিপাহী-দলে প্রবেশ করিবে, তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। হইতে পারে, এইরূপ লোক দ্বারা পত্রসমূহ নানাস্থানে প্রেরিত হইয়াছিল। যাহারা এই সকল পত্র লিখিয়াছিল, তাহারা সদ্বিবেচনায় পরিচালিত হয় নাই, দূবদর্শিতায় আত্মসংযত হয় নাই, বা পরিণাম-ভাবনায় সৎপথাবলম্বী হয় নাই। তাহারা অপরিণতবুদ্ধি ও অপরিণামদর্শী ছিল। অনভিজ্ঞতায়, অদূবদর্শিতার ও অপরের উত্তেজনায় তাহাদের হৃদয়ে যে আশঙ্কা বদ্ধমূল হইয়াছিল, সেই গভীর আশঙ্কা প্রযুক্তই তাহারা ভারতের মানচিত্র হইতে লোহিত-রেখা অপসারিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। তাহাদের উদ্যম ও অধ্যবসায় কোনো স্থলে বিচলিত হয় নাই। কিন্তু এইরূপ অবিচলিত উদ্যম ও অধ্যবসায়ে তাহারা সমগ্র ভারতবাসীকে দলবদ্ধ করিতে পারে নাই। তাহাদের লিখিত পত্রাবলীতে, তাহাদেয় পরিকীর্তিত বিবিধ কাহিনীতে, তাহাদের প্রচারিত জনশ্রুতিতে সমগ্র সিপাহি-দল বিচলিত, উত্তেজিত ও গবর্নমেণ্টের বিপক্ষে সমুত্থিত হয় নাই। রাজপুরুষগণ সমভাবে ধীরতা প্রকাশ করিলে অনেক প্রভুভক্ত সিপাহী এ সময়েও তাহাদের প্রভুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইত। কিন্তু গভীর উত্তেজনার অভিঘাতে রাজপুরুষদিগের ধীরতা অন্তর্হিত হইয়াছিল। রাজপুরুষগণ অশিক্ষিত জনসাধারণের ন্যায় আশঙ্কাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ডাকঘরে ঐ সকল পত্র পাইলে বা কোনো আগন্তুককে একান্তে সিপাহিদিগের সহিত কথা কহিতে দেখিলে ভাবিতেন যে, সমগ্র ভারতবাসী তাঁহাদের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়াছে, ভারতের সমগ্র সৈনিক-দল তাঁহাদের ক্ষমতানাশে ও আধিপত্য বিলোপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

নিকলসন অতঃপর ইউরোপীয়দিগের রক্ষার জন্য পার্বত্যজাতির সর্দারদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সর্দারেরা প্রথমে তাঁহার প্রার্থনাপূরণে সম্মত হন নাই। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা তাঁহাদের স্মৃতিপটে জাগরূক ছিল। আফগানদের আক্রমণে ইংরেজরা কিরূপ হীনবল হইয়াছিলেন, পার্বত্য প্রদেশের সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটে তাঁহাদের কিরূপ পরাজয় হইয়াছিল, তাহা সর্দারদিগের মনে ছিল। উপস্থিত সময়ে পাছে, ইংরেজেরা ঐরূপ বিপদাপন্ন হন, বিপক্ষের পরাক্রমে পাছে তাঁহারা ঐরূপ ক্ষমতাভ্রষ্ট হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় সর্দারেরা তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনে উদ্যত হন নাই।

তাঁহারা সে সময়ে নিকলসনকে স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছিলেন, 'আপনারা যে, বিপক্ষগণ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী এবং অধিকতর বলসম্পন্ন, অগ্রে তাহার পরিচয় দিন, পশ্চাৎ আমরা আপনাদের সাহায্য করিব।' যাহা হউক, নিকলসন ইহাতে হতোৎসাহ হন নাই। তিনি আপনাদের বুদ্ধি ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া ভয়াবহ বিপ্লবের গতিরোধে উদ্যত হন।

কর্নেল এডওয়ার্ডস ২১শে মে পেশাবরে প্রত্যাগত হন। এই সময়ে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। সূর্যালোক এই মেঘজাল ভেদ করিয়া, অল্পপরিমাণে বিকীর্ণ হইতেছিল। এডওয়ার্ডস এই কাদম্বিনীর তরঙ্গলীলার মধ্যে কার্যস্থলে উপনীত হন। কটন ও নিকলসন এই জলদ-জাল-সমাচ্ছন্ন আকাশতলে তাঁহাদের কার্যকুশল ও দূরদর্শী সহযোগীর অভ্যর্থনা করেন। উপরিস্থিত আকাশের ন্যায় তাঁহাদের হৃদয়ে গভীর কালিমার সঞ্চার হইয়াছিল। নিম্নস্থিত বিস্তৃত প্রান্তরের ন্যায় তাঁহাদের অন্তঃকরণেও অপ্রসন্নভাব বিরাজ করিতেছিল। তাঁহারা পরস্পর সমবেত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের আশঙ্কা অন্তর্হিত হইল না। তাঁহারা প্রতিমুহূর্তে মানসনয়নে অবশ্যম্ভাবী বিপদের আবির্ভাব দেখিতে লাগিলেন। উত্তেজনার সময়ে হিন্দুস্থানী সিপাহীরা পরস্পর সম্মিলিত না হইতে পারে,, এই উদ্দেশ্যে ব্রিগেডিয়ার কটন তাহাদিগকে পরস্পর পৃথক করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাদের নিকটে ইউরোপীয় সৈনিকেরা কামানসহ সন্নিবেশিত হইয়াছিল। এদিকে সিপাহীরা কর্তৃপক্ষের এইরূপ কার্যপ্রণালী দেখিয়া গভীর আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। মীরাট ও দিল্লীর সংবাদে তাহাদের মানসিক শান্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল। পার্বত্য প্রদেশের অধিবাসিগণ উৎকণ্ঠা ও ঔৎসুক্যের সহিত সিপাহিদিগের কার্য পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। কাবুলের ঘটনা স্মরণ করিয়া, তাহারা প্রথমে ইংরেজের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে নাই। তাহারা প্রথমে উদাসীনভাবে উভয় পক্ষের কার্য চাহিয়া দেখিতেছিল। যদি তাহারা সিপাহিদিগকে অপেক্ষাকৃত প্রবল দেখিত, তাহা হইলে পঙ্গপালের ন্যায় ইংরেজের অধিকারে প্রবেশ পূর্বক ভয়ঙ্কর বিপ্লব অধিকতর ভয়ংকর করিয়া তুলিত। সুতরাং তাহারা এ সময়ে নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় হইলেও সর্বতোভাবে উদাসীন ছিল না। একতর পক্ষের ক্ষমতা পরিস্ফুট হইলে তাহাদের চেষ্টা ও তাহাদের কার্যের পূর্ণ বিকাশ হইবার সম্ভাবনা ছিল।

২১শে মে রাত্রিকালে এডওয়ার্ডস ও নিকলসন এক বাড়িতে শয়ন করেন। কিন্তু শয়ন করিয়াও, ইঁহারা শান্তিলাভে সমর্থ হন নাই। অদূরবর্তী লোকালয়ে যখন কলরবের নিবৃত্তি হইয়াছিল, জীবকুল যখন শ্রান্তিবিনাশিনী নিদ্রার ক্রোড়ে শান্তিসুখের উপভোগ করিতেছিল, প্রকৃতি যখন রজনীর প্রশান্তভাবে মগ্ন রহিয়াছিল, তখন এডওয়ার্ডস ও নিকলসন প্রতিমুহূর্তে দুশ্চিন্তার তরঙ্গাবেগে আন্দোলিত হইতেছিলেন। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, রাত্রি শেষ হইতে-না-হইতেই সিপাহিগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবে। তাঁহাদিগকে ভয়ঙ্কর বিপ্লবের গতি নিরোধের জন্য দুরূহ কার্যসাধনে প্রস্তুত হইতে হইবে। তাঁহারা শান্তিলাভের জন্য·

শয়ন করিয়াও, কেবল এইরূপ চিন্তার আবেগে আন্দোলিত হইতেছিলেন। গভীর নিশীথে তাঁহারা যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, তখন পেশাবরের চব্বিশ মাইল দূরবর্তী নৌশেরা হইতে একজন সংবাদবাহক আসিয়া জানাইল যে, তত্রত্য ৫৫ সংখ্যক সিপাহি-দল গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র এডওয়ার্ডস ও নিকলসন ব্রিগেডিয়ার কটনের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ব্রিগেডিয়ার জাগরিত হইয়া দেখেন যে, তাঁহার দুইজন সহযোগী তদীয় শয্যার পার্শ্বে রহিয়াছেন। এডওয়ার্ডস ও নিকলসন তাহাকে কহিলেন যে, নৌশেরার ৫৫ সংখ্যক সিপাহি-দল গবর্নমেণ্টের বিরোধী হইয়াছে। তত্রত্য ১০ গণিত অশ্বারোহিদলও অবিলম্বে তাহাদের পথানুসরণ করিতে পারে। এরূপ স্থলে পেশাবরের সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিয়া পার্বত্য প্রদেশবাসিদিগকে সৈনিক-শ্রেণীতে গ্রহণ করা কর্তব্য। এই কার্য অনায়াসে সম্পাদনীয় ছিল না। কিন্তু নিকলসন ও এডওয়ার্ডস কার্যসম্পাদনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তাঁহারা কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। পেশাবরের পাঁচ দল সিপাহীর* মধ্যে চারি দলকে নিরস্ত্র করিবার প্রস্তাব হইল। ব্রিগেডিয়ার নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে চারি দল সিপাহী নিরস্ত্রীকৃত হইবে বলিয়া অবধারিত হইল। অবশিষ্ট দল (২১ সংখ্যক দল) অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ছিল; এজন্য তাহাদিগকে পূর্বের ন্যায় সৈনিক-নিবাসে রাখা স্থির হইল।

এখন আর কালবিলম্ব করিবার সময় ছিল না। যে সকল সিপাহি-দলকে নিরস্ত্র করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, ব্রিগেডিয়ার কটন তৎসমুদয়ের অধিনায়কদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ব্রিগেডিয়ারের আদেশে অধিনায়কেরা সূর্যোদয়ের পূর্বেই উপস্থিত হইলেন। কটন, এডওয়ার্ডস ও নিকলসনের সমক্ষে তাঁহাদিগকে কহিলেন যে, তিনি সিপাহি-দলের নিরস্ত্রীকরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। অধিনায়কেরা ব্রিগেডিয়ার কটনের মুখে এই কথা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা যে দলের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে দলের বিশ্বস্ততায় সন্তুষ্ট ছিলেন, যে দলের রণকৌশলে আপনারা বীরেন্দ্র-সমাজে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন, সংক্ষেপে যে দলের সিপাহিগণ তাঁহাদের প্রীতির, স্নেহের, সর্বোপরি অপরিসীম বিশ্বাসের পাত্র ছিল, সেই সৈনিক-দল সাধারণের সমক্ষে অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিবে এবং বীরব্রত হইতে স্খলিত ও ঘোরতর অবমাননাগ্রস্ত হইবে, ইহা ভাবিয়া তাঁহারা সাতিশয় অধীর হইয়া উঠিলেন। অধীরতার সহিত তাঁহাদের মর্মান্তিক দুঃখের সঞ্চার হইল। তাঁহারা অধৈর্য-সহকৃত উত্তেজনার সহিত ব্রিগেডিয়ারের প্রস্তাবের বিরোধী হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের একজন দৃঢ়তা সহকারে কহিলেন যে, তাঁহার অধীন দলের সিপাহিগণ কখনো এরূপ অবমাননা সহিতে পারিবে না। তাহারা নিশ্চিতই কাওয়াজের ক্ষেত্রে গভীর উত্তেজনার পরিচয় দিয়া, কামান-সমূহের অধিকারে অগ্রসর হইবে এবং তাহাদিগকে যে সকল অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া হইবে, তাহারা সেই সকল অস্ত্র দ্বারাই ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিবে।

---

* পঞ্চম অশ্বারোহি-দল এবং একবিংশ, চতুর্বিংশ, সপ্তবিংশ ও একপঞ্চাশ পদাতিক-দল।

পেশাবরেব সিপাহিগণ আপনাদের অধিনায়কদিগের এইরূপ প্রীতি ও স্নেহের পাত্র ছিল। অধিনায়কগণ তাহাদেব বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তিতে এইরূপ সন্তুষ্ট ছিলেন। ঘোরতর বিপত্তিকালেও তাঁহারা আপনাদের অনুরক্ত দলের উপর সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু এডওয়ার্ডস ও নিকলসনের ন্যায় ব্রিগেডিয়ার কটনও সিপাহিদিগের নিরস্ত্র করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তিনি অধিনায়কদিগের ঘোবতর আপত্তিতেও নিবস্ত হইলেন না। অধিনায়কগণ যখন তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিতেছিলেন, তখন এডওয়ার্ডস বিবক্তির সহিত বলিযা উঠিলেন, ‘উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসার ভার কেবল ব্রিগেডিয়ারের উপবই সমর্পিত রহিয়াছে।’ এই কথায় কটন গম্ভীরভাবে কহিলেন, ‘আমি নিজের ক্ষমতানুসারে এই মত প্রকাশ করিতেছি যে, সিপাহিগণ পূর্ব-প্রস্তাবক্রমে নিরস্ত্রীকৃত হইবে।’ ব্রিগেডিযার এই শেষ বাক্যে অধিনায়কগণ নীরব হইলেন। আর কোনো কথা তাঁহাদের মুখ হইতে বহির্গত হইল না। তাঁহারা নীরবে আপনাদের অধ্যক্ষের আদেশে অবনতমস্তক হইলেন এবং তাঁহার সমুচিত সম্মান প্রকাশ করিয়া, তদীয় আদেশানুসারে কার্য করিতে প্রস্তুত হইবার জন্য নীরবে স্বস্থানে গমন করিলেন।

পূর্বে উক্ত হইযাছে যে, উত্তেজনার সময়ে সিপাহি-দল সহজে পরস্পব সম্মিলিত না হইতে পাবে, তজ্জন্য ব্রিগেডিয়ার কটন তৎসমুদয়কে দুইটি পৃথক স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন। এখন স্থিব হইল যে, ব্রিগেডিয়ার, এডওয়ার্ডসের সহিত একদিকে যাইবেন এবং নিকলসন অন্য একজন ইউরোপীয় সৈন্যাধ্যক্ষকে সঙ্গে লইয়া অপর দিকে গমন করিবেন। এই উভয় পক্ষে ইউরোপীয় সৈন্য থাকিবে। এইরূপ বন্দোবস্ত অনুসারে কার্য হইল। এই সময়ে সেনাপতি ও তদীয় সহযোগিদ্বয়ের দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। তাঁহাবা নানারূপ আশঙ্কার কল্পনা করিয়া মানস-নয়নে নানারূপ দৃশ্যের ভয়ঙ্কর ভাব দেখিয়া দুরূহ কার্যসাধনে প্রস্তুত হইলেন! এদিকে সিপাহী-দলের অধিনায়কগণ আপন আপন দলের সিপাহিদিগকে যথাস্থানে শ্রেণীবদ্ধভাবে স্থাপন করিলেন। সিপাহিগণ কোনো কথা না বলিয়া, কোনোরূপ উত্তেজনার পরিচয় না দিয়া, কোনো বিষয়ে অবাধ্যভাব না দেখাইয়া, অধিনায়কদিগের আদেশে শ্রেণীবদ্ধ হইল। অদূরে ইউরোপীয় সৈনিকগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে দণ্ডায়মান রহিল। যদি সিপাহিগণ সেনাপতির আদেশ পালনে কোনোরূপে অসম্মতি প্রকাশ করিত, তাহা হইলে ঐ সকল ইউরোপীয় সৈন্য নিঃসন্দেহে তাহাদিগকে আক্রমণ করিত। কিন্তু সিপাহিরা আদেশানুসারে কার্য করিতে অসম্মত হইল না। তাহারা অধিনায়কদিগের আদেশে একে একে নীরবে ও ধীরভাবে আপনাদের অস্ত্রাদির উন্মোচন করিয়া একস্থানে রাখিতে লাগিল। এইরূপে তাহাদের পরিত্যক্ত অস্ত্রসমূহ স্তূপাকার হইল। তথাপি তাহারা উত্তেজনা, অধীরতা বা অবাধ্যভাবের পরিচয় দিল না। এইরূপ অধঃপতনের শোচনীয়ভাবে, এইরূপ অবমাননাকর অপূর্ব দৃশ্যে তাহাদের অধিনায়কগণ স্থির থাকিতে পারিলেন না! তাঁহাদের অনুরাগভাজন, তাঁহাদের প্রীতির পাত্র, তাঁহাদের বিশ্বাসের অদ্বিতীয় আস্পদ সৈনিকগণ যখন নীরবে, অধোবদনে আপনাদের সামরিক চিহ্ন পরিত্যাগ করিতে লাগিল, বীরত্বের পরিচয়-সূচক গৌরবকর

অস্ত্রসকল যখন একস্থানে স্তূপাকার করিতে লাগিল, তখন তাঁহারা ধৈর্যচ্যুত হইলেন। প্রীতিপাত্রদিগের এইরূপ অধোগতি দর্শনে যুদ্ধাভূষণে ও যুদ্ধবেশে সজ্জিত থাকিলেও তাঁহাদের লজ্জার আবির্ভাব হইল। গভীর বিরাগে, মর্মান্তিক মনস্তাপে, দুঃসহ দুঃখে, তাঁহাদের কেহ কেহ আপনাদের অস্ত্রাদি উন্মোচিত করিয়া সপাহিদিগের পরিত্যক্ত সেই স্তূপাকার অস্ত্ররাশির মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। সিপাহিদিগের প্রতি তাঁহাদের গভীর সমবেদনা এইরূপে প্রদর্শিত হইল এবং যে কর্তৃপক্ষে আদেশে তাঁহাদের অনুগত জনগণের দুর্গতি ও অবমাননার একশেষ ঘটিল, সেই কর্তৃপক্ষের প্রতিও তাঁহাদের বিরাগ এইরূপে পরিস্ফুট হইল*।

এইরূপে সিপাহিগণ একে একে নিরস্ত্রীকৃত হইল। ব্রিগেডিয়ার কটন তাহাদের ধীরতা এবং অধিনায়কের আদেশ পালনে তাহাদের একাগ্রতা দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন। নিরস্ত্রীকৃত সিপাহিরা সৈনিক-নিবাসের দিকে চলিয়া গেল। বিনা গোলযোগে ও বিনা রক্তপাতে গুরুতর কার্য সম্পন্ন হইল। এডওয়ার্ডিস এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'যখন আমরা সিপাহিদিগের নিরস্ত্রীকরণ জন্য গমন করি, তখন আমাদের সঙ্গে অতি অল্পসংখ্যক স্থানীয় লোক ছিল; তাহাদের মুখ-দর্শনে বোধ হইয়াছিল যে উপস্থিত ঘটনায় কোন্ পক্ষের প্রাধান্য হয়, তাহাই দেখিবার জন্য তাহারা উপস্থিত হইয়াছিল। নিরস্ত্রীকরণের পর যখন আমরা প্রত্যাগত হই তখন গ্রীষ্মকালীন মক্ষিকাসমূহের ন্যায় সকলে দলে দলে আমাদের চতুর্দিকে উপস্থিত হয়। এখন এই সকল লোককে সৈনিক-শ্রেণীতে গ্রহণ করা অনায়াসসাধ্য হইয়া উঠে।' পেশাবরের পার্বত্য-প্রদেশ-বাসিগণ এইরূপ ঔৎসুক্য সহকারে উভয় পক্ষের কার্যকলাপ চাহিয়া দেখিতেছিল। যদি এই সময়ে তাহারা ইংরেজদিগকে সিপাহিদিগের সমক্ষে হীনবল দেখিত, অথবা যদি ইংরেজদিগের মধ্যে কোনোরূপ অনৈক্য বা কার্য-শৈথিল্য তাহাদের নেত্রগোচর হইত, তাহা হইলে তাহারা প্রবল-পরাক্রমে ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিত। ইংরেজদিগের শোণিতস্রোতে হয়তো পেশাবরের উপত্যকা রঞ্জিত হইত।

যাহা হউক, পেশাবরের নিরস্ত্রীকৃত সিপাহিগণ সৈনিক-নিবাসের দিকে গেল বটে, কিন্তু তাহাদের শান্তিলাভ হইল না। তাহারা আপনাদের পদমর্যাদা হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল, আপনাদের অবমাননার একশেষ দেখিয়াছিল, আপনাদের পবিত্র বীরব্রতের শোচনীয় পরিণামে মর্মাহত হইয়াছিল। এইরূপে সকল বিষয়েই তাহাদের অধোগতি ঘটিয়াছিল। সকল বিষয়েই তাহারা আপনাদিগকে গৌরবশূন্য ও হীনভাবাপন্ন মনে করিয়াছিল। অধিনায়কগণ যখন তাহাদের শোচনীয় দশায় দুঃখাভিভূত হইয়াছিলেন; দুঃখের আবেগে যখন তাঁহারা আপনাদের অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তখন তাহারা দুর্বিসহ যাতনায় একান্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। হৃদয়ে তাহাদের

---

* কর্নেল এডওয়ার্ডিস এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, 'যখন সিপাহিদিগের পরিত্যক্ত পিস্তল ও তরবারি তাড়াতাড়ি গরুর গাড়িতে বোঝাই হইতেছিল, কথিত আছে, তখন ইংরেজ অফিসরদিগের তরবারি সমূহ এদিক-ওদিক হইতে ঐ গাড়ি-বোঝাই অস্ত্রের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।'

শান্তি ছিল না, অন্তঃকরণে তাহাদের সন্তোষ ছিল না, দৈনন্দিন কার্যে তাহাদের উৎসাহ বা একাগ্রতা ছিল না। তাহারা বর্তমান সময়ে যেরূপ দুর্গতিগ্রস্ত হইয়াছিল, ভবিষ্যৎ ভাবিয়াও সেইরূপ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। নিরস্ত্রীকরণের পর যখন তাহারা সৈনিক-নিবাসে গমন করিল, তখন তাহাদের আশঙ্কা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বলবতী হইয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল যে হয়তো ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষগণ তাহাদের বিনাশার্থ অগ্রসর হইবে, ইউরোপীয়দিগের তরবারির আঘাতে হয়তো তাহাদের প্রাণবায়ুর অবসান হইবে, অথবা ইউরোপীয়দিগের কামানের গোলায় তাহাদের দেহ হয়তো অনন্ত-প্রবাহ বায়ুরাশির সহিত মিশিয়া যাইবে। এইরূপ আশঙ্কায় অধীর হইয়া তাহাদের অনেকে দূরবর্তী বিজন অরণ্যে বা পর্বত-পার্শ্বস্থিত লোকালয়ে প্রস্থান করিল। পেশাবরের কর্তৃপক্ষ এজন্য চিন্তিত হইলেন। সিপাহিগণ নিরস্ত্রীকৃত ও যুদ্ধোপযোগী উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রে বঞ্চিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু পার্শ্ববর্তী পার্বত্যজাতির মধ্যে অস্ত্রাদির অভাব ছিল না। ঐ সকল অস্ত্র ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের সঙ্গীন, তরবারি বা বন্দুকের সমকক্ষ না হইলেও, মারাত্মক কার্য-সাধনের অনুপযোগী ছিল না। নিরস্ত্রীকৃত সিপাহিগণ যদি পার্বত্যজাতির সহিত সম্মিলিত ও তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়, তাহা হইলে গুরুতর বিপদ ঘটিতে পারে; এই আশঙ্কায় পেশাবরের সৈন্যাধ্যক্ষ ঐ সকল সিপাহীকে ধরিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। অনেকে ধৃত হইল। পল্লীবাসিগণ অনেককে আনিয়া কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিল। সেনাপতির অনুমতি ব্যতিরেকে সৈনিক-নিবাস পরিত্যাগ করার অপরাধে সামরিক বিচারালয়ে ঐ সিপাহি-দিগের বিচার হইতে লাগিল। বিচারে ৫১ সংখ্যক সৈনিক-দলের সুবাদারের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। ঐ দলের একজন হাবিলদার এবং একজন সিপাহীর কিছুদিনের জন্য কারাবাস দণ্ড হইল। এই শেষোক্ত দণ্ড লঘুতর হইয়াছে বলিয়া কটন ও এডওয়ার্ডস বিরক্ত হইলেন। কারাবাস দণ্ড তাঁহার নিকট পর্যাপ্ত বোধ হইল না। ইহাতে বোধহয় তাঁহারা সিপাহিদিগের বিধ্বংসে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। সমগ্র পেশাবর সিপাহীশূন্য হইলে বোধহয় তাঁহারা নিঃশঙ্ক ও নিরাপদ হইতেন। উপস্থিত সময়ে তাঁহারা এইরূপে স্নেহ-দয়ায় বিসর্জন দিয়াছিলেন। কঠোর কার্য সম্পাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়াতে তাঁহাদের প্রকৃতি এইরূপে কঠোরতর হইয়া উঠিয়াছিল। অনতিবিলম্বে পেশাবরের প্রশস্ত ক্ষেত্রে এই কঠোর ভাবের বিকাশ হইল। অবিলম্বে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত সুবাদার বধ্যভূমিতে নীত হইলেন। অদূরে সিপাহিগণ শ্রেণীবদ্ধ হইল। এডওয়ার্ডস অশ্বারোহী ও পদাতিক লইয়া সৈনিক-নিবাসের পথে সজ্জিত রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সমবেত সিপাহিগণের সমক্ষে একজন উচ্চপদস্থ সৈনিক-পুরুষ ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন করলেন।

এই ঘটনার পর ৫৪ সংখ্যক সিপাহি-দলের নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব হইল। এই দলের সিপাহিগণ প্রথমে নওশেরায় অবস্থিতি করিতেছিল। ইহারা এই স্থান হইতে মরদান নামক স্থানে যাইতে আদিষ্ট হয়। এজন্য এই দলের সিপাহিগণের অধিকাংশই মরদানে গমন করে। অল্পসংখ্যক সিপাহী নওশেরায় অবস্থিতি করিতে থাকে।

কথিত আছে, ৫৫ সংখ্যক দলের এই অবশিষ্ট সিপাহিরা ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যত হইয়া, তাহাদের ময়দানস্থিত সহযোগিদিগের সহিত সম্মিলিত হয়। এজন্য ৫৫ সংখ্যক সিপাহি-দলের নিরস্ত্রীকরণার্থে ২৩শে মে রাত্রিকালে পেশাবর হইতে একজন ইউরোপীয় অধিনায়কের অধীনে কতিপয় ইউরোপীয় পদাতিক ও কতিপয় এতদ্দেশীয় অশ্বারোহী মরদানে যাত্রা করে। কর্নেল হেনরি স্পটিসউড্ নামক একজন সদয়-প্রকৃতি সৈনিক-পুরুষ এই দলের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি যদিও অল্পদিন মাত্র এই-দলের পরিচালনভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি অধীন সৈনিক-পুরুষদিগের প্রতি তাঁহার সমবেদনার সঞ্চার হইয়াছিল। সদয় ব্যবহারে, স্নেহপূর্ণভাবে, সারল্যময় সদাচারে, তিনি প্রত্যেক সিপাহীর হৃদয়ঙ্গম বন্ধু, বিশ্বস্ত আত্মীয়, প্রীতিময় অভিভাবক ছিলেন। স্নেহের ও প্রীতির পুত্তলী স্বরূপ পুত্র ঘোরতর বিপদের সম্মুখে পতিত হইলে, পিতার হৃদয় যেরূপ ব্যথিত হয়, আপনার অধীন সিপাহিগণ নিরস্ত্রীকৃত ও ঘোরতর দুর্দশাগ্রস্ত হইবে ভাবিয়া, তিনি সেইরূপ দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রসন্নতার চিহ্ন ছিল না, ললাটফলকে সহিষ্ণুতার লক্ষণ ছিল না। তিনি যাহাদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে কার্য করিতেন, যাহাদের উপকারের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন, যাহাদের উন্নতি হইলে সন্তোষসাগরে ভাসমান হইতেন, কেবল যাহাদের গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করিতেন, সেই প্রীতিভাজন বীরপুরুষেরা পবিত্র সৈনিকব্রত হইতে বিচ্যুত হইবে, আপনাদের অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দুর্দশাপন্ন ও অবমাননাগ্রস্ত হইবে, এবং বীরোচিত স্বত্ব ও সম্মান হইতে স্খলিত হইয়া, সামান্য লোকের ন্যায় কষ্টের একশেষ ভোগ করিবে, ইহা তাঁহার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। গভীর দুঃখে তিনি কর্তৃপক্ষকে নিরস্ত্রীকরণে নিরস্ত রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি আপনার লোকদিগের সম্বন্ধে লিখিলেন যে, তাঁহার দলের কেহই অবিশ্বাসের পাত্র নয়। তিনি ইহাদের জন্য আত্মজীবন বিপদাপন্ন করিতেও প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তাঁহার নির্বন্ধাতিশয়ে, তাঁহার প্রার্থনায়, অধীন দলের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগে কোনো ফল হইল না। পেশবার হইতে নিরস্ত্রীকরণ জন্য সৈন্য উপস্থিত হইল। ইহাদের আগমনে সন্দিগ্ধ হইয়া ৫৫ সংখ্যক সিপাহি-দলের এতদ্দেশীয় অফিসরেরা ২৪শে মে রাত্রিকালে কর্নেলের নিকট গিয়া, উক্ত সৈনিক দিগের আগমণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কর্নেল স্পটিউড্ সমস্তই জানিতেন। এখন অফিসরদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্য কোনো কথাই বলিতে পারিলেন না। অফিসরেরা সাতিশয় অসন্তোষ প্রকাশপূর্বক কর্নেলের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। এখন স্পটিসউডের সমস্ত আশা নির্মূল হইল। তাঁহার কথায় তদীয় প্রীতিপাত্রদিগের সন্দেহ দূর হইল না। তিনি এতদিন যাহাদের প্রীতিকর কার্য-সাধনে নিয়োজিত ছিলেন, এখন তাহারাই তাঁহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং তিনি এতদিন বিশ্বস্তভাবে যাহাদের উন্নতির জন্য যত্নশীল ছিলেন এখন তাহারাই তাঁহাকে অবিশ্বস্ত ভাবিলেন। দুঃখের-পর-দুঃখের তরঙ্গে তাঁহার হৃদয় অধীর হইল। তিনি আর ভবিষ্যতের শোচনীয় দৃশ্যের প্রতীক্ষায় রহিলেন না, প্রীতিভাজন

বন্ধুজনের দুর্গতি দেখিবার জন্যও প্রস্তুত রহিলেন না। মর্মান্তিক দুঃখে, নৈরাশ্যের গভীর আবেগে জ্ঞানহারা হইয়া, কর্নেল স্পটিসউড স্বকীয় গৃহে একাকী বসিয়া, আপন হস্তে আপনার পিস্তলের গুলিতে আপন মস্তক ভেদ করিলেন।

কর্নেল স্পটিসউড্ যখন এইরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, অধীন সৈনিকগণের অবশ্যম্ভাবী অধঃপতনের চিন্তায় সন্তপ্ত-হৃদয়ে, অসম্মান ও অবিশ্বাসের জন্য ব্যাকুলভাবে, যখন আত্মবিসর্জন করিলেন, তখন ৫৫ গণিত সিপাহি-দল স্থির থাকিতে পারিল না। এখন তাহাদের অধিনায়ক চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। তাহাদের শেষ আশাও চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাহাদের সম্মানও চিরদিনের জন্য বিনষ্ট হইবার সূচনা হইয়াছিল। এখন স্থানান্তর হইতে তাহাদের বিপক্ষে সৈন্য আসিতেছিল। তাহারা যখন দুর্গপ্রাচীরের উপরিভাগ হইতে ঐ সৈনিক-দলকে আসিতে দেখিল, তখন তাহাদের ধীরতা তাহাদের কর্মনিষ্ঠতা সমস্তই দূরীভূত হইল। তাহারা তখন অধীরতায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, সামরিক পরিচ্ছদ, সামরিক, অস্ত্র, গোলা গুলি ও অর্থ যাহা সম্মুখে পাইল, তৎসমুদয় লইয়া সোয়াটের অভিমুখে ধাবমান হইল। কেবল তাহাদের দলের ১২০ জন সিপাহী পলায়নে নিরস্ত থাকিল। নিকলসন অশ্বারোহী পুলিস সৈনিকের সহিত পলায়িতদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। কিন্তু পলাতকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়াছিল। গন্তব্য পথ পর্বত ও অরণ্যাদিতে সাতিশয় দুর্গম ছিল। সিপাহীরা এই পর্বতময় পথে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া চলিতে লাগিল। এদিকে অনুসরণকারীরাও তাহাদের অনুসরণে নিরস্ত হইল না। এইরূপে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। সিপাহীরা যে-যে পল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল, নিকলসনও সেই সেই পল্লীতে উপস্থিত হইলেন। অনেকে ধৃত ও বন্দী হইল। অনেকে অনুসরণকারীদিগের অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। অনেকে আহত হইয়া, দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে আর্তনাদ করিতে লাগিল। অনেকের অস্ত্র ও সামরিক ভূষণ অনুসরণকারীদিগের হস্তগত হইল। অনেকে সোয়াটের পার্বত্য প্রদেশে উপস্থিত হইয়া, আপনাদিগকে ধর্মের জন্য সর্বার্থত্যাগী ও আত্মসমর্পণকারী বলিয়া ঘোষণা করিল এবং সেই চিরপবিত্র ও চিরন্তন ধর্মের রক্ষার জন্য তত্রত্য ভূপতিগণের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইল। তাহাদের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল। তাহাদের দলের প্রায় ১২০ জন দুর্গম পার্বত্য-প্রদেশে দেহত্যাগ করিয়াছিল। প্রায় ১৫০ জন ইংরেজের বন্দী হইয়াছিল। তিন-চারিশত জন অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। এরূপ শোচনীয় অবস্থাতেও তাহারা তেজস্বিতা প্রকাশে বিমুখ হয় নাই। যখন নিকলসন অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত তাহাদের অনুসরণ করেন, তখন তাহারা প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল*। কিন্তু শেষে তাহাদের দলভঙ্গ হয়। তাহারা সহযোগিগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, বিক্ষতদেহে সোয়াট গমন করে। সোয়াটের আখুন্দ নামে পরিচিত বৃদ্ধ ভূপতি স্বধর্মের পরিপোষক ও স্বধর্মসংক্রান্ত কার্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। যাহারা ধর্মের

* *Kaye Sepoy War, Vol. II, p. 486.*

জন্য সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছে, ধর্মের জন্য আত্মোৎসর্গে উদ্যত হইয়াছে, এবং ধর্মের জন্য দুরারোহ পর্বত ও দুর্গম অরণ্য অতিক্রমপূর্বক অপরিচিত জনপদে উপস্থিত হইয়া, কাতরকণ্ঠে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে, বৃদ্ধ আখুন্দ যদি তাহাদের প্রার্থনা পূরণে উদ্যত হইতেন, ধর্মের নামে যদি ফিরিঙ্গীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেন, তাহা হইলে ঘটনাস্রোত অন্য দিকে প্রবাহিত হইত। তিনি ধর্মোন্মত্ত মুসলমানদিগের হৃদয়ে এরূপ প্রচণ্ড বহ্নি উদ্দীপিত করিতে পারিতেন, যাহার জ্বালাময়ী শিখায় সমগ্র পেশাবর ভস্মীভূত হইয়া যাইত এবং ঐ প্রজ্বলিত পাবকের প্রবল তাড়নায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিও বোধহয় বিচলিত হইত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বৃদ্ধ আখুন্দ সিপাহিদিগের প্রার্থনা পূরণে সম্মত হইলেন না। তিনি তাহাদিগকে আপনার রাজ্যে থাকিতে না দিয়া কেবল সিন্ধুনদের অপর পারে লইয়া যাইবার জন্য তাহাদের সহিত পথপ্রদর্শক দিলেন। এইরূপে বিপন্ন সিপাহীরা সোয়াটে আশ্রয় না পাইয়া, কাশ্মীর অভিমুখে প্রস্থান করিল। কাশ্মীরে যাইতে হইলে, হাজেরা জনপদ বা উহার প্রান্তভাগ দিয়া যাইতে হইত। এই বিভাগের ডেপুটি কমিশনর মেজর বিচরের চেষ্টায় তাহাদের গমনপথ সকল অবরুদ্ধ হইল। বিচরের আদেশে স্থানীয় জমিদারগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অনুচরগণের সহিত গিরিসঙ্কটগুলিতে অবস্থিতি করিতে লাগিল। হতভাগ্য সিপাহিগণ আপনাদের গন্তব্যপথ এইরূপে অবরুদ্ধ দেখিয়া কোহিস্তানের অভিমুখে ধাবিত হইল। কিন্তু মেজর বিচর সকল স্থানেই তাহাদিগকে বিপজ্জালে পরিবেষ্টিত করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাহারা যে স্থানে যাইতে লাগিল, সেই স্থানেই সশস্ত্র লোক তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। তাহাদের চারিদিকে সমুন্নত পর্বত গম্ভীরভাবে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহাদের গন্তব্যপথ সশস্ত্র অধিবাসিগণে অবরুদ্ধ হইয়াছিল; তাহাদের আশ্রয় স্থান অপরিচিত ও অনাতিথেয় লোকের তাড়নায় বিপত্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল। পার্বত্যলোকে তাহাদের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনেকে অস্ত্র লইয়া তাহাদের গতিরোধে দণ্ডায়মান হইল। খাদ্যের অভাবে, প্রবল বৃষ্টিতে ও দুরন্ত হিমে তাহাদের সাতিশয় দুর্দশা হইয়াছিল, তথাপি তাহারা আক্রমণকারিদিগের সমক্ষে অবনত হইল না। তাহাদের একজন জমাদার এই বলিয়া সহযোগিদিগকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিল যে, এইরূপ অপরিচিত স্থানে শৃগালকুক্কুরের ন্যায় দেহ ত্যাগ করা অপেক্ষা ফিরিয়া গিয়া, রণস্থলে প্রকৃত যুদ্ধবীরের বীরশয্যায় শয়ন করাই শ্রেয়ঃ। যখন সহযোগীরা তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না, তখন সে দুঃসহ যাতনায় ও গভীর মনোবেদনায় অধীর হইয়া আত্মহত্যা করিল। জমাদারের আত্মবিসর্জনের পর অবশিষ্ট সিপাহিরা অগ্রসর হইতে লাগিল। কোনো স্থানে তাহাদের নিষ্কৃতিলাভ হইল না। সকল স্থলেই তাহারা অবরুদ্ধ, আক্রান্ত ও নিপীড়িত হইতে লাগিল। যে কয়েকজন অবশিষ্ট ছিল, অবশেষে তাহারা পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া, বিপক্ষদিগের সমক্ষে অস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্বক আপনাদের অদৃষ্টের নিকটে মস্তক অবনত করিল। তাহাদের কেহ কেহ ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন করিল, কেহ কেহ কামানের গোলায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

৫৫-সংখ্যক সিপাহিদলের ১২০ জন সৈনিক-পুরুষ ইংরেজদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিল। ইহারা যদিও ইংরেজদিগের বিরোধী হইয়াছিল, যদিও আপনাদের কর্তব্যপালনে উদাসীন হইয়া, বিশৃঙ্খলভাবের পরিচয় দিয়াছিল, যদিও আপনাদের ধর্মনাশ ও জাতিনাশের আশঙ্কায় ইংরেজের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়াছিল, তথাপি কোনো বিষয়ে ইহাদের ভয়ঙ্কর ভাবের পরিস্ফুট হয় নাই। ইহারা আপনাদের অফিসরদিগের শোণিতপাত করে নাই। ইউরোপীয়-দিগের দেহনিঃসৃত রুধিরধারাতে ইহাদের অস্ত্র কলঙ্কিত হয় নাই। ইহাদের অনেকে সেই সময়ে উত্তেজনা ও সন্ত্রাসে অধীর হইয়া, ইংরেজের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণে ইহাদের প্রবৃত্তি ছিল না। এই সকল শোচনীয়-দশাপন্ন জীবকে কামানের মুখে উড়াইয়া দিলে বা বন্দুকের গুলিতে বধ করিলে নিঃসন্দেহে দয়া ও ন্যায়পরতার অবমাননা হইত। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, কর্তৃপক্ষ সে সময় বিরুদ্ধাচারীদিগের বিধ্বংসসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন না। তাঁহারা সহযোগি-দিগকে উপস্থিত বিষয়ে অপেক্ষাকৃত সদয়ভাবে কার্য করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। নিকলসন এ সম্বন্ধে এডওয়ার্ডসকে লিখিয়াছিলেন, 'এই দলের (৫৫-সংখ্যক) অফিসরেরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, শিখগণ শেষ সময় পর্যন্ত তাঁহাদের পক্ষে ছিল। এজন্য আমার মতে দয়ার সহিত ন্যায়পরতার সম্মান রক্ষা করা উচিত। শিখদিগের এবং যাহারা অল্পদিন হইল সৈনিকদলে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের প্রাণরক্ষা করা কর্তব্য। অবশিষ্ট অপরাধীদিগকে কামানের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হউক। কিন্তু অল্পবয়স্ক বালকদিগের যেন প্রাণহানি না হয়, এবং যে সকল লোক গবর্নমেন্টের প্রতি অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত থাকিয়া, জনসাধারণের উত্তেজনায় ভীতচিত্তে আমাদের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদেরও যেন জীবন নষ্ট না হয়।' স্যার জন লরেন্সও পেশাবরের কমিশনরের নিকট ঐ ভাবে পত্র পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার পত্রে লিখিত ছিল, '৫৫-সংখ্যক দলের সিপাহীরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যত হইয়াছিল। তাহারা দয়ার পাত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, কিন্তু সবিশেষ বিবেচনার পর আমি তাহাদের সকলকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিতে ইচ্ছা করি না। একবারে একশত কুড়ি জনের প্রাণদণ্ড করা সংখ্যায় বড় অধিক বলিয়া বোধহয়। ঈদৃশ দৃষ্টান্তে অপরকে ভয় প্রদর্শন করা আমাদের উদ্দেশ্য। পূর্ণ সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ হইতে এক-তৃতীয়াংশকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিলে আমার বিবেচনায় উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। যাহাদের কোনোরূপ দোষ দেখা গিয়াছে, অর্থাৎ যাহারা কুচরিত্র, উদ্ধত, সর্বদা অসন্তুষ্ট, যুদ্ধে উদ্যত এবং অফিসরদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বিমুখ, তাহাদের প্রাণদণ্ড করা কর্তব্য। ইহাতে যদি আবশ্যক সংখ্যার পূরণ না হয়, তাহা হইলে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সৈনিকদিগকে এই শ্রেণীতে নিবেশিত করা উচিত। বন্দুক বা কামান, যে উপায় সর্বাপেক্ষা সঙ্গত বোধহয়, তদ্দ্বারা ইহাদের প্রাণদণ্ড করা উচিত। অবশিষ্ট সিপাহিদিগকে কয়েক দলে বিভক্ত করা কর্তব্য। কোনো দলকে দশ বৎসর, কোনো দলকে সাত বৎসর, কোনো দলকে পাঁচ বা

তিন বৎসর কাল কারাগারে অবরুদ্ধ রাখা বিধেয়। আমার বিবেচনায় এইরূপ দৃষ্টান্তই অধিকতর কার্যকর হইবে এবং এইরূপ শ্রেণীভেদে ও দণ্ডভেদে অনিষ্টের পরিবর্তে ইষ্টসিদ্ধি ঘটিবে। সিপাহিরা দেখিবে যে, আমরা ভবিষ্যৎ অশান্তি ও অনিষ্টের প্রতিকার জন্য শাস্তি দিয়াছি, প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হইয়া, দণ্ডবিধান করি নাই। ইহাতে জনসাধারণেও দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিবে না। যদি এই প্রস্তাব অনুসারে কার্য না হয়, তাহা হইলে সকলেই প্রাণপণে আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবে। যেহেতু তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে যে, তাহারাও দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে*।'

স্যার জন লরেন্সের এই অভিমত সৈনিক বিভাগের কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত হইল। যে সকল হিন্দুস্থানী সিপাহী ঘটনাক্রমে দুর্গ পরিত্যাগ করে নাই, তাহাদিগকে বেতন না দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। যে সকল শিখ গবর্নমেন্টের পক্ষে ছিল, তাহারা অস্ত্রশস্ত্রের সহিত অন্য সৈনিকশ্রেণীতে নিবেশিত হইল।

ইহার পর কঠোরতম শাস্তি প্রদানের কার্য আরব্ধ হইল। ৫১-সংখ্যক দলের যে ১২ জন সিপাহী স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল, ৩রা জুন তাহাদের ফাঁসি হইয়াছিল। এখন ১২ই জুন ৮৭-সংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিকদলের বারিকের ক্ষেত্রে তদপেক্ষাও ভয়ঙ্কর কার্যের অনুষ্ঠান হইল। মর্দান নামক স্থানের ১২০ জন সিপাহী আপনাদের ইচ্ছায় স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল। প্রধান কমিশনরের অভিপ্রায় অনুসারে ইহাদের এক-তৃতীয়াংশের প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ হয়। ১০ই জুন এই দণ্ডাদেশ কার্যে পরিণত করিবার আয়োজন হইল। এই কঠোরতম দণ্ডবিধানের জন্য ১২০ জনের মধ্যে ৪০ জন সিপাহী নির্বাচিত হইল। ১০ই জুন এই নির্বন্ধ ও নিতান্ত শোচনীয় দশাগ্রস্ত জীবেরা কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সমানীত হইল। ইহাদের বীরত্বগৌরব বিলুপ্ত হইয়াছিল, ইহাদের পদমর্যাদার তিরোভাব ঘটিয়াছিল, ইহাদের সামরিক ভূষণ অপসারিত হইয়াছিল। ইহারা এখন স্বকীয় দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, আত্মীয়-স্বজনদিগকে দুস্তর দুঃখসাগরে ভাসাইয়া, পূর্বতন গৌরব ও মর্যাদার বিসর্জন দিয়া, কাতরভাবে কেবল জীবন—আপনাদের জীবনের জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। এই ভয়ঙ্কর কার্য দর্শনের জন্য সমগ্র পেশাবরের সৈনিকগণ সেই প্রশস্তক্ষেত্রে মণ্ডলাকারে তিনদিকে দণ্ডায়মান হইল। অপর দিকে কামান সকল শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত হইল। পার্শ্ববর্তী স্থান হইতে সহস্র সহস্র লোক ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড দেখিবার জন্য আগমন করিল। ইহারা সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিল। অনেকে সংশয়দোলায় আন্দোলিত হইতেছিল। কেহ কেহ এই কার্যে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি বিপর্যস্ত হইবে বলিয়া মনে করিতেছিল। এই কৌতূহলাক্রান্ত ও নানাভাবে পরিচালিত দর্শকবৃন্দের সমক্ষে ইউরোপীয় সৈনিকেরা গুলিপূর্ণ বন্দুক হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান রহিল। অফিসরেরা আপনাদের অস্ত্রশস্ত্র

* *Kaye, Sepoy War Vol II pp 486-89*

সজ্জিত হইয়া, নির্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহাদের হৃদয়ে গভীর আশঙ্কার সঞ্চার হইয়াছিল। ইহাদের অধীন সৈনিক পুরুষেরা সন্দেহাকুল হৃদয়ে গুরুতর বিপদের প্রতিবিধান জন্য প্রস্তুত রহিয়াছিল।

কয়েকবার সম্মানসূচক তোপধ্বনি হইলে ব্রিগেডিয়ার কাওয়াজের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তিনি মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান সৈনিকদিগের পুরোভাগে অশ্বারোহণে পরিভ্রমণ করিয়া দণ্ডাদেশলিপি পাঠ করিতে অনুমতি দিলেন। তাঁহার অনুমতিক্রমে আদেশলিপি পঠিত হইল। অতঃপর ভয়াবহ কার্যের আরম্ভ হইল। নির্বাচিত চল্লিশ জন অপরাধী সৈনিক পুরুষকে কামানে উড়াইয়া দেওয়া হইল। তাহাদের প্রাণরক্ষার জন্য কাহারও মুখ হইতে একটি কথা বহির্গত হইল না। তাহাদের উদ্ধারার্থ কাহারও হস্ত প্রসারিত হইল না। তাহাদের কঠোরতম শাস্তির নিরোধের জন্য কাহারও কোনো উদ্যোগ পরিদৃষ্ট হইল না। সকলেই ভীতচিত্তে, নিস্পন্দভাবে ও বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে এই ভয়ানক ঘটনা দেখিল। নিরস্ত্র, উভয় সিপাহিদলই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। ইহারা কেহই কোনোরূপ উত্তেজনার পরিচয় দিল না। সকলেই গভীর আশঙ্কা ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রহিল এবং সকলেই বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, অধিনায়কদিগের আদেশ পালন করিতে লাগিল। পার্বত্য প্রদেশের যে সকল অধিবাসী এই ভয়ঙ্কর কাণ্ড দেখিল, তাহারা ইংরেজের অভাবনীয় ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া, সৈনিকদলে প্রবেশের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। গবর্নমেন্ট সর্বজনসমক্ষে এইরূপ দণ্ড বিধান করিয়া, আপনাদের অপ্রতিহত প্রভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। যাহারা এই ঘটনা দেখিয়াছিল, তাহারা গবর্নমেন্টের ক্ষমতার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু গবর্নমেন্ট এইরূপ কঠোরতা প্রকাশ না করিয়াও, জনসাধারণের সমক্ষে আপনাদের প্রাধান্যের পরিচয় দিতে পারিতেন। কামানের গোলায় যাহারা বিনষ্ট হইল, যাহাদের দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল, তাহারা ধর্মহানির আশঙ্কায় উত্তেজিত ও জাতিনাশের আশঙ্কায় বিচলিত হইলেও কোনোরূপ ভয়াবহ কাণ্ডের অবতারণা করে নাই। অফিসরদিগের শোণিতে তাহাদের অস্ত্র কলঙ্কিত হয় নাই। কুলকামিনী বা শিশুদিগের বিরুদ্ধেও তাহাদের অস্ত্র উদ্যত হয় নাই। সমগ্র রাজ্য ভীষণ বিপ্লবসাগরে নিমজ্জিত করিতেও তাহাদের উদ্যম ও উৎসাহ পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই। তাহারা গভীর সন্দেহে সশস্ত্র হইয়া উত্তেজনার পরিচয় দিয়াছিল মাত্র। এই উত্তেজনার আবেগে তাহাদের বুদ্ধির স্থিরতা ছিল না। তাহারা চিরন্তন সৈনিক নিয়মের অনুবর্তী হয় নাই। চিরপ্রচলিত সৈনিকশাসন-বিধিরও মর্যাদা রক্ষা করে নাই। এ অংশে তাহাদের অপরাধ গুরুতর হইতে পারে। কারারোধে ইহাদের যথোচিত শাস্তি হইত। একবারে ৪০টি জীবকে কামানে উড়াইয়া না দিয়া, যদি তাহাদিগকে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সৈনিকপুরুষ ও দর্শকগণের সমক্ষে দীর্ঘকাল কারাবাসের জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইত, তাহা হইলে ন্যায়পরতার মর্যাদানাশ হইত না, করুণারও অবমাননা ঘটিত না, ব্রিটিশ গবর্ন-মেন্টেরও দুর্বলতা পরিলক্ষিত হইত না। দর্শকগণ একেবারে এতগুলি সৈনিককে

শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কারাগারে যাইতে দেখিলে ব্রিটিশাসনেরই প্রাধান্য কীর্তন করিত।

সোয়াট নদীর তীরে আবজাই নামক স্থানের দুর্গে ৬৪-সংখ্যক সৈনিকদল অবস্থিতি করিতেছিল। নিকলসন যে দিন ৫৫-সংখ্যক সিপাহিদিগের অনুসরণ করেন, তারপর দিন সংবাদ পাইলেন যে আজুন খাঁ নামক একজন বিখ্যাত সাহসী আফগান পর্বত হইতে নামিয়া ৬৪-সংখ্যক সিপাহিদলের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছে। এই সংবাদ পাইয়া, তিনি উক্ত দুর্গস্থিত সৈনিকদলের নিরস্ত্রীকরণে উদ্যত হইলেন। অযোধ্যা অধিকৃত হওয়াতে মুসলমানদিগের হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছিল। মহম্মদের শিষ্যেরা দেখিল যে, তাহাদের চিরমান্য ভূপতি ফিরিঙ্গীর কৌশলে স্বরাজ্য হইতে তাড়িত ও সর্বসম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হইলেন। অযোধ্যা ধর্মনিষ্ঠ নবাবের অধীন থাকাতে ঐ স্থান মুসলমানধর্মের দুর্গস্বরূপ ছিল। এখন ঐ দুর্গ ফিরিঙ্গীর অধীন হইল। ইহা দেখিয়া ভারতের মুসলমানেরা ভাবিল অতঃপর হায়দরাবাদেরও ঐ দশা ঘটিবে। অযোধ্যার ন্যায় হায়দরাবাদও মুসলমানধর্মের প্রাধান্যরক্ষার স্থল ছিল। যেহেতু এই স্থানে ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান ভূপতি আধিপত্য করিতেন। এই স্থানে মুসলমানধর্মের মর্যাদা সর্বদা অপ্রতিহত থাকিত এবং এই স্থানে মুসলমানধর্মের ক্রিয়াকলাপ নিরাপদে ও নির্বিবাদে অনুষ্ঠিত হইত। ফিরিঙ্গিগণ যখন অযোধ্যা অধিকার করিল, তখন হায়দরাবাদও অধিকার করিবে। মুসলমান ধর্মের দুইটি প্রধান আশ্রয়স্থল তাহাদের অধিকৃত হইবে। এইরূপ কল্পনাতরঙ্গে পরিচালিত হইয়া, ভারতের কৌতূহলপরবশ মুসলমানেরা এক সময়ে অধীরতা প্রকাশ করিয়াছিল। কথিত আছে, তাহারা এজন্য আফগানিস্তানের আমীরের সমবেদনা উদ্দীপিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল*। ইহাদের অধীরভাবে আমীর দোস্ত মহম্মদ অধীরতা প্রকাশ করুন, বা নাই করুন অযোধ্যার ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান ভূপতির দুর্গতির সংবাদ আফগানিস্তানের পার্বত্য প্রদেশের ধর্মোন্মত্ত মুসলমানদিগের অবিদিত হয় নাই। ভারতবর্ষের একজন প্রধান মুসলমান ভূপতির অবমাননায় এই মুসলমানগণ যে, উত্তেজিত হইয়া ইংরেজদিগকে বিপদাপন্ন করিতে অগ্রসর হইবে ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

ঘটনা বিচিত্র ও অসম্ভাবিত না হইলেও উপস্থিত সময়ে সমগ্র পার্বত্য প্রদেশের অধিবাসিগণ ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সজ্জিত হয় নাই। কার্যকুশল কটনের

* ১৮৫৬ অব্দের আগস্ট মাসে সোয়াটের আখুন্দের একখানি পত্র পিণ্ডিতে ফতে খাঁর নিকট প্রেরিত হয়। এই পত্রে লিখিত ছিল যে, লক্ষ্ণৌনিবাসী মুসলমানগণ আমীর দোস্ত মহম্মদকে জানাইয়াছেন যে, ইংরেজরা অযোধ্যা অধিকার করিয়াছে। ইহার পর বোধহয়, হায়দরাবাদও অধিকৃত হইবে। ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানদিগের পক্ষ হইতে কোনোরূপ চেষ্টা না হইলে ভারতবর্ষে আর মুসলমানধর্মের কোনো আশ্রয়স্থল থাকিবে না। এ সম্বন্ধে আমীর দোস্ত মহম্মদ কিরূপ সাহায্য করিতে পারেন, তাহা লক্ষ্ণৌর মুসলমানগণ জানিতে চাহিতেছেন।—*Kaye, Sepoy War Vol. II, p. 496, note.*

চেষ্টায় আজুন খাঁর উদ্দেশ্য বিফল হয়। আজুন খাঁ স্বস্থানে প্রতিগমন করে। এদিকে আবজাই দুর্গের সৈনিক পুরুষেরা নিরস্ত্রীকৃত হয়।

পঞ্জাবের অন্যান্য স্থলেও সিপাহিরা সমুত্তেজিত হইয়াছিল। কিন্তু লাহোর ও পেশাবরে যাহা ঘটিয়াছিল, অন্যান্য স্থলে তাহা ঘটে নাই। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, জলন্ধরে যে সকল সিপাহী ছিল, তাহাদের কতকগুলি ফিলোরে প্রেরিত হইয়াছিল। এই সময়ে ব্রিগেডিয়ার জনস্টোন জলন্ধরের সৈনিকদলের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সিপাহিদিগের নিরস্ত্রীকরণে উদ্যত হন নাই। জুন মাসের প্রারম্ভে জলন্ধরের সিপাহিদিগের প্রতি কর্তৃপক্ষের সন্দেহ জন্মে। এই সময়ে ইহাদের উত্তেজনা বৃদ্ধি হইয়াছিল। চিরপবিত্র ধর্মের অবমাননার আশঙ্কায় ইহাদের চিত্ত নিরতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। মীরাট ও দিল্লীর সংবাদে ইহাদের ধীরতা অন্তর্হিত হইয়াছিল। মেজর লেক জলন্ধর বিভাগের কমিশনর ছিলেন। মীরাট এবং দিল্লীর ঘটনার সময়ে তিনি জলন্ধর নগরে উপস্থিত ছিলেন না। শেষে স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, সিপাহিদিগকে সাতিশয় অসন্তুষ্ট ও সন্দিগ্ধ দেখিলেন। এখন এই অসন্তুষ্ট ও সন্দিগ্ধ সিপাহিদিগের সম্বন্ধে কি কর্তব্য, তদ্বিষয়ে পরামর্শ হইতে লাগিল। কমিশনর লেক্ নিরস্ত্রীকরণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার গুরুতর গোলযোগের আশঙ্কায় সহসা নিরস্ত্রীকরণে উদ্যত হইলেন না। অফিসরেরাও নিরস্ত্রীকরণের সমর্থন করিলেন না। এদিকে সিপাহিদিগের হৃদয়নিহিত আশঙ্কা ও তন্মূলক উত্তেজনার শান্তির নিমিত্ত কোনোরূপ সদুপায় অবলম্বিত হইল না। সুতরাং অবিলম্বে অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবতরঙ্গে জলন্ধর আন্দোলিত হইয়া উঠিল। ৭ই জুন ইউরোপীয় সৈনিকদলের অধিনায়কের গৃহে অগ্নি লাগিল। এই সঙ্গে দুইদল পদাতিক ও একদল অশ্বারোহী সিপাহী সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া আত্মপ্রাধান্য রক্ষার জন্য অগ্রসর হইল। ৭ই জুন রাত্রিকালে দেখিতে দেখিতে সমগ্র সৈনিকনিবাস যেন কোনো অদৃষ্টপূর্ব শক্তিতে তরঙ্গায়িত হইল। চারিদিকে ভয়ঙ্কর কোলাহল সমুত্থিত হইল, চারিদিকে উত্তেজিত লোকে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে লাগিল। অফিসরেরা তাড়াতাড়ি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কাওয়াজের ক্ষেত্রাভিমুখে গমন করিল। ইউরোপীয় কুলকামিনীগণ শিশুসন্তানদিগের সহিত ভয়বিহ্বলচিত্তে নিরাপদ স্থলে আশ্রয় গ্রহণ জন্য উদ্যত হইল। অতিমাত্র গোলযোগে, নিরতিশয় বিশৃঙ্খলভাবে ও ভয়াবহ কলরবে গভীর নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল। একদল ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ কয়েক দল ইউরোপীয় কামানরক্ষকের সমক্ষে জলন্ধরের সিপাহিগণ প্রকাশ্যভাবে গভীর উত্তেজনার পরিচয় দিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা উত্তেজিত হইলেও ভয়ঙ্কর কার্যসাধনে তৎপরতা প্রকাশ করে নাই এবং সর্বজনগর্হিত কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেও সর্বধ্বংসকর বিকটভাবের বিস্তারে উদ্যত হয় নাই। বোধহয়, তাহারা তাড়াতাড়ি দিল্লীতে গিয়া স্বধর্মরক্ষায় উদ্যত স্বদেশবাসীদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিল। অফিসরদিগের শোণিতপাতে তাহাদের স্পৃহা ছিল না, জলন্ধরে সমগ্র ইউরোপীয়ের ধ্বংসসাধনে তাহাদের আগ্রহ ছিল না, বা বিস্তৃত পঞ্চনদে ইংরেজশাসনের বিলোপেও তাহাদের চেষ্টা ছিল না। তাহাদের যে সকল

স্বদেশবাসী জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য সমবেত হইয়াছিল, তাহারা বোধহয়, সেই সকল স্বদেশবাসীর সহিত সম্মিলিত হইতে উদ্যত হইয়াছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল, ফিরিঙ্গীদিগের কৌশলে তাহাদের ধর্মনাশ হইবে। তাহারা ধর্মনিহন্তা ফিরিঙ্গীদিগের সমক্ষে অবস্থিতি করিতে সাহসী হয় নাই। সুতরাং তাহারা অফিসরদিগের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, অভীষ্টসাধনে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু সময়ের গতিতে উত্তেজনার গভীর আবেগে কোনো কোনো স্থলে জীবন ও সম্পত্তি বিপত্তিপূর্ণ হইয়াছিল। গোলযোগের মধ্যে একজন ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ গুলির আঘাত প্রাপ্ত হয়, এই আঘাতেই শেষে তাহার মৃত্যু হয়। কিন্তু এই সৈনিক পুরুষ স্বদলের কোনো সিপাহী কর্তৃক আক্রান্ত হয় নাই। একজন অশ্বারোহী বিদ্যুৎবেগে উপস্থিত হইয়া তাহার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করে, এইরূপ গোলযোগে কতিপয় অফিসরও আহত হন। কোনো কোনো স্থলে আবাসগৃহ ভস্মীভূত ও সম্পত্তি বিলুণ্ঠিত হয়। এগুলি বিপ্লবের অনিবার্য ফল এবং তদানীন্তনকালের অনিবারণীয় গতির লীলামাত্র। গভীর উত্তেজনা ও গুরুতর গোলযোগের সময়ে সর্বস্থলেই এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা উত্তেজিত সিপাহিদিগের বলবতী জিঘাংসার পরিচয় পাওয়া যায় না। সিপাহীরা অফিসরদিগের প্রাণরক্ষার জন্য সবিশেষ যত্ন প্রকাশ করিয়াছিল। যেখানে তাহারা অফিসরদিগকে বিপদাপন্ন দেখিয়াছিল, সেইখানেই তাহাদের জীবন রক্ষার জন্য বিদ্যুৎবেগে উপস্থিত হইয়াছিল। এ অংশে তাহাদের বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তি কলঙ্কিত হয় নাই, তাহাদের প্রতিহিংসা উদ্দীপিত হইয়া উঠে নাই, এবং তাহাদের দয়া ও সমবেদনা বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই।

ফিলোরে ৩-সংখ্যক সৈনিকদল ছিল। হুসিয়ারপুরে ৩৩-সংখ্যক সিপাহিদল অবস্থিতি করিতেছিল। জলন্ধরের সিপাহীরা বোধহয় ইহাদিগকে লইয়া মোগলের রাজধানীতে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিল। একজন অশ্বারোহী ফিলোরের সিপাহিদিগকে সংবাদ দিবার জন্য সর্বাগ্রে প্রধাবিত হয়। উত্তেজিত সিপাহীরা রাত্রি একটার সময় জলন্ধর পরিত্যাগ করে। ব্রিগেডিয়ার জনস্টোন তদ্দণ্ডে ইহাদের অনুসরণে উদ্যত হন নাই। রসদের প্রতীক্ষায় অনেক সময় অতিবাহিত হয়। অবশেষে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড তপন যখন পূর্বগগন-প্রান্ত হইতে উত্থিত হইয়া, চারিদিকে প্রখর আতপ-তাপ বিকীর্ণ করিতে থাকে, তখন ব্রিগেডিয়ারের আদেশে একদল সৈনিক পুরুষ সিপাহিদিগের অনুসরণ করে। রাত্রি একটার সময় সিপাহীরা জলন্ধর হইতে যাত্রা করিয়াছিল। পর দিন বেলা সাতটার সময় তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য জলন্ধরের ইউরোপীয় সৈনিকগণ প্রস্থান করিল। কিন্তু সিপাহীরা তখন বহু দূরে গিয়াছিল। অনুসরণকারিগণ অনুসরণমাত্র করিল এবং অনুসরণ করিয়াই স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইল। তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে দেখিতে পাইল না। এই অনুসরণের কথা সংক্ষেপে বর্ণনীয়। এই সময়ে জনরব উঠিয়াছিল যে, ফিলোরে অবিলম্বে গোলযোগ ঘটিবে। একজন ইংরেজ সেনানায়ক দুইটি কামান এবং কতিপয় ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ লইয়া ফিলোরের অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার সহিত পঞ্জাবের দ্বিতীয় অশ্বারোহিদল যাত্রা করে। তিনি উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, সিপাহিদলের অফিসরেরা দুর্গে

রহিয়াছেন, উত্তেজিত সিপাহীরা ৪ মাইল দূরে শতদ্রু পার হইতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে জলন্ধরের সিপাহিরা সমাগত হইল। উপস্থিত সময়ে কি করিতে হইবে, ইংরেজ সেনানায়ক তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। তাঁহার অধীন সৈনিক পুরুষেরা গোলযোগে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। তাহারা কোন্‌ পথে অগ্রসর হইবে, কি কার্যের অনুষ্ঠান করিবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। ফিলোর হইতে শতদ্রুতে যাইবার পথ তাহাদের পরিজ্ঞাত ছিল না। এদিকে ফিলোরের অফিসরেরা দুর্গে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা কোনো পথপ্রদর্শককে পাঠাইতে পারিলেন না। সুতরাং অনুসরণকারী সৈনিকগণ সমস্ত রাত্রি এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইল। ব্রিগেডিয়ার জনস্টোন যদি কালবিলম্ব না করিয়া ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে সিপাহিদিগের অনুসরণ জন্য পাঠাইতেন, তাহা হইলে কিয়দংশে কার্য হইতে পারিত। কিন্তু অতিবিলম্বে সমস্ত উদ্যম নিষ্ফল হইল। ফিলোরের সিপাহীরা অবলীলাক্রমে দুর্গ পরিত্যাগ করিল। অফিসরেরা আকস্মিক বিপদে ভীত হইয়া দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অনুসরণকারী সৈনিকগণ উপস্থিত হইলেও তাঁহারা কোনোরূপ সাহায্য করিতে সাহসী হইলেন না। এদিকে জলন্ধরের সিপাহীরা উপস্থিত হইয়া শতদ্রুর অপর তটে উত্তীর্ণ হইবার আয়োজন করিল।

জলন্ধরের ব্রিগেডিয়ার যখন এইরূপ কার্যশৈথিল্যের পরিচয় দিয়াও সৈনিক বিভাগের কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশংসালাভ করিতেছিলেন, তখন দুইজন সিভিল কর্মচারী কালবিলম্ব না করিয়া যথোচিত উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সহিত উপস্থিত বিপদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন। জর্জ রিকেট্‌স উপস্থিত সময়ে লুধিয়ানার ডেপুটি কমিশনর এবং থরন্‌টন সহকারী কমিশনার ছিলেন। থরন্‌টন ফিলোরের সৈনিকদিগকে বেতন দিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন, এমন সময়ে সিপাহীদের গমনের সংবাদ পাইয়া, তিনি সবিশেষ সত্বরতার সহিত অশ্বারোহণে শতদ্রুতটে উপনীত হন এবং নৌসেতু ভাঙিয়া ফেলেন। সেতু ভগ্ন হওয়াতে সিপাহীরা কয়েক মাইল দূরে গিয়া শতদ্রু উত্তীর্ণ হইবার উদ্যোগ করে। থরন্‌টন তাড়াতাড়ি লুধিয়ানার প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে, ডেপুটি কমিশনর রিকেট্‌স্‌ টেলিগ্রাফে জলন্ধরের সংবাদ পাইয়া লুধিয়ানার রক্ষার আয়োজন করিতেছেন। পঞ্জাব হইতে যে প্রশস্ত রাজপথ দিল্লীর অভিমুখে গিয়াছে, লুধিয়ানা তাহারই পার্শ্বভাগে অবস্থিত। ডেপুটি কমিশনর আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, উত্তেজিত সিপাহীরা দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইবার সময়ে লুধিয়ানা উৎসন্ন করিয়া যাইবে। সময় অতি অল্প ছিল। অল্প সময়ও আবার অল্পতর হইয়া পড়িল। যেহেতু ডেপুটি কমিশনর যখন জলন্ধরের সংবাদ পাইলেন, তখন লুধিয়ানার সিপাহিদিগের নিকটেও ঐ সংবাদ উপস্থিত হইল। লুধিয়ানার সিপাহিদল ফিলোরের ৬-গণিত সিপাহিদলের একটি শাখা, ইহারা জলন্ধরের সিপাহিদিগের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং ইহারাও প্রতি মুহূর্তে আপনাদের গভীর উত্তেজনার পরিচয় দিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল। দুর্গ ও ধনাগার অধিকার করা ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। লুধিয়ানায় ইউরোপীয় সৈনিকদল ছিল না, সুতরাং ইহাদের এই

উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ সুগম ছিল। এদিকে প্রতিমুহূর্তে জলন্ধর ও ফিলোরের সিপাহিদিগের উপস্থিতির সম্ভাবনা ছিল। ডেপুটি কমিশনর এইরূপ বিপজ্জালে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রতীকারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। জলন্ধর ও লুধিয়ানার মধ্যে শতদ্রু নদ ছিল। জলন্ধরের সিপাহীরা যাহাতে এই নদ উত্তীর্ণ না হইতে পারে, ডেপুটি কমিশনর তাহার উপায় দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে ৪-গণিত শিখসৈন্য দিল্লীতে যাইতেছিল, ডেপুটি কমিশনর যখন ভয়াবহ বিপদের সংবাদে বিব্রত হইয়াছিলেন, তখন তাহারা পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া লুধিয়ানায় উপস্থিত হইল। লেফ্টেনেন্ট উইলিয়ম্স্ নামক একজন সেনানায়ক এই দলের কিয়দংশ সৈন্যসহ সিপাহিদিগের আগমনে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এদিকে নাভার রাজা বিপদাপন্ন ইংরেজের সাহায্যার্থ দুইটি কামান এবং কতিপয় অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য পাঠাইয়া দেন। এই সময়ে ভারতের প্রধান ভূপতিগণ ইংরেজের পক্ষ সমর্থনে ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। যেখানে ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ বিপদের-পর-বিপদে উদ্ভ্রান্ত হইয়া সাহায্য প্রাপ্তির জন্য কাতরভাবে চারি-দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, সেইখানেই ভারতের ভূপতিবর্গ তাঁহাদের উদ্ধারার্থ অগ্রসর হইয়াছেন। গভীর উত্তেজনায় অধীর হইয়া ভারতবাসিগণ একদিকে যেমন ভয়ঙ্কর বিপ্লবের অবতারণা করিয়াছে, অপর দিকে কোমলহৃদয় ভারতবাসিদিগের করুণা বিপ্লবপীড়িত বিদেশিদিগের হৃদয়ে শান্তি বিধান জন্য সেইরূপ যত্নের পরিচয় দিয়াছে। উপস্থিত স্থলে নাভার অধিপতির হৃদয়ে এইরূপ করুণার আবির্ভাব হইয়াছিল। করুণার বশবর্তী হইয়া নাভারাজ বিপন্নদিগের সাহায্যের জন্য সৈন্য ও কামান প্রেরণ করিয়াছিলেন। লুধিয়ানার ডেপুটি কমিশনর এই সকল সৈনিকদল লইয়া জলন্ধরের সিপাহিদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

সিপাহিরা কোন্ স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, জানিবার জন্য ডেপুটি কমিশনর নৌকাযোগে অপর তটে উপস্থিত হইলেন এবং সেই তটভাগ দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া শুনিলেন যে সহকারী কমিশনর থরন্টন সাহেবের চেষ্টায় নৌসেতু ভগ্ন হওয়াতে সিপাহীরা শতদ্রুর ৪ মাইল উজানে গিয়া, যে স্থলে নদ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণভাব অবলম্বন করিয়াছে, সেই স্থানে পার হইবার উদ্যোগ করিতেছে। সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র ডেপুটি কমিশনর আবার নদী পার হইয়া লুধিয়ানার দিকে আসিলেন। এবং সংগৃহীত সৈন্য লইয়া লেফটেনেন্ট উইলিয়মসের সহিত সিপাহিদিগের গতিরোধে উদ্যত হইলেন। এই সময়ে ব্রিগেডিয়ার জনস্টোন যদি ইউরোপীয় সৈন্যসহ উত্তেজিত সিপাহিদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া শতদ্রুতটে উপনীত হইতেন, তাহা হইলে সিপাহিগণ দুই প্রতিকূল সৈনিকদলের মধ্যে পড়িয়া বিপদাপন্ন হইত। অনেকে হয়ত দুই দলের সংঘর্ষে শতদ্রুর তটবিভাগে বা শতদ্রুর জলপ্রবাহে দেহত্যাগ করিত। কিন্তু এই সময়ে ব্রিগেডিয়ারের সৈনিকদলের কোন চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইল না। এদিকে রাত্রি ১০ টার সময়ে সিপাহিরা রিকেট্স্ ও লেফ্টেনেন্ট উইলিয়মসের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। পথ দুর্গম ছিল, স্থানে স্থানে অদূরে বালুকারাশি ও বহুসংখ্যক খাত থাকাতে ইংরেজ সৈন্যের গমনে বিঘ্ন হইয়াছিল। এদিকে প্রায় ১৯০০ সিপাহী শতদ্রু উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

ইহাদের সহিত ইংরেজ সৈন্যের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইংরেজ পক্ষে শিখ সৈনিকেরা যার-পর-নাই সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিতে লাগিল। সিপাহীরাও পরাক্রান্ত স্বদেশীয়দিগের সমক্ষে আপনাদের পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। রণকুশল শিখগণ অর্থের বিনিময়ে যে প্রভুভক্তিপ্রদর্শনে নিয়োজিত ছিল, তজ্জন্য এখন তাহারাই অবিকারচিত্তে ও অসঙ্কুচিতভাবে তাহাদের স্বদেশীয়দিগের শোণিতপাত করিতে লাগিল; আর সিপাহীরা ইংরেজের দুরবগাহ রাজনীতির মহিমায় আপনাদের রাজভক্তিতে বিসর্জন দিয়াছিল, এজন্য এখন তাহারা সেই প্রভুভক্ত স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে অস্ত্র সঞ্চালন করিতে লাগিল। ইংরেজ এক সময়ে ভারতবাসিদিগের সাহায্যে ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এখন আবার সেই ভারতবাসিদিগের সাহায্যেই আপনাদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নশীল হইলেন। দুই ঘণ্টা কাল উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইল। ইংরেজের পক্ষে কামান ছিল, এই কামান হইতে মুহুর্মুহুঃ গোলা-বৃষ্টি হইতে লাগিল। সিপাহিদিগের কামান না থাকিলেও তাহারা বন্দুকের সাহায্যে প্রতিপক্ষের ব্যূহ ভেদ করিতে লাগিল। নিশীথকালে চন্দ্রমা যখন গগনমধ্য হইতে করজাল বিস্তার করিতে লাগিল, তখন ডেপুটি কমিশনর রিকেটস্‌ ও সেনানায়ক উইলিয়মস্‌ সিপাহিদিগের পরাক্রমে হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন। নাভারাজের সৈন্য পলায়ন করিল। শিখগণও পরিশ্রান্ত হইল। তাহাদের গুলি বারুদ নিঃশেষিত হইয়া গেল। এদিকে সিপাহিদল অবারিত বিক্রমে আত্মক্ষমতা প্রকাশ করিতে লাগিল। ডেপুটি কমিশনর রিকেটস্‌ ও ইংরেজ সেনানায়ক উইলিয়মস্‌ আর কোনো উপায় না দেখিয়া, আপনাদের সৈন্য সহ রণে ভঙ্গ দিলেন। তাঁহারা অবসন্নদেহে ও ভগ্ন হৃদয়ে পশ্চাৎ হটিয়া আপনাদের সৈনিকনিবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন!

ইংরেজ সেনানায়ক যখন উত্তেজিত সিপাহিদিগের গতিরোধে অসমর্থ হইলেন, ইংরেজ সৈন্য যখন সিপাহিদিগের পরাক্রমে হটিয়া গেল, তখন সেই উত্তেজিত সিপাহিগণ প্রবলবেগে লুধিয়ানার অভিমুখে ধাবিত হইল। ৯ই জুন মধ্যাহ্নের পূর্বে তাহারা নগরে প্রবেশ করিল। দুর্গে যে সৈনিকদল ছিল, তাহারা আগন্তুক সিপাহিদিগের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল। নগরের চারিদিকে যে সকল উদ্ধত, উচ্ছৃংখল ও বিলুণ্ঠনপ্রিয় লোক অপরের অর্থে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিবার আশা করিতেছিল, তাহারা সিপাহিদিগের সমাগমে দলবদ্ধ হইয়া বিলুণ্ঠনপ্রবৃত্তির তৃপ্তি-সাধনে সমুত্থিত হইল। মুহূর্তমধ্যে সমগ্র লুধিয়ানা বিশৃংখলা ও বিপ্লবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কাবুল হইতে যাহারা তাড়িত হইয়া ব্রিটিশ কোম্পানির অর্থে জীবিকা নির্বাহ করিত, তাহারা লুধিয়ানায় বাস করিতেছিল। তাহাদের বহুসংখ্যক অনুচর ছিল। কাশ্মীরের যে সকল ব্যক্তি শালের ব্যবসা করিত, তাহারাও লুধিয়ানায় অবস্থিতি করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত বিলুণ্ঠনপ্রিয় বহুসংখ্যক লোক লুধিয়ানাবাসী ছিল। এখন এইসকল বিভিন্ন সম্প্রদায় ইংরেজের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল। কাবুলী-গণ লুণ্ঠনাশায় দলে দলে চারিদিকে ধাবিত হইল। কাশ্মীরের শাল ব্যবসায়িগণ গবর্নমেণ্টের গুদাম, আমেরিকাবাসী খৃস্টধর্মপ্রচারকদিগের গৃহসকল লুণ্ঠন করিল,

উপাসনাগৃহ সকল ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল, ছাপাখানা বিনষ্ট করিল এবং স্থানান্তর হইতে সমাগত সমুত্তেজিত সিপাহিদিগকে গবর্নমেণ্টের কর্মচারিদিগের আবাসগৃহ সকল দেখাইয়া দিল। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক মুসলমান গুজরগণ একজন ধর্মোন্মত্ত মৌলবীর কথায় অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এই মৌলবী ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করিতে আগ্রহান্বিত ছিল। এক্ষণে স্বধর্মরক্ষার জন্য ফিরিঙ্গীর বিপক্ষে ইহার উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা উদ্ধতপ্রকৃতি মুসলমান গুজরগণকে অধিকতর উদ্ধত করিল। এই বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমানগণ সিপাহিদিগের সমাগমে আহ্লাদিত হইয়া চারিদিকে বিলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। কারাগারের কয়েদিগণ বন্দিত্ব হইতে মুক্তি-লাভ করিল। যাহা গবর্নমেণ্টের স্বত্বাধিকার আছে, যাহা ইংরেজদিগের অধিকৃত, তৎসমুদয়ই বিলুণ্ঠিত বা বিনষ্ট হইল। ব্যবসায়িগণ সিপাহিদিগের পরাক্রমে ভীত হইয়া তাহাদের জন্য টাকা বা আটা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে লাগিল। এদিকে বিলুণ্ঠনপ্রিয় গুজরদিগের আক্রমণে অনেক দোকান নিরুদ্ধ হইল। মহাজনেরা আপনাদের টাকাকড়ি গোপন করিল। ব্যবসায়ীরা আপনাদের দ্রব্যজাত গৃহবদ্ধ করিয়া রাখিল। কিছুকালের জন্য শৃঙ্খলা ও শান্তি লুধিয়ানা হইতে অন্তর্হিত হইল। কিছুকালের জন্য লুধিয়ানার শান্তিপ্রিয় অধিবাসিগণ গোলযোগে উদ্ভ্রান্ত হইয়া যে উপায় প্রশস্ত বলিয়া মনে করিল, সেই উপায়েই আপনাদিগকে নিরাপদ করিতে উদ্যত হইল। লুধিয়ানায় ইংরেজের প্রাধান্য ক্ষমতা ও আধিপত্য কিছুকালের জন্য সমাগত সিপাহিদিগের পরাক্রমে পর্যুদস্ত হইয়া গেল।

জলন্ধরের উত্তেজিত সিপাহীরা লুধিয়ানায় সমাগত হইল। লুধিয়ানার উত্তেজিত জনসাধারণ তাহাদের সাহায্য করিতে লাগিল। ইউরোপীয়দিগের গৃহসকল বিলুণ্ঠিত হইল। গবর্নমেণ্টের দ্রব্যাদি অপহৃত হইল। ইউরোপীয়গণ প্রতি মুহূর্তে আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন মনে করিয়া, ব্রিগেডিয়ার জনস্টোনের সাহায্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু জনস্টোন যথাসময়ে সাহায্যকারী সৈনিক পুরুষদিগকে পাঠাইলেন না। যে রাত্রিতে জলন্ধর ও লুধিয়ানার পথে ডেপুটি কমিশনর রিকেট্‌সের সহিত সিপাহি-দিগের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই রাত্রিতেই ইউরোপীয় সৈনিকেরা লুধিয়ানায় যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। কিন্তু ব্রিগেডিয়ারের নিকট হইতে কোনো আদেশ উপস্থিত হইল না। রিকেট্‌স তাঁহার সাহায্যের জন্য কামান ও সৈন্য পাঠাইয়া দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ জনস্টোনের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সাহায্যার্থ সমস্ত দিনের মধ্যে কেহই লুধিয়ানায় উপস্থিত হইল না। উত্তেজিত সিপাহীরা রাত্রিসমাগম পর্যন্ত লুধিয়ানায় রহিল, অবশেষে তাহারা মোগলের রাজধানী দিল্লীর অভিমুখে ধাবিত হইল। শেষে যখন জলন্ধরের ইউরোপীয় সৈনিকেরা লুধিয়ানায় উপস্থিত হইল, তখন সিপাহিদিগের আর কোনো চিহ্ন দেখা গেল না। তাহাদের অনুসরণ করা তখন নিষ্ফল বলিয়া বোধ হইল।

ব্রিগেডিয়ার জনস্টোনের শিথিলতা প্রযুক্ত ইংরেজ পক্ষের ক্ষতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু সিপাহিরা তাড়াতাড়ি দিল্লীতে চলিয়া যাওয়াতে ইংরেজদিগকে তাদৃশ বিপদ-

গ্রস্ত হইতে হয় নাই। সিপাহিগণ কোনোরূপ শৃঙ্খলা বা সুব্যবস্থিত কার্যপ্রণালীর অনুবর্তী হয় নাই। তাহারা যখন জলন্ধর হইতে লুধিয়ানায় উপস্থিত হয়, তখন লুধিয়ানায় কোনো সৈনিকদল ছিল না। দুর্গস্থিত সৈনিক পুরুষেরা আগন্তুক সিপাহিদিগের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতেছিল, নগরের ও পার্শ্ববর্তী স্থানের জনসাধারণের অধিকাংশ সিপাহিদিগের পক্ষসমর্থনে উদ্যত হইয়াছিল। ধনাগার তাহাদের পদানত হইয়া উঠিয়াছিল, দুর্গ তাহাদের পরাক্রমলব্ধ সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। তাহারা যদি দুর্গের যথাস্থানে কামানসমূহ স্থাপন করিত, উক্ত কামানসমূহের পার্শ্বে যদি সৈনিকপুরুষদিগকে রাখিয়া দিত, ধনাগারের অর্থরাশি যদি যুদ্ধোপযোগী কার্যে ব্যয় করিত, এবং নগরের উত্তেজিত জনসাধারণের সাহায্যে যদি আপনাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যত্নশীল হইত, তাহা হইলে তাহাদের প্রয়াস, বোধহয়, বিফল হইত না। তাহারা লুধিয়ানায় আপনাদের অধিকারস্থাপনে সমর্থ হইত॥ ইংরেজ বোধহয় সহসা তাহাদের ক্ষমতা নাশ করিতে পারিতেন না। পঞ্জাব হইতে দিল্লীগামী প্রশস্ত পথের পার্শ্ববর্তী প্রসিদ্ধ নগর যদি সিপাহিদিগের অধিকারে থাকিত, তাহা হইলে ইংরেজকে সাতিশয় ক্ষতিস্বীকার করিতে হইত, এবং বোধহয় দিল্লী পুনরধিকার করা ইংরেজের দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। দিল্লী অধিকৃত না হইলে উপস্থিত বিপ্লবে আত্মপ্রাধান্য স্থাপন ইংরেজের পক্ষে দুর্ঘট হইত। কিন্তু ভারতের সৌভাগ্যক্রমে সিপাহীরা এ সকল বিষয় ভাবিয়া দেখে নাই। পরিচালকের অভাবই হউক, অদূরদর্শিতার জন্যই হউক, কোনোরূপ কার্যপ্রণালী নির্দিষ্ট না থাকার জন্যই হউক, সিপাহীরা ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া, শৃঙ্খলার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, তাহাদের স্বদেশীয়দিগের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য মোগলের রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হয়। ইহাতে দিল্লীস্থিত সিপাহিদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের বলবৃদ্ধি হয় নাই। তাহারা এককেন্দ্রে বহুদলে সমবেত হইয়া, আপনারাই আপনাদের বলক্ষয় করিয়াছিল। ইংরেজ যেমন কোনো কোনো স্থলে কার্যশিথিলতার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, সিপাহীরাও সেইরূপ প্রায় সর্বস্থলেই দূরদর্শী পরিচালক ও সুশৃঙ্খলার অভাব প্রযুক্ত ক্ষীণবল হইয়া আপনাদের অভীষ্টসিদ্ধির আশায় বিসর্জন দিয়াছিল।

জলন্ধরের উত্তেজিত সিপাহিগণ লুধিয়ানা হইতে দিল্লীতে প্রস্থান করিল। ইউরোপীয় সৈনিকগণ ইংরেজ রাজপুরুষদিগের সাহায্যার্থ লুধিয়ানায় সমাগত হইল। এখন লুধিয়ানার রাজপুরুষেরা কঠোরভাবে প্রতিহিংসার তৃপ্তি সাধনে উদ্যত হইলেন। লুধিয়ানায় তাঁহাদের প্রাধান্য সর্বতোভাবে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইল, তাঁহাদের প্রাধান্য ও ক্ষমতা আবার জনসাধারণের ভীতিস্থল হইয়া দাঁড়াইল। এখন তাঁহারা সাতিশয় কঠোরতা-সহকারে আপনাদের ক্ষমতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। ২০ জনের অধিক কাশ্মীরী শালবিক্রেতা অন্যান্য লোকের সহিত অবিলম্বে ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত হইল। যাহারা উত্তেজনা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদেরও ঐ দশা ঘটিল। হতভাগ্যেরা যখন ধৃত হইল, তখনই বিচারক তাহাদের বিচার আরম্ভ ও দণ্ডাদেশ প্রচার করিলেন।

ঐ আদেশ টেলিগ্রাফে স্থানান্তরে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত হইল। কর্তৃপক্ষ আবার টেলিগ্রাফে উহার অনুমোদন করিয়া পাঠাইলেন। এইরূপে যেদিন বিচার আরম্ভ হইল, সেই দিনের অপরাহ্নের মধ্যে হতভাগ্যদিগের সমস্ত আশাভরসার অবসান হইল।

অতঃপর রাজপুরুষেরা লুধিযানার সৈনিকদিগের নিরস্ত্রীকরণে উদ্যত হইলেন। জলন্ধরের ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষেরা উপস্থিত হওয়াতে, ডেপুটি কমিশনর রিকেটস্ সহজে লুধিয়ানার সৈনিকদিগকে নিরস্ত্র করিলেন। পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে যাহারা অস্ত্রসহ আত্মগোপন করিয়াছিল, স্থানীয় অধিপতিবর্গ তাহাদের অনুসন্ধান করিয়া দিতে লাগিলেন। যাহারা গোপনে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিতেছিল, তাহারা এইরূপে ধৃত হইল। রাজপুরুষেরা প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বারা অস্ত্র ব্যবহার করা বন্ধ করিয়া দিলেন। যাহাদের নিকটে যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র বা যুদ্ধোপকরণ পাওয়া যাইবে তাহারা দণ্ডনীয় হইবে বলিয়া আদেশ প্রচারিত হইল।

যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার ও যুদ্ধোপকরণের সংগ্রহ যেমন প্রতিষিদ্ধ হইল, সেইরূপ দিল্লীস্থিত সৈন্যের ব্যবহারার্থ দ্রব্যাদি প্রেরিত হইতে লাগিল। পঞ্জাব হইতে দিল্লীর অভিমুখে যে প্রশস্ত রাজপথ গিয়াছে, সেই পথ দিয়া বহুসংখ্যক গরুর গাড়ি ও ভারবাহী জন্তু সকল দ্বারা দ্রব্যাদি প্রেরিত হইল। এই দ্রব্য পাঠাইবার সম্বন্ধে কোনোরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইল না। শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডের অধিকাংশ লোকে এই সময়ে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। জাতিনাশের আশঙ্কায়, ধর্মহানির বিভীষিকায় অথবা গবর্নমেণ্টের প্রতি অসন্তুষ্ট ও গবর্নমেণ্টের প্রতি সন্দিগ্ধ লোকের মন্ত্রণায় ইহারা উত্তেজিত সিপাহিদিগের সহিত সমবেদনা প্রকাশে সংকুচিত হয় নাই। কিন্তু এই সময়ে পঞ্জাবের অধিপতিগণ গবর্নমেণ্টের সাহায্যার্থ প্রস্তুত ছিলেন। ঝিন্দ, নাভা, পাতিয়ালার রাজগণ উত্তেজিত লোকের সম্মুখে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রাধান্য রক্ষার জন্য ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। ইহাদের সাহায্যে গবর্নমেণ্টের প্রেরিত দ্রব্যাদি নিরাপদে দিল্লীতে পেঁছে। দিল্লীস্থিত ইংরেজ সেনানিবাসের সৈনিকেরা ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যসমূহ লাভ করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে সিপাহিদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ইংরেজ রাজপুরুষগণ মীরাট ও দিল্লীর ঘটনা অবগত হন, পঞ্জাবের স্থানে-স্থানে যখন অশান্তির আবির্ভাব হয়, তখন উত্তেজিত সিপাহিদিগের আক্রমণ নিবারণ ও শান্তিস্থাপনের জন্য সীমান্তভাগের যুদ্ধ-কুশল ও দৃঢ়তাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে অস্থায়ী সৈন্যরূপে গ্রহণ করা হয়। কাপ্তেন ডেলী নামক একজন সেনা-নায়কের অধীনে এই সৈনিকদল মরদান নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। ১৩ই মে ইহারা কর্তৃপক্ষের আদেশে নওশেরায় যাত্রা করে। নিশীথকালের পূর্বে ইহারা নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হয়। সেনাপতি কটন আবার এই স্থান হইতে ইহাদিগকে আটকে যাইবার আদেশ দেন। সুতরাং কাপ্তেন ডেলী প্রত্যূষে নওশেরা হইতে যাত্রা করিয়া মধ্যাহ্নের পূর্বে সৈনিকদল সহ আটকে উপনীত হন। এইরূপে এই যুদ্ধকুশল

ও দৃঢ়তাসম্পন্ন সৈনিকদল প্রচণ্ড আতপে ও পথশ্রমে ক্লান্ত হইলেও আটকের দুর্গ নিরাপদ করে। অতঃপর ইহারা ১৬ই মে নিশীথকালে আটক পরিত্যাগ করে। এই সময়ে চন্দ্রালোকে চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়াছিল। নিশীথকালীন সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছিল। সৈনিকদল এই স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে ও শীতল সমীরণ সঞ্চালনে প্রফুল্ল হইয়া চলিতে লাগিল। পথে কয়েক স্থলে বিশ্রাম করিয়া তাহারা ১৮ই মে রাবলপিণ্ডীতে উপনীত হইল। এই স্থানে কাপ্তেন ডেলী আদেশ পাইলেন যে, তাঁহাকে এই সৈনিকদল সহ দিল্লীর উদ্ধারার্থ যাত্রা করিতে হইবে। আদেশ পাইয়া ডেলী দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করেন। পথে তিনি লুধিয়ানায় উপস্থিত হন। ৪ঠা জুন প্রাতঃকালে তাঁহার সৈনিকদল আম্বালায় এবং ৬ই জুন কর্নালে পেঁছে। দিল্লী হইতে যে সকল রাজপুরুষ পলায়ন করিয়াছিলেন, এই স্থানে তাঁহাদের কাহারও কাহারও সহিত ডেলীর সাক্ষাৎ হয়। এই রাজপুরুষদিগের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, পার্শ্ববর্তী পল্লীসমূহ বিলুণ্ঠনপ্রিয় উত্তেজিত লোকে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ইহারা ফিরিঙ্গীদিগের সর্বস্ব লুণ্ঠনে কিছুতেই কাতর নহে। এই বিশ্বাস প্রযুক্ত উক্ত রাজপুরুষেরা উক্ত পল্লীসমূহের উচ্ছেদ-সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। ইহাদের উত্তেজনা এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, দুই-একজনের অপরাধে সমগ্র পল্লীর উচ্ছেদ-সাধন ইঁহাদের নিকট ন্যায়বহির্ভূত বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। কাপ্তেন ডেলী ইঁহাদের আগ্রহে এই ন্যায়বহির্ভূত কার্যসাধনে সংকুচিত হইলেন না। তাঁহার আদেশে সৈনিকদল পল্লীসমূহ আক্রমণ করিল। পল্লীবাসীরা ভয়ে চারিদিকে পলাইতে লাগিল। অনেকে আকস্মিক আক্রমণে দেহত্যাগ করিল, অনেকে বন্দী হইল। তাহাদের আবাস-গৃহসমূহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। পলায়িত রাজপুরুষেরা এইরূপে প্রতিহিংসার পরিতৃপ্তি করিলেন; আর এই সেনানায়কও তাঁহাদের আগ্রহে অনেক নিরপরাধী পল্লীবাসীর প্রাণনাশের সহিত সর্বস্ব নষ্ট করিয়া নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিলেন।

পল্লীদহনে ও পল্লীবাসিদিগের বিনাশ-সাধনে কাপ্তেন ডেলীর পথে বিলম্ব হইল। এই বিলম্ব প্রযুক্ত তিনি যথাসময়ে দিল্লীতে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। গভীর উত্তেজনাতেই হউক, আপনাদের আত্মীয়স্বজনের হত্যাতেই হউক বা সম্পত্তির বিধ্বংসেই হউক, অনেক রাজপুরুষ উপস্থিত সময়ে ভারতবর্ষীয়দিগের উপর জাতক্রোধ হইয়াছিলেন। এই বিপ্লবে যে সকল রাজপুরুষের সর্বস্বান্ত ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের ক্রোধ যেরূপ বর্ধিত হইয়াছিল, প্রতিহিংসাও সেইরূপ বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। বোধহয়, তাঁহারা ভারতের সমগ্র জনপদ জনশূন্য হইলেই, আপনাদিগকে নিরাপদ ও শান্তিসুখের অধিকারী বলিয়া মনে করিতেন। শিকারি যেমন শ্বাপদ হত্যা করিয়া সন্তুষ্ট হয়, তাঁহারাও সেইরূপ ভারতবর্ষীয়দিগকে নিহত করিয়া প্রীত হইতেন। তখন ভারতবর্ষীয়গণ তাঁহাদের নিকট নরশ্বাপদ বলিয়াই পরিচিত হইত। এই শ্বাপদকুলের সংহারে তাঁহারা সর্বক্ষণ অবিচলিত ও পরাঙ্মুখ থাকিতেন। কিন্তু এইরূপ গভীর উত্তেজনা ও তৎপ্রযুক্ত সর্ববিধ্বংস কামনার মধ্যেও কাপ্তেন ডেলি দয়া ও ন্যায়পরতা হইতে একেবারে বিচ্যুত হন নাই। যাহারা সর্বতোভাবে নিরপরাধ ছিল, যাহারা

নিঃসহায় ও নিরবলম্ব হইয়া, কাতরভাবে খ্রীস্টধর্মাবলম্বীর নিকট করুণা ভিক্ষা করিতেছিল খ্রীস্টধর্মাবলম্বী সেনানায়ক তাহাদের প্রতি করুণা প্রকাশে নিরস্ত থাকেন নাই। কাপ্তেন ডেলী পল্লীস্থিত মহিলা ও বালক-বালিকাদিগের জীবন রক্ষা করেন। কাপ্তেনের সাহায্যে মহিলারা আপনাদের যৎসামান্য সম্পত্তি স্থানান্তরে লইয়া যায়।

ডেলির পঞ্জাবি সৈনিকদল ৯ই জুন দিল্লীতে উপনীত হয়। তাহারা এই নিদারুণ গ্রীষ্মকালে পেশাবরের নিকটবর্তী স্থান হইতে দিল্লী পর্যন্ত প্রায় ৫৮০ মাইল পথ ২২ দিনে অতিক্রম করে। কিন্তু ইহাতেও তাহাদের অবসন্নতা জন্মে নাই, তেজস্বিতা অন্তর্হিত হয় নাই বা শ্রমাতিশয্যে আলস্যের আবির্ভাব ঘটে নাই। সুনিদ্রার পর স্নিগ্ধ প্রভাত-বায়ুর সংস্পর্শে জীবকুল যেরূপ উৎফুল্ল হয়, তাহারাও সেইরূপ প্রফুল্লভাবে যেদিন দিল্লীতে উপস্থিত হয়, সেই দিনেই উত্তেজিত সিপাহিদিগের একদলের সহিত যুদ্ধ করে। সিপাহিদিগের এই দলে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈনিক ছিল। ডেলীর সৈনিকেরা ইহাদিগকে হটাইয়া দেয়। যুদ্ধে ডেলীর দলের একজন তরুণবয়স্ক সাহসী ইউরোপীয় অধিনায়কের মৃত্যু হয়। যে সিপাহী ইঁহাকে গুলি করিয়াছিল উক্ত দলের সুবাদার মেরবন সিংহ নামক একজন গুর্খা সৈনিক-পুরুষের তরবারির আঘাতে তাহারও প্রাণবায়ুর অবসান হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দিল্লী

দিল্লী এবং তাহার পার্শ্ববর্তী স্থান—ইংরেজ সৈন্যের সমাবেশ—সেনাপতি বার্নার্ড—দিল্লী অধিকারের প্রস্তাব—সিপাহিদিগের সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ—সেনাপতি বার্নার্ডের মৃত্যু—সেনাপতি রীড—তাঁহার কর্ম পরিত্যাগ—সেনাপতি উইলসন্—ইংরেজ শিবিরের অবস্থা—এতদ্দেশীয়দিগের প্রভুভক্তি—তাহাদের সহিত ইংরেজ-সৈন্যের ব্যবহার—দিল্লীর রাজপ্রাসাদ—বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ

দিল্লীর ইংরেজ সেনানিবেশ যে স্থানে ছিল, তাহা উপস্থিত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সৈনিক-নিবাসের দক্ষিণ দিকে একটি ক্ষুদ্র পর্বত প্রকৃতির গাম্ভীর্যের পরিচয় দিতেছিল। যে সকল সৈনিকদল দিল্লী অধিকার করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল, দিল্লীর প্রথম যুদ্ধের পর তাহাদের বসতিস্থান পার্বত্য ভূভাগ হইতে সমতল ভূখণ্ডের দিকে প্রসারিত হইয়াছিল। ইংরেজ সৈন্যের এই সন্নিবেশ-ভূমি যেরূপ গভীর ভাবের উদ্দীপক, সেইরূপ প্রাকৃতিক শোভায় বিভূষিত ছিল। ইহার পুরোভাগে সুদৃশ্য প্রাসাদময়ী নগরী সৌন্দর্য-গৌরবের পরিচয় দিতেছিল। উহার সমুন্নত স্তম্ভ, সুদৃশ্য মসজিদ, সুসজ্জিত অট্টালিকা, সুশোভন পণ্যবীথিকা সুনিপুণ শিল্পকরের শিল্পচাতুরীর সহিত আপনার অতীত মহিমা প্রকাশ করিতেছিল। উহার একদিকে সুনীল যমুনা তরঙ্গরঙ্গে বহিয়া যাইতেছিল; আর একদিকে রক্তবর্ণ সুদৃশ্য প্রাচীর আক্রমণকারিদিগের সমক্ষে রক্ষণীয় স্থানকে নিরাপদ করিবার জন্যই যেন অতিগর্বে দণ্ডায়মান ছিল। উন্নত পার্বত্য ভূখণ্ডের পাদদেশে কোথাও প্রাচীর পরিবেষ্টিত, শ্যামল বৃক্ষলতাময় উদ্যান; কোথাও প্রশস্ত অট্টালিকা; কোথাও বা জনপদবর্গের পরিষ্কৃত পল্লী, সুদক্ষ চিত্রকরের বিচিত্র আলেখ্যের ন্যায় শোভা বিকাশ করিতেছিল। ইংরেজ শিবির হইতে দিল্লীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ভাবুক দর্শকের হৃদয়ে নানা ভাবের উদয় হইত। দিল্লীর পূর্বতন গৌরব, পূর্বতন প্রাধান্য, উহার অধঃপতন, উহার বর্তমান অবস্থা, একে একে ভাবুকের ভাব-তরঙ্গ তুলিয়া দিত। যে নগর এক সময় ইংরেজের পদানত ছিল; ইংরেজের অনুগৃহীত একজন বৃদ্ধ মোগল যে নগরে সাক্ষীগোপালের ন্যায় থাকিয়া, স্বীয় বংশের বিলুপ্ত গৌরবের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন; যে নগর ইংরেজের নিকট লণ্ডন বা লিবারপুল, ম্যাঞ্চেস্টার অথবা বার্মিংহামের ন্যায় সুরক্ষিত ও সর্বতোভাবে স্ব-হস্তগত বোধ হইতেছিল; তাহাতে সহসা ইংরেজের আধিপত্য বিলুপ্ত হইল. তাহার সাক্ষীগোপাল স্বরূপ ভূপতি সহসা রাজাধিরাজের সম্মানিত-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, জনসাধারণের মধ্যে অপূর্ব প্রভাবের পরিচয় দিতে লাগিলেন। এই অতর্কিত ঘটনাবলীতেও ভাবুকের হৃদয় আন্দোলিত হইত। কিন্তু এখন ভাব-স্রোতে ভাসমান হইবার সময় ছিল না।

অতীত ঘটনার সহিত বর্তমান ঘটনার তুলনা করিয়া, নিয়তির অনন্ত শক্তিতে বিমুগ্ধ হইবারও অবকাশ ছিল না। ইংরেজগণ উপস্থিত সময়ে কোনো দিকে দৃক্‌পাত করিলেন না, বর্তমান সময়ে অতীতের জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, ভাবস্রোতের সম্প্রসারণে উদ্যত হইলেন না। তাঁহারা অতীত সময়ে দিল্লীর ভূপতির সমক্ষে আত্মপ্রাধান্য স্থাপন জন্য যেমন কার্যকারিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, বর্তমান সময়েও সেইরূপ কার্যকারিতা দেখাইতে উদ্যত হইলেন।

পুরাতন সেনা-নিবাস ভেদ করিয়া একটি রাস্তা কর্নালের প্রশস্ত রাজপথের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। উহা নগরের প্রান্তবর্তী পল্লীসমূহের বৃক্ষবাটিকার মধ্য দিয়া কাবুল দরজার দিকে গিয়াছে। কর্নালের আর দুইটি পথ সেনা-নিবাসের মধ্যদিয়া দিল্লীর বিভিন্ন তোরণের দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। এই সকল পথ চারিদিকে থাকাতে ইংরেজ সৈন্যের পক্ষে সবিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত নিকটবর্তী স্থানে খালসমূহ থাকাতেও অল্প সুবিধা হয় নাই। ইংরেজ সেনা নিবাসের পশ্চাদ্ভাগে নজফগড় ঝিল নামে একটি খাল ছিল। উহা যমুনার সহিত সংযোজিত থাকাতে জললাভের বিস্তর সুবিধা ঘটিয়াছিল। এই ঝিল যমুনা খালের সহিত সংযুক্ত ছিল। যমুনার খাল দিল্লীর প্রান্তবর্তী উপনগর সমূহের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া, নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং উহা প্রশস্ত রাজপথ দিয়া সম্রাটের প্রাসাদ-প্রাচীরের নিকটে যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছিল। দিল্লী অধিকার করিতে যে সকল সৈন্য সমবেত হইয়াছিল, পঞ্জাব তাহাদের প্রধান ভবসাস্থল ছিল। পঞ্জাব হইতে দিল্লীর অধিকারের জন্য সৈনিকদল উপস্থিত হয়। পঞ্জাবের প্রধান কমিশনর দিল্লীর যুদ্ধের সুবন্দোবস্ত করিতে উদ্যত হন। পঞ্জাব ও দিল্লীর পথ নিরাপদ রাখা ইংরেজদিগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সৌভাগ্যক্রমে ইংরেজ সৈনিক-নিবাসের সহিত কর্নালের পথের সংযোগ থাকাতে পঞ্জাবে যাতায়াতের পক্ষে কোনোরূপ বিঘ্ন-বিপত্তির সম্ভাবনা ছিল না। দ্বিতীয়ত নজফগড় ঝিল নিকটে থাকাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ পানীয়-প্রাপ্তির সুবিধা ছিল। গ্রীষ্মকালে উক্ত ঝিল প্রায়ই জলশূন্য থাকিত। এইরূপ বিশুষ্ক জলাশয় দ্বারা সমীপবর্তী আতপদগ্ধ জনগণের তাদৃশ উপকার হইত না। কিন্তু কোম্পানির সৈনিকদিগকে এই অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। ১৮৫৬ অব্দে অতিরিক্ত পরিমাণে বৃষ্টি হওয়াতে উক্ত ঝিলের জল এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, পরবর্তী গ্রীষ্মকালেও উহা হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিষ্কৃত পানীয় পাওয়া যাইত। যমুনা ইংরেজ সৈন্যের দুই মাইল দূরে থাকিলেও তাহাদের জলাভাব বশতঃ কোনো কষ্ট হয় নাই। নিদারুণ গ্রীষ্মকালে সৈনিকগণ যখন প্রখর আতপতাপে দগ্ধীভূত হইত; অসহনীয় পিপাসায় কাতর হইয়া চারিদিকে সতৃষ্ণভাবে দৃষ্টিপাত করিত; তখন হ্রদের সুশীতল জল তাহাদের শান্তি বিধান করিত। ঐ হ্রদের জলে অবগাহন করিয়া, তাহারা যেরূপ তাপদগ্ধ দেহ সুশীতল করিত, হ্রদের জল পান করিয়াও, তাহারা দারুণ তৃষ্ণার শান্তিতে সেইরূপ প্রফুল্ল হইত। শারীরিক স্বাস্থ্যসাধন ভিন্ন উক্ত ঝিল দ্বারা সৈন্য-সন্নিবেশের স্থল রক্ষা করিবারও সবিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল।

পূর্বোক্ত হ্রদ ব্যতীত প্রাচীন সৈনিক-নিবাসে একটি ক্ষুদ্র পাহাড় ছিল। পাহাড়টি প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত, এবং নগরের সমতল ভূভাগ হইতে প্রায় ৫০/৬০ ফীট উচ্চ। পাহাড়ের একদিকে একটি প্রশস্ত গৃহ ছিল। গৃহটি আধুনিক সময়ে নির্মিত এবং হিন্দুরাওর বাসভবন বলিয়া পরিচিত। গোবালিয়রের দৌলত রাও সিন্ধিয়ার পত্নী বাইজী-বাঈ এক সময়ে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রদত্ত পেন্সনে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। ইঁহার ভ্রাতা শ্রীজী রাও ঘটুকেও গবর্নমেণ্টের পেন্সন লাভ করেন। এই ব্যক্তি দিল্লীতে বাস করিতেন। ইঁহারই বাসগৃহ হিন্দু রাওর ভবন বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শ্রীজী রাও সাহেবী ধরনের বেশভূষাপ্রিয় ছিলেন। ইহাঁর বিলক্ষণ বাকচাতুরী ছিল। কথিত আছে ১৮৩৮ অব্দে লর্ড অকল্যান্ড যখন ফিরোজপুরে রাজনৈতিক বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন শ্রীজী রাও পার্শ্ববর্তী লোকদিগকে ঠেলিয়া গবর্নর জেনেরল এবং শিখ ভূপতির সম্মুখে উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিয়া একজন শিখ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আপনি না গবর্নমেণ্টের পেন্সনভোগী?' শ্রীজী রাও গম্ভীরভাবে উত্তর করিয়াছিলেন, 'হুঁ্যা। আপনিও শীঘ্রই হইবেন।' এইরূপ বাকচতুর ও বিলাতি-পরিচ্ছদধারী মহারাষ্ট্রীয় এক সময়ে দিল্লীতে অবস্থিতি করিতেন। তিনি ইংরেজ পেন্সন গ্রহণপূর্বক যে বাসভবনে ইংরেজি রীতি-পদ্ধতির অনুকরণ করিয়া আমোদিত হইতেন, সেই বাসভবন এখন বিপদাপন্ন ইংরেজের আত্মরক্ষার প্রধান অবলম্বন-স্বরূপ হইল। উপস্থিত সময়ে হিন্দু রাওর ভবন জনশূন্য ছিল। ইংরেজের সৈনিক-নিবাস ও দিল্লী শহরের নিকটবর্তী বলিয়া ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ উহাতে স্বকীয় সৈন্য সন্নিবেশিত করিলেন।

হিন্দু রাওর ভবনের নিকটে গোলঘর—ফ্লাগস্টাফ টাওয়ার অবস্থিত। মে মাসে এই গৃহ দিল্লী হইতে পলায়িত—ইউরোপীয়দিগের আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। এই গৃহ পাহাড়ের উপর থাকাতে ইহা হইতে শহরের সৈনিকদিগের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতে পারা যাইত। অধিকন্তু ইহাতে অনেক সৈন্য বাস করিতে পারিত। এই গৃহ ও হিন্দু রাওর ভবনের মধ্যে একটি ভগ্নপ্রায় মসজিদ ছিল। এই মসজিদেও অনেক সৈন্যের সমাবেশ হইতে পারিত। এতদ্ব্যতীত পাহাড়ের প্রান্তভাগে, ইংরেজের শিবিরের প্রায় দুইশত গজ অন্তরে একটি প্রাচীন মানমন্দির ছিল। ইহা একটি জ্যোতির্বিদ্ রাজপুত ভূপতির নির্মিত। এক সময়ে গ্রহনক্ষত্রাদির পর্যবেক্ষণ জন্য যে গৃহ নির্মিত হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে সামরিক কার্যের জন্যে ইংরেজদিগের নিরতিশয় প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। বদলিকা সরাইয়ের যুদ্ধের পর ইংরেজ সেনাপতি স্যার হেনরি বার্নার্ড এই চারিস্থানে বিপক্ষদিগের কার্যপরিদর্শন জন্য সৈন্য সন্নিবেশ করিলেন। প্রতি সৈনিক সন্নিবেশের স্থলে কামান স্থাপিত হইল।

দিল্লী শহরের চারিদিকে অনেকগুলি পল্লী ছিল। যে সকল খাল ও রাস্তার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদয় পূর্বোক্ত পাহাড় অতিক্রমপূর্বক পল্লীসমূহের মধ্য দিয়া গিয়াছিল। পল্লীগুলির কোথাও অট্টালিকা, কোথাও বা বাসোপযোগী গৃহ, কোনো স্থানে প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যান, কোনো স্থানে [illegible] বৃক্ষশ্রেণী, কোনো স্থানে কর্ষিত

শস্যক্ষেত্র, কোনো স্থানে বা অস্বাস্থ্যকর পঙ্কিল ছিল। হিন্দু রাওয়ের গৃহের অনতিদূরে, কর্নালগামী প্রশস্ত পথের মধ্যে সবজি-মন্দির নামক সুদৃশ্য পল্লী অবস্থিত। এইস্থানে অনেকগুলি সুন্দর গৃহ এবং প্রাচীর বেষ্টিত বাগান ছিল। পল্লীর বহিভাগে ঘন-সন্নিবিষ্ট উদ্যান, নিবিড় নিকুঞ্জ, প্রাচীর বেষ্টিত বৃক্ষবাটিকা প্রভৃতিতে শোভিত, প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্র প্রসিদ্ধ খালের পার্শ্বে বিস্তৃত ছিল। এই স্থানে দিল্লীর সিপাহীরা অনায়াসে আত্মগোপন করিতে পারিত। কিন্তু ইহা ইংরেজ-শিবিরের সন্নিকটে থাকাতে তাহাদের উক্তরূপ সুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। সবজি-মন্দিরের কিছু দূরে পূর্বোক্ত প্রশস্ত রাজপথের পার্শ্বে কৃষ্ণগঞ্জ, ত্রিবেলীয়নগঞ্জ, পাহাড়ীপুর এবং তেল্লীবাড়ি নামক পল্লী নগরের কাবুল দরওয়াজার দিকে প্রসারিত ছিল। পাহাড় হইতে দিল্লী শহর পর্যন্ত প্রশস্ত ভূখণ্ডের মধ্যে যে অল্পসংখ্যক অট্টালিকা ছিল, তৎসমুদয়ের মধ্যে মেটকাফ্ সাহেবের গৃহ এবং লাডলো ক্যাস্‌ল (এই গৃহে দিল্লীর কমিশনর ফ্রেজার সাহেব অবস্থিতি করিতেন) ছিল।

দিল্লী নগরীর চারিদিক প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। এই প্রাচীর প্রায় সাত মাইল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। প্রাচীরের উচ্চতা প্রায় চব্বিশ ফীট। প্রাচীরের চারিপার্শ্বে প্রায় পঁচিশ ফীট প্রশস্ত এবং প্রায় কুড়ি ফীট গভীর একটি পরিখা ছিল। এই সময়ে পরিখা বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। উপস্থিত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে উক্ত হইয়াছে যে, এই প্রাচীর বেষ্টিত নগরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দশটি প্রবেশদ্বার ছিল। দিল্লীর রাজপ্রাসাদ একটি দুর্গস্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইত। উহা নগরের প্রান্তভাগে সুনীল যমুনার তটদেশে অবস্থিতি করিয়া আপনার সৌন্দর্য-গৌরবের পরিচয় দিতেছিল। কথিত আছে, এই সময়ে মীরাট এবং দিল্লীর পাঁচদল পদাতিক, একদল অশ্বারোহী, একদল কামানরক্ষী দিল্লীতে ছিল। এতদ্ব্যতীত ফিরোজপুর, ঝাঁসি, হিসার ও মথুরা প্রভৃতি হইতে অনেক সিপাহী দিল্লীতে উপনীত হইয়াছিল। কামান, গোলাগুলি, বারুদ প্রভৃতি নগরে পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ষিত ছিল। সুতরাং সিপাহিদিগের সংখ্যার অনুরূপ অস্ত্রাদির অভাব ছিল না। নগরের যে অংশ পাহাড়ের দিকে অবস্থিত সেই অংশ ইংরেজ সৈনিকদিগের দৃষ্টির বিষয়ীভূত ছিল। সুতরাং ঐ অংশে সিপাহিদিগের গতিবিধি তাহাদের গোচর হইত, অপরাপর অংশে কি ঘটিতেছে, তাহা তাহারা জানিতে পারিত না। সমগ্র নগরের এক-সপ্তমাংশ পাহাড়ের সম্মুখে ছিল। নগরের আয়তন অনুসারে ইংরেজদিগের সৈন্য সংখ্যা এত অল্প ছিল যে, তাহাদের পক্ষে সমস্ত দিক পরিদর্শনের সুবিধা ছিল না। নগরস্থিত সিপাহীরা ইচ্ছানুসারে নগরের অপরাপর অংশের তোরণ দিয়া গমনাগমন করিতে পারিত। যিনি শিবাজপোল মহাসমরে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার সমক্ষে বিস্তৃত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে দুর্জয় বহুসংখ্যক বিপক্ষে পরিপূর্ণ, মহানগরী এইরূপে অবস্থিতি করিয়া, তদীয় চিন্তাস্রোত শতগুণে প্রবল করিয়া দিতেছিল।

সেনাপতি বার্নার্ডের সঙ্গে তিন হাজার ইউরোপীয় সৈন্য এবং বাইশটি কামান ছিল। এতদ্ব্যতীত একদল গুর্খা সৈন্য এবং পঞ্জাব হইতে আগত সৈনিকদল তাঁহার

পক্ষ সমর্থন জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল। বিপক্ষদিগের সংখ্যার তুলনায় ইংরেজ সেনাপতির সৈনিক-বল অল্প ছিল। এই অল্প সৈনিক-দলের সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে দিল্লীর ন্যায় বিস্তৃত নগর অধিকার করা সুসাধ্য ছিল না। ইংরেজ সেনাপতি যদিও নিরাপদ স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, যদিও তাঁহার সৈনিকদিগের সন্নিবেশ-ভূমি সবিশেষ কৌশল সহকারে সুরক্ষিত হইয়াছিল, তথাপি দিল্লীর অধিকারের পক্ষে তাঁহার আয়োজন পর্যাপ্ত ছিল না। ইংরেজ সৈন্য যেমন দুরাক্রম স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছিল, সিপাহীরাও সেইরূপ সুদূরবিস্তৃত দুষ্প্রবেশ নগরে থাকিয়া ইংরেজের সমক্ষে আপনাদের পরাক্রম প্রকাশের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল।

সীজর অসভ্যদিগের নিবাসভূমি গল অধিকার করিয়া রোমে গিয়া বলিয়াছিলেন, 'গেলাম, দেখিলাম, জয় করিলাম'। উপস্থিত সময়ে যে সকল রাজপুরুষ ভারতবর্ষের শাসনকার্যে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, দিল্লীর অধিকার প্রসঙ্গেও সীজরের উক্ত চিরপ্রসিদ্ধ বাক্য প্রয়োজিত হইবে। সেনাপতি বার্নার্ড 'যাইবেন, দেখিবেন, এবং অধিকার করিবেন'। সেনাপতির পদার্পণ ও দর্শনমাত্রেই মোগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানীর প্রাসাদের উপর ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন হইবে। অধিক কি, ধীর-প্রকৃতি লর্ড ক্যানিঙের মনেও এইরূপ ধারণার সঞ্চার হইয়াছিল। সৈনিকদল দিল্লীতে উপস্থিত হইবে, অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা দিল্লীর অধিপতি এবং রাজবংশীয়দিগের সহিত অপরাপর বিপক্ষদিগকে বিতাড়িত করিবে, তাহার পর লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে গিয়া, আপনাদের আধিপত্য বদ্ধমূল করিয়া তুলিবে। এইরূপ বিশ্বাস সে সময়ে অনেকের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। জুন মাসের অর্ধাংশ অতীত হইতে-না-হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের ইংরেজগণ উক্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া, বলিতেছিলেন যে, দিল্লী পুনরধিকৃত-হইয়াছে, বিপক্ষদল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; বৃদ্ধ মোগল ভূপতি তাঁহাদের পদানত হইয়াছেন; এবং তাঁহাদের সৌভাগ্য-সূর্য পুনর্বার উদিত হইয়া আপনার প্রভাজালে জনসাধারণের মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু সেনাপতি বার্নার্ডের উপর যে কার্যভার সমর্পিত হইয়াছিল, তাহা তাদৃশ লঘু ছিল না। অপরে যাহা অনায়াসসাধ্য বলিয়া মনে করিতেছিল, বার্নার্ড তাহাই নিরতিশয় দুঃসাধ্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তিনি যখন স্বকীয় শিবির হইতে দিল্লীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন, তখন উহার আয়তন, উহার সুদৃঢ় প্রাচীর, উহার সুরক্ষিত অস্ত্রাগার, সর্বোপরি উহার বলবহুলতা, তাঁহার মনে গভীর দুশ্চিন্তার উৎপত্তি করিত। তিনি আত্ম-সৈনিকদলের অল্পতা এবং বিপক্ষদিগের সংখ্যাধিক্য মনে করিয়া, একান্ত ম্রিয়মাণ হইতেন। সেই সময়ে অনেকে বলিয়াছিলেন যে, বদলিকা সরাইয়ের যুদ্ধের পর যদি সেনাপতি বার্নার্ড বিপক্ষদিগের পশ্চদ্ধাবিত হইয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতেন, তাহা হইলে তাহাদের দল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। তাহাদের অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। তাহারা আর পরস্পর দলবদ্ধ হইত না। সুতরাং মোগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানীতে

অবলীলাক্রমে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্রিটিশ কোম্পানির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইত। এই ঘটনা হইতে উক্তরূপ ফল প্রসূত হইত কিনা, ইতিহাস তাহার নির্দেশ করিতে পারে নাই। ইংরেজ সেনাপতি যখন উক্তরূপ কার্যের অনুসরণ করেন নাই, তখন উহার ফল কিরূপ হইত, তাহা কে বলিতে পারে? সেনাপতি আপনার গুরুতর দায়িত্ব বুঝিয়াই কার্য-প্রণালীর অবধারণ করিয়াছিলেন। তিনি উদাসীনভাবে দীর্ঘকাল দিল্লীর নিকটে অবস্থিতি করিবার ইচ্ছা করেন নাই। বিপক্ষদিগের সন্নিবেশের স্থানের দৃঢ়তায় এবং তাহাদিগের সংখ্যাধিক্যেও তাঁহার উদ্যম বিলুপ্ত, আশা অন্তর্হিত বা উৎসাহ বিচলিত হয় নাই। তিনি দিল্লী অধিকার করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সুতরাং যে কোনোরূপে হউক, দিল্লী অধিকার করাই, তাঁহার একমাত্র চিন্তনীয় বিষয় হইয়াছিল। তিনি জানিতেন যে, এ বিষয়ে কালবিলম্ব হইলে তাঁহার স্বদেশীয়গণ তদীয় কার্য-শৈথিল্যের উল্লেখ করিয়া, নানা দোষারোপ করিবেন। অধিকন্তু তিনি ইহাও জানিতেন যে, সহসা অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া নগরের অভিমুখে অগ্রসর হইলে তাঁহার উদ্দেশ্য যদি ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে তিনি অসংসাহসিক, অসমীক্ষ্যকারী ও অযোগ্য বলিয়া ধিকৃত হইবেন। তিনি এইরূপে ধিকৃত হইতেও প্রস্তুত ছিলেন। ইংরেজ সেনাপতি যখন এইরূপ চিন্তাতরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছিলেন, তখন তদীয় দলের কতিপয় অসংসাহসী সৈনিক যুবক তাঁহার নিকটে আপনাদের অসংসাহসের অনুরূপ প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন।

ইংরেজ সৈনিকদলে যে সকল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একটি যুবক, যে প্রণালীতে দিল্লী অবিলম্বে আক্রান্ত ও অধিকৃত হইতে পারে, সেই প্রণালী সেনাপতি বার্নার্ডের গোচর করিলেন। সেনাপতি তাঁহাকে উক্ত প্রণালীর বিষয়, আর দুই-তিনজন সহযোগীর সহিত পরামর্শের পর, বিশদরূপে বিবৃত করিতে আদেশ দিলেন। তাঁহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, ১২ই জুন বেলা তিনটার সময় পাহাড়ের নিকটবর্তী দুইটি তোরণ (কাবুল এবং লাহোর তোরণ) বারুদে যেমন উড়াইয়া দেওয়া হইবে, অমনি দুইদল সৈনিক-পুরুষ নগরে প্রবেশ করিবে। সৈনিকদল নগরে প্রবেশ-সময়ে দক্ষিণভাগে প্রাচীরের উপর যে সকল কামান স্থাপিত আছে তৎসমুদয় আক্রমণ করিবে। অপর কয়েক দল নগরের প্রশস্ত রাজপথ দিয়া প্রাসাদের অভিমুখে যাইবে। এই সৈনিকদল প্রাসাদের চারিপার্শ্বে সন্নিবেশিত থাকিবে। চারিজন সৈনিক যুবক পরামর্শ করিয়া, নগর আক্রমণ করিবার এইরূপ প্রণালী অবধারণ করিলেন। তাঁহাদের বিজ্ঞাপনীতে চারিজনের নাম স্বাক্ষরিত হইল। সেনাপতি বিজ্ঞাপনীর অনুমোদন করিলেন এবং অবিলম্বে উহা কার্যে পরিণত করিতে আদেশ দিলেন। সুতরাং ১১ই জুন রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর সমস্ত বিষয় স্থিরীকৃত হইল। যে সকল সৈনিক-পুরুষ এই কার্য সম্পাদনের জন্য নির্বাচিত হইল, তাহাদিগকে সম্পাদনীয় কার্যের বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া হইল। সেইদিন তাহারা, যে দুইটি তোরণ দিয়া নগরে প্রবেশ করিবে. সেই তোরণদ্বয়ের

অভিমুখে গভীর নিশীথে নিঃশব্দে অগ্রসর হইল। এইরূপে সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত হইল। কিন্তু ঘটনাক্রমে প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইল না। প্রস্তাবিত কার্য সম্পাদন জন্য ব্রিগেডিয়ার গ্রেবসের অধীনে তিনশত ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষের আসিবার কথা ছিল, নির্দিষ্ট সময়ে তাহাদের উপস্থিতির কোনো নিদর্শন লক্ষিত হইল না। এইরূপে সহযোগিদিগের অনুপস্থিতি-প্রযুক্ত অপরাপর সৈনিক-পুরুষ নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনে ভগ্নোদ্যম হইল। যেদিন উপস্থিত প্রস্তাবানুসারে কার্যারম্ভ হয়, সেইদিন ব্রিগেডিয়ার গ্রেবস সৈনিক-দলের অধ্যক্ষ ছিলেন। প্রস্তাবিত বিষয়ে তিনি সেনাপতির নিকট হইতে লিখিত আদেশ প্রাপ্ত হন নাই। রাত্রি এগারটার সময়ে ব্রিগেডিয়ার একজনের মুখে উক্ত আদেশ শুনিতে পাইয়া, উহার সত্যতানিরূপণ জন্য অশ্বারোহণে তাড়াতাড়ি সেনাপতির শিবিরের অভিমুখে প্রস্থান করেন। গোলা-ঘরের নিকটে উপনীত হইয়া তিনি দেখেন যে, ইউরোপীয় সৈনিকদিগের পরিবর্তে এতদ্দেশীয় সৈনিকগণ দুইটি কামান লইয়া ঐ স্থান রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছে। অনন্তর সেনাপতির শিবিরে উপনীত হইলে সেনাপতি উপস্থিত বিষয়ে তাহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রিগেডিয়ার কহিলেন যে, সহসা নগর আক্রমণ করিলে উহা অধিকার করা যাইতে পারে। কিন্তু এত অল্প সৈন্য লইয়া, অধিকৃত নগর রক্ষা করা অসম্ভব। ব্রিগেডিয়ারের কথায় সেনাপতি বিচলিত হইলেন। তাঁহাকে অনিচ্ছা-সহকারে পূর্বপ্রদত্ত আদেশের প্রত্যাহরণ করিতে হইল। যে সকল সৈন্য অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারা প্রত্যাবর্তনের আদেশ পাইল। এইরূপে পূর্বোক্ত প্রণালী অনুসারে নগর আক্রমণের সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইল। যে সকল সৈনিক ইঞ্জিনিয়ার প্রাগুক্ত প্রণালীর অবধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহাতে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের অভিমত বিচক্ষণ সৈনিক-প্রধানদিগের অনুমোদিত হয় নাই। সৈনিক-প্রধানগণ নির্দেশ করিয়াছিলেন যে, ব্রিগেডিয়ার সেনাপতির লিখিত আদেশ ব্যতিরেকে রক্ষণীয় স্থান পরিত্যাগ না করিয়া ভালই করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি সেনাপতিকে তাদৃশ অসংসাহসের কার্য হইতে নিরস্ত করিয়া, স্থিরবুদ্ধি ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন।

যে সৈনিক কর্মচারী সর্বপ্রথম পূর্বোক্তরূপে নগর আক্রমণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তিনি নিরস্ত হইলেন না। দুইদিন পরে তাঁহার আর-একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। সেনাপতি আন্সনের মৃত্যুর পর সেনাপতি রীড প্রধান সেনাপতি হইয়া রাবলপিণ্ডী হইতে দিল্লীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৫ই জুন সেনাপতি রীড এই প্রস্তাব সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য সৈনিক-সমিতির আহ্বান করিলেন। সেনাপতি রীডের শিবিরে সমিতির অধিবেশন হইল। সমিতিতে উপস্থিত সৈনিক-প্রধানেরা বলিতে লাগিলেন যে, যাবৎ অন্ততঃ এক হাজার সাহায্যকারী সৈনিক উপস্থিত না হয়, তাবৎ নগর আক্রমণ করা নিরতিশয় অসংসাহসের কার্য। দিল্লী যেরূপ সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, সেইরূপ বহুসংখ্যক সশস্ত্র সৈনিকে সুরক্ষিত ছিল। প্রতি তোরণের উপর কামানসমূহ আক্রমণকারীদিগের গতিরোধের জন্য স্থাপিত হইয়াছিল। এদিকে ইংরেজদিগের

সৈন্যসংখ্যা ও যুদ্ধোপকরণ এত অল্প ছিল যে, তাহাতে এই দুরাক্রম্য, সুবিস্তৃত স্থান হস্তগত করা সুসাধ্য ছিল না। এ বিষয়ে কৃতকার্য হইলে যেমন সকল দিকে সুফল-লাভের সম্ভাবনা ছিল, অকৃতকার্য হইলে সেইরূপ সর্বতোভাবে সর্বনাশ ঘটিবার আশঙ্কা ছিল। আক্রম্য স্থান হস্তগত করিতে অসমর্থ হইলে আক্রমণকারীদিগের সহজে প্রত্যাবর্তনের সুবিধা ছিল না। সিপাহিদিগের সংখ্যাধিক্য যুক্ত তাহারা হয়ত সমূলে বিধ্বস্ত হইত। সৈনিক যুবকের দ্বিতীয় বারের আক্রমণ-প্রণালী এইরূপ ছিল— বারুদ দ্বারা যুগপৎ লাহোর এবং কাবুল তোরণ উড়াইয়া দেওয়া হইবে। কাশ্মীর তোরণে যে সকল সিপাহী সৈন্য সন্নিবেশিত থাকিবে, আক্রমণকারীরা তাহাদের উপর গুলিবৃষ্টি করিবে। ভেরীধ্বনি হইবামাত্র আক্রমণকারীরা অগ্রসর হইবে এবং বারুদ দ্বারা উদ্ঘাটিত তোরণপথে নগরে প্রবেশ করিয়া, বিপক্ষদিগকে প্রবল আক্রমণ করিবে। আক্রমণকারীদিগের কোনো দল নির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনে অসমর্থ হইলে, তখন উহার প্রতিকারের বন্দোবস্ত থাকিবে এবং প্রত্যেক দল যে প্রণালীতে কার্য করিবে তৎসম্বন্ধে তাহাদিগকে যথোপযুক্ত উপদেশ দেওয়া হইবে। সৈনিক-প্রধানগণ এই প্রণালী অনুসারে নগর আক্রমণ করিতে নানারূপ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। সাহায্যকারী সৈনিকদিগের উপস্থিতি-পর্যন্ত আক্রমণে নিরস্ত থাকাই তাঁহাদের মতে সঙ্গত বোধ হইল। কিন্তু এই মত সিবিল কর্মচারিদিগের অনুমোদিত হইল না। কমিশনর গ্রিথেড সাহেব উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফটেনাণ্ট গবর্নরের প্রতিনিধি স্বরূপ উল্লিখিত সমিতিতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সৈনিক-পুরুষদিগের মতের অনুমোদন করিলেন না। কালবিলম্ব-ব্যতিরেকে দিল্লী আক্রমণ করাই তাঁহার মতে উচিত বোধ হইয়াছিল। কমিশনর নির্দেশ করিতে লাগিলেন যে, এ বিষয়ে বিলম্ব হইলে বিপক্ষেরা উৎসাহযুক্ত হইবে; প্রদেশীয় রাজগণ কোম্পানির শক্তি বিলুপ্ত হইল মনে করিয়া, স্বপ্রধান হইতে উদ্যত হইবেন; বিভিন্ন স্থানের উদ্ধত লোকে কোম্পানির বিপক্ষদিগকে নানারূপে প্রশ্রয় দিতে থাকিবে। কমিশনর এইরূপ যুক্তি দেখাইয়া পূর্বোক্ত আক্রমণ-প্রণালীর সমর্থন করিতে লাগিলেন। সে দিন এ বিষয়ের কোনোরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইল না। সেনানায়কগণ সে দিন সমিতির কার্য স্থগিত রাখিয়া, স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন।

পরদিন আবার সমিতির অধিবেশন হইল। ব্রিগেডিয়ার উইলসন্ এবং সেনাপতি রীড পূর্বোক্তরূপ আক্রমণের একান্ত বিরোধী হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বিরুদ্ধপক্ষে এই যুক্তি দেখাইলেন যে, সহসা নগর আক্রমণ করিতে হইলে শিবিরে যত সৈনিক আছে, তাহাদের প্রায় সকলকেই উক্ত কার্যে নিয়োজিত করিতে হইবে। ইহাতে শিবির একরূপ অরক্ষিত অবস্থায় থাকিবে। আক্রমণকারীরা অতি প্রবলবেগে আপনাদের গন্তব্য পথ পরিষ্কৃত করিয়া, নগরে উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও নগরস্থিত বহুসংখ্যক সিপাহিদিগের অস্ত্রাঘাতে তাহাদের ক্ষমতা পর্যুদস্ত হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় সহসা নগর আক্রমণ না করিয়া সাহায্যকারী সৈনিকগণের প্রতীক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। বিপক্ষ সিপাহীরা নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, যাহাতে সমীপবর্তী জনপদে উৎপাত

করিতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টিরাখা বিধেয়। সেনানায়কদ্বয়ের এইরূপ হেতুবাদে পূর্বসঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইল। যে সৈনিক যুবক আক্রমণ-প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, যাঁহার অভিমত দ্বিতীয়বারে সৈনিক সমিতিতেও অগ্রাহ্য হইয়াছিল, তিনি পুনঃ পুনঃ বিরুদ্ধ যুক্তিতেও হতোদ্যম হইলেন না। কয়েকদিন পরে তিনি আবার বলিলেন যে, দিল্লী শীঘ্র অধিকৃত না হইলে বিপক্ষেরা আপনাদের বল বৃদ্ধি করিতে তৎপর হইবে। তাহারা আত্মরক্ষার যথোচিত উপায় অবলম্বন করিলে তাহাদের পরাজয় সুসাধ্য হইবে না। কিন্তু তাঁহার এই শেষ কথাতেও কোনো ফলোদয় হইল না। যে পর্যন্ত সাহায্যকারী সৈনিকগণ উপস্থিত না হয়, সে পর্যন্ত নগর আক্রমণে নিরস্ত থাকাই সিদ্ধান্ত হইল।

যে সকল রাজপুরুষ উপস্থিত সময়ে আপনাদের প্রাধান্য পুনঃস্থাপনে এবং বিনষ্ট গৌরবের উদ্ধারসাধনে ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ নির্দেশ করিয়াছেন যে, বুদলিকা সরাইয়ের যুদ্ধের পর দিল্লী সহসা আক্রান্ত হইলে বিপক্ষগণ বিতাড়িত হইত, এবং নগরে ব্রিটিশ কোম্পানির আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিত*। যাঁহারা নগর আক্রমণের প্রণালী নির্ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হড্‌সন্ নামক একটি সৈনিক-পুরুষ ছিলেন। চরগণ দ্বারা বিভিন্ন স্থান হইতে সংবাদ-সংগ্রহের জন্য যে কার্য-বিভাগ স্থাপিত হইয়াছিল, ইনি সেই বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি নির্দেশ করিয়াছেন যে, নগর মধ্যে সাত হাজার সিপাহী ছিল। পক্ষান্তরে তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন জন্য দুই হাজার সৈন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। সবিশেষ শৃঙ্খলা সহকারে কার্য করিলে এই সৈনিক দ্বারা বিপক্ষদিগকে পরাজিত করিতে পারা যাইত। নগরবাসীরা সম্ভবতঃ তাঁহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইত না। সহসা আক্রান্ত হইলে সিপাহীরা রণে ভঙ্গ দিয়া, ভীতচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিত। কিন্তু যাঁহারা এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রস্তাবানুসারে কার্য হইলে উহার ফল তাঁহাদের আশানুরূপ হইত কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। অকৃতকার্য হইলে তাঁহাদের দুর্গতির পরিসীমা থাকিত না, তাঁহারা বিপক্ষগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সমূলে বিনষ্ট হইতেন। যে আশায় উৎসাহসম্পন্ন হইয়া, তাঁহারা নগরতোরণ ভেদ পূর্বক বিপক্ষের মধ্যে উপস্থিত হইতেন, তাঁহাদিগকে সেই আশায় বিসর্জন দিতে হইত।

এইরূপে ইংরেজ সেনানায়কগণ সাহায্যকারী সৈনিকদলের প্রতীক্ষায় রহিলেন। গ্রীষ্মাতিশয্যে তাঁহাদের শিবিরে রোগের প্রাদুর্ভাব হইতে লাগিল। তাঁহাদের চিকিৎসাগার রোগিগণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; তাঁহাদের সৈনিকদলে বিসূচিকার আরম্ভ হইল। এদিকে নানা স্থান হইতে উত্তেজিত সিপাহীরা সমাগত হইয়া দিল্লীস্থিত সিপাহিদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে লাগিল। রোহতকে ষাটিগণিত পদাতিকদল ইংরেজদিগের বিপক্ষ

* স্যার জন্ লরেন্সেরও এইরূপ বিশ্বাস ছিল।—*Holmes, Indian Mutiny, p. 353, note.*

হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা ১৩ই জুন দিল্লীতে উপনীত হইল। ইহার তিন চারিদিবস পরে নসিরাবাদের সিপাহিগণ দিল্লীতে পদার্পণ করিল। জেলালাবাদের প্রসিদ্ধ সময়ে কামানরক্ষকগণ যে সকল কামানের সাহায্যে ভীমমূর্তি আফগানদিগের পরাক্রম খর্ব করিয়াছিল সেই সকল কামান লইয়া কামানরক্ষীরা এখন ইংরেজদিগকে পরাজিত করিবার জন্য দিল্লীস্থিত সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইল।

১৯শে জুন নসিরাবাদের সিপাহিরা উক্ত কামান লইয়া সূর্যাস্তের প্রায় একঘণ্টা পূর্বে ইংরেজদিগের শিবিরের পার্শ্বভাগ আক্রমণ করিল। ইহাদের কামান হইতে এরূপ তীব্রবেগে গোলা নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল যে, ইংরেজ সৈনিকেরা নিরতিশয় বিব্রত হইয়া পড়িল। ক্রমে সূর্য অস্তগত হইল। গাঢ় অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ইংরেজ সৈনিকেরা অন্ধকারে আত্মপর নির্ণয় করিতে না পারিয়া, আপনাদের লোকদিগের উপর গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে গোলাবৃষ্টির বিরাম হইল। আক্রমণকারী সিপাহিরা নগরে ফিরিয়া গেল। যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের কুড়িজন হত এবং সাতাত্তরজন আহত হইল। পঞ্জাবের সৈনিকদলের পরিচালক কাপ্তেন ডেলি আহত হইলেন। ব্রিগেডিয়ার গ্রাণ্ট এই যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। কয়েকজন এতদ্দেশীয় সৈনিকপুরুষ যদি তাঁহার সাহায্যার্থ উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে যুদ্ধস্থলে তিনিও নিহত হইতেন।

১৯শে জুনের এই ঘটনায় ইংরেজ সেনানায়কগণ নিরতিশয় চিন্তিত হইলেন। এ সময়ে পঞ্জাব তাঁহাদের প্রধান ভরসাস্থল ছিল। পঞ্জাবের প্রধান কমিশনর তাঁহাদের প্রধান পরিচালক ছিলেন। তাঁহারা প্রধান কমিশনরকে আপনাদের সর্বময় কর্তা এবং আপনাদের ভাগ্যবিধাতা বলিয়া মনে করিতেছিলেন। ভারতের অদ্বিতীয় শাসনককর্তা গভর্নর জেনেরলের সঙ্গে এ সময়ে তাঁহাদের কোনো সম্বন্ধ ছিল না। তাঁহারা পঞ্জাবের প্রধান কমিশনরকে আপনাদের গবর্নর জেনেরল বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। পঞ্জাব হইতে দিল্লীর পথ একরূপ নিরাপদ ছিল। ইংরেজগণ প্রতিমুহূর্তে পঞ্জাব হইতে সাহায্যকারী সৈনিকদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা দিল্লীর অবরোধ জন্য উপস্থিত হইলেও আপনারাই দিল্লীর সম্মুখে একরূপ অবরুদ্ধভাবে ছিলেন। দিল্লীস্থিত সিপাহিদিগের গতিবিধির ব্যাঘাত জন্মাইতে তাঁহাদের কোনো ক্ষমতা ছিল না। স্থানান্তর হইতে সমাগত সিপাহিদিগের নগরে প্রবেশের পথ অবরুদ্ধ করিতেও তাঁহাদের কোনো সামর্থ্য ছিল না। তাঁহারা সংখ্যায় যেরূপ ক্ষীণ, যুদ্ধোপকরণে সেইরূপ হীন ছিলেন। তাঁহারা সর্বক্ষণ সিপাহিদিগের আক্রমণের আশঙ্কায় অস্থির থাকিতেন। যাহাতে সিপাহিরা সহসা আক্রমণ করিতে না পারে, তাহার উপায়বিধানে তাঁহাদের কোনোরূপ আয়োজন ছিল না। তাঁহারা এইরূপ বিপত্তিগ্রস্ত, এইরূপ বিব্রত এবং এইরূপ অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া, প্রতিমুহূর্তে পঞ্জাব হইতে সাহায্যকারী সৈনিকগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ২২শে জুন আটশত পঞ্চাশ জন সৈনিক এবং ৫টি কামান তাঁহাদের শিবিরে উপস্থিত হইল। ইহাতে

তাঁহাদের কিয়দংশে বল বৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু বিপক্ষ সিপাহিরা ইহা অপেক্ষাও বর্ধিতবল হইয়া উঠিল। যেহেতু জলন্ধর এবং ফিলোর হইতে ৬ গণিত অশ্বারোহী তিনশত ছত্রিশ এবং ৬১ গণিত পদাতিকদল ইংরেজের অধীনতাপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া, মোগলের রাজধানীতে প্রবেশপূর্বক তত্রত্য সিপাহিগণের সংখ্যাবৃদ্ধি করিল।

২০শে ও ২১শে জুন শান্তভাবে অতিবাহিত হইল। সিপাহীরা ঐ দুই দিন ইংরেজের শিবির আক্রমণের কোনো উদ্যোগ করিল না। ২১শে জুন রবিবার ছিল। ইংরেজগণ আপনাদের এই পবিত্র দিন প্রগাঢ় ভক্তিযোগসহকারে উপাসনায় মনোনিবেশ করিলেন। পলাশীর শতবার্ষিক উৎসবের দিন তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছিল। ১৭৫৭ অব্দে ২৩শে জুন পলাশীর বিস্তৃত আম্রকাননে মীরমদন ও মোহনলালের অধঃপতনের সহিত হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলার সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হইয়াছিল। ইংরেজ ঐ দিনে আপনাদের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উহার শতবর্ষ পরের ২৩শে জুন ইংরেজেরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে দুর্দশাগ্রস্ত হন। দিল্লীর ইংরেজ সেনানায়কেরা ভাবিলেন যে, ঐ দিনে তাঁহাদিগকে গুরুতর বিপদে বিব্রত হইতে হইবে। এই জন্য তাঁহারা উহার পূর্বদিন উপাসনাগৃহে সমবেত হইয়া সংযতচিত্তে আপনাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে গবর্নমেন্টের প্রতি বিরক্ত এবং গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত সিপাহিদিগের উত্তেজনা বৃদ্ধি করিতে লোকের অসদ্ভাব ছিল না। যে সিপাহীরা এক সময়ে ইংরেজের বশীভূত ছিল, ইংরেজের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিত; ইংরেজের যুদ্ধোপকরণে, ইংরেজের শিক্ষায় বলীয়ান্ হইয়া বীরসমাজে বরণীয় হইয়াছিল, তাহারা যখন সহসা ইংরেজের বিপক্ষ হইল ইংরেজের প্রদত্ত অস্ত্রে ইংরেজদিগকেই বিনষ্ট করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল; তখন অশিক্ষিত ও অদূরদর্শী লোকে তাহাদের সেই বিদ্বেষ-বহ্নি উদ্দীপিত করিতে অগ্রসর হইল। সন্ন্যাসী ও ফকির, মৌলবী ও মোল্লা,—এই সময়ে আপনাদের অভ্যস্ত অভিচারমন্ত্রে সিপাহিদিগকে অধিকতর বিচলিত করিয়া তুলিল। কথিত আছে, দিল্লীস্থিত উত্তেজিত সিপাহিদিগের মধ্যেও এই শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহারা দৃঢ়তাসহকারে নির্দেশ করিয়াছিল যে, ভারতবর্ষে ফিরিঙ্গিদিগের আধিপত্য একশত বৎসরের অধিক কাল থাকিবে না। শতবর্ষ পরে তাঁহাদের প্রভুত্ব বিলুপ্ত হইবে। ২৩শে জুন শতবর্ষ পূর্ণ হইবে; ঐ দিনে ফিরিঙ্গিগণ সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। দিল্লীর প্রতি সৈনিকদলে এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারিত হইয়াছিল। প্রতি সৈনিক এই ভবিষ্যদ্বাণীতে উৎসাহ-সম্পন্ন হইয়া উক্ত শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। হিন্দু ও মুসলমান একত্রে গ্রথিত হইয়াছিল। সুতরাং সন্ন্যাসী বা মৌলবীর বাকচাতুরী সিপাহিদিগের সমক্ষে ব্যর্থ হইল না। ইহাদের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় এবং ভাঙ্গের নেশায় প্রমত্ত হইয়া, সিপাহীরা আপনাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল। ইংরেজ শিবিরের সৈনিকগণ যেমন প্রতিদিন সাহায্যের অভাবে ক্ষীণতর হইতে লাগিল, নগরস্থিত সিপাহীরা সেইরূপ অস্ত্রবলে ও সংখ্যাধিক্যে দিনে দিনে প্রবলতর হইয়া উঠিল।

২২শে জুনের রাত্রি অতিবাহিত হইল। ২৩শে জুনের তরুণ-তপন ধীরে ধীরে গগনপ্রান্তে দেখা দিল। ইংরেজেরা যে বিষয়ের আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। এইদিনে পলাশী যুদ্ধের দিবস হইতে নির্দিষ্ট শতবর্ষ অতীত হইয়াছিল। এইদিনে হিন্দুদিগের পবিত্র পর্ব রথযাত্রা ছিল। অধিকন্তু এইদিনে শুক্লপক্ষের বালচন্দ্রমা দেখা দিয়াছিল। রথযাত্রা বলিয়া যেমন উক্ত দিন হিন্দুদিগের নিকটে শুভজনক ছিল, অভিনব চন্দ্রের আবির্ভাব প্রযুক্ত তেমনি উহা মুসলমানদের নিকটে মঙ্গলদায়ক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েই ঐ দিনে আপনাদের জয়লাভ নিশ্চিত বলিয়া মনে করিয়াছিল। কৌতুহলপর লোকের মন্ত্রণায়, ভাঙের উত্তেজনায় এবং সিদ্ধলাভের আশায় উৎসাহিত হইয়া, দিল্লীর সিপাহিরা লাহোর তোরণ দিয়া ২৩শে জুন প্রাতঃকালে প্রবলবেগে বহির্গত হইল। ইংরেজ পক্ষের যে সকল সৈনিক আপনাদের গন্তব্যপথ পরিষ্কার এবং শত্রুর আগমনের পথ অবরুদ্ধ করিবার জন্য নিয়োজিত ছিল, তাহারা পূর্বেই সাবধান হইয়াছিল। নজফগড় খালের উপর একটি সেতু ছিল। সিপাহিরা এই সেতু দিয়া কামান লইয়া আসিয়া, ইংরেজের ব্যূহের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজপক্ষের পূর্বোক্ত সৈনিকেরা পূর্বেই ঐ সেতু ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং সিপাহিরা সেতুপথে অগ্রসর হইতে পারিল না। তাহারা সবজি-মন্দিরে সমবেত হইয়া, কেবল ইংরেজ শিবিরের দক্ষিণ ভাগ আক্রমণ করিল। তাহাদের উৎসাহ বর্ধিত হইয়াছিল, একাগ্রতা পূর্ণমাত্রায় বিকাশ পাইয়াছিল, সাহস ও শক্তি, উভয়ই প্রভূতপরিমাণে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহারা প্রবল পরাক্রমে হিন্দুরাওর গৃহ আক্রমণপূর্বক ইংরেজ সৈনিক-দিগকে নিরতিশয় বিব্রত করিয়া তুলিল। দ্বিপ্রহরের সময়ে তাহাদের কামান হইতে উপর্যুপরি গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। পঞ্জাব হইতে যে ৮৫০ জন সৈনিক-পুরুষ ইংরেজ পক্ষের সাহায্যের জন্য সমাগত হইয়াছিল তাহারা অবিলম্বে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। এইরূপে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধের আরম্ভ হইল। ৬০ গণিত ব্রিটিশ সৈনিকদল এবং গুরখা সৈন্য যদিও সবিশেষ সাহসসহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল, তথাপি সেনানায়ক রীড্ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, যদি তাঁহার সাহায্যার্থ অপর সৈনিকদল উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে সিপাহিদিগের আক্রমণ নিরস্ত করা তাঁহার পক্ষে একান্ত দুঃসাধ্য হইবে। কিছুক্ষণ পরে সাহায্যকারী সৈনিকদল উপস্থিত হইল। সূর্যাস্তকালে সিপাহিরা নগরে প্রত্যাবর্তন করিবার উদ্যোগ করিল। রজনী-সমাগমের পর সবজি-মন্দির ইংরেজের অধিকৃত হইল। আক্রমণকারী সিপাহিরা আপনাদের কামান লইয়া নগরে প্রতিগমন করিল*। কথিত আছে এগার ঘণ্টা কাল এই যুদ্ধ হইয়াছিল। সিপাহিরা যেমন মুহুর্মুহুঃ গোলাবৃষ্টি করিয়া, ইংরেজ পক্ষের সৈনিকদিগকে বিব্রত করিয়াছিল, সেইরূপ মধ্যাহ্নকালের প্রচণ্ড সূর্য অনল-কণা-সদৃশ খরতর করজাল বিস্তার-পূর্বক তাহাদের দুঃসহ কষ্ট দ্বিগুণিত করিয়া তুলিয়াছিল। সেনানায়ক রীড্ এই

---

* *Cave-Browne, Panjab and Delhi, Vol. I, p. 351.*

যুদ্ধ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—'বিদ্রোহীরা বেলা প্রায় বারটার সময়ে আমার রক্ষণীয় স্থান আক্রমণ করে। কোনো সৈনিকদল তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর পরাক্রম ও সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে নাই। তাহারা পুনঃ পুনঃ ৬০ গণিত ব্রিটিশ সৈনিক, পঞ্জাবের সৈন্য এবং আমার নিজের দলের সৈনিকদিগকে আক্রমণ করিতে থাকে। এক সময় আমার বোধ হইয়াছিল যে, এই যুদ্ধে আমাকে পরাজিত হইতে হইবে। নগরস্থিত কামানের গোলাবৃষ্টিতে এবং সিপাহিদিগের আনীত কামানের গোলার আঘাতে আমার সমগ্র সৈনিকদলের শৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছিল*।' সিপাহিরা ভগ্নোদ্যম হইয়া, প্রতিগমন করিলেও যুদ্ধে তাহারা যেরূপ সাহস ও পরাক্রমের পরিচয় দিয়াছিল, তাহা ইংরেজ সেনানায়কের এই উক্তিতে প্রতিপন্ন হইতেছে। এই যুদ্ধে সেনানায়ক রীডের সন্নিবেশিত ব্যূহের অনতিদূরবর্তী একটি মন্দির ইংরেজদিগের অধিকৃত হয়। কর্নালগামী, প্রশস্ত পথের একপার্শ্বে এই মন্দির এবং অন্য পার্শ্বে একটি সরাই ছিল। ইংরেজ সেনানায়ক এই উভয় স্থানেই ১৮০ জন ইউরোপীয় সৈন্য রাখিয়া উহার রক্ষার সুবন্দোবস্ত করেন।

পলাশীর বার্ষিক উৎসবের দিন অতীত হইল। উত্তেজিত সিপাহিরা শতবর্ষের পর যাহা ঘটিবে বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইল। ভবিষ্যৎ বক্তাদিগের ভবিষ্যৎবাণী ফলবতী হইল না। ভাঙের উত্তেজনা বা সিদ্ধিদায়ক শুভকর দিনে সিদ্ধিলাভের প্রার্থনা সিপাহিদিগকে অভীষ্ট ফল দিতে পারিল না। ২৩শে জুনের পর আবার ইংরেজপক্ষের শিবিরে শান্তির আবির্ভাব হইল। এদিকে ক্রমাগত সিপাহি-দিগের দল পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন সরিৎ যেমন নানা স্থান হইতে আসিয়া, প্রধান নদীর সহিত সম্মিলিত হয়, সেইরূপ বিভিন্ন স্থানের উত্তেজিত সিপাহিগণ আসিয়া দিল্লীস্থিত বিশাল সৈনিকদলের সহিত মিশিতে লাগিল। জলন্ধর প্রভৃতি স্থান হইতে ইতঃপূর্বে সৈনিকদলের সমাগম হইয়াছিল। এখন বেরিলী হইতে প্রবল তরঙ্গাবর্তময় সৈনিক-প্রবাহ আসিয়া, দিল্লীর সুবিস্তৃত সৈনিক-তরঙ্গিণীতে একীভূত হইল।

পক্ষান্তরে স্যার জন্ লরেন্স নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি সেনাপতি বার্নার্ডের পক্ষ প্রবল করিবার জন্য পঞ্জাব হইতে শিখ ও ইউরোপীয় সৈন্য, এবং কামান পাঠাইতে লাগিলেন। ইতঃপূর্বে একদল সৈনিক-পুরুষ ইংরেজের শিবিরে উপনীত হইয়াছিল। ইহাদের পর আরও সাহায্যকারী সৈনিকগণের সমাগম হইতে লাগিল। ২৪শে জুন নিবিল চেম্বারলেন অ্যাডজুটান্ট জেনেরলের কার্যভার গ্রহণের জন্য দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে দিল্লীস্থিত ব্রিটিশ সৈনিকদল আশ্বস্ত হইল। সেনানায়ক হড্‌সন্ এ বিষয়ে আহ্লাদ সহকারে লিখিয়াছেন,—'নিবিল চেম্বারলেন উপস্থিত হইয়াছেন। তিনিই একাই এক সহস্র**।' চেম্বারলেনের সমাগমে ব্রিটিশ সৈনিকদলে

* *Red's Letters and note. Comp. Kaye, Sepoy War, Vol. II. p. 555.*

** *Hodson, Twelve year's Saldier's Life India, p. 216.*

এইরূপ আশার সঞ্চার হইয়াছিল। ক্রমে অন্যান্য সেনানায়ক বার্নাডের সাহায্যার্থ উপনীত হইতে লাগিলেন। রুড়কীর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ কর্নেল বেয়ার্ডস্মিথ যন্ত্রাদি সহ উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রথম ইঞ্জিনিয়ারের কর্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি ২৩শে জুনের যুদ্ধে জয়ী হইতে না পারিলেও সিপাহিরা নিশ্চেষ্ট ছিল না। কর্নেল বেয়ার্ডস্মিথ উপস্থিত হইলে পুনর্বার দিল্লী আক্রমণের প্রস্তাব হয়। এ সম্বন্ধে যাবতীয় প্রণালী অবধারিত হয়। যে সকল সৈন্য আক্রমণার্থ যাত্রা করিবে, তাহাদিগকে প্রস্তুত করিয়া রাখা হয়। এই আক্রমণের বিষয় সাধারণে যাহাতে জানিতে না পারে, তৎসম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বিত হয়। সমস্ত ঠিক হইলে সেনাপতি বার্নার্ড জানিতে পারিলেন যে বেরিলী হইতে সমাগত প্রায় চারি হাজার সিপাহী সেনাপতি বখৎ খাঁর অধীনে তাঁহার শিবির আক্রমণের সঙ্কল্প করিয়াছে। ইংরেজের সৈনিকগণ রাত্রিশেষে, গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে, বিপক্ষদিগের অলক্ষভাবে নগরের প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। এই সময়ে আক্রমণের সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইল। ইহার মধ্যে সিপাহিরা, ইংরেজদিগের নিকটে যে টাকা আসিতেছিল, তাহা কর্নালের প্রশস্ত পথবর্তী আলিপুর নামক স্থানে আটক করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ইহাতে তাহারা কৃতকার্য হয় নাই। বখৎ খাঁ কিছুক্ষণ পরে আপনার কামান লইয়া নগরে গমন করেন। অতঃপর ইংরেজেরা আপনাদের গমনাগমনের পথ নিরাপদ রাখিতে উদ্যত হন। বিপক্ষ সিপাহিরা যাহাতে সহজে তাঁহাদের গমনাগমনের প্রশস্ত পথে উপস্থিত হইয়া, কোনোরূপ বিঘ্ন জন্মাইতে না পারে, এই জন্য তাঁহারা যমুনা খালের পশ্চিম দিকে কাষ্ঠময় সেতু এবং নুজুফগড় খালের দুইটি পুল ভাঙিয়া ফেলেন। কিন্তু তাঁহারা ঐ খালের উপর আর একটি পুল এবং যমুনার প্রশস্ত নৌ-সেতু ভগ্ন করিতে পারেন নাই। এই সেতু দিয়া বিভিন্ন স্থানের উত্তেজিত সিপাহিরা দিল্লীতে আসিতেছিল। এইজন্য সিপাহিরা সেতু রক্ষার্থে যথোচিত যত্ন করে।

পঞ্জাব হইতে ইংরেজের শিবিরে সাহায্যকারী সৈনিকগণ আসিয়াছিল বটে, কিন্তু সেনাপতি বার্নার্ড তাহাদের সংখ্যা পর্যাপ্ত বোধ করেন নাই। তিনি নিজের অবস্থা সবিশেষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। গবর্নমেণ্টকে উহা সবিশেষ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অল্প, তাঁহার যুদ্ধোপকরণও অল্প ছিল। নগর আক্রমণের বিবিধ প্রণালী অবধারিত হইলেও, তিনি অল্পসংখ্যক সৈন্য ও অল্পসংখ্যক যুদ্ধোপকরণের উপর নির্ভর করিয়া, তদনুসারে কার্য করিতে সমর্থ হন নাই। এইজন্য তিনি আপনার শিবিরে অনেকের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। যে সকল তরুণবয়স্ক বীরপুরুষ ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল বর্তমান সময়ে অসংসাহসের পরিচয় দিয়া বীরত্ব-কীর্তির অধিকারী হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন, দূরদর্শী বর্ষীয়ান্ সেনাপতি তাঁহাদের সহিত একমত হন নাই। তাঁহারা সেনাপতিকে গুরুতর কর্তব্যসাধনে উদাসীন দেখিয়া, একান্ত মর্মাহত হইয়াছিলেন। আপনাদের সেনাপতির উপর তাঁহাদের বিশ্বাস বিচলিত হইয়াছিল। কিন্তু সেনাপতি তাঁহাদের ন্যায় অসমীক্ষ্য-কারী বা অসংসাহসী ছিলেন না। তিনি গুরুতর কর্মসাধনে নিয়োজিত হইয়া-

ছিলেন। তাহাকে সাবধানে কার্যপ্রণালী নির্ধারণে করিতে হইত। কোনো বিষয়ে সামান্য অসাবধানতা, সামান্য অশৃংখলা বা বিবেচনার সামান্য ত্রুটী ঘটিলে বিপদ যে, অনিবার্য হইয়া উঠিত, তদ্বিষয়ে তরলমতি ও অসংসাহসী বীরপুরুষদিগের ধারণা ছিল না। সুতরাং আপনাদের সেনাপতির উপর সহজেই তাঁহাদের বিরক্তি জন্মিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা বিরক্ত হইলেও সেনাপতির সৌম্যমূর্তি ও সদয়প্রকৃতি দেখিয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। সেনাপতি বার্নাড সকলের প্রতি সমদর্শী ছিলেন। তাঁহার পরিশ্রম, তাঁহার দুশ্চিন্তা এবং তাঁহার গুরুতর কার্যসংক্রান্ত নানা গোলযোগের মধ্যেও, তিনি শিবিরস্থিত যাবতীয় সৈনিকের কষ্টমোচনে সর্বদা যত্নশীল থাকতেন। তাঁহার সমবেদনার অবধি ছিল না। তিনি আপন সৈনিকদিগের মধ্যে যুদ্ধস্থলে উৎসাহদাতা, বিপত্তিকালে রক্ষাকর্তা, এবং রোগজনিত যাতনার সময়ে শুশ্রূষাকারী ছিলেন। ফলতঃ অতি নিম্নপদস্থ সামান্য সৈনিকও তাঁহাকে যেরূপ প্রভু ও উপদেষ্টা বলিয়া জানিত, সেইরূপ স্নিগ্ধ বন্ধু, প্রীতিময় আত্মীয় এবং নিরন্তর সমবেদনাপর অভিভাবক বলিয়া মনে করিত। উপস্থিত সময়ে কাপ্তেন হড্‌সন্ পীড়িত হইয়াছিলেন; একদা তিনি রাত্রিকালে নিদ্রাভঙ্গের পর দেখেন যে, বৃদ্ধ সেনাপতি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া, শুশ্রূষা করিতেছেন*। কিন্তু এইরূপ স্নিগ্ধহৃদয় বর্ষীয়ান্ পুরুষ রোগাতুর ও অবসন্ন সৈনিকদিগকে সুখে ও শান্তিতে রাখিবার জন্যে এই কষ্টময় সংসারে দীর্ঘকাল থাকিতে পারিলেন না। নিয়তির শক্তিতে তাঁহাকে মর্তধামের অবশ্যম্ভাবী নিয়মের অধীন হইতে হইল। ৫ই জুলাই প্রাতঃকালে তিনি সুস্থ ও সবল ছিলেন; কিন্তু ঐ দিবস বেলা তিনটার পূর্বে তিনি বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া, মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলেন। বেলা শেষ হইতে-না-হইতেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

সেনাপতির দেহত্যাগ হইল। দিল্লী অনধিকৃত রহিল। সিপাহিদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে সৈনিকদিগের অল্পসংখ্যা অল্পতর হইয়া উঠিল। এই দুঃসময়ে সেনাপতি রীড্ প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ হইলেন। পুনর্বার নগর আক্রমণের প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। পুনর্বার উহা পরিত্যক্ত হইল। এদিকে ১৭ই জুলাই রীড্ অসুস্থতা প্রযুক্ত সেনাপতির কার্য পরিত্যাগ পূর্বক অম্বালায় গমন করিলেন। তৎপরে সেনাপতি উইল্‌সন্ প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

ইংরেজ সৈন্য যখন দিল্লী অধিকার করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়াছিল, ইংরেজ সেনাপতি যখন সাহায্যকারী সৈনিকের অভাবে একান্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন সুদূরবর্তী ইংলণ্ডস্থিত কর্তৃপক্ষের মানসপটে অনেক দৃশ্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতির ধারণা হইয়াছিল যে, দিল্লী সহজেই ইউরোপীয় সৈনিকগণে পরিবেষ্টিত হইবে। সৈনিকবলে না হয়, দুর্ভিক্ষের প্রকোপে উহা অবিলম্বে জনশূন্য হইবে**। বোর্ডের সভাপতি পার্লামেণ্ট সভায় এই বিষয় পরিব্যক্ত করিতেও

* *Hodson, Twelve Years in India. p. 207.*

** *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 211.*

কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার স্বদেশীয়গণ এ সময়ে ভারতবর্ষে কিরূপ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল, যাঁহাদের উপর সাম্রাজ্যরক্ষার ভার ছিল, তাঁহারা এ সময়ে সর্বব্যাপী বিপ্লবের অভিঘাতে কিরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন, তাহা বোধহয়, ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষের স্পষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হয় নাই। ঘটনা গুরুতর হইলেও, ভারতবর্ষের রাজপুরুষগণ চারিদিকে বিপত্তিতে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িলেও, তাঁহারা ভাবিতেছিলেন যে, শীঘ্রই সমস্ত বিঘ্নবিপত্তি অন্তর্হিত হইবে। বিপক্ষ সিপাহীরা অবিলম্বে পরাজিত ও নিহত হইবে। ভারতবর্ষের সমুদয়স্থানে অবিলম্বে কোম্পানির প্রাধান্য বদ্ধমূল হইয়া উঠিবে। কিন্তু দূরবর্তী মহাসাগরের ক্রোড়স্থিত শান্তিময় স্থানে অবস্থিতি করিয়া, তাঁহারা ভারতবর্ষে যে শান্তির আশা করিতেছিলেন, তাহা তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে অবিলম্বে ঘটিল না। একমাস অতিবাহিত হইল। একমাস কাল ইংরেজ সেনাপতি সৈনিকদলসহ দিল্লীর সম্মুখে রহিলেন। একমাসের মধ্যে অনেকে নিহত হইল। অনেকে আহত হইয়া যাতনা ভোগ করিতে লাগিল। অনেকে রোগাক্রান্ত হইয়া চিকিৎসালয়ের আশ্রয় লইল। কিন্তু দিল্লী বিধ্বস্ত হইল না। যাঁহারা বলিতেছিলেন, মোগলের রাজধানী শীঘ্রই ইংরেজের পদানত হইবে, তাঁহাদের কথা এখন লোকে বিদ্রূপাত্মক বা অযথার্থ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। চারিদিকে প্রকাশ হইল যে দিল্লী সিপাহিদিগের অধিকারে রহিয়াছে। বৃদ্ধ মোগল ইংরেজের সমক্ষে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেছেন। ইহাতে অদূরদর্শী জনসাধারণ যেমন ইংরেজের ক্ষমতার উপর সন্দিহান হইয়া উঠিল, নানা স্থানের উত্তেজিত সিপাহিরাও সেইরূপ উৎসাহযুক্ত হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল।

ঝাঁসি, রাজপুতনা, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশ প্রভৃতি স্থান হইতে উত্তেজিত সিপাহীরা যখন দিল্লীতে উপস্থিত হইতেছিল, তখন সেনাপতি উইল্‌সন্‌ ইংরেজ শিবিরের অধ্যক্ষ হইলেন। সেনাপতি রীডের পদত্যাগের তিনদিবস পূর্বে সিপাহিরা দলবদ্ধ হইয়া হিন্দুরাওর গৃহ আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে ইংরেজের পক্ষে কুড়িজন হত এবং প্রায় দুই শতজন আহত হয়*। আড্‌জুটাণ্ট জেনেরল্‌ চেম্বারলেন্‌ এরূপ আঘাত প্রাপ্ত হন যে, তাঁহাকে ছয় সপ্তাহ কাল শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে হয়। সুতরাং সেনাপতি উইল্‌সন্‌ যখন রীডের পদ গ্রহণ করেন, তখন ইংরেজ শিবিরে নৈরাশ্য ও বিষাদ ভিন্ন কোনো বিষয়ে কোনোরূপ প্রসন্নভাবের আবির্ভাব ছিল না। দুইজন সেনাপতির দেহত্যাগ হইয়াছিল। তৃতীয় জন রোগজীর্ণ হইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছিলেন। আড্‌জুটাণ্ট জেনেরল এবং কোয়ার্টার মাস্টার জেনেরল আহত হইয়াছিলেন। শিবিরস্থিত সৈনিকদিগের অল্প সংখ্যা ক্রমেই অল্পতর হইতেছিল। সময়ে সময়ে নগর আক্রমণের প্রস্তাব হইতেছিল; কিন্তু অনেকে উহার বিরোধী হইতেছিলেন। সিপাহিরা বারংবার আক্রমণ করিতেছিল। ইংরেজেরা একমাসের অধিক কাল দিল্লীর সম্মুখে ছিলেন; এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁহারা অভীষ্ট ফললাভ সমর্থ হন নাই। সিপাহিরাও তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ নিপীড়িত

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 431.*

করিতে নিরস্ত থাকে নাই। তাহাদের সহিত ইংরেজ সৈনিকদিগকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে কুড়ি বারের অধিক যুদ্ধ করিতে হয়। ইংরেজ সৈনিকদিগকে সর্বদা যুদ্ধবেশে সজ্জিত থাকিতে হইত। দিবসে তাহাদের বিশ্রাম ছিল না; রাত্রিতেও তাহাদের নিদ্রা ছিল না। দিবসে তাহারা যেমন যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিত, রাত্রিতে সেইরূপ ভেরীর রব শুনিয়া, সিপাহিদিগের আক্রমণে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইত। দিবসের-পর-রাত্রি, রাত্রির-পর-দিন আসিত, কিন্তু তাহাদের অদৃষ্টে অশান্তির পর শান্তি ঘটিত না। দিনযামিনীর আবর্তনের সহিত দিল্লীস্থিত সিপাহিদিগের একাগ্রতা, উৎসাহ বা উদ্যমের কোনো পরিবর্তন লক্ষিত হইত না। তাহারা সমান উদ্যম ও উৎসাহের সহিত দিবসে ও রাত্রিতে সমভাবে ইংরেজের ব্যূহভেদে অগ্রসর হইত। যুদ্ধে তাহারা সাহস ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিতে বিমুখ হইত না। ইংরেজগণ যেরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিতেন, সিপাহিরাও সমরক্ষেত্রে সেইরূপ বীরত্ব দেখাইয়া, আক্রান্ত বীরপুরুষদিগকে চমকিত করিত। আক্রমণকারী ও আক্রান্তগণ উপস্থিত সময়ে সর্বক্ষণ যেরূপ পরাক্রমের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মোৎসর্গ করিত, তাহা মহাকবির মহাকাব্যের বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে কোনো ফল না পাওয়াতে ইংরেজ সেনাপতি নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহার অল্পসংখ্যক সৈন্য বিপক্ষের নিপীড়নে একান্ত অস্থির হইয়া পড়িল। তাহাদের শৃঙ্খলা অন্তর্হিত হইল। তাহাদের বিরক্তির একশেষ ঘটিল। তাহাদের ক্লান্তি অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহারা সর্বদা প্রবল বিপক্ষের সমক্ষে পরাক্রম প্রকাশ করিয়াও, কোনোরূপ ফললাভ করিতে পারিল না। এদিকে বর্ষা আরম্ভ হইল। বৃষ্টিপাতে তাহাদের পরিচ্ছদ সিক্ত, তাহাদের শিবির বিধৌত এবং তাহাদের সর্বাঙ্গ অবসন্ন হইতে লাগিল। জুলাই মাসের মধ্যভাগে সেনাপতি উইল্‌সন্ ভাবিলেন, এরূপ অবস্থায় বিপক্ষগণের সম্মুখে থাকা অসাধ্য। বিপক্ষদিগের যেরূপ সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছিল, তাহাতে তিনি আপনার সন্নিবেশ-স্থান রক্ষার জন্য একান্ত চিন্তিত হইয়া উঠিলেন।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, নগর আক্রমণের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ব্রিগেডিয়ার চেম্বারলেনের ন্যায় সৈনিক পুরুষেরাও এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। যে পর্যন্ত উপযুক্তসংখ্যক সাহায্যকারী সৈনিক-পুরুষের সমাগম না হয়, সে পর্যন্ত তাঁহারা নগর আক্রমণে নিরস্ত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিপক্ষেরা সংখ্যাধিক্যে যেরূপ বলীয়ান্, অস্ত্রশস্ত্রেও সেইরূপ প্রবল ছিল। দূরদর্শী ইংরেজ পুরুষেরা এইরূপ প্রবল বিপক্ষকে সহসা আক্রমণ করিতে সাহসী হন নাই। নগর আক্রমণের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইলে, ইংরেজ সৈন্যের স্থানান্তরিত হওয়া সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব হইয়াছিল। সেনাপতি বার্নার্ডের দেহত্যাগের পূর্বে এই প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। দিল্লীর কমিশনর দেখিলেন যে, নানা স্থান হইতে বহুসংখ্যক সিপাহী যেরূপ উৎসাহকারে মোগলের রাজধানীতে উপস্থিত হইতেছে, তাহাতে অল্পসংখ্যক ইংরেজ সৈন্য কখনো তাহাদের ক্ষমতানাশে সমর্থ হইবে না। তাঁহারা দীর্ঘকাল দিল্লীর প্রাচীরের পুরোভাগে শিল্পী সন্নিবেশিত করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু এই দীর্ঘ কালের মধ্যে দিল্লী অধিকার করিবার কোনো

সুবিধা দেখা যাইতেছে না। তাঁহাদের সৈনিকগণ আক্রমণকারী সিপাহিদিগকে দূরীভূত করিতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে আত্মপক্ষের কোনো ফললাভ হইতেছে না ; সিপাহিরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে না। তাহাদের উদ্যম ও উৎসাহ অন্তর্হিত হইতেছে না ; দিল্লীও তাহাদের হস্তচ্যুত হইয়া পড়িতেছে না। এভাবে দীর্ঘকাল না থাকিয়া, তাঁহারা যদি স্থানান্তরে শান্তিস্থাপনের আয়োজন করেন, তাহা হইলে সুফল লাভ হইতে পারে। এইরূপ ভাবিয়া, কমিশনর সাহেব স্থানান্তরে গমন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন ; উইলসন যখন সেনাপতির কার্যভার গ্রহণ করেন, তখন এ বিষয়ে আন্দোলন চলিতেছিল। সেনাপতি স্বয়ং এই প্রস্তাব উত্থাপিত করেন নাই। তিনি যখন এই বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন, তখন একজন সৈনিক-পুরুষ উহার বিরুদ্ধ-পক্ষ প্রদর্শন জন্য তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন বেয়ার্ড স্মিথ কহিলেন যে, তাঁহারা এখনও সর্বাংশে পঞ্জাবের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছেন ; দিল্লী হইতে পঞ্জাব ও কর্নালের পথে কোনো গোলযোগ নাই। বিপক্ষ সিপাহিরা ঐ পথ অবরুদ্ধ করিয়া রাখে নাই। এখন যদি দিল্লীর পুরোবর্তী স্থান হইতে শিবির তুলিয়া অন্য স্থানে যাওয়া হয়, তাহা হইলে হয় তো পঞ্জাবের পথ অবরুদ্ধ হইবে। অধিকন্তু আত্মপক্ষের দুর্বলতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। লোকে ভাবিবে যে, ইংরেজ সিপাহিদিগের পরাক্রমে দিল্লী হইতে তাড়িত হইয়াছেন। দিল্লী মোগলের অধিকারে রহিয়াছে। ইংরেজ তাহার পরাক্রম খর্ব করিতে পারেন নাই। পঞ্জাবের পথ নিরাপদ রহিয়াছে, সে স্থান হইতে সাহায্যপ্রাপ্তিরও সম্ভাবনা আছে। এদিকে আত্মপক্ষের সৈনিকগণ এখনো নিস্তেজ হইয়া পড়ে নাই ; তাহাদের খাদ্যেরও অভাব ঘটে নাই. এরূপ অবস্থায় দিল্লী পরিত্যাগ করা কখনো উচিত নয়। যদি মৃত্যুর বিকট দৃশ্য শিবিরের সর্বত্র পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও আত্মপক্ষের সম্মান, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা রক্ষার জন্য এবং দিল্লী অধিকার করিবার নিমিত্ত উহার পুরোভাগে উপস্থিতি করাই কর্তব্য। সেনাপতি উইলসন্ প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের এইরূপ যুক্তি সঙ্গত বোধ করিলেন। দিল্লী পরিত্যাগের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল।

সেনাপতি উইল্সনের কার্যভার গ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যে সিপাহিরা ইংরেজের সেনানিবাসের দক্ষিণ ও বামভাগ আক্রমণ করে। পরিশেষে তাহারা তাড়িত হয়। ২৩শে জুলাই আবার তাহারা কাশ্মীর তোরণ হইতে বহির্গত হইয়া, ইংরেজদিগের অধিকৃত স্থান হস্তগত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু শেষে তাহারা নগরের প্রাচীরের দিকে গমন করে। ইংরেজ সৈনিকেরা সিপাহিদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হয়। এইরূপ পশ্চাদ্ধাবনে তাহারা অনেকবার বিপদাপন্ন হইয়াছিল। এবারেও তাহাদের বিপদ অনিবার্য হইয়া উঠে। অনেক উৎকৃষ্ট সৈনিক-পুরুষ আহত হয়। অনেকে দেহত্যাগ করে। সিপাহী পক্ষের ক্ষতি গুরুতর হয় নাই। তাহারা সমস্ত কামান লইয়া. নগরে প্রবেশ করে। জুলাই মাস এইরূপে অতিবাহিত হয়। সিপাহিদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণেও ইংরেজপক্ষের সৈনিকদল আপনাদের স্থান পরিত্যাগ করে নাই। ৩০শে জুলাই সেনাপতি উইল্সন্ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফটেনেণ্ট গভর্নর কল্‌বিন্

সাহেবকে এইভাবে লিখেন,—'সিপাহিদিগের আক্রমণে বাধা দিতে প্রতিজ্ঞাবন্ধ হইয়াছি ; যেরূপে হউক, শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিতে হইবে। শত্রুসংখ্যা অসংখ্য ; তাহারা আমাদের ব্যূহ ভেদ পূর্বক আমাদিগকে পর্যুদস্ত করিতে পারে। কিন্তু আমাদের সৈনিকগণ নির্দিষ্ট স্থানে থাকিয়াই, দেহত্যাগ করিবে। সৌভাগ্যক্রমে শত্রুদিগের কোনো পরিচালক নাই ; কোনোরূপ শৃঙ্খলাও নাই ; আমরা এরূপও শুনিয়াছি যে, তাহাদের মধ্যে অনৈক্য ঘটিয়াছে। নিকলসনের তত্ত্বাবধানে সাহায্যকারী সৈন্য আসিতেছে। আমরা যদি তাহাদের উপস্থিতি পর্যন্ত আমাদের অধিকৃত স্থান রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা নিরাপদ হইব।' এই স্থানে উল্লেখ করা যাক যে, কলবিন সাহেব দিল্লী পরিত্যাগ প্রস্তাবের একান্ত বিরোধী ছিলেন। সেনাপতি উইলসনও দিল্লীতে থাকিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে ঐরূপ লিখিয়াছিলেন।

এইরূপ আক্রমণ ও তজ্জনিত নানা গোলযোগের মধ্যেও ইংরেজ শিবিরে প্রফুল্লতা বিরাজ করিতেছিল। সৈনিকেরা প্রফুল্লভাবে অশ্বে আরোহণ করিয়া, নানা স্থানে বেড়াইত, ক্রিকেট খেলিয়া আনন্দ অনুভব করিত, সহযোগীর সহিত একত্র বসিয়া, নানারূপ গল্পে কাল কাটাইত। সায়ন্তন সময়ে শ্রুতিমধুর বাদ্যধ্বনি শুনিয়া, তাহারা প্রীতিলাভ করিত। যাহারা আহত হইয়াছিল, তাহাদিগকে ডুলিতে করিয়া ঐ সময়ে বাদ্যস্থানে আনা হইত। তাহারা সুখস্পর্শ সমীরণ সেবন করিয়া যেরূপ প্রফুল্ল হইত, সেইরূপ বাদ্যযন্ত্রনিঃসৃত বিবিধ সঙ্গীত শুনিয়া শান্তিলাভ করিত। গুরখা সৈন্য এবং ভারতের সীমান্তবর্তী জনপদের নবনিয়োজিত সৈনিকেরা উপস্থিত যুদ্ধে সাতিশয় বীরত্ব ও সাহস দেখাইয়াছিলেন। এইজন্য ইংরেজ সৈনিকেরা তাহাদের সহিত প্রীতিসূত্রে সম্বন্ধ হয়। ইহারা তাহাদের পার্শ্বে বসিয়া ধূমপান করিত। ভাষা ভালরূপে না বুঝিলেও আগ্রহসহকারে তাহাদের সহিত গল্প করিত। রণস্থলে যে সকল এতদ্দেশীয় সৈনিক আহত হইয়াছিল তাহাদের সহিষ্ণুতা ও ধীরতা অসামান্য ছিল। তাহারা ধীরভাবে আঘাতজনিত বেদনা সহ্য করিত। একজনের মেরুদণ্ডে গুলি প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ইহাতে তাহার হস্ত ও পদদ্বয়ের অধোভাগ অসাড় হইয়া পড়ে। এই ব্যক্তির বাঁচিবার আশা ছিল না। তথাপি সে আপনার একজন সহযোগীর পার্শ্বে বসিয়া, যেন কিছুই হয় নাই, এই ভাব দেখাইয়া, প্রফুল্লভাবে ধূমপান করিতেছিল। সহযোগী তাহার আঘাতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সে হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল যে, 'কিছুই নয়। পিঠে সামান্য একটা ধাক্কা মাত্র লাগিয়াছে। আমি আবার দুর্বৃত্তদিগের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইব।' পরদিন এই ব্যক্তির মৃত্যু হয়*। এইরূপ প্রশান্তভাবে, এইরূপ প্রফুল্লতাসহকারে, সৈনিকদিগের একমাস কাল অতিবাহিত হইল। মৃত্যুর ক্রোড়শায়ী হইলেও তাহাদের প্রসন্নভাব অন্তর্হিত হয় নাই। বিপদে পরিবেষ্টিত হইলেও, তাহারা শান্তিসুখ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। বহুসংখ্যক এবং বহুবিধ যুদ্ধোপকরণ-সমন্বিত পরাক্রান্ত বিপক্ষের বিষয়ীভূত হইলেও তাহারা দুশ্চিন্তায় কাতর বা অবসাদে অবসন্ন হয় নাই।

---

* *Hudson, Twelve y earsin India, p. 213.*

ইংরেজপক্ষের সৈন্য অল্প হইলেও তাহারা সাহসে ও বীরত্বে নিরতিশয় প্রবল ছিল। ভারতের অনেক বীরপুরুষ এই দুঃসময়ে ইংরেজের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহাদের দুঃসহ কষ্টে দুঃখানুভব এবং তাহাদের দুরাতিক্রমণীয় বিপদে সাহায্য করিতেছিল। পঞ্জাব-কেশরীর ফরাসী সেনাপতির শিক্ষায় যাহারা কামান-পরিচালনে সুদক্ষ হইয়াছিল, সোব্রাঁও এবং চিনিয়াবালার রণক্ষেত্রে যাহারা এই বিষয়ে নৈপুণ্য দেখাইয়া বিপক্ষকে বিস্ময়াপন্ন করিয়াছিল, তাহারা এই সময়ে দিল্লীর পুরোভাগে পরাক্রান্ত সিপাহিদিগের সমক্ষে ইংরাজের পক্ষ সমর্থনে নিরস্ত থাকে নাই। লর্ড লরেন্স এই সকল রণপারদর্শী খালসাকে দিল্লীতে পাঠাইয়াছিলেন। যাহারা এক সময়ে গরীয়সী জন্মভূমির জন্য ইংরেজের বিপক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারাই এখন ইংরেজের পক্ষ সমর্থনার্থ স্বদেশীয়দিগের ক্ষমতানাশে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল। পূর্বতন বিষয় তাহাদের স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। তাহারা এখন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অভিনব বিষয় ও অভিনব শক্তির সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছিল।

ইংরেজ সৈন্য তীব্র মদিরায় একান্ত পক্ষপাতী। শিখগণ মাদক দ্রব্যের ব্যবহারে অনভ্যস্ত নহে। যখন ঘোরতর পরিশ্রমের পর অবসাদ উপস্থিত হয়, মনোমধ্যে নানা অশান্তির আবির্ভাব হইতে থাকে, তখন ইহারা সুরার সাহায্যে সেই অবসাদ ও অশান্তি দূর করিতে চেষ্টা করে। উপস্থিত সময়ে বর্ষার আবির্ভাব হইয়াছিল। বৃষ্টিপাতে ইংরেজ সৈনিকদিগের পরিচ্ছদ আর্দ্র, দেহ শিথিল ও শিবির সিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং এ সময়ে তাহাদের শারীরিক তেজস্বিতা সঞ্চারের জন্য সুরার প্রয়োজন হয়। তাহারা প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝিতে অসমর্থ ছিল না। কিন্তু অধিনায়কগণ এ বিষয়ে তাহাদের শারীরিক আসক্তির সীমা সঙ্কীর্ণ করিতে চেষ্টা করেন নাই। সুতরাং বর্ষার জলস্রোতের ন্যায় পানস্রোত অবাধে ইংরেজশিবিরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সুরাপানে প্রমত্ত হইয়া, সৈনিকেরা উচ্ছৃঙ্খলভাবের পরিচয় দিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই।

যখন যুদ্ধের বিরাম হইত, ইংরেজরা কিন্তু কিয়ৎকালের জন্য শান্তিসুখের অধিকারী হইতেন, রণস্থলের ভৈরব রব ও ঘোরতর গোলযোগের পর যখন প্রশান্তভাব তাঁহাদের শিবিরে বিরাজ করিত, তখন তাঁহারা স্থানান্তরপ্রবাসী স্বদেশীদিগের সংবাদপ্রাপ্তির অন্য ব্যগ্র হইতেন। কানপুর অবরুদ্ধ হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌ উত্তেজিত সিপাহিদিগের আক্রমণে শৃঙ্খলাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। মধ্য ভারতবর্ষ, রাজপুতনা, এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের প্রধান প্রধান স্থান বিপ্লবের রঙ্গক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সকল স্থানে কি ঘটিতেছে, উত্তেজিত সিপাহিরা এই সকল স্থানে কিরূপ ক্ষমতাপন্ন হইয়াছে; বিপন্ন ব্রিটিশগণ কিরূপে এই সকল স্থানে বিপদের প্রতিরোধ করিতেছেন; তাহা জানিবার জন্য শিবিরস্থিত ইংরেজেরা নিরতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু তখন দূরতর স্থান হইতে সংবাদপ্রাপ্তির কোনো সুবিধা ছিল না। রেলওয়ে তখন ভারতের পরস্পরদূরবর্তী স্থানগুলিকে একসূত্রে সমন্বয় করে নাই। টেলিগ্রাফের তার সকল স্থানে অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে নাই। সমগ্র ভারতের গবর্নর জেনেরল কলিকাতায়

অবস্থিতি করিতেছিলেন। কিন্তু কলিকাতার সহিত তখন দিল্লীর কোনো সংস্রব ছিল না। গবর্নর জেনেরল এবং প্রধান সেনাপতি কি করিতেছেন, তাহা দিল্লীস্থিত ইংরেজেরা জানিতেন না; জানিবার জন্য তাদৃশ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, এ সময়ে কেবল পঞ্জাবই তাঁহাদের ভরসাস্থল ছিল। তাঁহারা পঞ্জাবের প্রধান কমিশনরকেই গবর্নর জেনেরল এবং প্রধান সেনাপতি বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা পঞ্জাবের দিকে চাহিয়াই উৎফুল্ল থাকিতেন, পঞ্জাব লক্ষ্য করিয়া জয়াশায় উৎসাহসম্পন্ন হইয়া উঠিতেন, পঞ্জাবের শিখ এবং পঞ্জাব-প্রান্তবর্তী পর্বত-বাসীদিগের সাহস ও যুদ্ধকৌশল মনে করিয়াই, আপনাদিগকে পরাক্রান্ত বিপক্ষদিগের মধ্যে বলসম্পন্ন ভাবিতেন। নবার্বিজত পঞ্চনদ এইরূপে তাঁহাদের আশার উদ্দীপক হইলেও তাঁহারা অন্য স্থানের স্বদেশীয়দিগের ভাবনায় অস্থির ছিলেন। কানপুর এবং লক্ষ্নৌ এ সময়ে তাঁহাদিগের অধিকতর ভাবনার বিষয় ছিল। হুইলার এবং হেনরি লরেন্সর বিপত্তিই এ সময়ে তাঁহাদিগকে অধিকতর চিন্তাতরঙ্গে আন্দোলিত করিতে লাগিল। এই সময়ে তাঁহারা শুনিলেন, সেনাপতি হুইলার কানপুর রক্ষায় কৃতকার্য হইয়াছেন। সিপাহিরা পরাজিত ও পলায়িত হইয়াছে। সেনাপতি স্বয়ং বিজয়ী সৈন্যসহ দিল্লীর উদ্ধারের জন্য আসিতেছেন। অন্য সময়ে তাঁহারা শুনিলেন যে, লক্ষ্নৌ সিপাহিদিগের আক্রমণ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। হাবেলকের পরাক্রমে সিপাহিরা পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। এ সময়ে কলিকাতা হইতে সহজপথে সংবাদ আসিত না। সিপাহিরা সহজপথে সংবাদপ্রেরণের উপায় বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। কলিকাতা হইতে বোম্বাই, মুলতান হইয়া, দিল্লীতে সংবাদ পেঁছিত। সংবাদ এইরূপে ঘুরিয়া-ফিরিয়া বহু বিলম্বে আসিলেও উহা সত্য হইত না। একবার সংবাদ আসিল যে, ফরাসী সৈন্য চীনদেশে যাইতেছিল, তাহারা এখন দিল্লীর অধিকারে সাহায্য করিবার জন্য ইংরেজের শিবিরে আসিতেছে। আর একবার শিবিরে প্রচারিত হইল যে, উপস্থিত বিপ্লবের সংবাদ লন্ডনে পেঁছিলে লন্ডনবাসিরা সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া ডিরেক্টর-দিগের কার্যালয় ভস্মীভূত করিয়াছে এবং ডিরেক্টরদিগকে পথবর্তী আলোকদণ্ডে বাঁধিয়া ফাঁসি দিয়াছে।

এইরূপে নানাভাবে নানা বিষয়ের সংবাদ আসিতে লাগিল। কিন্তু উহা সত্য হইল না। সময় যাইতে লাগিল। সময়ের পরিবর্তনে বিপন্ন ইংরেজদিগের অদৃষ্ট পরিবর্তিত হইল না! কানপুর ভীষণ কাণ্ডের রঙ্গভূমি হইল। সেনাপতি হুইলার নিহত হইলেন। ইউরোপীয় বালক, বালিকা ও মহিলারা উত্তেজিত সিপাহিদিগের তরবারি ও গোলার আঘাতে দেহত্যাগ করিল। লক্ষ্নৌতে স্যার হেনরি লরেন্স সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া জীবন বিসর্জন করিলেন। এই সকল শোচনীয় সংবাদ দিল্লীর পুরোবর্তী ইংরেজ শিবিরে উপস্থিত হইল। ব্রিটিশ সৈনিকেরা এই নিদারুণ সংবাদে মর্মাহত হইল। অধিনায়কেরা আপনাদের বালক-বালিকাগণের হত্যাকাণ্ড এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তির অদ্বিতীয় পাত্র স্যার হেনরি লরেন্সের দেহত্যাগে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। পঞ্জাবে স্যার জন, অযোধ্যায় সেইরূপ স্যার হেনরি, শক্তি, সাহস,

অধ্যবসায় ও উৎসাহের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ ছিলেন। এই দুঃসময়ে ভারতবর্ষের যে কোনো স্থানে যে কোনো ইউরোপীয় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারই দৃষ্টি লরেন্স ভ্রাতৃদ্বয়ের দিকে ছিল। তিনি আশান্বিত হৃদয়ে ভ্রাতৃদ্বয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, আপনি ঘোরতর বিপত্তির মধ্যেও শক্তি ও সাহস সংগ্রহ করিতেছিলেন। ফলতঃ এই সময়ে ভ্রাতৃদ্বয় বিপন্ন সাম্রাজ্যসৌধের অবলম্বস্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন। এখন স্তম্ভদ্বয়ের একতরটির পতন হইল। যে স্থানে এই সংবাদ পেঁছিল, সেই স্থানের ইংরেজগণ গভীর বিষাদে অবষন্ন হইলেন। যে ইংরেজশিবিরে এই সংবাদ উপস্থিত হইল, সেই শিবির গভীর শোকের উচ্ছ্বাসে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। সংক্ষেপে ভারতের সমগ্র ব্রিটিশাধিকৃত স্থান একই শোক ও একই বিষাদের ছায়ায় কালিময় হইল। ফলতঃ স্যার হেনরি লরেন্স ভারতবর্ষ প্রবাসী ইংরেজদিগের বিশ্বস্ত বন্ধু, সহৃদয় পরামর্শদাতা ও বিপত্তিকালে সাহসী রক্ষাকর্তা ছিলেন। পবিত্রভাবে, পরোপকারে, স্নিগ্ধ ব্যবহারে, কর্তব্যজ্ঞানে, বন্ধুপ্রীতিতে এবং ঈশ্বরভক্তিতে তিনি তৎসমকালে ভারতবর্ষের ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অতুলনীয় ছিলেন। একজন সুলেখক ইংরেজ স্বদেশের এই কর্মবীরের কর্মপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—'আমার বিশ্বাস, বর্তমান সময়ে কোনো খ্রীস্ট-ধর্মাবলম্বীর রাজ্যের কর্মচারিদিগের মধ্যে এইরূপ সর্বগুণসম্পন্ন পুরুষ পরিদৃষ্ট হয় না*।' লেখকশ্রেষ্ঠের এই যুক্তি অযথার্থ নহে।

ইংরেজ যাহাদের আক্রমণে এইরূপ বিপন্ন হইয়াছিলেন, যাহাদের উত্তেজনায় তাঁহাদের সম্পত্তি বিলুণ্ঠিত, বাসগৃহে দগ্ধীভূত, এবং জীবন প্রতিমুহূর্তে সংশয়-দোলায় অধিষ্ঠিত হইতেছিল, তাঁহাদের প্রতি ঘোরতর বিদ্বেষভাবের উদ্রেক হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু উপস্থিত সময়ে এইরূপ বিদ্বেষভাব সম্প্রদায়-বিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতবর্ষের আদিবাসীদিগের একতর সম্প্রদায় ইংরেজের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হওয়াতে ইংরেজ সমগ্র ভারতবাসীকে অনেক স্থলে ভীষণ দানব বলিয়া মনে করিতেন। শ্বেতকায়গণ কৃষ্ণকায়দিগকে এই সময়ে সমূলে নির্মূল করিতে পারিলেই যেন চরিতার্থ হইতেন। দিল্লীর ইংরেজ শিবিরেও এই বিদ্বেষভাব প্রকাশিত হইতে থাকে। পাঁড়ে এই কথাটি ইংরেজের ঘোরতর ক্রোধের উদ্দীপক হইয়াছিল। পাঁড়ের নামে তাহাদের ভ্রূযুগল আকুঞ্চিত হইত, মুখ বিকৃত হইয়া উঠিত, এবং নেত্রদ্বয় হইতে যেন অনলকণা বাহির হইত। পাঁড়ে-বিদ্বেষ তাঁহাদের এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, তাহারা দিল্লীর নাম পাঁড়েভূমি রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পাঁড়ের স্বদেশীয়দিগের সকলেই তাঁহাদের বিরোধী হয় নাই। উপস্থিত সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসের আলোচনা করিলে উহার এই একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইংরেজ যদিও ভাবিতেন, তাঁহারা ভারতবাসীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছেন, তথাপি কার্যতঃ ভারতবর্ষীয়গণই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ ছিল। তাঁহারা আপনাদের জাতির পরম শত্রু বলিয়া, যাহাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেন, তাহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে

* *Russell, Diary in India Vol. II, p. 138,*

তাঁহারা একদিনের জন্যও প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারিতেন না। উপস্থিত সময়ে ভারতবর্ষীয়গণ ইংরেজের পার্শ্বে দন্ডায়মান থাকিয়া, তাহাদের স্বদেশীয়দিগের বিরুদ্ধে কেবল যুদ্ধ করে নাই। সৈনিকদলভুক্ত নয়, এরূপ শত শত ভারতবর্ষীয় এই সময়ে ইংরেজের জন্য নানা বিঘ্ন-বিপত্তির মধ্যে নির্দিষ্ট কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইহারা যুদ্ধস্থলে বিজয়গৌরবের আকাঙ্ক্ষা করে নাই। বীরেন্দ্রসমাজে বরণীয় হইবার ইচ্ছা ইহাদের মনে স্থান পায় নাই। ইহারা যে কার্যে নিয়োজিত ছিল, বিশ্বস্তভাবে এবং যত্ন ও সত্বরতাসহকারে সেই কার্য নির্বাহ করিত। ইংরেজ এবং তাহাদের স্বদেশীয়দিগের মধ্যে যে বিগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে, ইংরেজ এবং তাহাদের স্বদেশীয়গণ যে, পরস্পর বিপক্ষতাচরণ করিতেছে, ইহা তাহাদের মনে স্থান পাইত না। শান্তির সময়ে ভারতবর্ষীয়গণ যেভাবে ইংরেজের কার্য সম্পাদন করিত, এই ঘোরতর বিগ্রহের কালেও ইহারা ঠিক সেই ভাব দেখাইত। বিদেশীয় ইউরোপীয়েরা নিত্য প্রয়োজনীয় কার্যে যে, ভারতবর্ষীয়দিগের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহারা স্বদেশে অতি সামান্য অবস্থাপন্ন এবং অতি সামান্য কার্যসম্পাদনে অভ্যস্ত হইলেও এদেশে তাঁহাদিগকে সর্বাংশে ভারতবর্ষীয়দিগের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। যদি ভারতবর্ষীয়গ মুহূর্তকালের জন্য তাঁহাদের কার্য করিতে নিরস্ত থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা সংসারক্ষেত্রে একপদও অগ্রসর হইতে পারেন না। উপস্থিত সময়ে ভারতবর্ষীয়গণ প্রয়োজনীয় কার্যসম্পাদনে তাঁহাদের একমাত্র সহায় ছিল। ইংরেজ পদাতিক, ইংরেজ অশ্বারোহী বা ইংরেজ কামান-রক্ষকগণ যুদ্ধস্থলে বীরত্ব দেখাইতেছিল বটে। কিন্তু ভারতবর্ষীয়েরা না থাকিলে তাহারা একান্ত নির্জীব হইয়া পড়িত। তাহাদের আহার্য বা পানীয়ের সংগ্রহে কোনো সুবিধা হইত না। যাঁহারা দিল্লীর যুদ্ধের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন সহৃদয় লেখক উল্লেখ করিয়াছেন যে ইংরেজ শিবিরে প্রত্যেক ইউরোপীয়ের জন্য দশজন করিয়া ভারতবর্ষীয় ছিল। কামান-রক্ষক-দল ভারতবর্ষীয়-দিগের সংখ্যা ইউরোপীয়দিগের সংখ্যার চারিগুণ ছিল। অশ্বারোহিদলে প্রতি অশ্বের জন্য দুইজন করিয়া ভারতবর্ষীয় কার্য করিত। ইহাদের অভাবে কোনো কার্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল না*। এইরূপে ভারতবর্ষীয়গণ শিবিরস্থিত ইউরোপীয়দিগের যেরূপ শুশ্রূষা করিত, সেইরূপ উক্ত সৈনিকদলের ঘোড়াগুলিকে ঘাস দানা দিত, কামানগুলি যথাস্থানে লইয়া যাইত, পীড়িত ও আহতদিগকে চিকিৎসালয়ে লইয়া গিয়া, তাহাদের শুশ্রূষায় ব্যাপৃত থাকিত। এই সকল কার্যে তাহাদের কোনোরূপ অমনোযোগ লক্ষিত হইত না। কোনোরূপ বাধা বা বিঘ্নে তাহারা নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনে নিরস্ত থাকিত না। তাহারা বিপক্ষের গোলা-বৃষ্টিতে দৃক্‌পাত করিত না, বিপক্ষের তরবারি সঞ্চালনে ভীত হইত না, বা

History of the Seize of Delhi. Comp. Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 604, note.

বিপক্ষের বলাধিক্য দেখিয়া, আপনাদের অল্পসংখ্যক বিদেশীয় প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হইত না। দিল্লীর যুদ্ধের বর্ণনাপ্রসঙ্গে একজন সৈনিক পুরুষ লিখিয়াছেন,—'একদা যুদ্ধস্থল হইতে প্রত্যাবর্তনকালে আমার কামানসমূহ ব্যূহের পার্শ্বভাগে আনীত হইয়াছিল। আমি গোলাবৃষ্টি করিয়া, বিপক্ষদিগকে অগ্রসর হইতে বাধা দিয়াছিলাম। যাহারা আহত হইয়াছিল, তাহাদিগকে ডুলিতে করিয়া পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিলাম। আমার একজন ভারতবর্ষীয় কামান-পরিচালকের পায়ে গুলি লাগিয়াছিল, ইহাতে তাহার হাঁটুর নীচের হাড় ভাঙিয়া গিয়াছিল। যে সকল ঘোড়া দ্বারা কামান পরিচালিত হইতেছিল, এই আহত ব্যক্তি তৎসমুদায়ের একটির উপর অধিষ্ঠিত ছিল। আমি তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া, কামান থামাইতে বলিলাম এবং তাহাকে ঘোড়া হইতে নামাইতে চাহিলাম। সে কহিল, "কুচ পরওয়া নেহি সাহেব।" আমি যদি পীড়াপীড়ি করিয়া, তাহাকে ঘোড়া হইতে না নামাইতাম এবং ডুলিতে না তুলিয়া দিতাম, তাহা হইলে সে ঘোড়ার উপরেই থাকিত। আমার যে সকল ভারতবর্ষীয় লোক ছিল, তাহারা এইভাবে তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিল'*। যৎসামান্য অর্থের বিনিময়ে এতদ্দেশীয়গণ এই দুঃসময়ে ইউরোপীয়দিগের প্রতি এইরূপ প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততা দেখাইয়াছিল। তাহারা আপনাদের চিরাভ্যস্ত প্রশান্তভাব হইতে বিচলিত হয় নাই, বিপ্লবে প্রমত্ত হইয়া ইউরোপীয়দিগের শোণিতে আপনাদের হস্ত কলঙ্কিত করে নাই বা বাহিরে সৌজন্য ও সদাচারের পরিচয় দিয়া, নৃশংসভাবে কৃতঘ্নতা দেখাইতে উদ্যত হয় নাই। তাহাদের স্বদেশীয়গণ যখন গভীর উত্তেজনায় অধীর হইয়াছিল, তখন তাহারা নিরীহভাবে আপনাদের বিদেশীয় প্রভুর কার্যসাধনে তৎপরতা প্রকাশ করিয়াছিল। যথাসময়ে নির্দিষ্ট বেতন পাইবে বলিয়া তাহারা যে কর্ম স্বীকার করিয়াছিল সে কর্ম সম্পাদনে তাহাদের কখনো ঔদাস্য দেখা যায় নাই। তাহারা উপস্থিত বিপ্লবকে জাতীয় সমুত্থান বলিয়া মনে করে নাই, বিপ্লবে উন্মত্ত স্বজাতীয়ের প্রতিও তাহারা সমবেদনা প্রকাশে উদ্যত হয় নাই, তাহারা অর্থের বিনিময়ে ভৃত্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল এবং যথাসময়ে নির্দিষ্ট অর্থ পাইয়া, বিদেশীয় প্রভুর প্রতি সন্তুষ্ট ও বিশ্বস্ত ছিল। তাহাদের এই নিত্য সন্তোষ বিলুপ্ত হয় নাই, তাহাদের এই ভৃত্যভাবও অবিশ্বস্ততা বা অশ্রদ্ধায় কলঙ্কিত হইয়া উঠে নাই।

কিন্তু ইউরোপীয়গণ এই বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত ভৃত্যদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন? যৎসামান্য অর্থের জন্য যাহারা এই ঘোর সঙ্কটকালে তাঁহাদের কার্য করিতেছিল, তাহারা কিভাবে কালযাপন করিত? এ বিষয়ে ইতিহাসের উত্তর বড়ই মর্মস্পর্শী, বড়ই হৃদয়ভেদী। ভারতবর্ষীয়গণ এ সময়ে তাহাদের ইউরোপীয় প্রভুদিগের সমক্ষে আদর ও যত্নের পাত্র বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। ইউরোপীয়গণ তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করেন নাই। তাহারা বিপদে অবসন্ন না হইয়া,

* *Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 604, note.*

বিপক্ষের ভ্রূকুটীতে দৃক্‌পাত না করিয়া, জীবনের মমতায় আকৃষ্ট না হইয়া, যেরূপে আপনাদের প্রভুদিগের কার্য সম্পাদন করিতেছিল, তাহাতে যদি প্রভুগণ তাহাদের সহিত স্নেহভাজন বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে ন্যায়পরতা এবং দয়া ও ধর্মের সম্মান রক্ষিত হইত। কিন্তু ইউরোপীয় প্রভুগণ এই বিশ্বস্ত ভৃত্যদিগের সহিত তাদৃশ ব্যবহার করেন নাই। তাঁহারা এ সময়ে সমগ্র ভারতবাসীকে নব-শ্বাপদ বলিয়া মনে করিতেছিলেন। যে কোনোরূপে হউক, এই শ্বাপদগুলির সংহারে তাঁহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। কোনো ভারতবর্ষীয় এসময়ে সৌজন্য প্রকাশ ও সদয় ব্যবহার করিলে তাঁহারা উহাকে হিংস্র পশুর ন্যায় বধ্য বলিয়াই মনে করিতেন। সুতরাং দিল্লীর শিবিরে ভারতবর্ষীয় ভৃত্যগণ প্রভুভক্তির বিনিময়ে বিরক্তি, শ্রদ্ধার বিনিময়ে অবিশ্বাস, সদয়ভাবের বিনিময়ে ঘোরতর কঠোর ব্যবহার, এবং যত্ন ও মমতার বিনিময়ে পদে পদে তাচ্ছিল্য ও দৌরাত্ম্যের নিদর্শন দেখিতে পাইতে ছিল। বর্ণনীয় ঘটনায় এইরূপ কঠোরতা ও নির্দয়ভাবের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। রন্ধনশালার বালকদিগের উপর সৈন্যসন্নিবেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে খাদ্যদ্রব্য লইয় যাইবার ভার ছিল। বিপক্ষদিগের অবিরত গুলিবৃষ্টির মধ্যেও তাহাদিগকে এই কার্য করিতে হইত। ইউরোপীয়গণ তাহাদের এই বিপদের বিষয় একবারও ভাবিতেন না। যাহারা তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন ও সজীবতা সম্পাদন জন্য যথাসময়ে খাদ্য-দ্রব্য আনিয়া দিত, তাহারা তাঁহাদের সমক্ষেই সর্বক্ষণ বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিত। কেবল ইহাই নির্দয়তা ও কঠোরতার একমাত্র দৃষ্টান্ত নহে। যাহারা এই বিপত্তিকালে আপনাদের জীবন তুচ্ছ করিয়া, নানাপ্রকার শ্রমসাধ্য কার্য করিত, শিবিরস্থিত ইউরোপীয়গণ তাহাদিগকে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা এবং প্রহার করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। একজন সহৃদয় ইংরেজ দিল্লীর অবরোধের ইতিহাসে লিখিয়াছেন,—'নিরন্তর যুদ্ধে ও হত্যাকার্যে আমাদের লোকে এরূপ নির্দয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহারা ভারতবর্ষীয়দিগের জীবন, অতি সামান্য জীবের জীবন অপেক্ষা অকিঞ্চিৎকর মনে করিত। অধিনায়কেরা সদুপদেশ বা সদৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদের চরিত্র-সংশোধনের চেষ্টা করিতেন না। তাহাদের কার্যকলাপ নরহিতৈষী ব্যক্তিদিগকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিত। এ সময়ে ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি যেরূপ প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশিত হইত, তাহা ইউরোপীয় লোকে সহজে বিশ্বাস করিবে না। যে সকল ভারতবর্ষীয় ভৃত্য অত্যাশ্চর্যরূপে বিশ্বস্ততা প্রকাশ করিয়াছে, অধিনায়কেরা তাহাদের প্রতি নিরতিশয় কঠোরতা প্রদর্শনে নিরস্ত থাকেন নাই। আমাদের লোকে তাহাদিগকে প্রহার করিয়াছে এবং তাহাদের প্রতি অসদ্ব্যবহারের একশেষ দেখাইয়াছে। ইংরেজ সৈনিকগণ কামান-রক্ষকদলের মধ্যে ভিস্তিদিগকে জল দিবার জন্য যুদ্ধের সময়ে আপনাদের পার্শ্বে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন। গোলার আঘাতে এই হতভাগ্যদিগের অনেকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহাদের প্রতি অপর সাধারণের অপেক্ষা অধিকতর দয়া প্রদর্শন করা উচিত ছিল। সহিস, ঘেসেড়া, ডুলি-বেহারাদিগের মধ্যে অনেকে আমাদের কার্য করিতে গিয়া আহত হইয়াছিল। ইহারা কয়েক মাস দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্র এবং রাত্রির দুরন্ত হিমের

মধ্যে অনাবৃত স্থানে পড়িয়া থাকিত। যাহারা দুই-একজন চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন ছিল, তাহাদিগকে একস্থানে পুরিয়া রাখিবার জন্যও চিকিৎসকেরা কয়েক গজ ক্যান্‌বিস্‌ অথবা একটি সামান্য পর্ণকুটীর বহুকষ্টে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল। দিল্লীর অধিকাংশ অধিবাসী আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিল। তথাপি সমগ্র অধিবাসীকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিবার উদ্দেশ্যে ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছিল। আমাদের বালকেরা পর্যন্ত শোণিত-পিপাসু হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদিগকে বলিতে শুনা যাইত যে, শিবিরস্থিত সমস্ত আরদালী ও পুরবিয়াদিগকে গুলি করা উচিত*।' যদিও এই গ্রন্থকার স্ব-প্রণীত গ্রন্থে আপনার নাম প্রকাশ করেন নাই, তথাপি ইনি বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন**। যাহাদের সদয় ব্যবহার, যাহাদের সৎকর্মশীলতা, এবং যাহাদের প্রভুভক্তির উপর ইউরোপীয়দিগের জীবন নির্ভর করিত, তাহারা সেই ইউরোপীয়দিগের হস্তেই এইরূপে নিগৃহীত হইয়াছিল। শান্তির সময়ে উদ্ধত ইউরোপীয়গণ আপনাদের ক্ষমতা দেখাইবার জন্য উদ্ধতভাবের পরিচয় দিতে পারিতেন। কিন্তু শান্তির সময় অতীত হইয়াছিল। সমগ্র ভারত প্রচণ্ড বিপ্লবে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। যে কোনো স্থানে একজন ইউরোপীয় ছিল, তাহারই জীবন সংশয়াপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং এতদ্দেশীয়দিগের বিশ্বস্ততা ও দয়াশীলতার উপরেই ইউরোপীয়দিগকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। সময় পরিবর্তিত হইয়াছিল, কিন্তু ইউরোপীয়দিগের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয় নাই। একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উপস্থিত বিষয়-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—'(শান্তির) সেই সময় পরিবর্তিত হইয়াছিল; কিন্তু আমরা সেই সময়ের সহিত পরিবর্তিত হয় নাই। আমাদের লৌহসদৃশ কঠোর প্রকৃতি এরূপ অনমনীয় ছিল যে, আমরা প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যে থাকিলেও উহার অবনতির উপক্রম দেখা যায় নাই। আমরা এরূপ অবাধ্য, এরূপ অসহিষ্ণু এবং এরূপ ভয়শূন্য যে, যাহাদিগকে আমরা ঘৃণা করি, তাহাদের হস্তই যে এ সময়ে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে, তদ্বিষয় আমরা কখনো লক্ষ্য করি নাই। যে বিপত্তি ও নিগ্রহ অপরের প্রকৃতি অনুন্নত ও নিস্তেজ করিতে পারে সেই বিপত্তি ও নিগ্রহের মধ্যে থাকিয়াও আমাদের জাতি সর্বদা কঠোরতাযুক্ত, দৃঢ়তাসম্পন্ন এবং অনমনীয় রহিয়াছিল। মানবের যাবতীয় বিচার-বিতর্ক এবং যুক্তিসত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে, যে কঠোরতা ও অসহিষ্ণুতা এ সময়ে আমাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারিত, তাহাই আমাদের জাতিকে নিরাপদে রাখিয়াছিল; যে দৃঢ়তা, অনমনীয়তা এবং আত্মনির্ভরের ভাব দেখিয়া আমাদের শত্রুদলের মহৎ ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন যে, ইংরেজরা কখনো পরাজিত হইতে জানে না, সেই দৃঢ়তা এবং সেই অনম্য-ভাব ও আত্মনির্ভরের শক্তি ভারতবর্ষীয়দিগের বিশ্বাস জন্মাইয়াছে যে, যদি এ দেশে একটি মাত্র শ্বেতপুরুষ থাকেন, তাহা হইলেও তিনি তাঁহার স্বজাতির জন্য এই সাম্রাজ্য পুনরায় লাভ করিতে

* *History of the Seige of Delhi. Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 605, note.*

** ***Kaye, Sepoy War, Vol. II. p. 605, note.***

পারিবেন। পরাধীন জাতির প্রতি এইরূপ ব্যবহারের বিষয় যাঁহারা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে উহার সমর্থন করা অসম্ভব হইলেও, এই সিদ্ধান্ত স্থির থাকিবে যে, এইরূপ শক্তির নিদর্শন আমাদের দুর্বলতার মধ্যেও আমাদিগকে শক্তিসম্পন্ন করিয়াছে* ।'

সহৃদয় ঐতিহাসিকের এই উক্তি অযথার্থ নহে। সর্বপ্রকার দৃঢ়তা সকল সময়েই মানুষকে অপরাজেয় ও অনমনীয় করিয়া রাখে। কিন্তু ইংরেজ একটি অধীন জাতির প্রতি নির্দয় ব্যবহার না করিয়াও, এইরূপ দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারিতেন। যখন বিপদ অনিবার্য হয়, জীবন যখন প্রতি মুহূর্তে সংশয়াপন্ন হইয়া উঠে, স্বকীয় প্রাধান্য ও ক্ষমতা যখন নিরন্তর চঞ্চল ভাবের পরিচয় দিতে থাকে, তখন দৃঢ়তাই মানুষকে সর্বপ্রকার বিঘ্ন-বিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু দৃঢ়তা ও নির্দয় ভাবের মধ্যে পার্থক্য আছে। পরাক্রান্ত শত্রুর আক্রমণকালে বা অন্য কোনো ঘোরতর বিপত্তির সময়ে ধীরতা ও সহিষ্ণুতার সহিত পরাক্রম প্রকাশ করা এবং যে কোনো রূপে হউক, বিপত্তিনাশের উপায় বিধান করা দৃঢ়তার লক্ষণ। শক্তিশালী ও সহায়সম্পন্ন শত্রু মুহুর্মুহুঃ আক্রমণ করিতেছে, প্রতি-আক্রমণে তাহাদের তেজস্বিতা ও বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে আত্মপক্ষের নিরন্তর ক্ষতি হইতেছে, অনেকেই রণক্ষেত্রে শয়ন করিতেছে, অনেকে আহত বা রুগ্ন হইয়া চিকিৎসকের আশ্রয় লইতেছে ; এইরূপ সঙ্কটকালে যিনি কোনোরূপে শত্রুর সমক্ষে অবনত না হন, কোনোরূপে জয়াশায় বিসর্জন না দেন, কোনোরূপে তেজস্বিতার সহিত পরাক্রম প্রকাশে নিরস্ত না থাকেন, তাঁহার সেই অনমনীয়ভাবেই তদীয় অসামান্য দৃঢ়তার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি এইরূপ বিপত্তিকালে স্বজাতি বা স্বদেশীয় ভিন্ন অপর সকলকে বিদ্বেষভাবে চাহিয়া দেখেন, বিপক্ষের স্বদেশবাসিগণ তাঁহার উপকারসাধনে উদ্যত থাকিলেও তিনি সদয় ব্যবহার করিতে বিমুখ হন এবং পদে পদে সেই সকল ব্যক্তিকে নিপীড়িত ও নিগৃহীত করিতে থাকেন। তাঁহার জীবন ঐ সকল লোকের শুশ্রূষার উপর সর্বাংশে নির্ভর করিলেও তিনি তাহাদের জীবনকে তৃণ বা লোষ্ট্রের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাঁহার এইরূপ উদ্ধত ভাবে, নির্দয় ব্যবহারে এবং অতি কঠোর প্রকৃতিতে তদীয় দৃঢ়তার নিদর্শন লক্ষিত হয় না। ইহাতে দৃঢ়তার পরিবর্তে প্রকৃতিগত ক্ষীণতা এবং অনমনীয় ভাবের পরিবর্তে অসৌজন্য এবং অশান্ত ভাব পরিস্ফুট হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, ইউরোপীয়গণ উপস্থিত সঙ্কটে এইরূপ অসৌজন্য ও অশান্ত ভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন, এবং দৃঢ়তার পরিবর্তে এইরূপ নির্দয়ভাব দেখাইয়া প্রকৃত বীরত্বের অবমাননা করিয়াছিলেন।

ফলতঃ এই সময় অনেক ইউরোপীয়ের জিঘাংসা এরূপ বলবতী হইয়াছিল যে, তাঁহারা সমগ্র ভারতবর্ষকে ভারতবাসিশূন্য করিতে পারিলে সন্তুষ্ট হইতেন। একজন ইউরোপীয় অফিসর মীরাট হইতে লিখিয়াছিলেন যে, ইউরোপীয় সৈনিকেরা কানপুর

* *Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 605-606;*

দিয়া যাইবার সময়ে পথে যে সকল এতদ্দেশীয়দিগকে দেখিয়াছে, তাহাদিগকে বিনষ্ট করাতে তিনি নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন*। আর একজন অফিসার লিখিয়াছেন,—'আমাদের সৈন্য যখন দিল্লীতে প্রবেশ করিবে, তখন দিল্লীর সমগ্র অধিবাসী যে মৃত্যুমুখে পাতিত হইবে, তদ্বিষয়ে বিশ্বাস করিবার বিশেষ কারণ আছে। অধিনায়কদিগের কেহই এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিতে পারিবেন না'**। যে সকল ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষ দিল্লী অধিকার করিতে আসিয়াছিল, তাহাদিগকে পদে পদে বিস্তর কষ্ট পাইতে হইত। বৃষ্টির জলে তাহাদের শিবির প্লাবিত হইয়াছিল। বিপক্ষের কামানের গোলার আঘাতে প্রতিদিন তাহাদের দলের কেহ-না-কেহ নিহত বা আহত হইতেছিল। নিদারুণ বিসূচিকায় অনেকের দেহাত্যয় ঘটিতেছিল। ইউরোপীয়েরা একেই সমগ্র ভারতবাসীকে আপনাদের পরম শত্রু বলিয়া মনে করিতেছিল, তাহার উপর এইরূপ অসহনীয় কষ্ট, এইরূপ ঘোরতর বিঘ্ন-বিপত্তিতে এবং দিবসের প্রচণ্ড উত্তাপ ও রাত্রির দুরন্ত হিমের মধ্যে এইরূপ নিদারুণ পরিশ্রম ও অশান্তিতে তাঁহাদের বিদ্বেষবহ্নি অধিকতর উদ্দীপিত হইয়া উঠে। তাঁহারা সমগ্র ভারতকে জনশূন্য করিতেই যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এইজন্য তাঁহারা কাহারও সহিত সদয় ব্যবহার করেন নাই, কাহাকেও সদয়ভাবে দেখেন নাই বা কাহারও কোনোরূপ অভাবমোচনে উদ্যত হন নাই। যাহারা তাঁহাদের এইরূপ অশান্তির সময়ে তাঁহাদের এইরূপ দুর্গতির মধ্যে, তাঁহাদেরই জন্য, বিবিধ কার্যে ব্যাপৃত ছিল, তাহারা দয়ার পাত্র বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ক্ষুধার সময়ে যাহারা অন্ন আনিয়া দিয়াছে; তৃষ্ণার সময়ে যাহারা জল দিয়া পিপাসা শান্তি করিয়াছে; আহত হইলে যাহারা স্কন্ধে বহন করিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়াছে; রুগ্ন হইলে যাহারা শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া, শুশ্রূষা করিয়াছে; যুদ্ধের সময়ে যাহারা বিবিধ যুদ্ধোপকরণের সংগ্রহে এবং বাহনাদির পরিচর্যায় যত্নশীলতার একশেষ দেখাইয়াছে; তাহারা সেই বিপন্ন প্রভুদিগের হস্তে সবিশেষ নিগ্রহ ভোগ করিয়াছে। স্যার্ জন লরেন্স প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট হইতে সাহায্য না পাওয়াতে অর্থাৎ সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যে ভৃত্যোচিত কর্ম করিবার লোক না থাকাতে ইউরোপীয়দিগের মৃত্যু ঘটিতেছে***। শুশ্রূষাকারী ভারতবর্ষীয়গণ নির্দয় প্রকৃতি ইউরোপীয়দিগের সঙ্গীন্ বা বন্দুকের গুলির আঘাতে, অথবা বিপক্ষীদিগের আক্রমণে দেহত্যাগ করাতেই যে, ইংরেজের শিবিরে লোকের অভাব হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেনাপতি উইল্‌সন্ ইউরোপীয়দিগের এইরূপ বলবতী জিঘাংসার জন্য আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, 'শিবিরের বহুসংখ্যক ভৃত্য ইউরোপীয় সঙ্গীন্ এবং বন্দুকের গুলির আঘাতে মৃত্যুমুখে পাতিত হইয়াছে। ইহা ব্রিগেডিয়ার উইল্‌সনের অবিদিত নাই।

* *Martin, Indian Empire, Vol. II. p. 436.*

** *Ibid Vol. II, p. 436.*

*** *Ibid, Vol. II, p. 436.*

তিনি নির্দেশ করিতেছেন যে, এইরূপ কঠোর ব্যবহারে সমগ্র সৈনিকদল নিরতিশয় শৃঙ্খলাশূন্য হইয়া পড়িবে। অধিকন্তু ইহাতে শিবিরস্থিত ভৃত্যাদিগের মধ্যে আতঙ্ক উপস্থিত হইবে। অনেকে আপনাদের সহযোগিদিগের এইরূপ শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া, শিবির ত্যাগ করিয়া যাইবে। কেহ কেহ ইহারই মধ্যে শিবির হইতে পলায়ন করিবার মানস করিয়াছে'*। গভীর উত্তেজনার সময়ে ইউরোপীয়েরা এইরূপে হিতাহিত বিবেচনায় বিসর্জন দিয়াছিল। একটি পরাধীন জাতিকে আপনাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত দেখিয়া তাঁহারা এরূপ উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, সেই জাতির যে সকল ব্যক্তি প্রাণপণে তাঁহাদের শুশ্রূষা করিতেছিল, সেই সকল ব্যক্তির জীবনও তাঁহাদের নিকটে অতি সামান্য বোধ হইয়াছিল। কিন্তু ইউরোপীয়দিগের এইরূপ উত্তেজনাতেও ভারতবর্ষীয়গণ আপনাদের দয়া ও ধর্মের পরিচয় দিতে বিমুখ হয় নাই। একদিকে যেমন নর-শোণিত পাত হইতেছিল, অপরদিকে সেইরূপ করুণার স্নিগ্ধভাবে নিপীড়িত ব্যক্তিগণ শান্তিলাভ করিতেছিল। নির্দয়-প্রকৃতি নর-হন্তার পার্শ্বে সদয়-প্রকৃতি, শান্তশীল, মানব-হিতৈষীর আবির্ভাব হইতেছিল। আপনাদের আত্মীয়গণের বিয়োগেই হউক, অথবা আপনাদের স্বজাতির দুর্দশা দর্শনেই হউক, ইউরোপীয়গণ যখন ভারতবর্ষীয়দিগকে সমূলে বিনষ্ট করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন সেই ভারতবর্ষীয়গণই আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও, তাহাদের অসহায় স্ত্রীপুত্রদিগকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। এই কার্যে তাহারা, উত্তেজিত সিপাহিদিগের কথায় ভীত হয় নাই; সিপাহিদিগের অঙ্গীকৃত পুরস্কারের লোভেও দয়াধর্মের অবমাননা করে নাই। এইরূপ মহৎ, এইরূপ গৌরবান্বিত হিতৈষণার পবিত্র ভাব, এইরূপ চির প্রশংসনীয় কার্যের দৃষ্টান্ত উপস্থিত যুদ্ধের ইতিহাসে দুষ্প্রাপ্য নহে। যে সকল ইউরোপীয় কুলকন্যা ও বালক-বালিকা বিভিন্নস্থান হইতে দিল্লীর শিবিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সরলহৃদয়ে এই মহৎ কার্যের পবিত্রভাব পরিব্যক্ত করিতে নিরস্ত থাকেন নাই। এ স্থলে একজনের বিষয় লিখিত হইতেছে:—গুরগাঁওতে সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া উঠিলে একটি ইংরেজ মহিলা আপনার শিশু পুত্রের সহিত নিরতিশয় সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হন। এই সময়ে তাঁহার স্বামী তথায় উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু নিকটবর্তী পল্লীবাসিদিগের যত্নে তিনি পুত্রের সহিত নিরাপদে থাকেন। পল্লীবাসিগণ এই নিরাশ্রয়া ও একান্ত বিপদ্‌গ্রস্তা মহিলাকে তিনমাস কাল, লুকাইয়া রাখিয়াছিল। এই তিনমাস কাল, তাহারা খাদ্যসামগ্রী দিয়া ইঁহার তৃপ্তি সাধন করিয়াছিল, ব্যবহার্য বস্ত্র দিয়া ইঁহার শীতাতপজনিত কষ্ট দূর করিবার উপায় করিয়া দিয়াছিল। উত্তেজিত সিপাহিরা তাহাদিগকে নানারূপ ভয় দেখাইয়াছিল, কিন্তু ইহাতেও তাহারা বিচলিত হয় নাই। সেই মহিলাকে বাহির করিয়া দিলে তাহারা পল্লীবাসিদিগকে এক শত টাকা পারিতোষিক দিবে বলিয়া, অঙ্গীকার করিয়াছিল, কিন্তু ঐ পারিতোষিকলোভেও পল্লীবাসিগণ দয়াধর্মে বিসর্জন দিয়া, সেই কুল-

* *Martin, Indian Empire. Vol. II, p. 436.*

কামিনীকে উক্ত নরদানবদিগের হস্তে সমর্পণ করে নাই। পরিশেষে একটি বৃদ্ধ পল্লীবাসী তাঁহাকে শিশুসন্তানের সহিত দিল্লীর শিবিরে পেঁছিয়া দেয়। এই মহিলা কৃতজ্ঞভাবে দয়াদ্র পল্লীবাসীদিগের সদ্ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিশু সন্তানটি যে পলিতকেশ বৃদ্ধের স্কন্ধে আরূঢ় ছিল, সেই বৃদ্ধের প্রতি সে নিরতিশয় স্নিগ্ধভাব প্রকাশ করিয়াছিল*।

আর-একটি ঘটনায় ইংরেজের শিবিরে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের একটি কৃষকতনয়ার পরাক্রমে অর্লিয়েঁ নামক নগরে ইংরেজ সৈন্য যেরূপ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়াছিল, দিল্লীতে ইংরেজদের শিবিরস্থিত সৈনিকেরা সেইরূপ একটি মুসলমান তনয়ার পরাক্রম দর্শনে বিস্মিত হইয়াছিল এই নারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও অশ্বে অধিষ্ঠিত হইয়া, ইংরেজ সৈন্য আক্রমণ করিয়াছিল। যুদ্ধে তাহার সবিশেষ সাহস প্রকাশিত হয়। উক্ত মহিলা শেষে অবরুদ্ধ হইলে সেনাপতি উইল্‌সনের আদেশে মুক্তিলাভ করে। তাহার আবির্ভাবে মুসলমান সৈন্য অধিকতর উৎসাহযুক্ত ও উত্তেজিত হইবে ভাবিয়া, কাপ্তেন হডসন্ তাহাকে পুনর্বার বন্দী করিতে পরামর্শ দেন। তদনুসারে এই নারী পুনর্বার অবরুদ্ধ ও অম্বালায় প্রেরিত হয়**। ইংরেজের শিবিরে এইরূপ জোনদার্কের আবির্ভাব উপস্থিত যুদ্ধের ইতিহাসে অল্প বিস্ময়কর ঘটনা নহে***।

এদিকে সমুন্নত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, সুশোভন রাজপ্রাসাদে যাহা ঘটিতেছিল, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনীয়। বৃদ্ধ মোগল সমগ্র হিন্দুস্থানের সর্বময় কর্তা বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নামে আদেশ প্রচারিত হইতেছিল, তাঁহার নামে ফিরিঙ্গিধ্বংসের নানারূপ অভাবনীয় প্রস্তাব দিল্লীর জনসাধারণের মধ্যে ঘোষিত হইতেছিল, তাঁহার নামে দরবারে ওমরাহ ও সেনাপতিদিগের কার্যপ্রণালী হইতেছিল। কিন্তু কার্যতঃ কোনো বিষয়ে তাঁহার কোনোরূপ ক্ষমতা ছিল না। বয়সের আধিক্যে তিনি যেরূপ শক্তিহীন, উত্তেজিত সিপাহিদিগের দলবৃদ্ধি ও প্রভাববৃদ্ধিতে সেইরূপ ক্ষমতাহীন হইয়াছিলেন। সিপাহিদিগের মতের বিরুদ্ধে কার্য করিতে তাঁহার কোনো ক্ষমতা ছিল না। নগরস্থিত, উত্তেজিত মুসলমানদিগের বিরুদ্ধাচারী হইতেও তাঁহার কোনোরূপ সাহস ছিল না। কৌতুকপ্রিয় জ্যোতির্বিদেরা তাঁহার সমক্ষে নির্দেশ করিতেছিল যে, নির্দিষ্ট দিনে সমগ্র ফিরিঙ্গী সমূলে বিনষ্ট হইবে। তিনি এই আশ্বাসবাক্যে বিমুগ্ধ হইতেছিলেন। তাঁহার যে প্রাসাদে এক সময়ে জনসাধারণ সহজে প্রবেশ করিতে পারিত না, সেই প্রাসাদ এখন বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত সিপাহিদিগের আরামস্থল হইয়াছিল। উহার একস্থান সিপাহিগণের অশ্বগুলির আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। স্থানান্তরে স্তূপীকৃত অস্ত্রশস্ত্রের ভাণ্ডারে পরিণত

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 436.*

** *Hudson, Twelve years in India. p. 259.*

*** *Greathed, Letters during the Seize of Delhi, p. 130.*

হইয়াছিল। স্থানবিশেষ পরিশ্রান্ত সিপাহিদিগের বিনোদ-গৃহ-স্বরূপ হইয়াছিল। এই সিপাহিদিগের গতিরোধে বৃদ্ধ ভূপতির কোনোরূপ ক্ষমতা ছিল না। ইংরেজের শিবিরের সকলে যখন পরস্পর একতাসম্পন্ন ও একবিধ কার্যপ্রণালীর বশবর্তী হইয়া বিপক্ষের ক্ষমতানাশে উদ্যত হইয়াছিল, তখন দিল্লীর প্রাসাদে সিপাহিগণ অনৈক্যে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন এবং মতের বিভিন্নতায় পরস্পর ভিন্নপথানুবর্তী হইতেছিল। ইহাদের প্রকৃত পরিচালক ছিল না। কেহ ইহাদের কর্তা হইয়া, ইহাদিগকে নির্দিষ্ট কার্য-সাধনে প্রবর্তিত করিতে সমর্থ ছিলেন না। দিল্লীর বৃদ্ধ ভূপতির নামে সমুদয় কার্য হইতেছিল বটে, কিন্তু আজ তাঁহার যে আদেশ বিজ্ঞাপিত হইতেছিল, কাল তাঁহার সেই আদেশের বিরুদ্ধাচরণ দেখা যাইতেছিল। আজ যে বিষয় কর্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হইতেছিল, কাল সেই বিষয়েরই বৈপরীত্য ঘটিতেছিল। নগরের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। মুসলমানগণ গোহত্যা করিতে উদ্যত হওয়াতে হিন্দুগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপে গোলযোগের শান্তি ছিল না। মহাজনদিগের দ্রব্যাদি নিরাপদ ছিল না। সিপাহিদিগের বিলুণ্ঠনপ্রবৃত্তি এরূপ বলবতী হইয়াছিল যে, দোকানদারেরা প্রায়ই দোকান রুদ্ধ করিয়া রাখিত। তাহারা সম্রাটের নিকটে অভিযোগ করিত। কিন্তু সম্রাট তাহাদের অভিযোগ শুনিয়া অনিষ্টের প্রতিকার করিতে পারিতেন না। বৃদ্ধ মোগলের পরিবর্তে উত্তেজিত সিপাহিরাই দিল্লীর সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিয়াছিল। আগ্রার কারাগার হইতে কয়েদিগণ বিমুক্ত হইয়া দলে দলে দিল্লীতে আসিয়াছিল। ইহাদের আবির্ভাবে নগর অধিকতর শৃঙ্খলাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। যে সকল ব্যক্তি যুদ্ধে আহত হইয়াছিল, তাহাদের শুশ্রূষার কোনোরূপ সুবন্দোবস্ত ছিল না। তাহাদের ক্ষতস্থানে নালী ধরাতে দুর্ভাগ্য আহতগণ অসহনীয় যাতনায় অধিকতর নিপীড়িত হইত। বেরেলীর গোলন্দাজদলের বখ্‌ত খাঁ নামক একজন সুবাদার দিল্লীর সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। উপস্থিত সময়ে ইহঁার বয়স ষাট বৎসর হইয়াছিল। ইহাঁর দৈর্ঘ্য প্রায় ছয় ফীট ছিল। ইহাঁর স্থূলতাও কম ছিল না। ইনি চল্লিশ বৎসর কাল কোম্পানির সৈনিকদলে কার্য করিয়াছিলেন। স্থূলতাপ্রযুক্ত অশ্বারোহণে তাদৃশ পটুতা না থাকিলেও ইনি সাধারণতঃ সামরিক কার্যে কুশল ছিলেন*। এই অতিদীর্ঘ, অতিস্থূল, সমরতত্ত্বজ্ঞ বর্ষীয়ান পুরুষ সেনাপতি হইলেও, সমগ্র সিপাহিদলে তাদৃশ প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন নাই। নীমচ হইতে যে সকল সিপাহী দিল্লীতে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা বখত খাঁকে সেনাপতি বলিয়া স্বীকার করে নাই। এদিকে ঘাউস খাঁ নামক অপর একজন সৈন্যাধ্যক্ষ বখত খাঁর বিরোধী হন। সেনাপতি সর্দার সিংহের সৈনিকদল বখত খাঁর ঔদাস্যপ্রযুক্ত দুইদিন বৃষ্টির মধ্যে থাকাতে উক্ত সেনাপতিও বখত খাঁর প্রতি একান্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন। এইরূপে প্রাসাদের প্রাচীরের মধ্যে পরিচালকগণ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া পড়েন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, কাপ্তেন হডসন্ বার্তাসংগ্রহ বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই বিভাগের রুজব

* *Cooper, Crisis in the Punjab, p. 201.*

আলি নামক একজন মীর মুন্সীর কৌশলে হাকিম আসান উল্লা খাঁ নামক ভূপতির এক প্রধান কর্মচারী সিপাহিদিগের সমক্ষে যেরূপ অবিশ্বস্ত বলিয়া পরিগণিত হন, সেরূপ আততায়ী বলিয়াও নিগৃহীত ও অপদস্ত হইয়া ওঠেন*।

নগরে খাদ্য ও পানীয়ের অভাব ছিল না বটে, কিন্তু ইংরেজের শিবিরের ন্যায় এখানেও বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। রোগাক্রান্তগণ যথানিয়মে ঔষধ পাইত না। এতদ্ব্যতীত নিরন্তর হাঙ্গামায় নগরবাসিগণ এরূপ নিপীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহারা কিয়ৎকালের জন্য ইংরেজের আধিপত্য বিলুপ্ত হওয়াতে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিল। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, সিপাহিগণের মধ্যে সদ্ভাব, সম্প্রীতি বা ঐক্য ছিল না। সমগ্র দলকে আপনার অধীন করিয়া সুপ্রণালীক্রমে পরিচালিত করিতে পারেন, এরূপ কোনো সেনাপতিও ছিলেন না। সিপাহিরা যে প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহা একটি প্রধান দুর্গস্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইত। দুর্ভেদ্য উন্নত প্রাচীর উহাকে নিরন্তর রক্ষা করিতেছিল। প্রশস্ত পরিখা উহাকে শত্রুপক্ষের দুরাক্রম্য করিয়া তুলিয়াছিল। উহার বহির্ভাগ যেমন পরাক্রান্ত বিপক্ষের আক্রমণজনিত বিঘ্ন-বিপত্তি দূরে করিবার জন্য উন্নত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত হইয়াছিল, উহার অন্তর্ভাগও সেইরূপ বিপক্ষকে বাধা দিবার জন্য বিবিধ যুদ্ধোপকরণে সজ্জিত ছিল। উহাতে রাশীকৃত গোলাগুলি ছিল। উহার এক স্থানে বারুদ যথানিয়মে রক্ষিত হইতেছিল। কামান সকল উহার যথাস্থানে সন্নিবেশিত ছিল। এতদ্ব্যতীত উহাতে প্রচুর খাদ্য, বহুসংখ্যক ঘোটক প্রভৃতি সৈনিকদিগের বলবৃদ্ধির জন্য রক্ষিত হইতেছিল। এই সকল সুবিধা থাকাতেও প্রকৃত পরিচালকের অভাবে সিপাহিরা নিরতিশয় ক্ষীণবল হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ কেহ শিবাস্তপোল আক্রমণের সহিত ইংরেজের দিল্লী আক্রমণের তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু ঘটনাবলীর পর্যালোচনা করিলে এই সাদৃশ্যের কোনো কারণ দেখা যায় না। শিবাস্তপোলের ন্যায় দিল্লীতে কোনো ইউরোপীয় যুদ্ধবীর ছিল

* ক্যাপ্তেন হড্‌সন্‌ বিবিধ স্থান হইতে সংবাদ সংগ্রহকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। স্যার হেন্‌রি লরেন্সের মীর মুন্সী রজ্জব আলি এ বিষয়ে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। এই চতুর মুন্সী নগরের সংবাদ আনিয়া দিতেন। একদা তিনি হড্‌সনের পরামর্শে হাকিম আসান উল্লা খাঁর নামে একখানি পত্র লিখেন। পত্রখানি এইভাবে লিখিত হয় যে, উহা সিপাহিদিগের হস্তে পড়িলে তাহারা যেন বুঝিতে পারে যে, হাকিম বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছেন। যদি উহা সিপাহিদিগের হস্তগত না হয়, তাহা হইলে হাকিম যেন বুঝিতে পারেন যে, ইংরেজের পক্ষাবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে একান্ত বিধেয়। ঘটনাক্রমে এই পত্র সিপাহিদিগের হস্তে পতিত হয়। তাহারা এই জন্য এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠে যে, হাকিমের আবাসগৃহ ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। হাকিম কোনোরূপে পলাইয়া, রাজপ্রাসাদে গিয়া বৃদ্ধ ভূপতির শরণাপন্ন হন।—*Martin, Indian Empire, Vol. II, pp. 434-35, note. Comp. Cooper, Crisis in the Punjab, pp. 206-207.*

না। শিবাজ্ঞ:পালের ন্যায় দিল্লী একটি পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যের যাবতীয় যুদ্ধোপকরণে বলসম্পন্ন হয় নাই। শ্রীরঙ্গপট্টম বা ভরতপুরের সহিতও উহার তুলনা হইতে পারে না। দিল্লীতে টিপুসুলতানের ন্যায় কোনো প্রসিদ্ধ রণকুশল ভূপতি, সুশিক্ষিত ও প্রভুভক্ত সৈনিকদলে পরিবেষ্টিত হইয়া, পরাক্রম প্রকাশপূর্বক আপনার রাজ্য-রক্ষার জন্য স্বকীয় দুর্গের দ্বারদেশে বীরশয্যায় শয়ন করেন নাই। দিল্লীতে জাঠদিগের ন্যায় বীরশ্রেষ্ঠগণও সাহস, বীরত্ব ও রণকৌশলের একশেষ দেখাইয়া আক্রমণকারী ইংরেজ সৈন্যকে বারংবার তাড়িত করে নাই। টিপুর সাহসে, জাঠদিগের পরক্রমে, শ্রীরঙ্গপট্টম ও ভরতপুর আক্রমণ ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে। অতীতদর্শী ঐতিহাসিক বোধহয় এই চিরপ্রসিদ্ধ ঘটনার সহিত দিল্লীর ঘটনার তুলনা করিতে অগ্রসর হইবেন না। অশীতিপর বৃদ্ধ মোগল দিল্লীর নামমাত্র ভূপতি ছিলেন। এই ভূপতির কিরূপ ক্ষমতা ও প্রাধান্য ছিল, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ বৃদ্ধ মোগলের মর্মস্পর্শী যাতনার বর্ণনা করিতে ত্রুটি করেন নাই*। ভারতে মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা নানারূপ বিঘ্ন-বিপত্তির মধ্যে থাকিয়াও, রসশালিনী কবিতার রচনায় আমোদ লাভ করিতেন। বাবর শাহের কবিতা রচনা ক্ষমতা তাঁহার সন্তানগণেও বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনেক সময়ে রসময়ী কবিতা মোগল ভূপতিদিগের চিত্ত-বিনোদনের অদ্বিতীয় উপায় ছিল। বৃদ্ধ ও অন্ধ শাহ আলম যখন আপনার নিদারুণ দুর্দশায় একান্ত সন্তপ্ত হইতেন, তখন তিনি কবিতার আলোচনা করিয়া এবং স্বয়ং কবিতা লিখিয়া শান্তি লাভ করিতেন। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহও আপনার এইরূপ দুর্দশায় একান্ত অধীর হইয়া, স্বরচিত কবিতায় গভীর মনোযাতনা প্রকাশ করিতেন। উত্তেজিত সিপাহিগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়াছিল, তাঁহার সমুদয় ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছিল। তাঁহার সুবিস্তৃত, রমণীয় প্রাসাদ সৈনিক-নিবাসে পরিণত করিয়াছিল, তাঁহার পরিবারের মধ্যে শান্তিসুখের ব্যাঘাত জন্মাইয়াছিল; তিনি এইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া কবিতায় বলিতেন :

> 'আমায় সৈনিকদলে করেছে বেষ্টন,
> নাহি শান্তি, নাহি হায়! স্থিরতা এখন।
> কেবল জীবন মাত্র রয়েছে আমার—
> তাহাও করিবে তারা অচিরে সংহার।'

উত্তেজিত সিপাহিদিগের সমাগমে বৃদ্ধ বাহাদুরের কিরূপ মর্মপীড়া হইয়াছিল, তাহা এই কবিতার পরিস্ফুট হইতেছে। আতঙ্কে, নৈরাশ্যে অধীর হইয়া, এক-একদিন তিনি দরবারগৃহে আমীর ওমরাহগণের সমক্ষে শ্বেতশ্মশ্রুগুচ্ছ উৎপাটিত করিতেন, এবং মস্তক হইতে উষ্ণীষ খুলিয়া উহা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে আপনার এইরূপ

* *Cooper, Crisis in the Punjab, pp. 212-13. Cave-Brown, Punjab and Delhi, Vol II, pp. 37-39, Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 439,*

দুর্দশার মূলীভূত ব্যক্তিকে অভিসম্পাত দিতেন* । এইরূপ অবস্থার মধ্যেও মোগলের প্রাসাদ নিরাশ্রয় ইংরেজদিগের আশ্রয়স্থল ছিল। তাঁহার পরিবারস্থ অনেককে এজন্য উত্তেজিত সিপাহিদিগের সমক্ষে লাঞ্ছিত হইতে হয়। মীর্জা মোগল নামক একজন রাজকুমার ইংরেজদিগের পক্ষ সমর্থন করাতে সৈনিক বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে বাধ্য হন** । মীর্জা হাজি নামক অন্য একটি রাজকুমার খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদিগকে লুকাইয়া রাখাতে সিপাহিদিগের নিরতিশয় বিরাগভাজন হন। বেগম জীনতমহল ইউরোপীয়-দিগের প্রাণরক্ষার চেষ্ঠা করাতে উত্তেজিত লোকের মধ্যে সাতিশয় নিন্দার পাত্রী হইয়া উঠেন*** ।

বৃদ্ধ বাহাদুর শাহের এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। তাঁহার আত্মীয়গণ এইরূপ বিপন্ন ইউরোপীয়দিগের জীবন রক্ষায় যত্নশীল হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয়তমা প্রণয়িনী, তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র বা পৌত্রগণ আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও এইরূপ মহৎ কার্যসাধনে সর্বদা উদ্যত ছিলেন। দুঃসহ মনোযাতনায় অধীর হইয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামায় একান্ত বিরক্তি ভোগ করিয়া, বাহাদুর শাহ পরিশেষে ইংরেজের হস্তে আত্ম-সমর্পণের সঙ্কল্প করেন। একদিন ইংরেজের শিবিরে সংবাদ প্রচারিত হয় যে, শাহ বাহাদুর শাহ—সমগ্র হিন্দুস্থানের সম্রাট—সন্ধিপ্রার্থী হইয়া লোক পাঠাইয়াছেন। তিনি সন্ধিস্থাপনের উদ্দেশ্যে এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, দিল্লীর প্রাসাদে ইংরেজের সৈন্যের প্রবেশের জন্য নৌ-সেতুর নিকটবর্তী সলিমগড়ের দরওয়াজা খুলিয়া দেওয়া যাইবে। তদীয় পূর্বতন রাজসম্মান রক্ষা করিয়া, তাঁহাকে যথানিয়মে পূর্বনির্দিষ্ট বার্ষিক বৃত্তি দিতে হইবে**** । বেগম জীনতমহল এবং দিল্লীর অনেক রাজকুমার ও ওমরাহগণ এইরূপ প্রস্তাবানুসারে সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাব স্যার জন্ লরেন্সের গোচর হইয়াছিল। কলিকাতায় গবর্নর জেনেরলের সমক্ষেও উহা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয় নাই। দুর্ভাগ্য বাহাদুর শাহেরও দুর্দশার অবসান ঘটে নাই।

---

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 439.*

** কেহ কেহ নির্দেশ করিয়াছেন, মীর্জা মোগল সিপাহিদিগের উৎসাহদাতা ছিলেন। *Holmes, Indian Mutiny, p. 364.*

*** *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 439.*

**** *Cave-Browne, Punjab and Delhi, Vol. II, p. 39.*

তৃতীয় অধ্যায়

পেশাবর

পেশাবর পরিত্যাগের প্রস্তাব – ঝেহলম ও শ্যালকোট—সেনানায়ক নিকল্‌সনের দিল্লীতে গমন—নজফগড়ের যুদ্ধ

নানাপ্রকার বিঘ্নবিপত্তিতে পরিবেষ্টিত হইয়াও, ইংরেজ সৈন্য দিল্লীর পুরোভাগে অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাহারা পঞ্জাব হইতে সাহায্য প্রাপ্তির আশা করিতেছিল; পঞ্জাবের প্রধান কমিশনরের উপর তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাহারা এই জন্য দিল্লী অধিকারের আশায় বিসর্জন দিয়া, স্থানান্তরে যাইতে উদ্যত হইল না। প্রধান কমিশনরও আপনার কর্তব্য পালনে উদাসীন থাকেন নাই। দিল্লী তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। যে কোনোরূপে হউক, উপস্থিত সময়ে দিল্লী অধিকার করা তিনি প্রধানতম কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছিলেন। এই কর্তব্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তিনি পঞ্জাব হইতে সাহায্যকারী সৈনিক-দল পাঠাইতে ত্রুটি করেন নাই। প্রধান কমিশনর যখন দিল্লীর চিন্তায় এইরূপ বিব্রত ছিলেন, তখন পঞ্জাবের আর-একজন প্রধান রাজকর্মচারী পেশাবরের ভাবনায় অস্থির হন। মে মাস অতীত হইতে-না-হইতে মেজর এড্‌ওয়ার্ডস স্যার জন্‌ লরেন্সের নিকটে লিখেন,—'হিন্দুস্থানের কার্য-প্রণালী এখন অপেক্ষাকৃত সুশৃঙ্খল হইয়াছে, পঞ্জাবও এখন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হইয়া উঠিয়াছে। এখন পেশাবরই প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হইতেছে। যদি পেশাবরে আমাদের প্রাধান্য অব্যাহত থাকে তাহা হইলে আমরা সকল স্থানে নিরাপদে থাকিব। যদি এইস্থান বিপন্ন হয়, তাহা হইলে সমগ্র পঞ্জাব আন্দোলিত হইতে থাকিবে।'

কিন্তু স্যার জন লরেন্সের দৃষ্টি অন্যদিকে ছিল। স্যার জন লরেন্স পেশাবরের বিষয় না ভাবিয়া, দিল্লীর বিষয়ই ভাবিতেছিলেন। দিল্লী ব্রিটিশ কোম্পানির হস্তচ্যুত হইয়াছিল। নানাস্থানের উত্তেজিত সিপাহি-দল উহার সমুন্নত প্রাচীরের মধ্যে সমবেত হইয়াছিল। উহার প্রশস্ত প্রাসাদ ব্রিটিশ কোম্পানির প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ লোকের আরামক্ষেত্র হইয়াছিল। সিপাহিরা উহার, বৃদ্ধ ভূপতিকে সমগ্র হিন্দুস্থানের সম্রাটের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, জনসাধারণের উত্তেজনা বৃদ্ধি করিয়াছিল। উহা সিপাহিদিগের অধিকৃত হওয়াতে লোকে ইংরেজদিগকে হীনবল ভাবিতেছিল। উহার প্রাধান্যলাভে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তেজিত ব্যক্তিগণ অধিকতর উৎসাহযুক্ত হইয়া দাঙ্গাহাঙ্গামায় লিপ্ত হইতেছিল। সুতরাং স্যার জন্‌ লরেন্স ভাবিতেছিলেন যে, ভারতে কোম্পানির প্রাধান্য স্থাপন দিল্লীর পুনরধিকারের উপরেই সর্বাংশে নির্ভর করিতেছে। ফ্রান্সের ক্যালে নগর যেমন ইংলণ্ডের মহারানী মেরির হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত ছিল, দিল্লীও সেইরূপ স্যার জন্‌ লরেন্সের মনোমন্দির সর্বাংশে অধিকার করিয়াছিল। মহারানী মেরি

অন্তিমকালে ক্যালে নগরের বিষয়ে যেরূপ বলিয়াছিলেন, স্যার জন্ লরেন্সও সেইরূপ বলিতে পারিতেন,—'যদি আমার দেহত্যাগ হয়, তাহা হইলে "দিল্লী" এই কথাটি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত দেখা যাইবে।' তিনি যখন দেখিলেন যে, দিল্লী অধিকার করা সময়সাপেক্ষ, তখন পঞ্জাবে যত সৈন্য সংগৃহীত হইতে পারে, তৎসমুদয়ই দিল্লীতে পাঠাইয়া দিতে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হইল। তিনি ৯ই জুন এড্ওয়ার্ডিসের নিকটে লিখিলেন,—'যদি সাহায্যের অভাবে দিল্লীর অবরোধকারীরা বিপদাপন্ন হয়, তাহা হইলে পেশাবরের ইউরোপীয় সৈন্য তাহাদের সাহায্যার্থে পাঠাইবার ইচ্ছা করিয়াছি। এ সময়ে পেশাবর রক্ষার জন্য আমীর দোস্ত মহম্মদের সহিত এরূপ বন্দোবস্ত হইবে যে, আমীর স্বকীয় সৈন্য দ্বারা পেশাবর রক্ষা করিবেন। তিনি যদি আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন, তাহা হইলে পেশাবর তাঁহাকে চিরকালের জন্য দেওয়া যাইবে।' স্যার জন্ লরেন্স এই বলিয়া লিপি শেষ করেন,—'পেশাবর রক্ষা করা আমার হৃদয়গত বাসনা। কিন্তু একটি বিষয় নিশ্চিত যে, যদি দিল্লীতে আমাদের কোনোরূপ বিপদ ঘটে, তাহা হইলে যে সকল সিপাহী আমাদের পক্ষে আছে, তাহাদের অধিকাংশ আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে।'

প্রধান কমিশনরের এই প্রস্তাব অবগত হইয়া, এড্ওয়ার্ডিস্ চমকিত হইলেন। সেনাপতি কটন এবং নিকল্সনও তাঁহার ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া উঠিলেন। পেশাবরকে তাঁহারা সমগ্র পঞ্জাবরক্ষার অদ্বিতীয় অবলম্বন বলিয়া মনে করিতেন। এই অবলম্বন নষ্ট হইলে সুবিস্তৃত পঞ্চনদ যে, অধঃপতিত হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এখন তাঁহারা প্রধান কমিশনরকে এবিষয়ে নিরস্ত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। দিল্লী অধিকার করা যে প্রয়োজনীয়, তাহা এড্ওয়ার্ডিস্ জানিতেন, কিন্তু পেশাবরই তাঁহার সর্বস্বের মধ্যে পরিগণিত ছিল। তিনি স্যার জন্ লরেন্সের নিকটে লিখিলেন, 'পেশাবর পঞ্জাবের নোঙর স্বরূপ, যদি এই নোঙর তুলিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে, সমগ্র জাহাজ সমুদ্রে আন্দোলিত ও নিমজ্জিত হইবে।' ইহার পর তিনি আমীর দোস্ত মহম্মদের বিশ্বস্ততায় সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। এ বিষয়ে প্রধান কমিশনরের মতের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য হইল না। তিনি স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিলেন,—'আমীর দোস্ত মহম্মদ যদি আমাদের হিতৈষী বন্ধু হন, তাহা হইলে তিনি মর্তলোকবাসী আফ্গান্ নন। ভারতে আমাদের অন্ন-জল উঠিয়াছে, এই ভাবিয়া, আমীর যদি আমাদের শত্রুপক্ষের অনুগমন না করেন, তাহা হইলে, তিনি দেবলোকবাসী দেবদূত। প্রস্তাবানুসারে কার্য হইলে, ইউরোপীয়েরা ফিরিয়া আসিতে পারিবে না। কাবুলের ঘটনা পুনর্বার আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িবে।'

এড্ওয়ার্ডিসের লিপি প্রধান কমিশনরের নিকটে উপস্থিত হইলে, প্রধান কমিশনর ধীরভাবে তাঁহার সহযোগীর যুক্তির পর্যালোচনা করিলেন। কিন্তু তিনি ঐ যুক্তির গুরুত্ব বুঝিয়াও, তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলেন না। এখনো দিল্লী তাঁহার চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া রহিল, এখনো তিনি পেশাবরে অধিকার স্থাপন অপেক্ষা

দিল্লী অধিকার করাই অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। ইহার কিছুদিন পরে দিল্লীতে বেরেলীর উত্তেজিত সিপাহিদলের উপস্থিতি-সংবাদ তাঁহার নিকটে পেঁাছিল। সংবাদ পাইয়াই, তিনি এড্ওয়ার্ডসের নিকটে টেলিগ্রাম করিলেন যে, যদি দিল্লীতে ইউরোপীয়দিগের অবস্থা অধিকতর মন্দ হয়, তাহা হইলে, তিনি পেশাবর সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা কার্যে পরিণত করিবেন। এবারেও কটন ও এড্ওয়ার্ডস নিরস্ত থাকিলেন না। তাঁহারা আবার আপনাদের যুক্তি-প্রদর্শনে উদ্যত হইলেন ; আবার প্রধান কমিশনরকে আপনাদের মতে আনিবার জন্য ধীরতা ও তেজস্বিতা সহকারে পেশাবর রক্ষার প্রয়োজনীয়তার নির্দেশ করিতে লাগিলেন। এড্ওয়ার্ডস আপনার হৃদয়ের আবেগ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিলেন,—'যদি সেনাপতি রীড আট হাজার সৈনিক পুরুষ লইয়া দিল্লী অধিকার করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি নয় হাজার বা দশ হাজার লইয়াও উহা অধিকার করিতে পারিবেন না। যদি আপনি পঞ্জাবে আমাদের প্রাধান্য অব্যাহত রাখেন, তাহা হইলে সমুদ্রতীরবর্তী স্থান হইতে ভারতবর্ষ পুনরধিকার করিবার সুবিধা করিয়া দিতে পারিবেন। মধ্য-ভারতবর্ষে যাহাই ঘটুক না কেন, যদি আমরা সমুদ্রতটবর্তী প্রধান নগর এবং এই সীমান্ত রাজ্য অধিকারে রাখি, তাহা হইলে আমাদিগকে কোনোরূপে অবনত হইতে হইবে না। আমাদের এই বিষয় লইয়া উভয়ের মধ্যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইয়াছে, এবং ইহা আমাদের নিজের বাড়িতে একটি হাঙ্গামাস্বরূপ হইয়াছে। এখন যাহাতে কাজ হয়, এরূপ রাজনীতির অনুসরণ করাই আপনার কর্তব্য। আপনি সেনাপতি রীডের সাহায্যার্থে যে সকল সৈন্য পাঠাইয়াছেন, তৎসমুদয় লইয়া যদি সেনাপতি দিল্লী অধিকার করিতে না পারেন, তাহা হইলে দিল্লী অধিকারের চেষ্টা না করাই ভালো*।'

এদিকে প্রধান কমিশনর গবর্নর জেনেরলকে উপস্থিত বিষয় জানাইলেন। সহযোগিদিগের সহিত মতবিরোধ ঘটিলেও তিনি ধীরতার সীমা অতিক্রম করেন নাই। তিনি ধীরভাবে সহযোগিদিগের কথার আলোচনা করিয়াছিলেন ; ধীরভাবে সমুদয় বিষয় গবর্নর জেনেরলকে জানাইয়াছিলেন ; এখন পূর্বের ন্যায় ধীরভাবে তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করিলেন। এই সময়ে কলিকাতা হইতে পত্রাদি পেঁাছিতে অনেক বিলম্ব হইত। সিপাহিদিগের সমুত্থানে সহজপথে সংবাদ আসিতে পারিত না। স্যার জন্ লরেন্স গবর্নর জেনেরলের উত্তরপ্রাপ্তির বিলম্ব দেখিয়া, আবার তাঁহার নিকট এই বিষয় লিখিলেন। কিন্তু এই পত্র পেঁাছিবার পূর্বেই গবর্নর-জেনেরল এড্ওয়ার্ডসের অনুকূলে উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রধান কমিশনরের মতানুসারে কার্য হইল না। আমীর দোস্ত মহম্মদ পেশাবর রক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারিলেন না। পেশাবর পঞ্চনদের সহিত সংযোজিত রহিল। উহাতে ইংরেজের প্রধান্য পূর্বের ন্যায় অক্ষুণ্ণ থাকিল।

* *Kaye, Sepoy War, Vol II, pp. 614, 616.*

দিল্লী অধিকারের জন্য পেশাবর ত্যাগের প্রস্তাব এইরূপে পরিত্যক্ত হইল। স্যার জন্ লরেন্স উপস্থিত বিষয় যেরূপ অভিনিবেশের সহিত ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন, বোধহয়, আর কেহই সেরূপ দেখেন নাই। জুন এবং জুলাই মাসে দিল্লীর ইংরেজ সেনানায়কেরা যেরূপ বিপন্ন, যেরূপ দুর্দশাগ্রস্ত, যেরূপ বিঘ্নবাধায় পরিবেষ্টিত হইয়া, কাতরভাবে মর্মভেদী কথা স্যার জন্ লরেন্সকে জানাইয়াছিলেন, তাহাতে প্রধান কমিশনরের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই বলহীন ও বিপন্ন সৈনিকদিগের বলবৃদ্ধি করা কেবল তাঁহার উপরেই নির্ভর করিতেছে। এই বিষয়ে অমনোযোগী হইলে, তাঁহাকে একটি গুরুতর ও প্রধান কর্তব্যের অপালন-জনিত-পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। পেশাবর পরিত্যাগ করিলে যে, অনিষ্ট ঘটিবে, তাহা তিনি জানিতেন, কিন্তু দিল্লী অধিকারে নিরস্ত হওয়া এবং পেশাবর পরিত্যাগ করা, এই দুইয়ের অনিষ্টকারিতার তুলনা করিয়া, তিনি প্রথমটিকেই অধিকতর অনিষ্টকর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। দিল্লী হিন্দুস্থানের উত্তেজিত সিপাহিগণের বসতিস্থল হইয়াছিল। বৃদ্ধ মোগল-ভূপতির নামে ইংরেজদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েই ফিরিঙ্গি বিনাশের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণ দিল্লীতে মোগলের পুনরাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া, ইংরেজদিগকে হীনবল বলিয়া মনে করিতেছিল। সুতরাং এসময়ে দিল্লী অধিকার করা কর্তৃপক্ষের নিকটে অধিকতর সঙ্গত বোধ হইয়াছিল। ইংরেজ সৈনিকেরা দিল্লী অবরোধ করিতে গিয়া আপনারাই অবরুদ্ধের মতো রহিয়াছিল। সপ্তাহের-পর-সপ্তাহ, মাসের-পর-মাস অতিবাহিত হইতে লাগিল, কিন্তু অবরোধকারিদিগের অবরুদ্ধভাব ঘুচিল না। তখন সকলের দৃষ্টি এই সৈনিক-দলের উপর নিপতিত হইল। সকলেই মনে করিল যে, এইবার ইংরেজের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইল। সিপাহিদিগের পরাক্রমে ইংরেজের পরাক্রম বিনষ্ট হইয়া গেল। মোগলের বিজয়পতাকা আবার ভারতে উড্ডীন হইল। ভারতবর্ষীয়গণ যখন এইরূপ চিন্তাতরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছিল, এইরূপ ভাবনাপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন স্যার জন লরেন্স স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি চিরপ্রিয় পেশাবরের মমতায় বিসর্জন দিয়া, দিল্লীতেই আপনাদের বলবৃদ্ধি করিতে উদ্যত হইলেন। সময় ও অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, তাঁহার এই কার্য ইতিহাসে নিন্দনীয় হইতে পারে না। তিনিও অদূরদর্শিতা বা অসমীক্ষ্যকারিতায় কলঙ্কিত হইতে পারেন না। স্যার জন্ লরেন্স পেশাবর পরিত্যাগের প্রস্তাব করিলেও তত্রত্য ইউরোপীয়দিগকে বিপন্ন করিতে উদ্যত হন নাই। তিনি ইউরোপীয় বালক-বালিকা ও কুলমহিলাকে সিন্ধুনদের এপারে আনিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

নববিজিত পঞ্জাব রাজ্য যদিও সাধারণতঃ প্রশান্তভাবে ছিল, তথাপি উহার স্থানে স্থানে অশান্তির চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। স্থানান্তরের উত্তেজিত সিপাহিদিগের ন্যায় পঞ্জাবের কোনো কোনো সিপাহিদলও ব্রিটিশ কোম্পানির বিপক্ষ হইয়া উঠে। এই উত্তেজনায় ঝেলম্ ও শ্যালকোটে বিপ্লব সংঘটিত হয়।

ঝেহলম্ বা বিতস্তার তীরবর্তী সৈনিক-নিবাসে ১৪ গণিত সিপাহিদল অবস্থিতি করিতেছিল। স্যার জন্ লরেন্স যখন দিল্লীর ঘটনায় বিব্রত ছিলেন, তখন ইহারা সাতিশয় উত্তেজিত হওয়াতে, তিনি ইহাদের নিরস্ত্রীকরণের জন্য কতিপয় ইউরোপীয় সেনা ও কামান পাঠাইয়া দেন। কর্নেল এলিস্ এই সৈনিকদলের অধ্যক্ষ হন। প্রধান কমিশনর নিরস্ত্রীকরণের যে প্রণালী নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন, কর্নেল তদনুসারে কার্য করেন নাই। এইরূপ কার্যে সিবিল কর্মচারী অপেক্ষা সৈনিক কর্মচারীরই অধিকতর অভিজ্ঞতা আছে মনে করিয়া, তিনি স্বকৃত প্রণালী অনুসারে কার্য করিতে উদ্যত হন। ঈদৃশ বিষয়ে সেনানায়কের এই অভিমান বিস্ময়কর নহে। ঝেহলমের সিপাহিরা যখন আপনাদের সৈনিক-নিবাসের অপর দিকের ভূমিতে ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষদিগকে শ্রেণীবদ্ধ হইতে দেখিল, তখন অবশ্যম্ভাবী ঘটনা জানিতে তাহাদের কালবিলম্ব হইল না। তখন তাহাদের প্রভুভক্তি, প্রভুর প্রতি বিশ্বাস, প্রভুর আদেশ-পরতন্ত্রতা সমস্তই অন্তর্হিত হইল। তাহারা অধিনায়কদিগের আদেশ বা আগ্রহপূর্ণ উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া, আপনাদের বন্দুক ভরিতে লাগিলেন। অধিনায়কেরা দেখিলেন যে, অধীন সৈনিক-দলের উপর তাঁহাদের ক্ষমতা অন্তর্হিত হইয়াছে। মুহূর্ত কাল পূর্বে যাহারা তাঁহাদের বিনা আদেশে একপদও অগ্রসর হইত না, তাহারা এখন স্বপ্রধান হইয়া আত্মপরাক্রম-প্রকাশের চেষ্টা করিতেছে। ইহাতে সেনানায়কদিগের যুগপৎ বিষাদ ও আতঙ্ক উপস্থিত হইল। সেনানায়কেরা আর আপনাদের সৈনিকদিগের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতে সাহসী না হইয়া, নিরাপদ হইবার জন্য ইউরোপীয় সৈনিক-দলে গমন করিলেন। সিপাহীরা অতঃপর সৈনিক-নিবাসস্থিত, প্রশস্ত ইষ্টকালয়ে সমবেত হইল। কেহ আপনাদের মৃন্ময় কুটীরে গিয়া ইউরোপীয় সৈনিকদিগের কার্য দেখিতে লাগিল। এ দিকে ইউরোপীয় সৈন্য একবারে সিপাহিদিগের মধ্যে গিয়া পড়িল। ইংরেজপক্ষের মুলতানী অশ্বারোহিগণ এসময়ে সবিশেষ সাহস ও বিক্রমের পরিচয় দিতে লাগিল। কিন্তু সিপাহিদিগের গুলিবৃষ্টিতে তাহারাও স্থির থাকিতে পারিল না। ইউরোপীয় সৈন্য কামান সন্নিবেশিত করিয়া গোলাবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু নিকটবর্তিতা-প্রযুক্ত সিপাহিদিগের বন্দুকের গুলিতে যেরূপ ফল হইতে লাগিল, ইংরেজের কামানে সেরূপ ফলোদয় হইল না। সিপাহিদিগের নিরন্তর গুলিবৃষ্টিতে ইংরেজ-সৈন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। সিপাহিরা যখন এইরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিতেছিল, অবিশ্রান্ত গুলি বৃষ্টিতে যখন ইংরেজের কামানের কার্য বিফল করিয়া ফেলিতেছিল, এবং অশ্বারোহিদিগকে নিদারুণ অস্ত্রাঘাতে যখন উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল, তখন ব্রিটিশ পদাতিকগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। ইহাদের আক্রমণ ব্যর্থ হইল না। সিপাহিদিগের অধ্যুসিত ইষ্টকালয় অধিকৃত হইল। সিপাহিরা মৃন্ময় কুটীর পরিত্যাগ পূর্বক গোলাবৃষ্টির মধ্যে সেনা-নিবাসের বামপার্শ্বস্থিত পল্লীতে প্রবেশ করিল।

এই সময় মধ্যাহ্নকালের প্রচণ্ড সূর্য চারিদিকে যেন অগ্নিবৃষ্টি করিতেছিল। ইংরেজ-সৈন্য অসহনীয় উত্তাপে নিরতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাহাদের একজন

অধিনায়ক সাংঘাতিকরূপে আহত হওয়াতে রণস্থল হইতে অপসারিত হইয়াছিলেন। আর একজন উত্তেজিত সিপাহিদিগের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত অনেক সৈনিক-পুরুষ ও যুদ্ধাশ্ব রণক্ষেত্রশায়ী হইয়াছিল। ইংরেজপক্ষের সৈনিকগণ রাত্রি দ্বিপ্রহর হইতে পরদিন মধ্যাহ্ন পর্যন্ত সামরিক কার্যে নিয়োজিত থাকাতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং এ সময়ে স্বভাবের নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না। পরিশ্রান্ত সৈনিকেরা কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতে অনুমতি পাইল। কিয়ৎকালের জন্য উত্তেজিত সিপাহিদিগের সহিত যুদ্ধে নিরস্ত থাকিয়া, তাহারা ঘোরতর পরিশ্রম-জনিত-অবসন্নতা দূর করিতে উদ্যত হইল। অপরাহ্ণ চারিটার সময়ে তাহারা সিপাহিদিগের অধ্যুসিত পল্লী আক্রমণ করিবার আদেশ পাইল। এ সময়েও প্রচণ্ড উত্তাপ ছিল। এই উত্তাপে ইংরেজ-সৈন্য সিপাহিদিগের অভিমুখে অগ্রসর হইল। সিপাহিরা বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া, তাহাদের প্রতি মুহুর্মুহুঃ গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। ইউরোপীয় সৈন্যের সহিত কামান ছিল। কিন্তু বিপক্ষগণ অধিকতর নিকটবর্তী থাকাতে কামান তাদৃশ কার্যকর হইল না। পক্ষান্তরে সিপাহিদিগের গুলিতে ইউরোপীয়দিগের বিস্তর ক্ষতি হইতে লাগিল। ইউরোপীয়গণ বিপক্ষের গুলিবৃষ্টি নিরুদ্ধ করিতে না পারিয়া পশ্চাৎ হটিয়া গেল। তাহাদের একটি কামান সিপাহিদিগের হস্তগত হইল। সিপাহিগণ এই কামানের সাহায্যে পশ্চাদ্ধাবিত ইউরোপীয়দিগের উপর গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। সিপাহিরা এই যুদ্ধে নিরতিশয় তেজস্বিতা দেখাইয়াছিল। তাহারা আপনাদের সন্নিবেশ স্থল হইতে একপদও বিচলিত হয় নাই। তাহাদের পরাক্রমে ইংরেজ-সৈন্যকে পরাজিত হইয়া, পশ্চাৎ হটিয়া যাইতে হয়।

ইংরেজ-সৈন্য এইরূপে বিপক্ষ সিপাহিদিগের পরাক্রমে হটিয়া গেল। সেই দিন আর তাহারা অগ্রসর হইল না। পরদিন ঊষাকালে আবার যুদ্ধের আয়োজন হইল। উভয় পক্ষ যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া, বিস্তৃত ক্ষেত্রে সমবেত হইতে লাগিল। কিন্তু সূর্যোদয় হইলে বিপক্ষ সিপাহিরা আপনাদের স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল। যুদ্ধে ইহাদের অনেকে দেহত্যাগ করিয়াছিল, কেহ কেহ বিতস্তায় নিমজ্জিত হইয়াছিল, কেহ কেহ কাশ্মীররাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, কেহ কেহ পুলিশের হস্তে নিপতিত হইয়াছিল। গবর্নমেণ্ট ইহাদের প্রত্যেকের জন্য ত্রিশ টাকা পারিতোষিক দিবার ঘোষণা করিয়াছিলেন। যাহারা কাশ্মীরে গিয়াছিল, তত্রত্য কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে ইংরেজ-রাজপুরুষদিগের হস্তে সমর্পণ করেন। কামানের গোলায় তাহাদের দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এইরূপে ঝেহলমের ঘটনার পরিসমাপ্তি হয়। সিপাহিদিগের দল বিচ্ছিন্ন এবং তাহাদের অনেকে মৃত্যুমুখে পাতিত হইলেও, প্রধান কমিশনর সন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। ইংরেজ-সেনানায়ক যে ভাবে আপনার কার্য করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রধান কমিশনরের বিরক্তির একশেষ হইয়াছিল। ঝেহলমের ঘটনায় ব্রিটিশ সৈন্যের বীরত্বগৌরব অক্ষুণ্ণ ও সামরিক শৃঙ্খলা অব্যাহত থাকে নাই। সহজ কথায়, ব্রিটিশ কোম্পানির অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্য একদলের কতকগুলি সিপাহির পরাক্রমে পরাজিত হইয়াছিল।

শ্যালকোট ঝেহলমের ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত। পঞ্জাবের অন্যান্য সৈনিক স্টেশনের মধ্যে শ্যালকোট একটি প্রধান স্টেশন। শান্তির সময়ে এস্থানে বহুসংখ্যক ইউরোপীয় সৈন্য অবস্থিতি করিত। সুবিস্তৃত সেনানিবাস, বৃহৎ অট্টালিকা, মনোহর উদ্যান প্রভৃতিতে শ্যালকোট সুশোভিত ছিল। ইউরোপীয়দিগের অনেকগুলি উপাসনামন্দির এইস্থানে তাঁহাদের প্রাধান্যের পরিচয় দিতেছিল। ইউরোপীয়গণ শান্তির সময়ে প্রিয়তমা প্রণয়িনী ও স্নেহাস্পদ সন্তানগণের সহিত এইস্থানের সুসজ্জিত গৃহে নিরুদ্বেগে অবস্থিতি করিতেন; সুরম্য উদ্যানে পরিভ্রমণ করিয়া আমোদিত হইতেন; উপাসনামন্দিরে উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরের আরাধনায় নিবিষ্টচিত্ত থাকিতেন। এইরূপে শ্যালকোট তাঁহাদের শান্তি, তাঁহাদের আমোদ এবং তাঁহাদের সুখের স্থান ছিল। ১৮৫৭ অব্দের প্রারম্ভে শ্যালকোটের ইউরোপীয়দিগের মধ্যে এই সুখ, শান্তি ও আমোদের কোনোরূপ ব্যাঘাত জন্মে নাই। মে মাসের প্রারম্ভে সিপাহিদিগের মধ্যে একটি অমূলক জনরব প্রচারিত হয় যে, ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন হইতে তাহাদের জাতিনাশ করিবার জন্যে আদেশ প্রচারিত হইয়াছে॥ এই জনরবে তাহারা উত্তেজিত হইলেও উচ্ছৃঙ্খলভাবের পরিচয় দেয় নাই, বা ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র সঞ্চালন পূর্বক তাহাদিগকে বিপদাপন্ন করিয়া তুলে নাই। শ্যালকোটে যে সকল ইউরোপীয় সৈন্য ছিল, তাহারা দিল্লীতে যাইবার জন্য সেনানায়ক নিকলসনের দলভুক্ত হয়। এতদ্ব্যতীত ৫২ ও ৩৫ গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিকদল এবং ৯ গণিত অনিয়মিত অশ্বারোহিদলের একাংশ নিকলসনের সৈনিকদলে প্রবেশ করে। সুতরাং শ্যালকোটে কেবল ৯ গণিত অশ্বারোহিদলের অবশিষ্টাংশ এবং ৪৬ গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিকদল থাকে। ব্রিগেডিয়ার ব্রিণ্ড উপস্থিত সময়ে শ্যালকোটের সৈনিক-নিবাসের অধ্যক্ষ ছিলেন। শিখযুদ্ধে ইঁহার কার্যতৎপরতা পরিস্ফুট হইয়াছিল। ইহাঁর স্থূলোন্নত কলেবর তেজস্বিতা ও সাহসের আশ্রয়স্থল ছিল। ইনি শ্যালকোটের ন্যায় একটি প্রধান স্টেশন ইউরোপীয় সৈনিকশূন্য করিবার একান্ত বিরোধী ছিলেন; অন্ততঃ দুইশত পঞ্চাশ সৈন্য এস্থলে রাখিতে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাঁর অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই। কর্তৃপক্ষ ইহাঁকে নিরাপদ হইবার জন্য এতদ্দেশীয় সৈনিকদিগকে নিরস্ত্র করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি নিরস্ত্রীকরণে উদ্যত হন নাই। ইহাঁর বিশ্বাস ছিল যে, এতদ্দেশীয় সৈনিক-পুরুষগণ সহসা তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবে না। নিরস্ত্রীকৃত হইলে বরং তাহারা সমধিক উত্তেজিত হইয়া উঠিবে। ব্রিগেডিয়ার ইহা ভাবিয়া, সশস্ত্র সৈনিক-নিবাসে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ শেষ হইলে শ্যালকোটের ইউরোপীয়দিগের কেহ কেহ ঝেহলমের ঘটনা অবগত হইলেন। সংবাদ যখন ইউরোপীয়দিগের গোচর হয়, তখন তত্রত্য সিপাহিগণ উহা জানিতে পারে নাই। ঝেহলমও শ্যালকোটের মধ্যে সংবাদ-গমনাগমনের পথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল, যেহেতু গবর্নমেন্ট শ্যালকোট ও ঝেহলমের মধ্যবর্তী ইরাবতী ও বিতস্তার সেতু ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু পথ অবরুদ্ধ হইলেও সিপাহিদিগের নিকটে সংবাদ আসিতে বিলম্ব হইল না। উপস্থিত সময়ে

ভারতবর্ষের সমগ্র প্রধান স্থানগুলি যেন, সিপাহিদিগের সমক্ষে একীভূত হইয়াছিল। স্থানগুলি পরস্পর দূরবর্তী বা নিকটবর্তী হউক, তৎসমুদয়ে গমনাগমনের পথ অবরুদ্ধ বা বিমুক্ত থাকুক, সিপাহিগণ যে কোনো স্থানে অবস্থিতি করিত, সেই স্থানে থাকিয়াই, তাহারা অন্যান্য স্থানের সংবাদ জানিতে পারিত। ঝেহলমের ঘটনার অব্যবহিত পরে উহার সংবাদ শ্যালকোটের সিপাহিদিগের নিকটে উপস্থিত হইল। ৯ গণিত অশ্বারোহিদলের যে সকল সিপাহী দিল্লীগামী সৈনিক-দলে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের দুই-একজন অমৃতসর হইতে ছুটি লইয়া আসে। ইহারা ঝেহলমের ১৪ গণিত সিপাহিদিগের কথা শ্যালকোটের সহযোগিদিগের মধ্যে প্রকাশ করে।

সহযোগীর কথায় শ্যালকোটের সিপাহিগণ সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। দিল্লীগামী সৈনিক-দল অমৃতসরে উপস্থিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ তাহারা শ্যালকোটে উপস্থিত হইবে। তাহাদের উপস্থিতিতে শ্যালকোটের সিপাহিদিগকে নিরস্ত্রীকৃত করিতে হইবে। এই আশঙ্কায় শ্যালকোটের সিপাহিগণ অধিকতর বিচলিত হইল। এদিকে তাহারা জানিতে পারিল যে, দিল্লীর মোগল ভূপতির পত্র লইয়া, একজন সংবাদ-বাহক উপস্থিত হইয়াছে। এই পত্রদ্বারা বৃদ্ধ মোগল ভূপতি তাহাদিগকে দিল্লীতে যাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। সুতরাং তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। ৮ই জুলাই রাত্রিতে তাহারা আপনাদের কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করিল এবং ফিরিঙ্গিগণ কোনোরূপে কোনো-দিকে পলায়ন করিতে না পারে, তাহার উপায়বিধানে সচেষ্ট হইল। এখন তাহাদের বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তি দূরীভূত হইল; তাহারা এখন ফিরিঙ্গীর শোণিতপাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল। শ্যালকোটের হতভাগ্য ইউরোপীয়দিগের অদৃষ্টচক্র নিম্নগামী হইল।

পরদিন প্রাতঃকালিক তোপধ্বনি হইবার পূর্বে সিপাহিগণ সজ্জিত হইয়া, পূর্ব সঙ্কল্প অনুসারে কার্যারম্ভ করিল। এই সময়ে তাহাদের "দীন্ দীন্" রবে চারিদিক পূর্ণ হইল। ইউরোপীয়েরা এই বিকট রবে সসম্ভ্রমে শয্যা হইতে উত্থিত হইল। এই অশ্রুতপূর্ব কোলাহলের কারণ জানিতে আর বিলম্ব হইল না। অফিসরগণ তাড়াতাড়ি অশ্বে আরোহণ করিয়া, কাওয়াজের ক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হইলেন। ৯ গণিত অশ্বারোহিদল ঐ সময়ে যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া অশ্বে আরোহণ করিয়াছিল। ৪৬ গণিত পদাতিকদল অস্ত্রপরিগ্রহ পূর্বক ভয়ঙ্কর কার্যসাধনে উদ্যত হইয়াছিল। ইউরোপীয়গণ সহসা এইরূপ বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত হইলেন। তাঁহাদের কোনোরূপ ভালো বন্দোবস্ত ছিল না। এদিকে তাঁদের কুলকামিনী ও শিশুসন্তানদিগের সংখ্যা অধিক ছিল। কোনো ইউরোপীয় সৈন্য এ সময়ে তথায় উপস্থিত ছিল না। সুতরাং তাঁহারা উত্তেজিত সিপাহিদিগের গতিরোধে একান্ত অসমর্থ হইলেন। শ্যালকোটে শিখসর্দার তেজ সিংহের একটি বাটী ছিল। উহা পুরাতন দুর্গ নামে কথিত হইত। এখন ঐ দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করা ব্যতীত ইউরোপীয়দিগের আর কোনো উপায় রহিল না। কেহ কেহ নিরাপদে ঐ দুর্গে উপনীত হইলেন। কেহ কেহ যাইতে যাইতে পথে সিপাহিদিগের অস্ত্রাঘাতে আত্মবিসর্জন করিলেন। এই সময়ে উত্তেজিত লোকে যেরূপ

জিঘাংসার পরিচয় দিয়াছিল, কেহ কেহ সেইরূপ দয়া ও কোমলতা দেখাইয়াও, ইউরোপীয়দিগকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিল। একজন ইউরোপীয় সেনানায়ক ব্রিগেডিয়ারের নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে তাড়াতাড়ি পুরাতন দুর্গে পলাইতে কাহলেন, কিন্তু বৃদ্ধ ব্রিগেডিয়ার প্রথমে সম্মত হইলেন না। শেষে সহযোগিদিগের একান্ত অনুরোধে অশ্বারোহণে পুরাতন দুর্গে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাঁহার নিস্কৃতি-লাভ হইল না। উত্তেজিত অশ্বারোহী সিপাহিগণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। তাহাদের একজনের পিস্তলের গুলিতে বর্ষীয়ান বীরপুরুষ পশ্চাদ্দেশে সাংঘাতিকরূপে আহত হইলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারিগণ তাঁহাকে তদবস্থায় দুর্গে লইয়া গেলেন। ৪৬ গণিত পদাতিকদলের একজন ইউরোপীয় অধিনায়ক, স্ত্রী ও সন্তানগণের সহিত শকটারোহণে সৈনিক-নিবাস হইতে দুর্গে যাইতেছিলেন, দুর্গপ্রাচীরের নিকটে উপস্থিত হইলে কতিপয় উত্তেজিত সিপাহী তাঁহার গাড়ি পরিবেষ্টন করিল। সিপাহিগণ তাঁহাকেই আক্রমণ করিয়াছে দেখিয়া, তিনি গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। অমনি সিপাহি-দিগের নিক্ষিপ্ত গুলিতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। কিন্তু সিপাহিগণ তাঁহার পত্নীর ও সন্তানগণের কোনোরূপ অনিষ্ট করিল না। তাঁহারা নিরাপদে দুর্গে উপনীত হইলেন। চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষও এইরূপে নিহত হইলেন। তিনি যে গাড়িতে ছিলেন, সেই গাড়িতে তাঁহার স্ত্রী এবং অপর একটি ইউরোপীয় মহিলা আপনার সন্তানগণের সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন। মহিলাদ্বয় আক্রমণকারিদিগের নিকটে দয়া ভিক্ষা করিলেন। আক্রমণকারিগণ তাঁহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শনে বিমুখ হইল না। তাহারা কহিল যে, সাহেব লোকই তাহাদের আক্রমণের বিষয়, অপর কাহারও প্রতি অস্ত্রাঘাত করিতে তাহাদের ইচ্ছা নাই। মহিলাদ্বয় অক্ষতশরীরে দুর্গে উপনীত হইলেন।

একজন ডাক্তার আপনার দুহিতার সহিত সৈনিক-নিবাস হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, এমন সময়ে একজন সিপাহী তাঁহার মস্তকে গুলি করিল। ডাক্তার সাহেব দুহিতার বাহুদেশে মস্তক রাখিয়া, অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। তাঁহার দুহিতা অক্ষত-শরীরে অশ্বারোহী সিপাহিদিগের আবাসে উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে একজন কর্নেল এবং তাঁহার স্ত্রী অবস্থিতি করিতেছিলেন। কতিপয় বিশ্বস্ত সওয়ার ইহাঁদিগকে রক্ষা করিতেছিল। এই বিশ্বস্ত সওয়ারগণ ইহাঁদিগকে নিরাপদে দুর্গে লইয়া গেল। ৯ গণিত অশ্বারোহিদলের একজন কাপ্তেন, একজন ডাক্তার আপনাদের স্ত্রী সন্তানবর্গ ও দুইটি আয়ার সহিত একটি ক্ষুদ্র গৃহে লুক্কায়িত হইলেন। ঐ দলের অশ্ব-চিকিৎসক ইহাঁদের সহিত রহিল। একজন বিশ্বস্ত চৌকীদার ইহাঁদিগকে রক্ষা করিতে লাগিল। ইহাঁরা তের ঘণ্টা কাল, সেই সঙ্কীর্ণ গৃহে অবরুদ্ধভাবে থাকিলেন। সন্ধ্যাসমাগমে উক্ত বিশ্বস্ত চৌকীদার ইহাঁদিগকে দুর্গে লইয়া গেল। ৪৬ গণিত পদাতিক দলের একজন কাপ্তেন সিপাহিদিগের সমুত্থানের পূর্বরাত্রিতে আপনার কার্যালয়ে ছিলেন, ঊষাকালে তিনি যখন কার্যস্থল হইতে প্রত্যাগত হইতেছিলেন, তখন দেখিলেন, কতিপয় সওয়ার পদাতিক দলের আবাসগৃহের দিকে যাইতেছে; তাঁহার নিজের সৈনিক-গণও নিরতিশয় অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা কাওয়াজের ক্ষেত্রে তাঁহার অনুগমন

না করিয়া, সওয়ারদিগের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। ইহা দেখিয়াই, কাপ্তেন আপনার বাঙলার দিকে সবেগে অশ্ব চালাইয়া দিলেন, বাঙলায় উপনীত হইয়া, পত্নীকে জাগাইলেন এবং তাঁহাকে একখানি বগীতে চড়াইয়া, মহারাজমিশ্র নামক একজন সিপাহীকে দুর্গে লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। অনন্তর তিনি পত্নীর পুনঃ পুনঃ নিষেধবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া পূর্ববৎ অশ্বারোহণে সৈনিক-নিবাসের দিকে ধাবিত হইলেন। এই স্থানে একজন সৈনিক তাঁহাকে ধরিয়া বলপূর্বক একটি কুটীরে লুকাইয়া রাখিল। ইহার অব্যবহিত পরে উক্ত পদাতিদলের কর্নেল এবং একজন কাপ্তেন উপস্থিত হইলেন। প্রায় সমগ্র সৈনিকদল ইহাঁদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া কহিল যে, ফিরিঙ্গীর রাজত্বের অবসান হইয়াছে, তাহারা কর্নেল এবং কাপ্তেনকে যথাক্রমে মাসিক ২০০০ এবং ১০০০ টাকা বেতন দিতে প্রস্তুত আছে। ইহাঁরা তাহাদিগকে দিল্লীতে লইয়া গেলে ভালো হয়। তাহারা ইহাঁদের সুখশান্তির দিকে দৃষ্টি রাখিবে। কর্নেল ও কাপ্তেন গ্রীষ্মকালে সুশীতল, পার্বত্য বাসস্থানে অবস্থিতি করিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য যে, কর্নেল এবং কাপ্তেনের নিকটে সিপাহিদিগের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল। কিন্তু সিপাহিগণ তাঁহাদের জীবনরক্ষায় উদাসীন রহিল না। একজন খ্রীস্টধর্ম প্রচারক, স্ত্রী ও শিশু সন্তানের সহিত দুর্গে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে একজন সওয়ার তাঁহাকে গুলি করিল। কাছারি এবং জেলখানার চাপরাশিগণ তাঁহাদের তিনজনকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিল। শ্যালকোটের বিপ্লবে ইউরোপীয় কুলকামিনীদিগের মধ্যে কেবল এই খ্রীস্টধর্ম প্রচারকের স্ত্রী নিহত হন। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারির একজন পাঠান চাপরাশী ইহাঁর হত্যাকারীদিগের অধিনায়ক ছিল। এই হত্যাকারীকে ধরিবার জন্য ১০০০ টাকা পারিতোষিক দিবার ঘোষণা হয়। কিন্তু হত্যাকারী ধৃত হয় নাই। কথিত আছে, নিহতা মহিলা একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করাতে ধর্মান্ধ মুসলমানগণ সাতিশয় উত্তেজিত হইয়াছিল। এইরূপ কার্য তাহাদের নিকটে ঘোরতর অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইত। তাহাদের মতে মৃত্যুই এই অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি ছিল।

৪৬ গণিত পদাতিক দলের অফিসরগণ তাঁহাদের দলের সৈনিকগণের মধ্যে ছিলেন। ইহার মধ্যে কাওয়াজের ক্ষেত্র হইতে দুর্গে যাইবার পথ অবরুদ্ধ হয়। অফিসরেরা অন্য উপায়ের অভাবে অশ্বারোহণে গুজরনবালার দিকে ধাবিত হন। মধ্যাহ্নকালের প্রচণ্ড সূর্যকিরণের মধ্যে তাঁহাদিগকে প্রায় চল্লিশ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হয়। তাঁহারা আতপতাপে অবসন্ন হইয়াছিলেন ; পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন , আকস্মিক বিপ্লবে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহাদিগকে পথিমধ্যে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইতে হয় নাই। পার্শ্ববর্তী পল্লীর অধিবাসিগণ দয়াপরবশ হইয়া, তাঁহাদের ক্ষুৎ-পিপাসা শান্তি করিয়াছে এমন কি অর্থ দিয়াও, তাঁহাদের অভাবমোচনে উদ্যত হইয়াছে। তাঁহাদের সঙ্গে একজন অফিসরের মহিলা বগীতে যাইতেছিলেন। তাঁহার শরীর তাদৃশ সুস্থ ছিল না। শকটের সঞ্চালনে ইনি বুধপুর নামক পল্লীতে নিরতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়েন। কতিপয় পল্লীবাসী ইহাঁকে চারপয়ে রাখিয়া,

আপনারাই বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। অশ্বারোহিদিগের একজন সপ্তদশবর্ষীয় অধিনায়ক তাঁহার দুইজন উর্ধ্বতন অফিসরের সহিত আপনাদের সৈনিকদিগকে শান্ত করিবার জন্য তাহাদের বাসগৃহের দিকে অশ্ব পরিচালিত করেন। এই সময়ে সৈনিকগণ উত্তেজিত ও বিশ্বস্ততা হইতে স্খলিত হইলেও, তাহাদের অনেকে অফিসরদিগের জীবনরক্ষায় অগ্রসর হইয়াছিল। অফিসরগণ যখন তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হন, তখন তাহারা বারংবার তাঁহাদিগকে স্থানান্তরে যাইতে অনুরোধ করিয়াছিল। যেহেতু সে সময়ে তাহারা অফিসরদিগের জীবন রক্ষা করিতে পারিত না। সওয়ারদিগের কথায় দুইজন উর্ধ্বতন অফিসর পলায়ন করিলেন। কিন্তু ছয়জন সওয়ার তরুণবয়স্ক অফিসরের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। তাহাদের একজন সাহসী বীরবালককে গুলি করিল। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া তাঁহার তরবারিতে লাগিল। তরুণবয়স্ক তেজস্বী অফিসর এইরূপে আক্রান্ত হইয়াও, আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইলেন না। তিনি অপরাহ্ণ সাড়ে-চারটার সময় শ্যালকোট পরিত্যাগ করিয়া, ত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম পূর্বক পরদিন বেলা এগারটার সময় উজীরাবাদে উপনীত হইলেন। এইরূপে অনেকের জীবন রক্ষা হইয়াছে। অনেকে আবার উত্তেজিত লোকের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিয়াছে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, সিপাহিগণ ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেও, তাহাদের সকলেই শোণিত-পিপাসু দানবের ন্যায় ব্যবহার করে নাই। তাহাদের অনেকে আপনাদের অফিসরদিগের জীবন রক্ষা করিয়াছে ; অনেকে সাহেব লোকের প্রাণনাশ করিলেও, তাহাদের কুলকামিনী ও শিশু-সন্তানদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রসঞ্চালনে বিমুখ হইয়াছে। অনেকে আপনাদের অসামর্থ্য বুঝিয়া, ইউরোপীয়দিগকে অগ্রেই সাবধান করিয়া দিয়াছে। ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাহারা আত্মহারা হইয়াছিল। কিন্তু আত্মবিস্মৃতিতেও তাহাদের বিশ্বস্ততা একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। তাহারা কঠোরহৃদয় হইলেও স্থান-বিশেষে কোমলভাবের পরিচয় দিয়াছে। এই কোমলভাবের জন্য উপস্থিত সময়ে অনেক ইউরোপীয় অক্ষতদেহে স্থানান্তরে যাইতে পারিয়াছিলেন। তাহাদের কুল-কামিনী ও শিশু-সন্তানগণও ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিয়াছিল।

ইউরোপীয়গণ যখন পুরাতন দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, তখন উত্তেজিত সিপাহিগণ নানা বিষয়ে আপনাদের গভীর উত্তেজনা ও তৎপ্রযুক্ত সর্বধ্বংসে বলবতী একাগ্রতার পরিচয় দিতেছিল। এ সম্বন্ধে যে সকল কথা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যে সকল বিষয় বারংবার উল্লিখিত হইবে, শ্যালকোটেও তৎসমুদয়ের পুনরাবৃত্তি হইতে লাগিল। উত্তেজিত সিপাহিগণ কারাগারে গমন করিল, কয়েদিদিগকে ছাড়িয়া দিল, ধনাগার লুঠিয়া লইল, সমুদয় কাগজপত্রের সহিত কাছারিঘর নষ্ট করিয়া ফেলিল, এবং খ্রীস্টধর্মাবলম্বিদিগের অধ্যুষিত গৃহ অবরুদ্ধ করিল। ইউরোপীয়দিগের ভৃত্যগণও এই সর্বধ্বংস ব্যাপারে তাহাদের সহযোগী হইল। যাহারা এক সময়ে বিশ্বস্ততা দেখাইয়া, আপনাদের প্রভুদিগের প্রীতি-ভাজন হইয়াছিল, তাহারা এখন সেই প্রভুদিগের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিতে সঙ্কুচিত হইল না। ব্রিগেডিয়ারের পরম বিশ্বস্ত সর্দার বেহারা তাহার প্রভুর নিদ্রিতাবস্থায়

তৎপার্শ্বস্থিত গুলিভরা পিস্তল হইতে ক্যাপ তুলিয়া লইতে সঙ্কোচ প্রকাশ করে নাই। ব্রিগেডিয়ারের একজন খানসামা ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেও বিমুখ হয় নাই। ইহারা আপনাদের প্রভুদিগের প্রকৃতি বুঝিতে পারিয়াছিল। সিপাহিদিগের উত্তেজনায় তাহাদের প্রভুগণ কিরূপ প্রতিহিংসাপর হইয়া উঠেন, এই প্রতিহিংসার আবেগে তাহাদের জীবন কিরূপ সঙ্কটাপন্ন হয়, তাহা ইহাদের অবিদিত ছিল না। সুতরাং এ সময়ে ইহারা হিংসাপরায়ণ প্রভুদিগের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই। এইরূপ অবিশ্বাসপ্রযুক্ত ইহাদের ধীরতা বিচলিত হয়। ইহারা উত্তেজিত সিপাহিদিগের সহিত মিলিয়া, আপনাদের প্রতিহিংসাপর প্রভুদিগের অনিষ্টসাধনে উদ্যত হয় *। এইরূপে শ্যালকোটের উত্তেজিত সিপাহিগণ, কারামুক্ত কয়েদিগণ, সমীপবর্তী পল্লীসমূহের উদ্ধত গুজরগণ এবং ইউরোপীয়দিগের ভৃত্যগণ একত্র সম্মিলিত হইয়া, সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সংহারকার্য সম্পাদন করিতে থাকে। যে সকল দ্রব্য স্থানান্তরে লইয়া যাইতে পারা যায়, তৎসমুদয় তাহারা আত্মসাৎ করে। এমন কি, যে কামান প্রতিদিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় বিজ্ঞাপিত করিত, তাহাও সিপাহিগণ অধিকার করে। এতদ্ব্যতীত ইউরোপীয়দিগের অন্যান্য দ্রব্য বিনষ্ট, বিপর্যস্ত বা বিশৃঙ্খল হয়। কেবল ইউরোপীয়দিগের উপাসনাগৃহ এই বিপ্লবের মধ্যে অক্ষতভাবে থাকে।

রাত্রিসমাগমের পূর্বে নগরের উত্তেজিত ও উচ্ছৃঙ্খল লোক দিল্লীতে যাইবার জন্য চন্দ্রভাগা নদীর অভিমুখে ধাবিত হইল। পুরাতন দুর্গে যে সকল ইউরোপীয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন আপনাদিগকে নিরাপদ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। অধিকতর উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল।

* সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস লেখক কে সাহেব একটি গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন। ইউরোপীয়দিগের ভৃত্যগণ তাহাদের প্রভুদিগকে কিরূপ প্রতিহিংসাপর মনে করিত, এতদ্বারা তাহা পরিস্ফুট হইবে। গল্পটি এই :—কলিকাতার একটি ভদ্রলোক আহারের সময়ে আপনার খিদমতগারের পরিবর্তে একটি নূতন ভৃত্য দেখিয়া, তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আগন্তুক ভৃত্য উত্তর করিল—'হাম্ বদ্‌লি হ্যায় সাহেব'। অর্থাৎ আমি পূর্বতন ভৃত্যের স্থলে বদলি হইয়াছি। কেহ পীড়িত হইলে তাহার স্থলে প্রায়ই নূতন লোক আসিয়া কার্য করে। সুতরাং পুরাতন ভৃত্যের পীড়া হইয়াছে মনে করিয়া, সাহেব কোনো কথা কহিলেন না। কয়েক দিন পরে পূর্বতন ভৃত্য উপস্থিত হইল। তাহার শরীর পূর্ববৎ সবল ও সুস্থ ছিল। সাহেব তাহাকে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভৃত্য বলিল, যে দিন তাহার পরিবর্তে অন্য লোক ছিল, সেই দিন সে গোপনে সংবাদ পাইয়াছিল যে, সাহেব লোক তাঁহাদের এতদ্দেশীয় ভৃত্যদিগকে গুলি করিয়া মারিবেন। এজন্য সে আপন প্রাণরক্ষার জন্য অপর লোক রাখিয়া প্রস্থান করিয়াছিল।—*Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 631, note.*

সুতরাং এখন তাঁহাদের অধিকতর আশঙ্কার কারণ অন্তর্হিত হইল। তাঁহারা রাত্রিকালে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রশান্তভাবে শান্তিসুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। উত্তেজিত সিপাহিগণ বাবুদখানা উড়াইয়া দিয়া শ্যালকোট পরিত্যাগ করিয়াছিল। যেখানে এইরূপ বিপ্লব ঘটিযাছে, সেইখানেই তাহারা ইংরেজের যুদ্ধোপকরণ নষ্ট করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছে। শ্যালকোটেও এইরূপ ঘটনা অসম্পন্ন থাকে নাই। এখানকার অনেক ইউরোপীয় নিহত হইয়াছেন; বারুদাগার বিধ্বস্ত হইয়াছে; ইউরোপীয়দিগের গৃহাদি বিনষ্ট হইয়াছে; দ্রব্যাদি অপহৃত বা বিচূর্ণিত হইয়া গিয়াছে; সংক্ষেপে সমগ্র নগর আকস্মিক বিপ্লবের সংঘাতে পূর্বতন সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। উন্মত্তপ্রায় সিপাহিগণ ও উচ্ছৃঙ্খল জনসাধারণ এইরূপে বিপ্লবময় কার্য-সাধন পূর্বক আপনাদের ক্ষণস্থায়িনী স্বাধীনতায় উৎফুল্ল হইয়া, কল্পনাবলে মানসপটে কত চিত্তবিমোহন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। এইরূপ কল্পনাসক্ত, সমুত্তেজিত ও ইংরেজের প্রতি ঘোরতর বিদ্বেষভাবে পরিচালিত লোকের প্রস্থানে দুর্গস্থিত ইউরোপীয়গণ নিরুদ্বেগ হইলেন বটে, কিন্তু ইহাঁদের একজনের অদৃষ্টে শান্তিলাভ ঘটিল না। ব্রিগেডিয়ার ব্রিন্ড সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিলেন। তিনি আহত হইয়াও দুর্গ-রক্ষার জন্য যথোপযুক্ত আদেশ দিতে বিমুখ হন নাই। কিন্তু নিয়তিবশে তাঁহার জীবিতকাল সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল। তিনি সুস্থ শরীরে থাকিলে শ্যালকোটের ইউরোপীয়দিগের অনেক উপকার হইত। একজন সওয়ারের নিক্ষিপ্ত গুলি তাঁহাদের সমস্ত আশার উচ্ছেদ করিল। ঘটনার পরদিন সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে ব্রিগেডিয়ার দেহ-ত্যাগ করিলেন।

শ্যালকোটের সিপাহিগণ জয়লাভে উৎফুল্ল হইয়া, দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিল বটে, কিন্তু তাহাদের সেই উৎফুল্লভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। অবিলম্বে পরাক্রান্ত বিপক্ষদল তাহাদের সম্মুখীন হইল। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, সেনানায়ক নিকল্সনের অধীনে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সৈনিক-দল দিল্লীতে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিল। নিকল্সন্ কাবুল ও পঞ্জাবের যুদ্ধে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শিখদিগের মধ্যে তাঁহার সাবশেষ প্রতিপত্তি ছিল। পঞ্জাব ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকৃত হইলে নিকল্সন ঐ রাজ্যে শান্তিস্থাপনের জন্য এরূপ কার্যনৈপুণ্যের পরিচয় দেন যে, তাহাতে লর্ড ডাল্‌হৌসী তৎপ্রতি নিরতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করেন। শিখগণ তাঁহার সাহস, কর্মপটুতা ও দৃঢ়তা দেখিয়া, তৎপ্রতি অনুরক্ত হয়। নিকল্সন্ যেরূপ শিখদিগের প্রিয়পাত্র ছিলেন, শিখদিগের প্রতিও তাঁহার সেইরূপ অনুরাগ ছিল। কিন্তু বাংলার সিপাহিদলের উপর তাঁহার কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। ইহারা নিরস্ত্রীকৃত হইলেই তিনি সন্তুষ্ট হইতেন। তাঁহার অধীন সৈনিক-দলের মধ্যে ৩৩ এবং ৫ গণিত সিপাহি-দল এবং ৯ গণিত অশ্বারোহিদলের কতকগুলি সওয়ার ছিল। নিকল্সন্ ইহাদের সকলেরই নিরস্ত্রকরণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু তিনি এই সঙ্কল্পের বিষয় শিবিরে প্রকাশ করিলেন না। নিকল্সন্ এই বিষয়ে নিরতিশয় সাবধান ছিলেন। কথিত আছে, যখন নানাস্থানের সিপাহিগণ ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের

-বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া, ভয়ঙ্করকার্য-সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, ১খন নিকলসন্ পেশাবরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই সময়ে সিপাহিদিগের গোপনীয় বিষয়ের অনুসন্ধানে তাঁহার একাগ্রতা পরিস্ফুট হয়। তিনি আটকে গিয়া ডাক অবরুদ্ধ করেন এবং সিপাহিদিগের অনেক চিঠি ডাকঘরের কতিপয় কর্মচারী দ্বারা অনুবাদ করাইয়া লন। অনন্তর মূল পত্রগুলি যথাস্থানে পাঠাইয়া, তৎসমুদয়ের অনুবাদ আপনার নিকটে রাখেন। এই সকল পত্রে সিপাহিদিগের ষড়যন্ত্রের অনেক কথা প্রকাশিত হয়। উপস্থিত বিপ্লবের সময়ে কি করা কর্তব্য, তদ্বিষয়ের অবধারণ জন্য পেশাবরে পঞ্জাবের কমিশনর ও ভিন্ন ভিন্ন সৈনিক-দলের অধিনায়ক প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তি সমবেত হন। সমিতিতে সর্বপ্রথম, এতদ্দেশীয় সৈনিক-দলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা কর্তব্য কি না, এই বিষয়ের আলোচনা হয়। অধিনায়কগণ সৈনিকদলের পক্ষ সমর্থন করেন। নিকল্সন্ এ সম্বন্ধে কোনো কথা না বলিয়া, তাঁহাদের হস্তে অনূদিত পত্রগুলি সমর্পণ পূর্বক কহেন, -'বোধহয় এই সকল পত্র আপনাদের আমোদজনক হইবে'। বলা বাহুল্য যে, এই সকল পত্রে গবর্নমেণ্টের প্রতি সিপাহিদিগের অসন্তোষভাবের কথা ছিল*। উপস্থিত বিপ্লবের ইতিহাসে ডাকের অবরোধ, সিপাহিদিগের পত্রসমূহের অনুবাদ প্রভৃতি বিষয়ে নিকল্সনের এইরূপ কার্যের সবিশেষ উল্লেখ নাই। ঘটনা অংশতঃ সত্য হইলেও, উহা নিকল্সনের কার্যতৎপরতা ও সাভিনিবেশ দৃষ্টি সপ্রমাণ করিতেছে। যাহা হউক, নিকলসন নিরস্ত্রীকরণের বিষয় গোপন রাখিলেন। ৩৩ গণিত সিপাহিদল হুশিয়ারপুরে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহারা ৩৫ গণিত সিপাহিদলের সহিত ২৫শে জুন প্রাতঃকালে ফিলোরের দুর্গ-প্রাচীরের নিকটবর্তী হইল। নিকল্সন্ এই সময়ে সঙ্কল্পানুসারে কার্য করিতে উদ্যত হইলেন। পথিমধ্যে কামানসমূহ সন্নিবেশিত হইল। উভয় পার্শ্বে ৫২ গণিত ইউরোপীয় সৈনিক-দল যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। ফিলোরের প্রান্তস্থিত শতদ্রুর উপর সেতু ছিল। নিকল্সন্ পুলিশের উপর আদেশ দিয়াছিলেন যে, সর্বপ্রথম কামানের আওয়াজ হইলেই ঐ সেতু ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে। সিপাহিগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সেতুপথে পলায়ন করিতে না পারে, এইজন্য সেনানায়ক ঐরূপ আদেশ দিলেন। ইহার পর তিনি কামান পরিচালক ও সন্নিবেশিত ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে কহিলেন, -'সিপাহিগণ যদি অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইয়া, যুদ্ধের আয়োজন করে, তাহা হইলে যেন অবিলম্বে তাহাদিগকে গুলি করা হয়। শতদ্রুর সেতু বিনষ্ট হইলে আমরাও ক্ষুদ্রতর দ্বিতীয় সোরাঁও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইব।' সিপাহিগণ নিশ্চিন্তভাবে দুর্গের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, শেষে দুর্গের নিকটে আসিয়া, যখন গোলাপূর্ণ কামান সন্নিবেশিত এবং সশস্ত্র ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে সজ্জীভূত দেখিল, তখন কোনোরূপ প্রতিকূলাচরণে তাহাদের প্রবৃত্তি হইল না। তাহারা দ্বিরুক্তি

* *Wilberforce, An Unrecorded Chapter of the Indian Mutiny, pp. 34-35, note.*

না করিয়া, সেনানায়কের আদেশে আপনাদের অস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎসমুদয় একস্থানে রাশীকৃত করিয়া রাখিল।

এইরূপে দুইদল সিপাহিকে নিরস্ত্র করিয়া নিকল্‌সন্‌ ৫ই জুলাই অমৃতসরে উপনীত হইলেন। ইহার দুইদিন পরে ঝেহ্‌লমের সংবাদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তিনি অতঃপর অন্যান্য সিপাহিদলকে নিরস্ত্র করিতে উদ্যত হইলেন। ৫৯ গণিত সিপাহিদল এই ঘোরতর দণ্ড গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইল। ইহাদের নিরস্ত্রীকরণের পূর্বে কতিপয় বিপ্লবকারী সিপাহীকে কামানে উড়াইয়া দেওয়ার আয়োজন হয়। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি কামান যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয়। দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত সিপাহিদল প্রশান্তভাবে কামানের দিকে পিঠ রাখিয়া যোড়হাতে মস্তক অবনত করে। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাদের সমগ্র দেহ ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। যেরূপ অম্লানভাবে, যেরূপ সাহস সহকারে সিপাহিগণ আত্মবিসর্জন করে, তাহাতে ইউরোপীয় সৈনিকগণ নিরতিশয় বিস্মিত হয়*। ইহার পর ৫৯ গণিত দলের সিপাহিগণ অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদিষ্ট হয়। একদিন পূর্বে এই সিপাহিদল আপনাদের রাজভক্তির জন্য প্রশংসিত হইয়াছিল। এখন সহসা অস্ত্রপরিত্যাগের আদেশ হওয়াতে তাহাদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। কিন্তু তাহারা কোনোরূপ উত্তেজনার পরিচয় দিল না। চিরাভ্যস্ত বীরব্রত হইতে স্খলিত হওয়াতে তাহাদের নিরতিশয় ক্ষোভ হইল বটে, কিন্তু তাহারা এই ক্ষোভের আবেগে ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র সঞ্চালন করিল না। অধিনায়কের আদেশে তাহারা ধীরভাবে আপনাদের অস্ত্র ও সামরিক ভূষণ পরিত্যাগ করিল। এই দলের অনেক সিপাহি নিরস্ত্রীকরণ সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত ছিল না। সুতরাং অনেকের নিকট অস্ত্রাদি ছিল। কিন্তু তাহারা যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত থাকিলেও সরলতা হইতে বিচ্যুত হইল না। সহযোগিদিগের অধঃপতনে তাহাদের সাতিশয় দুঃখ হইলেও তাহারা সরলভাবে আপনারাই অধিনায়কের নিকটে আসিয়া, আপনাদের অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিল। এই সিপাহিদলের মধ্যে কোনরূপ উত্তেজনার নিদর্শন লক্ষিত হয় নাই। নিকল্‌সনের ন্যায় সিপাহিদ্বেষী অধিনায়কও স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহারা শেষ সময় পর্য্যন্ত প্রশান্তভাবে ছিল। ইহাদের ব্যবহারে অধিনায়কদিগের মনে কোনোরূপ সন্দেহের আবির্ভাব হয় নাই। নিকল্‌সন্‌ কেবল সাবধান হইবার জন্য নিতান্ত দুঃখের সহিত ইহাদিগকে নিরস্ত্র করেন।

এই ঘটনার পর রাবলপিণ্ডিতে ৫৮ গণিত সিপাহিদল নিরস্ত্রীকৃত হয়। ২৪ গণিত দলও ইহাদের ন্যায় দণ্ডভোগ করে। এই নিরস্ত্রীকৃত সৈনিকদিগকে রক্ষকগণে পরিবেষ্টিত করিয়া পেশাবরে লইয়া যাওয়া হয়।

দিল্লীগামী সৈনিক-দলের অধিনায়ক যখন একদলের পর আর একদল সিপাহীকে নিরস্ত্র করিয়া, অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন শ্যালকোটের সংবাদ তাঁহার নিকটে উপস্থিত

* *Wilberforce, An Unrecorded Chapter of the Indian Mutiny pp. 42-43.*

হইল। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে ৯ গণিত অশ্বারোহিদলের কতকগুলি সওয়ার তাঁহার সহিত ছিল। তিনি এখন তাহাদের নিরস্ত্রীকরণে উদ্যত হইলেন। এই সকল সৈনিকের ঘোড়া, অস্ত্র, সামরিক পরিচ্ছদ কাড়িয়া লওয়া হইল। তাহারা কোনোরূপ বাধা দিল না। সেনানায়ক নিকল্‌সন্‌ অতঃপর শ্যালকোটের সিপাহিদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি অমৃতসর হইতে গুরুদাসপুরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; যেহেতু, তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, শ্যালকোটের সিপাহিগণ ঐ স্থানে পেঁীছিবে। অমৃতসর হইতে গুরুদাসপুর একচল্লিশ মাইল দূরবর্তী। নিকল্‌সনের সৈনিক-দল কুড়ি ঘণ্টায় এই একচল্লিশ মাইল পথ অতিক্রম করিল। তাহারা প্রচণ্ড আতপতাপে ভ্রূক্ষেপ করিল না। বিদ্বেষপর বিপক্ষদিগের বলবতী হিংসার ন্যায় উষ্ণতর বায়ু-প্রবাহে তাহারা নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতেছিল, কিন্তু উহাতে তাহাদের গতি ব্যাহত হইল না। তাহাদের অনেকে সর্দিগর্মিতে দেহত্যাগ করিল, অনেকে প্রচণ্ড সূর্যের অনল-কণা-সদৃশ করজালে অবসন্ন হইয়া, অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইল, তথাপি তাহারা অপ্রতিহতবেগে নির্দিষ্ট স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা গুরুদাসপুরে উপনীত হইয়া বিপক্ষের গতিপর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। তাহাদের নিকটে সংবাদ আসিল যে, বিপক্ষগণ ত্রিমুঘাটে চন্দ্রভাগা পার হইতেছে। বর্ষাসমাগমে চন্দ্রভাগার জলবৃদ্ধি হওয়াতে উহা দুস্তর হইয়া উঠিয়াছিল। এজন্য ইংরেজপক্ষের সবিশেষ সুবিধা হইল। নিকল্‌সন্‌ ১২ই জুলাই মধ্যাহ্নকালে শ্যালকোটের সিপাহিদিগকে ঐ স্থানে আক্রমণ করিলেন। সিপাহিরা কিয়ৎক্ষণ বাধা দিয়া, আপনাদের অস্ত্র, সামরিক পরিচ্ছদ, বিলুণ্ঠিত দ্রব্যাদি পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিতে লাগিল। তাহাদের ১২০ জন রণস্থলে দেহত্যাগ করিল। অনেকে চন্দ্রভাগার জলোচ্ছ্বাসে দৃক্‌পাত না করিয়া, ঝাঁপ দিল। ইংরেজপক্ষের সৈনিকেরা পথশ্রমে নিরতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিল, এদিকে তাহাদের মধ্যে অশ্বারোহী সৈন্যের অভাব ছিল, এই সকল কারণে তাহারা পলায়িতদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইতে পারিল না। প্রায় তিনশত সিপাহী আক্রমণকারীদিগের ক্ষমতায় বাধা দিয়া, অস্ত্রাদি লইয়া, নদীমধ্যবর্তী একটি দ্বীপে গিয়া উপনীত হইল। ইহারা সাহস ও তেজস্বিতা হইতে বিচ্যুত হইল না। যে কোনোরূপে হউক, পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সৈন্যের সম্মুখে আত্মরক্ষা করা, ইহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল। ইহারা শ্যালকোট হইতে যে কামান আনিয়াছিল, এখন তাহাই বিপক্ষের গতিরোধের জন্য সেই ক্ষুদ্র দ্বীপে সন্নিবেশিত করিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কামান-পরিচালক-দলের কোনো সৈনিক পুরুষ ছিল না। ব্রিগেডিয়ার ব্রিণ্ডের পূর্বোক্ত খানসামা এই শূন্য স্থান পূরণ করিল। এই ব্যক্তি গোলন্দাজদিগের মধ্যে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করাতে কামান-পরিচালনের কৌশল শিখিয়াছিল। সিপাহিগণ এইরূপে চন্দ্রভাগামধ্যবর্তী দ্বীপে ইংরেজ-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবার বন্দোবস্ত করিল। এদিকে নিকল্‌সন্‌ ১৬ই জুলাই নৌকা সংগ্রহ করিয়া, তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। সিপাহিগণ ইংরেজ সৈন্যের আক্রমণ নিরোধ করিতে পারিল না। অনেকে প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় যুদ্ধ করিতে করিতে

কামানের পার্শ্বে দেহত্যাগ করিল। অনেকে প্রাণরক্ষার জন্য নদীতে ঝাঁপ দিল, কিন্তু তাহারা পরিত্রাণ পাইল না। তাহাদের কেহ কেহ নদীতে নিমজ্জিত হইল, কেহ ইংরেজ সৈন্যের গুলির আঘাতে নদীপ্রবাহমধ্যে আত্মবিসর্জন করিল। যাহারা পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা অবিলম্বে ধৃত হইল। তাহাদের অধ্যুসিত পল্লীগুলি ভস্মীভূত হইয়া গেল। তাহাদের বিলুণ্ঠিত দ্রব্যাদি আবার ইংরেজের হস্তগত হইল। যে সকল দ্রব্য না পাওয়া গেল, তৎসমদয়ের জন্য পল্লীবাসিগণ জরিমানা দিতে বাধ্য হইল। ইহার পর পূর্বের ন্যায় হত্যাকাণ্ডের আরম্ভ হইল। প্রায় ছয়-শত সিপাহী কাশ্মীরে ধৃত হইয়াছিল। কর্তৃপক্ষ ইহাদিগকে ঐ স্থান হইতে আনয়ন করিলেন। একদিনে ইহাদের আটাত্তর জনকে গুলি করা হইল। উত্তেজিত সিপাহিদলের এতদ্দেশীয় অফিসরদিগকে, প্রাণদণ্ডের জন্য শ্যালকোটে রাখা হইল। ইউরোপীয়দিগের যে সকল ভৃত্য উত্তেজিত সিপাহিদিগের সঙ্গে গিয়াছিল, তাহারাও শাস্তিভোগ করে। এক এক জনকে চল্লিশ ঘা করিয়া বেত মারা হয়! একদিনে একশত পঁচিশ জন এইরূপ দণ্ড ভোগ করে। এতদ্ব্যতীত প্রতিদিন এক হইতে ছয়জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়। শ্যালকোটে সিপাহিদিগের সহিত যুদ্ধ শেষ হইলে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এইরূপে আপনাদের বলবতী প্রতিহিংসার তৃপ্তি সাধন করেন।

সেনাপতি নিকল্‌সন্ অতঃপর অমৃতসরে ফিরিয়া গেলেন এবং ঐ স্থান হইতে লাহোরে উপনীত হইলেন। এদিকে পঞ্জাবের প্রধান কমিশনরও রাবলপিণ্ডি হইতে ঐ স্থানে আসিলেন। সেনাপতি ২১শে জুলাই লাহোরে উপনীত হন। তৎপর দিন প্রধান কমিশনর আপনার সেক্রেটরির দ্বারা দিল্লীগামী সৈনিক-দলের বিষয় বিবৃত করিয়া, তাঁহার নিকটে একখানি পত্র লিখেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, স্যার জন লরেন্স দিল্লী অধিকার করিবার জন্য সৈন্যসংগ্রহ করিতে কিছুমাত্র ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। বেলুচী, শিখ, ইউরোপীয় সেন্য যাহা সংগৃহীত হইয়াছিল তৎসমুদয় তিনি দিল্লীতে পাঠাইতে আদেশ দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত অশ্ব, সঙ্গিন, কামান, প্রভৃতিও এই উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা হইয়াছিল। প্রধান কমিশনর এই সকল উপকরণ সংগ্রহ পূর্বক নিকল্‌সনের ন্যায় একজন তরুণবয়স্ক বীরপুরুষকে সৈনিক-দলের অধিনায়ক করেন। ইউরোপীয় সৈনিকদিগের পার্শ্বে বিশ্বস্ত শিখ সৈনিক-দল দণ্ডায়মান হইল। দৃঢ়কায় বেলুচীগণ তাহাদের পক্ষ সমর্থনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল। সেনাপতি নিকল্‌সন্ এই সৈনিক-দল লইয়া আশ্বস্তহৃদয়ে মোগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানী হস্তগত করিতে যাত্রা করিলেন। ২৫শে জুলাই তাঁহার সৈনিক-দল বিপাশা পার হইয়া শতদ্রুতটে উপনীত হইল। ঐ স্থান হইতে তাহারা দ্রুতবেগে যমুনার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ৩রা আগষ্ট পথিমধ্যে সেনাপতি উইল্‌সনের একখানি পত্র তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। পত্রে লিখিত ছিল যে,— 'নুজফগড় খালের উপর আমরা যে সেতু ভাঙিয়া ফেলিয়াছিলাম বিপক্ষ সিপাহিগণ তাহা পুনঃ নির্মিত করিয়া, ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। তাহারা অলিপুর নামক স্থান এবং আমাদের পার্শ্বভাগের সৈনিক-দলের দিকে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিয়াছে,

অতএব আপনি যত শীঘ্র পারেন, আসিয়া, তাহাদিগকে আসার পার্শ্বভাগ হইতে তাড়িত করিবেন।' ৬ই আগস্ট নিকল্‌সন্‌ অম্বালায় উপনীত হইলেন। ইহার একদিন পরে তাঁহার সৈনিক-দল কর্নালে উপনীত হইল।

৭ই আগস্ট নিকল্‌সন্‌ মোগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানীর পার্শ্ববর্তী ইংরেজ সৈনিক-নিবাসে সমাগত হইলেন। মহানগরী দিল্লী এখন তাঁহার প্রতিভা বিকাশের বিষয়ীভূত হইল। তিনি উহার আয়তন, উহার গঠনকৌশল উহার সমুন্নত প্রাচীরের দৃঢ়তার আলোচনা করিয়া, আপনার কর্তব্যকার্যে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার কার্যপ্রণালীর বর্ণনার পূর্বে পঞ্জাবের শেষ ঘটনার উল্লেখ করা কর্তব্য। তিনি অনেক সিপাহীকে নিরস্ত্র করিয়া, অনেককে আপনাদের কঠোরতা ও প্রবল পরাক্রম দেখাইয়া, দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে সিপাহিগণ প্রশান্তভাবে আত্মবিসর্জন করিয়াছিল।

কোনো কোনো স্থানে বীরত্ব ও সাহসের একশেষ দেখাইয়াছিল। কিন্তু তিনি এই বীরপুরুষদিগের সর্বশেষ শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। এই শেষ কার্য সম্পাদনের ভার অপরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি সৈনিক-বিভাগের কর্মচারী ছিলেন না, সুতরাং সমরস্থলে ইহাঁর তেজস্বিতা প্রকাশের সুযোগ ঘটে নাই। কিন্তু ইনি বীরপুরুষের ন্যায় তেজস্বী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতে উৎসুক ছিলেন। এই ঔৎসুক্য প্রযুক্ত ইনি যে কার্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে ইহাঁর তেজস্বিতা প্রদর্শিত হউক, বা না হউক, সর্বতোভাবে ঘোরতর নৃশংসভাব পরিস্ফুট হয়।

১৮৫৭ অব্দে ২৮শে সেপ্টেম্বর লণ্ডনে পঞ্জাবের সিপাহিদিগের সমুত্থান সম্বন্ধে এই সংবাদ প্রচারিত হয়,—'৩০শে জুলাই লাহোরের ২৬ গণিত ভারতবর্ষীয় পদাতিক-দল গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া, আপনাদের অধিনায়ককে নিহত করিয়াছিল। শেষে ইহারা সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে।' এই সময়ে কর্তৃপক্ষ সিপাহিদিগের যেরূপ শাস্তিবিধান করিতেন, তাহাই সুদূরবর্তী স্থানে 'সমূলে বিনষ্ট', 'একবারে বিধ্বস্ত' প্রভৃতি বিশেষণে পল্লবিত হইত। এই বিপ্লবে সমুদয় স্থানের প্রকৃত সংবাদ গবর্নর জেনেরলের নিকটে যথাসময়ে উপস্থিত হইত না। যে সকল সিপাহী ইতস্ততঃ ধাবিত হইত, সিবিল কর্মচারীই প্রধানতঃ তাহাদের শাস্তিবিধান করিতেন। পল্লীদাহন প্রভৃতি ভয়ঙ্কর কার্য-সাধনে ইহাঁরাই সর্বময় কর্তা ছিলেন। ২৬ গণিত দলের সিপাহিগণ একজন সিবিল কর্মচারীর আদেশে নিহত হয়। নিধনকর্তার নাম ফ্রেডারিক কুপার। ইনি অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনর ছিলেন।

৩০শে জুলাই মিয়ামীরের ২৬ গণিত পদাতিক-দল নিরতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠে। এই সময়ে প্রচণ্ড ঝড় হওয়াতে ধূলিরাশিতে চারিদিক অন্ধকারময় হইয়াছিল। এইরূপ আকস্মিক ধূলিঝড়ে সিপাহিদিগের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। অফিসরগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, আতঙ্ক-প্রযুক্তই তাহারা চাঞ্চল্যের পরিচয় দিয়াছিল। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, এই সিপাহি-দল ১৩ই মে নিরস্ত্রীকৃত হইয়াছিল। শিখ ও ইউরোপীয় সৈনিকগণ নিরস্ত্রীকৃত সিপাহিদিগের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। এই দলের

অনেকে উত্তেজনাশূন্য ও নিরীহ-প্রকৃতি ছিল। ধূলিঝড়ের সময়ে আতঙ্ক-প্রযুক্ত সিপাহিদিগের মধ্যে যখন উত্তেজনার নিদর্শন লক্ষিত হয়, তখন শিখগণ বিচার-বিতর্ক না করিয়া সকলের উপর সমভাবে গুলি চালাইতে থাকে। এজন্য সমগ্র দল পলাইতে উদ্যত হয়। এই গোলযোগের সময়ে উক্ত দলের অধিনায়ক নিহত হন। কুপার সাহেব নির্দেশ করিয়াছেন যে, এই দলের প্রকাশ সিংহ নামক একজন উত্তেজিত সিপাহীর অসির আঘাতে অধিনায়ক দেহত্যাগ করেন*। কিন্তু এ বিষয়ে মতান্তর লক্ষিত হয়। ফলতঃ প্রকৃত হত্যাকারীর নাম নির্দিষ্ট হয় নাই। স্যার রবার্ট মণ্টোগোমারি প্রথমতঃ সমগ্র দলের উপর হত্যাপরাধের আরোপ করিয়া অবশেষে লিখিয়াছেন, পরে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, ব্যক্তিবিশেষের অস্ত্রাঘাতে ২৬ গণিত দলের সেনানায়কের মৃত্যু হয়**। অধিনায়কের নিধনে সিপাহিগণ সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করে। এই সময়ে দণ্ডবিধাতা ফ্রেডারিক কুপারের আবির্ভাব হয়। ইহাঁর দণ্ড কিরূপ ভয়ঙ্করভাবের উদ্দীপক, কিরূপ নৃশংসতাসূচক হইয়াছিল, তাহা পরবর্তী ঘটনায় পরিস্ফুট হইবে।

সিপাহিগণ যখন ইরাবতীর অভিমুখে ধাবিত হয়, তখন কুপার সাহেব ৮০/৯০ জন অশ্বারোহীর সহিত অমৃতসর হইতে তাহাদের অনুসরণ করেন। সিপাহিগণ ইরাবতীর তটে উপনীত হইয়া নদী পার হইবার জন্য পল্লীবাসীদিগের নিকটে নৌকা প্রার্থনা করে। পল্লীবাসিগণ তাহাদের সাহায্য করে নাই। বরং তাহারা কৌশলক্রমে সাহায্য-প্রার্থীদিগকে কার্যান্তরে ব্যাপৃত রাখে। ইহার মধ্যে উজনালা নামক স্থানের তহশীলদার পুলিশ-সৈন্যের সহিত তথায় উপনীত হন। পল্লীবাসিগণ ইহাদের সহিত সম্মিলিত হয়। ইহাদের আক্রমণে প্রায় দেড়শত সিপাহী দেহত্যাগ করে। পরক্ষণে ডেপুটি কমিশনর ঘটনাস্থলে উপনীত হন। তিনি পরবর্তী ঘটনার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—'পল্লীবাসিদিগের আক্রমণে সিপাহিদিগের অনেকে নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়। অনেকে কাষ্ঠখণ্ড অবলম্বন করিয়া নদীমধ্যবর্তী একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে ভাসিতে ভাসিতে যাইতে থাকে। অনাহারে ইহারা অবসন্ন হইয়াছিল, পথশ্রমে ইহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ইহার উপর আকস্মিক আক্রমণে ইহারা আপনাদের জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিল। বন্য পক্ষীগুলি যেমন নদীমধ্যে সন্তরণ দ্বারা প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করে। ইহারাও সেইরূপ প্রাণের দায়ে সন্তরণ করিতে লাগিল! ইহাদিগকে ধরিবার জন্য দুইখানি নৌকা অবিলম্বে প্রেরিত হইল। এই সময়ে সূর্য প্রখর করজাল বিস্তার করিতেছিল। সিপাহিগণ ২০ মিনিটের মধ্যে নির্দিষ্ট দ্বীপে উপস্থিত হইল। ঘোরতর নৈরাশ্যে অধীর হইয়া, ৪০।৪৫ জন সিপাহী জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। ইহাদিগকে ধরিবার জন্য যে সকল সওয়ার গিয়াছিল, তাহারা সন্তরণকারীদিগের মস্তক লক্ষ্য করিয়া, গুলি করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু তাহাদিগকে যখন ঐরূপ গুলি করিতে নিষেধ করা হইল তখন সিপাহিগণ ভাবিল যে, ডেপুটি কমিশনর তাহাদের সহিত সদয় ব্যবহার করিতে ইচ্ছা

* *Cooper, Crisis in the Punjab, p. 153.*

** *Martin, Indian Empire, Vol II, p. 427.*

করিয়াছেন। তাহারা ইহা ভাবিয়া, বিপক্ষাদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল। তাহাদের হস্ত যখন আবদ্ধ করা হইল, তখন কেহই কোনোরূপ বাধা দিল না। তাহারা ভাবিয়াছিল যে, সামরিক বিচারালয়ে তাহাদের যথারীতি বিচার হইবে এবং বিচারের পূর্বে তাহারা আহার-পানে পরিতোষ লাভ করিবে। এইজন্য ৩৬ জন দৃঢ়কায় সিপাহিকে যখন একব্যক্তি আবদ্ধ করে, তখন তাহারা কোনোরূপ উত্তেজনার পরিচয় দেয় নাই। রাত্রি দ্বিপ্রহরের মধ্যে ২৮২ জন সিপাহী উজনালার পুলিশ স্টেশনে আনীত হয়। এতদ্ব্যতীত তাম্বুবাহক ডুলি-বেহারা প্রভৃতি অনেক অনুচরকে পল্লী-বাসিদিগের জিম্মায় রাখা হয়। তৎপরদিন অল্প অল্প বৃষ্টি হওয়াতে হননকার্য বন্ধ থাকে। ১লা আগস্ট এই কার্যের অনুষ্ঠান হয়। ইহা মুসলমানদিগের একটি প্রধান পর্ব—বকরইদের দিন। এই দিনে অবরুদ্ধ সিপাহিগণকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিবার আয়োজন হইল। আমি সিপাহিদিগকে বাঁধিবার জন্য অধিক পরিমাণে রজ্জু সংগ্রহ করিতে আদেশ দিয়াছিলাম। শিখগণ এই আদেশানুসারে রজ্জু লইয়া নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইল। ঐ স্থানে বৃক্ষের সংখ্যা অধিক ছিল না। সুতরাং সমুদয় সিপাহিকে ফাঁসি দিবার সুবিধা হইল না। প্রতি বারে দশ দশ জনকে দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিয়া গুলি করিবার প্রস্তাব হইল। সিপাহিগণ যখন এবিষয় জানিতে পারিল তখন তাহারা নিরতিশয় বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। একজন মাত্র আংলো-সাক্সন ম্যাজিস্ট্রেট (স্বয়ং কুপার সাহেব) ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া, হননকার্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। প্রতি বারে দশ দশ জন সিপাহী রজ্জুবদ্ধ হইয়া, বধ্যভূমিতে সমানীত হইতে লাগিল। শিখগণ গুলি করিবার জন্য পূর্বে প্রস্তুত ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ স্টেশনে উপবিষ্ট ছিলেন। তদীয় কর্মচারিগণ তাঁহার চারি পার্শ্বে থাকিয়া, ভয়ঙ্কর ঘটনা দেখিতেছিলেন। দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত সিপাহিগণ ইহাঁদের নিকট দিয়া যাইবার সময়ে ম্যাজিস্ট্রেট ও শিখদিগকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল। ইহারা বধ্যভূমিতে উপনীত হইয়া, শিখদিগের গুলির আঘাতে আত্মবিসর্জন করিতে লাগিল। এইরূপে দেড়-শত সিপাহী যখন নিহত হইল, তখন একজন ঘাতক মূর্ছিত হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার বন্ধ রাখার পর আবার পূর্ববৎ কার্যারম্ভ হইল। ২৩৭ জন সিপাহী নিহত হইলে একজন কর্মচারী ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাইলেন যে, অবশিষ্ট সিপাহিগণ প্রাচীরমধ্যস্থিত ক্ষুদ্র গৃহ হইতে বাহির হইতে চাহিতেছে না। ইহাদিগকে ঐ গৃহে কিছুকালের জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। সংবাদ পাইয়া, আমি ঐ স্থানে গমন করিলাম। গৃহদ্বার যখন উদ্ঘাটিত হইল, তখন দেখা গেল যে, হলওয়েলের বর্ণিত অন্ধকূপের ব্যাপার এইস্থানে সংঘটিত হইয়াছে। ভয়ে, শ্রান্তিতে, অবসন্নতায়, গ্রীষ্মাতিশয্যে এবং অংশতঃ শ্বাসরোধে ঐ গৃহস্থিত ৪৫ জন সিপাহির প্রাণবায়ু অন্তর্হিত হইয়াছে। স্থানীয় মুদ্দফরাশ দ্বারা মৃতদেহ বাহির করা হইল। পুলিশ স্টেশনের একশত গজ অন্তরে একটি গভীর কূপ ছিল। নিহত সিপাহিদিগের দেহরাশি ঐ গর্তে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। উক্ত ৪৫টি মৃতদেহও এই কূপে সমাহিত হইল।

কানপুরে একটি কূপ আছে, উজনালাতেও ঐরূপ একটি কূপ রহিল*।'

এইরূপে উজনালাতে নরমেধ যজ্ঞের পরিসমাপ্তি হইল। যজ্ঞেশ্বর আপনার ঊর্দ্ধতন শাসন-কর্তাদের নিকটে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। 'প্রধান কমিশনর স্যার জন লরেন্স তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া পত্র লিখিলেন। প্রধান বিচারক স্যার রবার্ট মণ্টোগোমারি পত্রদ্বারা তৎকৃত কার্যের যথোচিত সুখ্যাতি করিলেন। গবর্ণর জেনেরলের নিকটেও তাঁহার সাতিশয় প্রশংসা হইল। এতদ্দেশীয় ভূপতির নিকটেও তিনি সম্মানলাভে বঞ্চিত হইলেন না। কপূরতলার রাজা রণবীর সিংহ তাঁহার সম্মান রক্ষা করিলেন। নরমেধকর্তা অবিকারচিত্তে নরশোণিতপাত করিয়া, এইরূপে নরশ্রেষ্ঠদিগের প্রশংসিত, সম্মানিত ও সমাদৃত হইলেন।

স্যার রবার্ট মণ্টোগোমারি উপস্থিত বিষয়ে কুপার সাহেবের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, যাবৎ কুপার সাহেব জীবিত থাকিবেন, তাবৎ ইহার জন্য তাঁহার টুপিতে জয়চিহ্ন বর্তমান থাকিবে। নরঘাতক শিখদিগকে পারিতোষিকস্বরূপ বহু অর্থ দেওয়া যাইবে। এখানে (লাহোরে), তিনদল সিপাহী উত্তেজিত হওয়াতে তাঁহাদের নিরতিশয় বিরক্তির কারণস্বরূপ হইয়াছে। তাহারাও এইরূপে দশাপন্ন হইবে**। একজন অপক্ষপাত ঐতিহাসিক এই বিষয়প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—'খ্রীস্টধর্ম প্রচারের একজন প্রধান উৎসাহদাতা যে, এইরূপে নরহত্যাকে জয়চিহ্নস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে চমকিত হইতে হয়। লাহোরের আরও তিনদল সিপাহী তাঁহাদের বিরক্তিকর হওয়াতে তিনি ঐ বিরক্তি হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য বোধহয়, উক্তরূপ আর একটি জয়চিহ্ন প্রাপ্তির সুযোগ করিয়া দিতেছিলেন। কুপার সাহেব কলিকাতার অন্ধকূপ এবং কানপুরের কূপের সহিত উজনালার সঙ্কীর্ণ গৃহ ও কূপের তুলনা করিয়াছেন। যদি মানবের অসহনীয় যাতনায় উপেক্ষা প্রদর্শনের বিষয় ধরা যায়, তাহা হইলে সিরাজ-উদ্দৌলা, নানা সাহেব এবং এই ইংরেজ মাজিস্ট্রেটের অনুষ্ঠিত নরহত্যা পরস্পর তুলনীয় হইতে পারে। যাবৎ কারারক্ষকদিগের নিরাপদে থাকিবার সম্ভাবনা ছিল তাবৎ নানা সাহেবের হতভাগ্য বন্দিগণ, অক্ষতশরীরে রহিয়াছিল। যখন তাহাদিগকে রক্ষা করা কারারক্ষকদিগের পক্ষে সুবিধাজনক বোধ হইল না, তখন তাহারা তাড়াতাড়ি নিরতিশয় নির্দয়রূপে মৃত্যুমুখে পাতিত হইল। ঈদৃশ কার্যের একমাত্র সাফাই এই যে, যাহাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল, তাহারাই ইহার অনুষ্ঠান করিয়াছিল।

কিন্তু সিরাজদ্দৌলার উপর এই বলিয়া সাতিশয় কঠোরভাবে দোষারোপ করা হয় যে, তিনি অন্ধকূপের অবশিষ্ট জীবিত ব্যক্তিদিগের বিষয়ে নিরতিশয় ঔদাস্য প্রকাশ করিয়াছেন। কুপারের বর্ণনায় বোধহয় যে, উজনালার অন্ধকূপেও জীবিত ব্যক্তি ছিল। ইহাদের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল, তাহার কোনে উল্লেখা দেখা যায় না। একজন আহত সিপাহীকে মহারানীর সাক্ষীস্বরূপ রাখা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অপর

* *Coaper, Crisis in the Punjab, pp. 160-67.*

** *Cooper, Crisis in the Punjab. p. 168,*

বন্দীদিগের প্রত্যেকেই মৃত্যুমুখে পাতিত হয়। কথিত আছে, সিপাহিগণ যে সময়ে অপরাধজনক কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, তাহার পর ৪৮ ঘন্টার মধ্যে আইন অনুসারে প্রায় পাঁচশত ব্যক্তি নিহত হয়। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে এই-সকল অসহায়—কর্তৃপক্ষের বর্ণনানুসারে নিরস্ত্র, ভয়বিহ্বলচিত্ত, অনাহারে বিশুষ্ক এবং ক্লান্তিতে অবসন্ন লোকের ধ্বংসসাধন কোন্ অপরাধে—কোন্ আইনে হইয়াছিল? কুপার সাহেব উত্তর দিয়াছেন, অপরাধ—বিদ্রোহ। এই সকল লোক যদি আপনাদের ঘোরতর অপকীর্তিস্বরূপ নরহত্যাপাপে লিপ্ত না থাকিত, তাহা হইলেও ইহাদের বিষয়ে আইনের বিধান একরূপ হইত। ইহাদের অপরাধের শাস্তি—মৃত্যু। যে সিপাহীকে মহারানীর সাক্ষীস্বরূপ রাখা হইয়াছিল, মণ্টোগোমারি তাহাকে লাহোরে পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই অনুরোধ অনুসারে কার্য হইয়াছিল। সিপাহী আরোগ্য লাভ করিলে তাহাকে লাহোরে পাঠান হয়। পরে আর একচল্লিশ জন সিপাহী অবরুদ্ধ হয়। তাহারাও ইহার সঙ্গে লাহোরে প্রেরিত হয়। সেইখানে ইহাদের সকলকে কামানের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হয়। এইরূপে কুপার সাহেব দৃঢ়তার সহিত যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। ২৬ গণিত সিপাহিদল উভয়তঃ সমূলে অবরুদ্ধ ও বিধ্বস্ত হইয়া গেল*।'

দূরদর্শী ইংরেজ ঐতিহাসিক এইভাবে তাঁহার স্বদেশীয় বিচারকের কার্যের বর্ণনা করিয়াছেন। অন্ধকূপের ঘটনা হল্‌ওয়েলের কল্পনাসম্ভূত কি প্রকৃত, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। অনেকে এখন উহা হলওয়েলের কল্পনাসমুৎপন্ন চিত্র বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন। প্রকৃত হইলেও সিরাজউদ্দৌলা অবশিষ্ট বন্দীদিগের জীবনের হানি করেন নাই। অনেক ইংরেজ ঐতিহাসিক সিরাজউদ্দৌলাকে অত্যাচারী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই অত্যাচারী নবাবের সমক্ষে তাঁহাদের স্বদেশীয়গণ অক্ষতশরীরে ছিল। কিন্তু উজনালার ঘটনায় ইংরেজ বিচারকের সমক্ষে অবশিষ্ট সিপাহিদিগের অদৃষ্ট প্রসন্ন হয় নাই। তাহাদের প্রতি কঠোরতম দণ্ডই প্রয়োজিত হয়। নিরুপায় নিঃসহায় প্রতিপক্ষের বিষয়ে সিরাজউদ্দৌলা ধীরতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ইংরেজ বিচারক তাদৃশ ধীরভাব দেখাইতে পারেন নাই। দেশকালপাত্রানুসারে মানবের নির্দয়ভাবের বিচার করিলে উজনালার কূপ, হল্‌ওয়েলের বর্ণিত অন্ধকূপ অপেক্ষাও অধিকতর নৃশংসতার পরিচয় দিবে।

২৬ গণিত নিরস্ত্রীকৃত সৈনিকদলের এইরূপ শোচনীয় পরিণামের বিবরণ শুনিয়া, লোকে যেরূপ ভীত, সেইরূপ উত্তেজিত হয়। অশ্বারোহী সিপাহিগণ যে সকল ঘোড়া ব্যবহার করিত, তৎসমুদয় তাহাদের নিজের ছিল। গবর্নমেন্ট ঘোটকগুলি অধিকার করাতে সিপাহিগণ উত্তেজিত হওয়ায় মণ্টোগোমারি সাহেব ঐ সকল বিরক্তিজনক লোক হইতে বিমুক্তি লাভের আশায় পূর্বোক্ত প্রণালীর অনুসরণে কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি লাহোরের ৩০০০ হাজার সিপাহীকে উৎসন্ন করিতে ইচ্ছা

* *Martin, Indian Lmpire. Vol. II pp. 428-29.*

করিয়াছিলেন*। উপস্থিত সময়ে সিপাহিদিগের উপর কর্তৃপক্ষের কিরূপ বিদ্বেষভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা এই ঘটনায় পরিস্ফুট হইতেছে। লাহোরের সিপাহিগণ উত্তেজিত হইয়াছিল। ইহাদের অনেকে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রসঞ্চালন করিলেও সকলে সমভাবে ইংরেজের শোণিতপাতে অগ্রসর হয় নাই। তাহাদের কেহ কেহ এই সঙ্কটকালে ইংরেজের জীবন রক্ষা করিতে উদাসীন থাকে নাই। তাহাদের প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততা এই সময়েও অটল ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ স্থলবিশেষে এই বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির সম্মান রক্ষা করেন নাই। তাঁহারা সমগ্র সিপাহীকে দুর্দান্ত শ্বাপদ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এই দুর্দান্ত শ্বাপদদিগকে, যে কোনো রূপে হউক, পৃথিবী হইতে দূরীভূত করা তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা এইরূপ উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়াই আপনাদের অপরিসীম কার্যতৎপরতা অথবা অনন্ত নৃশংসতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কিন্তু কর্তৃপক্ষের এইরূপ দৃঢ়তা দেখিয়াও, পঞ্জাবের লোকে ইংরেজের ক্ষমতার স্থায়িত্বসম্বন্ধে সন্দেহশূন্য হয় নাই। এ বিষয়ে তাহাদের আস্থা ক্রমে সন্দেহে পরিণত হয়, সন্দেহ হইতে অবিশ্বাসের সূত্রপাত ঘটে**। পেশাবরে একটি ঘটনায় এ বিষয়ের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জুলাই মাসের মধ্যভাগে এডওয়ার্ডস্ পেশাবরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের নিকটে টাকা ধার লইবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ইহাঁরা সাধারণের ন্যায় কোম্পানির আধিপত্যের অবসান হইল বলিয়া মনে না করিলেও, আপনাদের অর্থসম্বন্ধে একবারে সংশয়শূন্য হন নাই। সুতরাং এ বিষয়ে ইহাঁদের তাদৃশ আগ্রহ পরিস্ফুট হয় নাই। অবশেষে ইহাঁরা এডওয়ার্ডসের নিকটে মহাজনদিগকে পাঠাইয়া দিতে প্রতিশ্রুতি হন। মহাজনেরাও উপস্থিত হইয়া এ বিষয়ে কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। বরং সকলেই আপনাদিগকে অপরের পশ্চাতে রাখিতে ইচ্ছা করেন। শেষে এড্ওয়ার্ডসের দৃঢ়তায় ও কার্যতৎপরতায় তাঁহাদিগকে সম্মত হইতে হয়।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, সেনানায়ক নিকল্সন্ ৭ই আগষ্ট দিল্লীতে উপনীত হন। সেনাপতি উইল্সনের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তিনি আপনার সৈনিক-দলের পূর্বেই দিল্লীতে পেঁছিয়াছিলেন। তিনি উপস্থিত হইয়াই, সেনাপতি উইল্সনের সহিত স্বকীয় কর্তব্যসম্বন্ধে পরামর্শ করেন। তাঁহার উন্নত দেহ, তাঁহার দীপ্তিময় লোচনযুগল, তাঁহার মুখমণ্ডলের অনির্বচনীয় তেজোমহিমা দর্শনে শিবিরস্থিত সৈনিক-দল তাঁহাকে প্রকৃত বীরপুরুষ বলিয়া মনে করে। তাহাদের এই ধারণা অলীক হয় নাই। নিকল্সন প্রকৃত প্রস্তাবে বীরপুরুষোচিত গুণগ্রামে অলঙ্কৃত ছিলেন। তাঁহার উপস্থিতিমাত্রেই তদীয় গুণের নিদর্শন লক্ষিত হইতে থাকে। তিনি সৈন্য-সন্নিবেশ-স্থল পরিদর্শন করেন; প্রত্যেক স্থলেই তাঁহার

* *Martin, Indian Empire, Vol II. p. 429.*

** *Holmes, Indian Mutiny. p. 373.*

সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যাইতে থাকে। তিনি যখন অপরাপর সৈনিক-পুরুষের সহিত ভোজনস্থলে উপবিষ্ট হইতেন, তখন তাঁহার মৌনভাব-দর্শনে তৎপ্রতি সর্বপ্রথম অনেকের বিরক্তি জন্মিয়াছিল। তিনি যখন আপনাদের ব্যূহ-রচনার পরিদর্শন জন্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতেন, তখন তাঁহার রুক্ষভাব দেখিয়া, সৈনিক-প্রধানেরা সর্ব-প্রথম অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। দিল্লীর অবরোধের ইতিহাস-লেখক তৎসম্বন্ধে এইভাবে আপনার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন—'এ সময়ে একটি সুগঠিতদেহ, আগন্তুক-পুরুষ আমাদের সৈন্য-সন্নিবেশ-স্থল দেখিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি প্রতিস্থলেরই সূক্ষ্ম বিবরণ—উহার বলশালিতা উহার ইতিহাস, তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে-ছিলেন। তদীয় পরিচ্ছদে তাঁহার পদমর্যাদার কিছুমাত্র পরিজ্ঞান হয় নাই। উপস্থিত সঙ্কটকালে অনেকেই আপনাদের ইচ্ছামতো পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। এক অফিসরের পরিচ্ছদের সহিত অপর অফিসরের পরিচ্ছদের প্রায়ই সমতা দেখা যাইত না। যাহা হউক পরক্ষণে জানাগেল যে, আগন্তুক-পুরুষ সেনাপতি নিকল্সন্। ইতঃপূর্বে শিবিরের লোকে তাঁহার আকৃতি দেখিতে পায় নাই। এই সময়ে লোকের মধ্যে কানাঘুষা হইতে লাগিল যে, আগন্তুক সেনাপতির সামরিক বিষয় সম্বন্ধে অসামান্য প্রতিভা আছে। তাঁহার আকৃতি যেন দানবের আকৃতির ছাঁচে ঢালা। বক্ষঃস্থল বিশাল, হস্তপদাদি নিরতিশয় শক্তিসম্পন্ন ; হাবভাব উৎসাহ ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক এবং রুক্ষভাবের পরিচায়ক, দেহ সৌন্দর্যশালী ; শ্মশ্রুরাজি দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণ ; কণ্ঠস্বর উন্নত ও গম্ভীর ; তাঁহাতে যে শক্তিমত্তা, গুণাতিশয্য ও দৃঢ়তা আছে তাহা সকলেই বুঝিতে পারে*।' এইরূপ বীরপুরুষ এখন দিল্লী উদ্ধারার্থে সমাগত হইলেন। সৈনিকেরা প্রথমতঃ তাঁহার উদ্ধতভাবে অসন্তুষ্ট হইলেও শেষে তদীয় গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে আপনাদের অভীষ্টসিদ্ধির প্রধান সহায় বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

অবিলম্বে কার্যারম্ভ। নিকল্সনের সৈনিক-দল দ্রুতগতি দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল ; নিকল্সন তাহাদিগকে আনিবার জন্য শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি ১৪ই আগষ্ট স্বকীয় সৈনিক-দল লইয়া, মহোল্লাসে শিবিরে উপনীত হইলেন। শিবিরস্থিত সৈনিকেরাও ইহাদের আগমনে উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিল। কামানগুলিও পশ্চাৎ আসিতেছিল। দিল্লী ও পঞ্জাবের পথ অবরুদ্ধ না থাকাতে ইংরেজ-পক্ষের সবিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল। সিপাহিগণ ঐ পথ অবরুদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। ১'ই আগষ্ট আবার তাহারা এই উদ্দেশ্যে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ঝিন্দের রাজা ইংরেজদিগের পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁহার অধিকৃত জনপদ আক্রমণ করা বোধহয় সিপাহিদিগের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সেনানায়ক হড্সন্ আপনার অশ্বারোহী সৈনিকদিগকে লইয়া উহাদিগের গতিবিধির পর্যবেক্ষণের জন্য যাত্রা করিলেন। তাঁহার সহিত সিপাহিদিগের কয়েকবার ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সিপাহিগণ জয়লাভ

* *History of the Sieze of Delhi. Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 649, note.*

করিতে পারে নাই। বর্ষাতিশয্যে এ সময়ে অনেক স্থান জলপ্লাবিত হইয়াছিল। গন্তব্য পথ এইরূপে দুর্গম হইলেও হড্‌সন্‌ পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহ পর্যবেক্ষণ করিয়া, ২২শে আগষ্ট শিবিরে প্রত্যাগত হন।

পূর্বে যে সকল কামানের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদয় ফিরোজপুর হইতে দিল্লীর অভিমুখে আসিতেছে শুনিয়া, বেরিলী ও নিমচের সিপাহিদল ১৮টি কামান লইয়া ঐ সকল কামান অবরুদ্ধ করিবার জন্য ২৪শে জুলাই দিল্লী হইতে যাত্রা করে। পরদিন প্রাতঃকালে সেনানায়ক নিকল্‌সন্‌ এক হাজার ইউরোপীয় এবং দুই হাজার এতদ্দেশীয় সৈন্য লইয়া উহাদিগকে বাধা দিবার জন্য বাহাদুরগড় নামক পল্লীর অভিমুখে যাত্রা করেন। যেহেতু, তিনি শুনিয়াছিলেন যে সিপাহিগণ ঐ স্থানের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এসময়ে প্রবল বেগে বৃষ্টিপাত হইতেছিল। সমুদয় পথ কর্দমাক্ত ও স্থানে স্থানে জলপ্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। পদাতিকগণ অতিকষ্টে অগ্রসর হইতে লাগিল। পিচ্ছিল পথে আপনাদিগকে সহজভাবে রাখিবার জন্য তাহারা প্রতি পদক্ষেপে সাবধান হইতে লাগিল। কামান-পরিচালকগণ কর্দমলিপ্ত পথে কামানের চাকা চালাইবার জন্য বারংবার কাঁধ দিয়া ঠেলিতে লাগিল। এরূপ বহুকষ্টে ছয় ঘণ্টার মধ্যে কেবল নয় মাইল পথ অতিক্রান্ত হইল। এই সময়ে নিকল্‌সন্‌ জানিতে পারিলেন যে, বিপক্ষগণ বাহাদুরগড়ে না গিয়া, নুজুফগড়ের অভিমুখে গিয়াছে। নিকলসন্‌ অবিলম্বে বাহাদুরগড় পরিত্যাগ করিয়া, নুজুফগড়ের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বেলা চারটার সময়ে তিনি নুজফগড়ের খালের একটি শাখাখালে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, সিপাহিগণ খালের অপর তটে সজ্জীভূত রহিয়াছে। খালের সেতু তাহাদের দক্ষিণ ভাগে আছে। সম্মুখে একটি সরাই এবং উহার বামে ও দক্ষিণে দুইটি পল্লী আছে। এই পল্লীদ্বয়ও তাহাদের অধিকারে রহিয়াছে। তাহারা পল্লীদ্বয়ে তিনটি, সরাইয়ে চারিটি এবং খালের উপর তিনটি কামান স্থাপন করিয়াছে। তাহাদের বামভাগে নুজুফগড় পল্লীও অধিকৃত হইয়াছে। বেলা পাঁচ ঘটিকার সময়ে ইংরেজ পক্ষের সমগ্র সৈনিক-দল খাল পার হইল। নিকল্‌সন্‌ তাড়াতাড়ি সিপাদিগের সন্নিবেশস্থল পর্যবেক্ষণ পূর্বক সর্বাগ্রে সরাই আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। যেহেতু, সিপাহিদিগের অধিকৃত স্থানের মধ্যে ঐ সরাইটি প্রধান ব্যূহ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, নিকল্‌সন্‌ ৬১ গণিত ইউরোপীয় পদাতিক-দলকে সম্বোধন পূর্বক এইভাবে কহিলেন,—'স্যার কোলিন্‌ কাম্পবেল্‌ চিনিয়াবালার যুদ্ধের সময়ে তোমাদিগকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা তোমাদের অবিদিত নাই এবং আল্‌মার* যুদ্ধক্ষেত্রে ঐভাবের যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহাও তোমরা শুনিয়াছ। এখন আমিও তোমাদিগকে ঐরূপ দুই-একটি কথা

---

* আল্‌মা—ক্রিমিয়ার একটি ক্ষুদ্র নদী। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময়ে এই নদীর তীরে একটি যুদ্ধ ঘটে। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের সৈনিক-দলের পরাক্রমে রুশিয়ার সৈন্য এই যুদ্ধে পরাজিত এবং তাড়িত হয়।

বলিতেছি। তোমরা যাবৎ ঐ সকল সন্নিবেশিত কামানের ২০ বা ৩০ গজ অন্তরে উপস্থিত না হও, তাবৎ গুলিবৃষ্টি কর, আমরা শীঘ্রই কার্য শেষ করিতে পারিব*।'

ইংরেজ-পক্ষের কামান-পরিচালকেরা সর্বপ্রথম যুদ্ধারম্ভ করিল। কয়েক বার গোলাবর্ষণের পর পদাতিক-দল অগ্রসর হইল। ইহারা সেনাপতি নিকল্‌সনের পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া, গুলিবৃষ্টি করিতে করিতে বিপক্ষদিগের কুড়ি গজ অন্তরে আসিয়া পড়িল। অধিনায়ক এই স্থান হইতে ইহাদিগকে সঙ্গিন চালাইতে আদেশ দিলেন। কিয়ৎক্ষণ ঘোরতর যুদ্ধের পর ইহারা কামান অধিকার করিল; সিপাহিগণ সরাই হইতে হটিয়া গেল। তাহারা বিলক্ষণ সাহস-সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিল। অনেকে ধীরভাবে আত্ম-বিসর্জন করিয়াছিল। কিন্তু সমুদয় স্থান কর্দমাক্ত হওয়াতে তাহারা আপনাদের কামানগুলি লইয়া যাইতে পারে নাই। জলপ্লাবন ও কর্দমের আতিশয্যে ইউরোপীয় সৈনিকরাও সবিশেষ সত্বরতা সহকারে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইতে পারে নাই। ইংরেজপক্ষের সৈনিকগণ যখন পুরোভাগ হইতে বামভাগে যাইয়া, সরাই ও খালের মধ্যভাগে কামান স্থাপন করিল, তখন সিপাহিগণ সমুদয় কামান পরিত্যাগ-পূর্বক সেতুর উপর দিয়া পলায়ন করিল। ইহার মধ্যে ১ গণিত পঞ্জাবী পদাতিকদল নজফগড় পল্লী অধিকার করিল। পার্শ্ববর্তী একটি পল্লীতে কতিপয় সিপাহী অবস্থিতি করিতেছিল; পঞ্জাবিগণ ইহাদিগকে আক্রমণ করিতে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু ইহারা এরূপ পরাক্রমের সহিত আত্মরক্ষা করে যে, ইহাদের পরাজয়ের জন্য অপর সৈনিক পাঠাইতে হয়।

সেনাপতি নিকল্‌সন্ বিজয়ী হইয়া, সেই পল্বলময় যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে আনিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। এজন্য অনাহারে তাঁহার সৈনিকগণের কষ্টের একশেষ হইতে লাগিল। এইরূপে অনাহারে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রাতঃকালে নিকল্‌সন্ খালের সেতু বিনষ্ট করিয়া, বিজয়ী সৈনিক-দলের শিবিরে প্রত্যাগত হইলেন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর নগর অবরোধের উপযোগী কামান ইত্যাদি আসিয়া পৌঁছিল। স্যার জন্ লরেন্স এইরূপে দিল্লীর উদ্ধারের ব্যবস্থা করাতে ইংরেজ-শিবিরের সৈনিকদিগের উল্লাসের অবধি রহিল না। প্রায় তিনমাস কাল, এই মহানগরী সিপাহিদিগের অধিকারে রহিয়াছিল। তিনমাস কাল, যুদ্ধকুশল ইংরেজ-সেনাপতি-দিগের কৌশল-পরম্পরা ইহার সমক্ষে ব্যর্থ হইয়াছিল। ইংরেজ-সৈন্য নগরস্থিত সিপাহিদিগের নিকটে যেরূপ সংখ্যায় অল্প, সেইরূপ সামরিক অস্ত্রাদিতে হীনবল ছিল। এইরূপ হীনবলতা-প্রযুক্ত তাহারা এতদিন মোগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানীর সমক্ষে কাতরভাবে আত্মপক্ষের যার-পর নাই অধোগতি দেখিতেছিল। এখন তাহাদের অবস্থান্তর ঘটিল। তাহাদের সাহায্যার্থে পঞ্জাব হইতে একজন প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীর যুদ্ধকুশল সৈনিক-দল লইয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদের বলবৃদ্ধির জন্য

* *Holmes, Indian Mutiny p. 378.*

পঞ্জাব হইতে কামান ইত্যাদিও আসিল। সুতরাং এখন তাহারা মোগলের রাজধানী আপনাদের আয়ত্ত মনে করিয়া, উল্লাশ প্রকাশ করিতে লাগিল। ইংরেজ সেনানায়কেরাও এখন প্রফুল্লচিত্তে প্রাচীর-পরিবেষ্টিত-মহানগরীর অধিকারের নিমিত্ত পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতে উদ্যত হইলেন। দিল্লী সিপাহিদিগের অধিকারে থাকাতে উত্তেজিত লোকে, এত দিন ভাবিতেছিল যে, ভারতবর্ষে ইংরেজের ক্ষমতার হ্রাস হইয়াছে। শেষে তাহাদের এই ধারণা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা ও বিহার

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলিকাতা

কলিকাতা—ইউরোপীয়দিগের আতঙ্ক ও উত্তেজনা—গবর্নর-জেনেরলের উদ্বেগ—তাঁহার প্রশান্তভাব—ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সৈনিক-দল প্রেরণ—স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিক-দল—মুদ্রণ-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ—বারাকপুরের সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণ—কলিকাতায় ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গীদিগের আতঙ্কজনিত অবস্থা—অযোধ্যায় নবাবের অবরোধ-অস্ত্রব্যবহারসংক্রান্ত বিধি—গবর্নর-জেনেরলের প্রাসাদ ও দেহরক্ষার্থে ইউরোপীয় সৈন্যের নিয়োগ

ভারতের উত্তরাংশে যখন ধূমায়মান বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, ইংরেজ সেনানায়ক হাবেলক্ ও নীল যখন কানপুর ও লক্ষ্নৌর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, স্যার জন লরেন্স যখন পঞ্জাব হইতে দিল্লীর উদ্ধারে জন্য সৈন্য ও কামান ইত্যাদি প্রেরণ করিতেছিলেন, তখন এই সুবিস্তৃত ভূখণ্ডের প্রায় সকল স্থানেই ইউরোপীয়দিগের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। যখন জীবন ও সম্পত্তি বিঘ্নসঙ্কুল হয়, উত্তেজিত লোকের ভয়াবহ আক্রমণে, যখন প্রতি মুহূর্তে সর্বধ্বংসকর বিপ্লবের সূচনা ঘটে, বিভিন্ন স্থানের আত্মীয়-স্বজনের আকস্মিক নিধনবার্তায় হৃদয় যখন নৈরাশ্যে একান্ত অবসন্ন হৃদয় যখন নৈরাশ্যে একান্ত অবসন্ন হয়, তখন সহজেই দণ্ডধারী রাজার প্রতি বিপন্ন লোকের দৃষ্টি নিপতিত হইয়া থাকে। উপস্থিত সময়ে ভারতবর্ষের ইউরোপীয়গণের এইরূপ দশা ঘটিয়াছিল। নানাদিকে বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত হইয়া, ইউরোপীয়গণ ভারতের গবর্নর জেনেরল কানিঙের প্রত্যেক কার্য নিরতিশয় ঔৎসুক্যসহকারে পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। গবর্নর-জেনেরলের চিরাভ্যস্ত প্রশান্তভাবে অনেকের মনে নানারূপ সন্দেহের উৎপত্তি হইতেছিল, সন্দেহপ্রযুক্ত অনেকে গবর্নর জেনেরলকে কর্তব্যকার্যে অমনোযোগী এবং ঘোরতর বিপদের প্রতিরোধে শিথিলপ্রযত্ন বলিয়া মনে করিতেছিল। কলিকাতার ইউরোপীয় প্রবাসিগণের মনে এইরূপ সন্দেহের সঞ্চার হইয়াছিল। লর্ড কানিঙ যখন ধীরভাবে উপস্থিত বিপ্লব সম্বন্ধে নানা স্থান হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিতেছিলেন, ধীরভাবে যখন বিপদের গুরুত্ব অনুসারে কার্যপ্রণালীর নির্ধারণে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ইউরোপীয়গণ গভীর আশঙ্কায় অধৈর্য হন। লর্ড কানিং রাজধানীতে থাকিয়া, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে যে সংবাদ প্রাপ্ত হন তাহাতে তিনি চিন্তিত হইয়া উঠেন। কিন্তু চিন্তিত হইলেও তাঁহার ধীরতা বিলুপ্ত হয় নাই। জুন মাসে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থিত স্বদেশীয়দিগের বিষয় ভাবিয়া, তিনি অধিকতর চিন্তাকুল হন। এই সময়ে আবার তাঁহার বিরক্তির একশেষ ঘটে। কলিকাতার ইউরোপীয়গণ তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া যেরূপ উত্তেজনার পরিচয় দেন, তাহা হইতেই বিরক্তির

উৎপত্তি হয়। কিন্তু এরূপ বিরক্তিতেও গবর্নর জেনেরল স্বাভাবিক ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করেন নাই।

উপস্থিত সময়ে ভারতেবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে গবর্নর জেনেরলের সমক্ষে যে সকল সংবাদ উপস্থিত হইত, গবর্নর-জেনেরল তৎসমুদয়ের আলোচনা করিয়া অনেক সময়ে কর্তব্যপথে অগ্রসর হইতেন। কিন্তু স্থানীয় রাজপুরুষগণ সর্বপ্রথম বিপদের গুরুত্ব নির্ণয় করিতে পাবেন নাই। ১৬ই মে কল্‌বিন্‌ সাহেব উত্তব-পশ্চিম প্রদেশ হইতে গবর্নর জেনেরলের নিকটে টেলিগ্রাম করেন যে, ঘোরতর বিপদ অতিক্রান্ত হইয়াছে, এখন সমুদয় বিষয় ক্রমে আশাপ্রদ হইয়া উঠিতেছে। ইহাব চারিদিন পরে তিনি আবার দিল্লীর কমিশনর গ্রিথেড্‌ সাহেবের কথা উদ্ধৃত করিয়া, গবর্নর জেনেরলের নিকটে টেলিগ্রাম করেন যে, আর কয়েক দিনের মধ্যেই এই অসম-সাহসিক বিদ্রোহের শেষ হইবে। এই সকল আশ্বাসপ্রদ কথা শেষে আকাশকুসুমে পরিণত হইল। দিনের-পর-দিন, মাসের-পর-মাস অতিবাহিত হইতে লাগিল, কোনো স্থানে উত্তেজিত সিপাহিদিগের ও বিলুণ্ঠনপ্রিয়, উন্মত্তপ্রায় লোকের প্রশান্তভাব লক্ষিত হইল না। ভারতের প্রায় সমগ্র প্রধান স্থানে বিপ্লব ঘটিতে লাগিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রদীপ্ত বহ্নিশিখায় পরিব্যাপ্ত হইল। গবর্নর জেনেরল প্রত্যেক স্থানের সংবাদ জানিবার জন্য যাহাদের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা এখন অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। অনেকে এই বিপ্লব কেবল সিপাহিদিগের উত্তেজনা-সম্ভূত বলিয়া মনে করিয়া-ছিল। কিন্তু ইহা কেবল সিপাহিদলে আবদ্ধ থাকে নাই। নানাস্থানের উত্তেজিত, ইতর লোক সমগ্র জনপদ অশান্তিময় করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাদের সমুত্থান দেখিয়া রাজপুরুষেরা স্তম্ভিত হন এবং আপনাদের বিলুপ্তপ্রায় প্রাধান্যের উদ্ধারের জন্য আকুল হইয়া পড়েন।

ইংরেজ ঐতিহাসিকদিগের কেহ কেহ লর্ড কানিঙের প্রতি এই বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন যে, লর্ড কানিং উপস্থিত বিপদের গুরুত্বের অবধারণে সমর্থ ছিলেন না ; এই বিষম বিপ্লবের গতিরোধেও তাঁহার তাদৃশ ক্ষমতা ছিল না। উপস্থিত সময়ে একটি হেস্টিংস বা একটি মনিংটনের গবর্নর-জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত ছিল। যখন আত্মপ্রাধান্যের বিলোপ দশা ঘটে, এক সময়ে যাহারা অবজ্ঞার পাত্র ছিল, তাহাদের উত্তেজনায় শাসকবর্গের স্বদেশীয়গণ যখন নিপীড়িত, নিগৃহিত বা নিহত হইতে থাকে, তখন ধীরতার সীমা রক্ষিত হয় না। পূর্বোক্ত ঐতিহাসিকগণ বোধহয় গবর্নর জেনেরলের ধীরতায় অধৈর্য হইয়াছিলেন। গবর্নর জেনেরল তাহাদের ন্যায় সমগ্র ভারতবাসীকে আততায়ী বলিয়া মনে করেন নাই। সমগ্র ভারতবাসীর শোণিতপাতে তাঁহার উদ্যম ও উৎসাহ পরিস্ফুট হয় নাই। ভারতবর্ষপ্রবাসী ইউরোপীয়গণ যখন প্রাণের দায়ে জ্ঞানশূন্য হইয়া, ভারতবাসীর শোণিতে সমুদয় স্থান রঞ্জিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন লর্ড কানিং তাঁহাদের ন্যায় অধীরতা প্রকাশ করেন নাই এবং তাঁহাদের সহিত একমত হইয়া, সর্বত্র জিঘাংসার পরিচয় দিতেও আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। এইরূপ ধীবতায় উল্লিখিত ইতিহাস-লেখকগণ তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন।

এইরূপ ধীরতাই গবর্নর জেনেরলকে তাঁহাদের সমক্ষে কর্তব্যকার্যে অমনোযোগী, বিপদের গুরুত্বাবধারণে অসমর্থ এবং উপস্থিত সময়ের অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিল।

কিন্তু গবর্নর জেনেরল ইহাঁদের ন্যায় একদেশদর্শী ছিলেন না। বিপদসংকুল স্থান হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিতেও তিনি অমনোযোগ প্রকাশ করেন নাই। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে তাঁহার নিকট যে সংবাদ উপস্থিত হয়, তাহা যেমন অসম্পূর্ণ সেইরূপ অপরিণাম-দর্শিতার পরিচয়সূচক অসত্যভাবে জড়িত ছিল। যথাসময়ে যথাযথ সংবাদ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি সময়োচিত একাগ্রতা ও অধ্যাবসায়ের পরিচয় দিতে কখনও পরাঙ্মুখ হইতেন না। অসম্পূর্ণ সংবাদ প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার পরিণামদর্শিতা ও কার্যতৎপরতা প্রচ্ছন্নভাবে থাকে নাই। কলিকাতা হইতে যে সৈনিক-দল প্রেরিত হয়, তদ্দ্বারা বারাণসী ও এলাহাবাদের বিপ্লবের শান্তি ঘটে। কিন্তু কানপুর রক্ষিত হয় নাই, লক্ষ্ণৌও ঘোরতর বিপত্তি হইতে মুক্তিলাভ করে নাই, সমগ্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতেও জ্বালাময়ী বহ্নিশিখার অন্তর্ধান ঘটে নাই।

লর্ড কানিঙ যেরূপ শান্তপ্রকৃতি সেইরূপ সদয়হৃদয় ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার বিপন্ন স্বদেশীয়দিগের বিষয় ভাবিয়া, তিনি সর্বদাই উদ্বিগ্ন থাকিতেন। নানা স্থানের ইউরোপীয়গণ যখন ইংরেজ সৈনিক দ্বারা আপনাদের উদ্ধারসাধনের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের প্রার্থনা পূরণের সুবিধা ছিল না। ইংরেজ সৈনিকের সংখ্যা অল্প ছিল, এই অল্পসংখ্যক সৈন্য নানা স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে রাখিলে কোনো স্থানেরই বিপদ অন্তর্হিত হইত না। লর্ড কানিং জুন মাসে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—'রাজধানীর বহির্ভাগস্থিত নানা স্থানের যে সকল ইউরোপীয় পার্শ্ববর্তী স্থানের উত্তেজিত সিপাহীর বা দুর্দান্তপ্রকৃতি অসভ্যলোকের আক্রমণ হইতে ইংরেজ সৈন্য দ্বারা আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা করিয়াছে, তাহাদের সেই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে সকলেরই হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কিন্তু আমাদের অল্পমাত্র সৈন্য রাজ্যের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে রাখিলে অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা সুদূরে পরাহত হইবে।' বিভিন্ন স্থানের বিপন্ন ইউরোপীয়দিগের দুর্দশার বিষয় ভাবিয়া, লর্ড কানিঙ্ এইরূপ অস্থির-চিত্ত এবং এইরূপ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। তিনি কানপুরের উদ্ধারসাধনে নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। তিনি কানপুরের সেনাপতি হুইলারের বিপদ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এই বিপন্ন সেনাপতির উদ্ধারসাধন তাঁহার প্রধান কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। তিনি দিল্লীর সেনাপতি বার্নাডকে হুইলারের সাহায্যার্থে দিল্লী হইতে সৈন্য পাঠাইবার জন্য অনুমতি দিতেও সংকুচিত হন নাই। গবর্নর জেনেরলের এই পত্র যথাসময়ে যথাস্থানে পেঁাছিয়াছিল কি না তদ্বিষয় নিশ্চিত হয় নাই। যদি সেনাপতি বার্নাড গবর্নর জেনেরলের পত্র পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিঃসন্দেহ উহাতে বিস্মিত হইয়াছিলেন। এলাহাবাদ হইতে সাহায্যকারী সৈনিক-দল কানপুরে গিয়া, সর্বপ্রথম ঐ স্থান রক্ষা করিবে, তৎপরে লক্ষ্ণৌর উদ্ধারসাধনে কৃতকার্য হইবে, ইহা যেমন উপস্থিত সময়ে অসম্ভব ছিল, সেইরূপ দিল্লী হইতে কানপুরের উদ্ধারের জন্য

সৈনিক-দলের গমন অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এ সময়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ঘটনা কলিকাতার কর্তৃপক্ষের সমক্ষে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। ডাকের পথ অনেক স্থলে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। টেলিগ্রাফের তার অনেক স্থলে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। পঞ্জাবে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কি ঘটিতেছে, তাহার সংবাদ গবর্নর জেনেরলের সমক্ষে যথাসময়ে উপস্থিত হইত না। অনেক সময়ে অলীক সংবাদ কলিকাতায় উপস্থিত হইত। সংবাদের অলীকভাবে কর্তৃপক্ষ অনেক সময়ে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেন। একবার তাঁহারা জয়লাভের সংবাদে উৎফুল্ল হইতেন, পরক্ষণে উহা অলীক জানিতে পারিয়া, বিষণ্নভাব প্রকাশ করিতেন। অনেকবার কলিকাতায় এই সংবাদ পৌঁছিয়াছিল যে, দিল্লী অধিকৃত হইয়াছে। কেবল কলিকাতায় নয়, এলাহাবাদ, আগ্রা কানপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে ঐ অলীক সংবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। অলীক সংবাদে বিশ্বাসস্থাপন-পূর্বক কোনো কোনো স্থানের কর্তৃপক্ষ কামানধ্বনি করিয়া, আপনাদের উল্লাশ প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই।

বিপ্লবময় স্থানের প্রকৃত সংবাদ এইরূপে গবর্নর জেনেরলের অপরিজ্ঞাত হইলেও গবর্নর জেনেরল ঐ সময়ে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, তৎসমুদয়ে তদীয় গভীর মনোবেদনার নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন স্থান হইতে যে সকল পত্র তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইত, তিনি কালবিলম্ব না করিয়া, তৎসমুদয়ের যথাযথ উত্তর দিতেন। অনেক সময়ে সৈনিক কর্মচারিগণ বলবতী প্রতিহিংসায় অধীর হইয়া, তাঁহার নিকটে পত্র পাঠাইতেন। একটি প্রধান সৈনিক-পুরুষ সিপাহিদিগকে সন্ত্রাসে ব্যাকুল করিবার জন্য তাঁহার নিকটে কঠোরতম শাস্তিপ্রদানের প্রস্তাব করেন। লর্ড কানিঙ ইহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন,—'আপনি সিপাহিদিগের ভয়োৎপাদন করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছেন, কিন্তু যে সকল সৈনিক-দল এখনো পর্যন্ত আপনাদের জাতিনাশ ও ধর্মনাশের আশঙ্কায়, তাহাদের সহযোগিগণের সমক্ষে অবমানিত হইবার আশঙ্কায়, তাহাদের অপরাপর অপরাধী সহযোগিদিগের ন্যায় তাহাদিগকেও বিধ্বস্ত করিবার জন্য ইউরোপীয় সৈন্যের সমাগমের আশঙ্কায় বিচলিত হয় নাই, এতদ্বারা তাহাদের স্থিরতাসাধন নিরতিশয় দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। আপনার ভ্রমাত্মক প্রস্তাব এইরূপ রোগের প্রতিকারের উপযোগী নহে। আমি আপনাকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, গবর্নমেন্ট আপনাকে যে প্রণালীতে কার্য করিতে আদেশ দিয়াছেন, আপনি তাহার বহির্ভূত কোনো কার্য করিবেন না। ঐ প্রণালীর প্রতি সর্বদা সম্মান প্রকাশ করা উচিত। কঠোরভাবে অত্যাচার করা উদ্যম বলিয়া অভিহিত হয় না।' লর্ড কানিঙের দূরদর্শী ও অভিজ্ঞ সহযোগিগণও এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। স্যার হেন্‌রি লরেন্স মুখে যেমন নিরীহ লোকদিগকে অভয় দিয়াছেন, শান্তপ্রকৃতি ব্যক্তিদিগকে রাজভক্তি প্রদর্শনে উৎসাহযুক্ত করিয়াছেন, অনিষ্টকারী জনগণের শাস্তিবিধানে উদ্যমশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, কার্যেও সেইরূপ নিরীহ ব্যক্তির অভয় দানে, প্রশান্তপ্রকৃতি লোকের রাজভক্তির উদ্দীপনে এবং বিপ্লব-প্রয়াসিদিগের সমুচিত শাস্তিবিধানে তৎপরতার একশেষ দেখাইয়াছেন। স্যার হেন্‌রির উপযুক্ত সহোদর

(স্যার জন লরেন্স) নির্দেশ করিয়াছেন যে, 'আমাদের কঠোরভাবের শাস্তিপ্রদানের প্রণালীতে জনসাধারণের মধ্যে উদ্বেগ ও আশঙ্কা অধিকতর বদ্ধমূল হইবে।' স্যার জেমস্ আউট্রামও একজন অফিসরকে অত্যাচারের বিনিময়ে কঠোরভাবে অত্যাচার করিবার অনুমোদন করিতে দেখিয়া এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, তিনি প্রায়ই দেখিয়াছেন যে, ব্যবস্থাপক সভার যে সকল সদস্য নরশোণিতপাতে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাঁহারাই কার্যস্থলে অধিকতর সাহসশূন্য ও কাপুরুষ হইয়া থাকেন। ফলতঃ, সে সময়ে ইউরোপীয়দিগের প্রতিহিংসা এরূপ বলবতী হইয়াছিল যে, ঐ সকল উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ উহার গতিরোধের জন্য প্রকাশ্যভাবে অভিমতপ্রকাশে নিরস্ত থাকেন নাই। উপস্থিত বিপ্লবের সূচনা একদিনে বা একসময়ে হয় নাই। একদিনে বা একসময়ে সমগ্র সিপাহিদলে অসন্তোষ ও বিরাগ বদ্ধমূল হইয়া উঠে নাই। নিরক্ষর জনসাধারণও একদিনে বা একসময়ে কোম্পানির রাজত্বের উচ্ছেদের জন্য উত্তেজিত সিপাহিদিগের অনুবর্তী হয় নাই। বিপ্লবের বীজ বহুপূর্বে উপ্ত হইয়াছিল, ধীরে ধীরে উহার অঙ্কুরোদ্গম ও শাখাপ্রশাখার বিস্তার ঘটিয়াছিল। শেষে যখন উহার বিষময় ফল প্রত্যক্ষীভূত হইল, তখন ইংরেজগণ হৃদয়ের তীব্র জ্বালায় অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অন্তর্হিত হইল। তাঁহারা একজনের হস্ত স্বধর্মী বা স্বজাতির শোণিতে কলঙ্কিত দেখিয়া সকলকেই আপনাদের শোণিত-পিপাসু বলিয়া স্থির করিলেন। একের অপরাধে সমগ্র লোকের দণ্ড-বিধানই যেন তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইল। উপস্থিত সময়ে শ্বেতকায়গণ এই উদ্দেশ্যসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। ভারতের সমস্ত কৃষ্ণকায়ের উচ্ছেদের জন্য তাঁহাদের উদ্যম ও উৎসাহ পূর্ণমাত্রায় বিকাশ পাইয়াছিল।

লর্ড ক্যানিঙ এইরূপ জাতিগত বিদ্বেষ দেখিয়া, নিরতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। এইরূপ বিদ্বেষভাবে যে, পরিণামে বিষময় ফলের উৎপত্তি হইবে, ইহা প্রথমেই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে যে সংবাদ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেছিল, তাহাতে তাঁহার বোধ হইয়াছিল যে, বিপদাক্রান্ত জনপদে ন্যায়ানুসারে দণ্ড-বিধানকালে ঘোরতর প্রতিহিংসামূলক অন্যায়ের অনুষ্ঠান হইতেছে। এইরূপ অনুষ্ঠান হয়তো সমগ্র প্রদেশ দীর্ঘকালের জন্য শ্রীভ্রষ্ট ও দুঃখ-দারিদ্র্যে নিরতিশয় শোচনীয় দশাগ্রস্ত হইবে। তিনি জানিয়াছিলেন যে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সৈনিক ও সিবিল কর্মচারিদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা সময়ে সময়ে সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছেন। ইহা জানিয়াও, তিনি উচ্ছৃঙ্খল জনপদে শান্তিস্থাপনের জন্য ঐরূপ ক্ষমতাদানে নিরস্ত থাকেন নাই; সরাসরি বিচারে এতদ্দেশীয়দিগকে দলে দলে ফাঁসি দেওয়া অবশ্য অসামান্য ক্ষমতার নিদর্শন। উপস্থিত সময়ে এক-একজন ইংরেজ এইরূপ অসামান্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লর্ড ক্যানিঙ স্বদেশীয়দিগকে গুরুতর বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ অসামান্য ক্ষমতা সমর্পণেও সঙ্কুচিত হন নাই। এতদ্দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উপস্থিত বিপদের গুরুত্ব তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। গবর্নর জেনেরলের গভীর উদ্বেগ ও ঘোরতর বিপত্তির

নিবারণচেষ্টা দর্শনেও যাঁহারা তাঁহাকে উদাসীন ও কর্তব্যপালনে শিথিলপ্রযত্ন বলিয়া দোষী করিয়াছেন, তাঁহারা বোধহয়, মানব-প্রকৃতির মহত্ত্বের পরিজ্ঞানে সমর্থ হন নাই।

কিন্তু কলিকাতা-প্রবাসী ইউরোপীয়দিগের হৃদয় কিছুতেই শান্ত হয় নাই। ইউরোপীয়গণ একবার গবর্নর জেলেরলের নিকটে শখের সৈনিক দলভুক্ত হইবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আবেদন সে সময়ে গ্রাহ্য হয় নাই। তাঁহারা এই জন্য গবর্নর জেনেরলের উপর যেরূপ বিরক্ত, সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। আবেদন-কারিগণ পুনর্বার আপনাদের প্রার্থনীয় বিষয়ের উত্থাপন করিলেন। জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পুনর্বার এ বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত হইল। এবার একজন প্রধান রাজপুরুষ আবেদনেব সমর্থনে অগ্রসর হইলেন। লর্ড ক্যানিঙ যখন উপস্থিত বিষয়ে দোলায়মানচিত্ত হইতেছিলেন, তখন তাঁহার সর্বাপেক্ষা কার্যক্ষম মন্ত্রণাদাতা গ্রাণ্ট সাহেব তাঁহাকে আবেদনকারিদিগের প্রার্থনা পূরণ করিতে কহিলেন। এ সম্বন্ধে যাবতীয় কাগজপত্র গবর্নর জেনেরলের নিকটে প্রেরিত হইল। এবার লর্ড ক্যানিঙ কোনোরূপ অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না। আপনার একজন প্রধান মন্ত্রীর আগ্রহ দর্শনে তিনি কলিকাতার ইউরোপীযদিগকে শখের সৈনিক-দলে গ্রহণ করিবার জনা যথাযোগ্য আদেশ প্রদান করিলেন। রাজধানীর সেনানায়ক কর্নেল কাবেনাব উপরে অবিলম্বে এ বিষয়ে সমুদয় বন্দোবস্ত করিবার ভার সমর্পিত হইল।

এবার ইউরোপীয়গণ সন্তুষ্ট হইলেন। সন্তোষের সহিত তাঁহাদের উৎসাহ ও একাগ্রতা পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট হইল। উকীল-কেরানী, চিহ্নিত ও অচিহ্নিত, সিবিল কর্মচারী, বণিক, দোকানদার প্রভৃতি দলে দলে আগ্রহসহকারে এই সৈনিক-দলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। ইহাঁরা নিদাঘের প্রচণ্ড উত্তাপ বা ঝটিকা বৃষ্টিতে উপেক্ষা করিয়া, যুদ্ধ প্রণালী শিখিতে লাগিলেন। ইহাঁদিগকে লইয়া অবিলম্বে একদল পদাতিক ও একদল অশ্বারোহী সৈন্য হইল। সেনানায়কের শিক্ষা অপাত্রে প্রদত্ত হয় নাই। অভিনব সৈনিক-দল রণকৌশলে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, উপস্থিত সময়ের কার্যোপযোগী হইল।

রাজধানীর একটি ক্ষমতাপন্ন সম্প্রদায়ের মনোরথ সিদ্ধ হইল। যে অশান্তি ও অতৃপ্তি এতদিন তাঁহাদের ধৈর্যচ্যুতির প্রধান কারণ হইয়াছিল তাহা অপসারিত হইল। ইউরোপীয়গণ এখন আশ্বস্ত হইলেন। গবর্নমেণ্টের উপর তাঁহাদের তীব্রতর বিরক্তি অন্তর্হিত হইল। কিন্তু আর-এক সম্প্রদায় তাঁহাদের স্থান পরিগ্রহ করিলেন। এই জুন মাসে ইহাঁরা গবর্নমেণ্টের উপর বিরক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিলেন। ইহাঁদের বিদ্বেষভাব প্রচণ্ড মার্তণ্ডের উগ্রতর জ্বালাকেও পরাজিত করিল। ইহাঁরা শীতপ্রধান দেশ হইতে ভারতের অসহনীয় উত্তাপের মধ্যে আসিয়া পড়াতে সহজেই ধৈর্যচ্যুত হইয়াছিলেন। ইহার উপর যখন ইহাঁদের আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি ঘটিল, মনোগত অভিপ্রায়-সিদ্ধির অন্তরায় উপস্থিত হইল, তখন ইহাঁরা আত্মহারা হইয়া হিতাহিত বিবেচনায় একেবারে বিসর্জন দিলেন। প্রচণ্ড নিদাঘতপন হইতে একদিকে যেমন অনলকণার বিস্তার হইতে লাগিল, অপরদিকে ইহাঁদের উত্তেজিত হৃদয় হইতেও তীব্রতর

বিদ্বেষবহ্নির বিস্তৃতি ঘটিতে লাগিল। এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে যাহারা ইহাঁদের অবলম্বিত পথে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও কেহ কেহ ঐ সময়ে আত্মবিদ্বেষের পরিচয় দিতে বিমুখ হইলেন না*। ধীর প্রকৃতি গবর্নর জেনেরল এখন ইহাঁদের অধীরতা ও অনিষ্টের প্রতীকারে উদ্যত হইলেন।

উপস্থিত সময়ে ভারতবর্ষে যে সকল সংবাদপত্র ছিল, তৎসমুদয়ে সকল সময়ে যথার্থ সংবাদ প্রকাশিত হইত না। উত্তেজনা-প্রযুক্তই হউক, গবর্নমেণ্টের উপর বিদ্বেষভাব বশতঃই হউক, বা হিংসার আবেগেই হউক, সম্পাদকগণ সময়ে সময়ে ন্যায়মার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতেন। যে সকল সংবাদপত্র ভারতবর্ষীয় ভাষায় প্রকাশিত হইত, তৎসমুদয়ের গ্রাহক-সংখ্যা অধিক ছিল না। পাঠকগণও সবিশেষ দূরদর্শী বা অভিজ্ঞ ছিলেন না। প্রধানতঃ অল্পশিক্ষিত লোকের মধ্যে এই সকল সংবাদ প্রচারিত হইত। ঈদৃশ অল্প-সংখ্যক পাঠক যদি সংবাদপত্রের কোনো অসত্য ও অসংযতভাবপূর্ণ কথায় উত্তেজিত হইয়া উঠিত, তাহা হইলে গবর্নমেণ্টের তাদৃশ বিপদের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এই সকল সংবাদপত্রের পাঠক অপেক্ষা শ্রোতার সংখ্যা অধিক ছিল। যে বিপ্লবের অভিঘাতে চারিদিক আন্দোলিত হইতেছিল, যাহার আবির্ভাবে জনপদের-পর-জনপদে শৃঙ্খলাহানি ঘটিতেছিল, যাহার প্রকোপে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয়, উভয়েরই জীবন প্রতি মুহূর্তে সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিতেছিল, তাহার বিবরণ শুনিবার জন্য, ভদ্র ও ইতর, পণ্ডিত ও মূর্খ সকলেরই আগ্রহ হইয়াছিল। সুতরাং বাজারে, লোকালয়ে, বিপণিমধ্যে যখন কেহ সংবাদপত্র পাঠ করিত, তখন বহুসংখ্যক লোক যুদ্ধের কথা শুনিবার জন্য দলবদ্ধ হইত। এই সময়ে যদি সংবাদপত্রের কোনোরূপ উত্তেজনামূলক অসত্য কথা তাহাদের শ্রুতিগোচর হইত, তাহা হইলে তাহারা কল্পনাবলে উহা অতিরঞ্জিত করিয়া, নানা লোকের সমক্ষে প্রকাশ করিত। এইরূপ একটি অনিষ্টজনক বিষয় মুহূর্তমধ্যে বিদ্যুৎবেগে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইত। উহার গতিরোধ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িত। ইংরেজি সংবাদপত্রের অনুকরণে এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রায়শঃ গুণাংশের অনুকরণ অপেক্ষা দোষাংশের অনুকরণই সহজ হইয়া থাকে। এই কারণে এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রে, সাধারণতঃ ইংরেজি সংবাদপত্রের যে সমস্ত দোষ আছে, তৎসমুদয়ই অধিক পরিমাণে পরিস্ফুট হইয়া থাকে। উপস্থিত সময়ে ইউরোপীয় সম্পাদকদিগের যে সকল উত্তেজনামূলক কথা ইংরেজি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত, এতদ্দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রে তৎসমুদয়ের অনুবাদ প্রকাশে বিলম্ব ঘটিত না। এই অনুবাদে সাধারণের মধ্যে উত্তেজনার বৃদ্ধি ও তজ্জন্য অনিষ্টপাতের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল; পক্ষান্তরে এ সময়ে ইংরেজি সংবাদপত্রে সময়ে সময়ে কল্পনার বিকাশ দেখা যাইত। সম্পাদকগণের মধ্যেও সময়ে সময়ে উত্তেজনার পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এ সময়ে ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয়গণের শোণিতস্রোতে আপনাদের প্রতিহিংসার পরিতর্পণ করাই যেন, এ

---

* কে সাহেব নির্দেশ করিয়াছেন যে, বাঙ্গালার সংবাদপত্র সকল এইরূপ দোষসম্পর্ক-শূন্য ছিল।—*Kaye*, *Sepoy War*, *Vol. III*, *p. 13.*

সময়ে তাঁহাদের বাঞ্ছনীয় হইয়াছিল। এইরূপ উত্তেজনায়, এইরূপ বিদ্বেষভাবে, এইরূপ প্রতিহিংসাপরতায় পরিচালিত হইয়া, তাঁহারা সংবাদপত্রে যে সকল বিষয় লিখিতেন, তৎসমুদয় এ সময়ে শান্তিস্থাপনের প্রধান অন্তরায়-স্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইত। এতদ্দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রে তাঁহাদের লিখিত বিষয় যখন অনূদিত হইত তখন সাধারণ লোকে ইংরেজের অসামান্য বিদ্বেষভাবের পরিচয় পাইয়া, তৎপ্রতি যেরূপ বিরক্ত ও হতশ্রদ্ধ হইত, সেইরূপ আশঙ্কায় অধীর, দুশ্চিন্তায় বিচলিত এবং সর্বধ্বংসকর মহাপ্রলয়ের ভাবনায় উত্তেজিত হইয়া উঠিত। লর্ড ক্যানিঙ ইহার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়াছিলেন ; তাঁহার মন্ত্রিগণও এই অনিষ্টের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। সুতরাং এই অনিষ্টের প্রতিবিধানের জন্য কোনোরূপ আইন করা নিরতিশয় আবশ্যক হইল। লর্ড ক্যানিঙ এ বিষয়ে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি ১৩ই জুন মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ পূর্বক উপস্থিত বিষয়ের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিলেন। চল্লিশ মিনিটের মধ্যে, সদস্যগণের সহিত আলোচনার পর, আইন বিধিবদ্ধ হইল। এই আইনে স্থির হইল যে, এক বৎসরকাল কোনো ব্যক্তি গবর্নমেণ্টের নিকটে যথানিয়মে লাইসেন্স না লইয়া, কোনো মুদ্রাযন্ত্র রাখিতে পারিবে না। গবর্নমেণ্টের কর্মচারিগণ আবশ্যক বোধ করিলে কলিকাতা-গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া যে কোনো সংবাদপত্র বা পুস্তকাদির প্রচার বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন ।

লর্ড ক্যানিঙ যদি কেবল ভারতবর্ষীয় ভাষার সংবাদপত্র সম্বন্ধে এই আইন বিধিবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে সে সময়ে তাঁহার বিরুদ্ধে তাদৃশ আন্দোলন উপস্থিত হইত না। কিন্তু তিনি সমদর্শী ও উদারপ্রকৃতি ছিলেন। বিচারক্ষেত্রে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় উভয়েই তাঁহার সমক্ষে তুল্য ছিল। মুদ্রণ-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপকালে তিনি ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয়ের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য করেন নাই। এ বিষয়ে কেবল এতদ্দেশীয় সম্পাদকদিগকে আবদ্ধ করিলে, যার-পর-নাই অনুদারতা ও পক্ষপাতের কার্য হইত। ইংরেজ সম্পাদকগণ রাজভক্ত। ইংরেজ সম্পাদকগণের একান্ত ইচ্ছা যে, এদেশে কোম্পানির আধিপত্য থাকে। যাহারা কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল, তাহাদের প্রতি ইংরেজ সম্পাদকদিগের কিছুমাত্র সমবেদনা ছিল না। সুতরাং ইংরেজের সম্পাদিত সংবাদপত্র সম্বন্ধে পূর্বোক্তরূপ বিধান করা অসঙ্গত বলিয়া, কোনো কোনো ইংরেজ নির্দেশ করিতে পারেন। কিন্তু এ সময়ে ইংরেজ সম্পাদকগণ ধীরতার সীমা রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সমদর্শিতা ও সত্যপ্রিয়তা বিজাতীয় বিদ্বেষবুদ্ধির অভিঘাতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। এতদ্দেশীয়দিগের বিরুদ্ধে গবর্নমেণ্টকে উত্তেজিত করাই যেন, তাঁহাদের সংবাদপত্র পরিচালনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ভ্রান্তিতেই হউক, বুদ্ধির চাঞ্চল্যেই হউক, অতিমাত্র বিদ্বেষের আবেগেই হউক, বা দূরদর্শিতার অভাবেই হউক, তাঁহারা সংবাদপত্রে অনেক অসঙ্গত কথা প্রচার করিতেন। ইহাতে যে, গবর্নমেণ্ট অধিকতর বিপদাপন্ন হইবেন, সে বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি থাকিত না। বিদ্বেষবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া, যে কোনোরূপে হউক, জিঘাংসার তৃপ্তিসাধন করাই বোধহয়; এ সময়ে তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল। সুতরাং

তাঁহারা সংবাদপত্রের বর্ণনীয় ঘটনার সত্যাসত্য নিরূপণে তাদৃশ যত্ন করিতেন না। যাহাতে এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি গবর্নমেণ্টের বিরক্তি ও সন্দেহের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহাই উহাঁদের বর্ণনার বিষয়ীভূত হইত। এ অংশে তাঁহারা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেও সংকুচিত হইতেন না। দৃষ্টান্তস্থলে ১৯শে জুনের প্রকাশিত হরকরা নামক সংবাদপত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে।• উক্ত তারিখের ঐ সংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল—'মুর্শিদাবাদের নবাবকে অবরুদ্ধ করিবার জন্য বহরমপুরে ইউরোপীয় সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। গবর্নমেণ্ট নবাবের যে সকল কাগজপত্র আটক করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, নবাব আপনার প্রধান কর্মচারিদিগের সহিত উপস্থিত বিদ্রোহে লিপ্ত হইয়াছেন।' লর্ড কানিঙ উপস্থিত আইনের বিষয়ে বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতির নিকটে যে পত্র লেখেন, তাহাতে হরকরার প্রচারিত উক্ত সংবাদ সম্বন্ধে এইভাবে স্বকীয় মত প্রকাশ করিয়াছিলেন—'এই সংবাদ সত্যের একান্ত বহির্ভূত। নবাব সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত ও গবর্নমেণ্টের একান্ত অনুরক্ত আছেন। সংবাদপত্রোক্ত বিষয় তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইলে তিনি যে, পূর্বের ন্যায় বিশ্বস্ততা ও অনুরাগের পরিচয় দিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ আছে। মুর্শিদাবাদে ধর্মান্ধ মুসলমানগণও যে, ইহাতে স্থিরভাবে থাকিবে, সে বিষয়েও আশা করা যাইতে পারে না। ইহারা বহরমপুরের উত্তেজিত সিপাহিদিগের সহিত গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবার উদ্যোগ করিয়াছে। বহরমপুরে উক্ত সংবাদপত্রের প্রচার বন্ধ করিবার উপায় সফল না হইলে ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে মুসলমানদিগের সমুত্থিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। বহরমপুর নিরাপদ করিবার জন্য সৈনিকদিগকে তথায় পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্য কোনো কারণে তাহারা ঐ স্থানে প্রেরিত হয় নাই। তাহারা বহরমপুরে যে দিন পেঁাছিবে, তাহার দুইদিন পূর্বে ডাকে ঐ সংবাদপত্র তথায় উপস্থিত হইবে*।' লর্ড কানিঙ সবিশেষ চিন্তা করিয়া এবং ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, ধীরভাবে যে কার্যপ্রণালীর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাতে তদীয় সরলতা ও সমদর্শিতা সম্বন্ধে উদারপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ বোধহয় সন্দিহান হইবেন না।

প্রাকৃতিক বিষয় হউক, মানবের কার্যপরম্পরাই হউক, কালসহকারে সমস্তই পরিবর্তিত হইয়া থাকে। যে বিষয় এখন সমাজের মঙ্গলসাধনের হেতু হইতেছে, সময়ান্তরে তাহাই সমাজের অমঙ্গলের কারণ হইতে পারে। ইংরেজ আত্মস্বাধীনতার ন্যায় মুদ্রণ-স্বাধীনতাকেও আপনার পরম বাঞ্ছনীয় বিষয় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারা বহুকাল হইতে এই স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং ইহা তাঁহাদের চিরাধিকৃত সম্পত্তির ন্যায় পরম আদরণীয় হইয়াছে। ইহা হইতে ক্ষণকালের জন্য বিচ্যুত হইলে তাঁহাদের মনঃক্ষোভ জন্মিতে পারে। কিন্তু কালে যদি কোনো গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই ঘটনামূলক বিপত্তির নিবারণের জন্য তাঁহাদের এই চিরন্তন স্বাধীনতাতেও হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল কি

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 21.*

না, তাহাই বিবেচ্য। উপস্থিত সময়ে সম্পাদকদিগের উক্তি অসংযতভাবে রাখিলে গবর্নমেণ্ট যে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছেন, সেই বিপদের কি বৃদ্ধি ঘটিত না? ইহাতে কি খ্রীস্টধর্মবিলম্বিদিগের সম্পত্তি বিঘ্নসঙ্কুল ও জীবন বিপন্ন হইত না? লর্ড কানিঙ বুঝিয়াছিলেন যে, বিপদের বৃদ্ধি ও সমধর্মাদিগের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। ব্যবস্থাপক সভার সমগ্র সদস্যেরও এইরূপ বোধ হইয়াছিল। কলিকাতার সর্বপ্রধান ব্যবহারজীবিদিগেরও এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছিল*। অসংযত বাক্য দ্বারা সময়ে সময়ে নানা অনিষ্টের সূত্রপাত হইয়া থাকে। যখন বিপ্লবের অভিঘাতে সমগ্র স্থান আন্দোলিত হয়, লোকের জীবন যখন প্রতি মুহূর্তে সংশয়াপন্ন হইয়া উঠে, দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যখন বিভীষিকার বিস্তার হইতে থাকে, তখন সুবিবেচনার সহিত বাক্‌সংযম রক্ষা করা উচিত। এ সময়ে গবর্নমেণ্টকে এইরূপ সংযমরক্ষার জন্যই প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল।

ইহার পর জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ এবং দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথমাংশ বিনা গোলযোগে অতীত হইল। এই সময়ের মধ্যে কলিকাতার ইউরোপীয় অধিবাসিগণ কোনোরূপ উত্তেজনার পরিচয় দিলেন না; ইহাতে বোধ হইল যে, ব্রিটিশ ভারতের রাজধানীতে আপাততঃ যাবতীয় গোলযোগের শান্তি হইল। যাঁহারা গবর্নর জেনেরলের উপর দোষারোপ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিরুদ্বেগ হইলেন। গবর্নমেণ্টের কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা বন্ধ হইল। কিন্তু মানুষ যাহা ভাবে, সকল সময়ে কার্যতঃ তাহা ঘটে না। নিয়তির অবশ্যম্ভাবী বিধান কোনো সময়ে বিপর্যস্ত হয় নাই। দেখিতে দেখিতে কলিকাতার পূর্বতন প্রশান্তভাব অন্তর্হিত হইল। কলিকাতার ইউরোপীয় অধিবাসিগণ আবার আতঙ্কে অধীর হইয়া উঠিলেন। জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ অতীত হইতে-না-হইতে রাজধানীস্থিত খ্রীস্টধর্মাবলম্বিগণ সশস্ত্র সিপাহিদিগকে আপনাদের পরম শত্রু বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তাহারা ইহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্র হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য আবার চীৎকার আরম্ভ করিল। তাহাদের এইরূপ আশঙ্কা ও তন্মূলক গভীর মনোবেদনা-জ্ঞাপক-তীব্রস্বর অরণ্যে রোদনমাত্রে পর্যবসিত হয় নাই।

যখন স্থানান্তর হইতে গবর্নমেণ্টের সাহায্যার্থে ইউরোপীয় সৈনিক-দল সর্বপ্রথম কলিকাতায় উপস্থিত হয়, তখন ব্যারাকপুরের সিপাহিগণ কোম্পানির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয় দিতে থাকে। ২৫শে মে ৭০ গণিত সিপাহি-দল দিল্লীর সিপাহিদিগের বিরুদ্ধে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। সিপাহিদিগের এইরূপ রাজভক্তির নিদর্শন দর্শনে অনেকে আশ্বস্ত হন। লর্ড কানিঙ অবিলম্বে শকটারোহণে বারাকপুরে উপস্থিত হইয়া, উল্লিখিত সিপাহি-দলকে উৎসাহিত করেন। ৭০ গণিত দলের দৃষ্টান্তে ৪৩ গণিত সিপাহি-দলও দিল্লীস্থিও, উত্তেজিত সিপাহিদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার অভিপায় জানায়। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে বারাকপুরের সিপাহিগণ গবর্নমেণ্টের নিকট এনফিল্ড রাইফল নামক অভিনব বন্দুক পাইবার জন্য প্রার্থনা

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III, pp. 22-23.*

করে। ৭০ গণিত দলের একজন এতদ্দেশীয় অফিসর এ বিষয়ে স্পষ্টাক্ষরে কহেন,—'আমরা এই বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি। এখন আমরা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যাইতে উদ্যত হইয়াছি। যে অভিনব রাইফল বন্দুক সম্বন্ধে এতদিন সমগ্র জনপদে নানা কথা হইয়াছে, সেই বন্দুক পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি। এই বন্দুক ব্যবহার করিয়া, আমরা নিঃসন্দেহ গবর্নমেণ্টের নিকটে আমাদের বিশ্বস্ততা প্রতিপন্ন করিতে পারিব, এবং যাহাদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইবে, তাহাদিগকে বুঝাইতে পারিব যে, এই বন্দুকের ব্যবহারে আপত্তির কারণ কিছুই নাই, অন্যথা আমরা ইহা ব্যবহার করিব কেন? আমরা কি আমাদের জাতি এবং ধর্ম সম্বন্ধে সাবধান নই* ?' এই উক্তিতে সিপাহিদিগের বিশ্বস্ততা ও রাজভক্তির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সিপাহিগণ এইরূপ রাজভক্তির ভাণ করিয়া, অভিনব বন্দুক লাভপূর্বক সেই বন্দুক গবর্নমেণ্টের বিপক্ষে প্রয়োগ করিবে কি না, তখন তাহাই অনেকের সন্দেহের বিষয়ীভূত হইল। গবর্নমেণ্ট যদি এই সন্দেহপ্রযুক্ত সিপাহিদিগকে নূতন বন্দুক না দিতেন তাহা হইলে, সিপাহিগণ নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিত। আবার যদি সিপাহিগণ উহা পাইয়া, আপনাদের দূরভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে অগ্রসর হইত, তাহা হইলেও গবর্নমেণ্ট অধিকতর বিপন্ন হইয়া পড়িতেন। সৌভাগ্যক্রমে, এই সময়ে তিনদল সৈনিককে দিতে পারা যায়, এত বন্দুক মজুদ ছিল না। সুতরাং গবর্নমেণ্ট অনায়াসে উপস্থিত সময়ে উভয় সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

কিন্তু আর এক সপ্তাহ অতীত হইতে-না-হইতেই ঘটনাচক্র অন্য দিকে আবর্তিত হইল। সিপাহিদিগকে অভিনব বন্দুকে সজ্জিত করিয়া দিল্লীর অভিমুখে পরিচালিত করা দূরে থাকুক, কর্তৃপক্ষ এখন তাহাদিগকে সেই পুরাতন অপকৃষ্ট বন্দুক-ব্রাউনবেস হইতে বিচ্যুত করিবার বিষয় বিবেচনা করিতে লাগিলেন। সেনাপতি হিয়ার্সে ৮ই জুন অভিনব বন্দুক ব্যবহার করিবার অনুমতিদান সম্বন্ধে ৪৩ ও ৭০ গণিত সিপাহি-দলের আবেদনপত্র কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। এখন তিনি ১৩ই জুন গবর্নর জেনেরলের নিকটে সংবাদ পাঠাইলেন যে, বারাকপুরের সৈনিক-দল সেই রাত্রিতেই গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে। সুতরাং কালবিলম্ব ব্যতিরেকে তাহাদিগকে নিরস্ত্র করা উচিত। গবর্নর জেনেরল অনিচ্ছার সহিত সম্মতি দিলেন। উপস্থিত বিষয়ে এরূপ কঠোরভাবে কার্য করা তিনি আবশ্যক বোধ করেন নাই। যাহা হউক, আদেশপ্রচার করিতে তাঁহার কিছুমাত্র কালবিলম্ব হইল না। সেই রাত্রিতে বারাকপুরের সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিবার জন্য কলিকাতা হইতে একদল ইউরোপীয় সৈন্য যাত্রা করিল। চুঁচুড়া হইতেও অন্য ইউরোপীয় সৈনিক-দল বারাকপুরের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

১৩ই জুনের রাত্রি বিনা গোলযোগে অতিবাহিত হইল। বারাকপুরের ইংরেজেরা সেই রাত্রিতে নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের উদ্বেগের কোনো কারণ

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 27, note.*

পরিদৃষ্ট হইল না। পরদিন প্রাতঃকালে ইউরোপীয় সৈনিক-দল বারাকপুরে উপস্থিত হইল। এই সময়ে ইহাদের দুর্গতির পরিসীমা ছিল না। অনেকেই পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছিল। অনেকের পায়ে পাদুকা বা মোজা ছিল না। অনেকের কেবল রাত্রিকালীন পরিচ্ছদ মাত্র অঙ্গরক্ষার সম্বল ছিল। অনেকের পদদেশ স্ফীত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। এই অবস্থায় ইহারা যখন বারাকপুরের সৈনিক-নিবাসে সমাগত হইল, তখন আশঙ্কার কোনো চিহ্ন বর্তমান ছিল না। সুতরাং অবিলম্বে অভীষ্ট কার্যানুষ্ঠানেরও কোনো প্রয়োজন হইল না। দিবাভাগ নিরুপদ্রবে অতীত হইল। সায়ংকালে সিপাহিগণ যখন সহসা কাওয়াজের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ পাইল, তখন তাহারা নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া, দেখিল যে, তাহাদের সম্মুখে কামানসমূহ সজ্জিত রহিয়াছে। সশস্ত্র ইউরোপীয় সৈনিকগণও দণ্ডায়মান থাকিয়া, অধিনায়কের আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছে। সহসা এই দৃশ্যের আবির্ভাবে তাহারা চমকিত হইল। সেনাপতি হিয়ার্সে প্রশান্তভাবে তাহাদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। তাহারা কালবিলম্ব না করিয়া, যথোচিত ধীরতার সহিত এই আদেশ পালন করিল। তাহাদের ইংরেজ অফিসরগণ এই শোচনীয় দৃশ্যে মর্মাহত হইলেন। সিপাহিদিগের ন্যায় তাঁহাদের মুখমণ্ডলেও গভীর বিষাদের চিহ্ন লক্ষিত হইল। অনেকে সিপাহিদিগের হস্তে পুনর্বার অস্ত্রসমর্পণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই কাতরভাবে ফলোদয় হইল না। এদিকে নিরস্ত্রীকৃত সিপাহিগণ ইউরোপীয় সৈনিকদিগের আক্রমণের আশঙ্কায় পরস্পরবিচ্ছিন্ন হইয়া, নানা স্থানে গমন করিল। সেনাপতি হিয়ার্সে, নিরস্ত্রীকরণ বিনা গোলযোগে সম্পন্ন হইয়াছে, বলিয়া, ঐ দিনই গবর্নর জেনেরলের নিকটে তারে সংবাদ পাঠাইলেন। কলিকাতার দুর্গে এবং দমদমায়, বারাকপুরের সিপাহিগণ প্রহরীর কার্য করিত। যখন মূল দল নিরস্ত্রীকৃত হইল, তখন ইহাদের নিরস্ত্রীকরণও আবশ্যক হইয়া উঠিল। এই কার্যসম্পাদনেও কোনোরূপ গোলযোগ ঘটিল না। বিনা বাধায় এই সকল সিপাহীকে নিরস্ত্র করা হইল।

১৪ই জুন রবিবার বারাকপুরে কোনো গোলযোগের আবির্ভাব হইল না। কিন্তু ঐ রবিবারে ইংরেজের ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানীতে গোলযোগের একশেষ ঘটল। গবর্নর জেনেরলের ভাগীরথী তীরস্থিত পাদপ-পরিবেষ্টিত বিনোদস্থান যখন নিস্তব্ধভাবে ছিল, তখন তাঁহার রাজধানীস্থিত প্রধান আবাসস্থানের সম্মুখে লোকারণ্যের অপূর্ব দৃশ্যের আবির্ভাব হইল। ১৪ই জুন, উপস্থিত যুদ্ধের ইতিহাসের একটি প্রধান স্মরণীয় দিন। এই দিনে কলিকাতার খ্রীস্টধর্মাবলম্বিগণ অলীক আশঙ্কায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, দলে দলে আত্মগোপনের চেষ্টা করিয়াছিল। কলিকাতায় প্রচারিত হইয়াছিল যে, বারাকপুরের সিপাহিগণ রাত্রিকালে ইংরেজের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া রাজধানীর অভিমুখে আসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে জনরব উঠিয়াছিল যে, অযোধ্যার নির্বাসিত নবাবের অনুচরগণ খ্রীস্টধর্মাবলম্বিদিগের বিনাশসাধনার্থে আক্রমণকারী সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইবার উদ্যোগ করিতেছে। সুতরাং কলিকাতার ইউরোপীয় ও ইউরেশীয়, সকলেই

সমভাবে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সকলেই ভয়ে আত্মহারা হইয়া নিরাপদ স্থানের সন্ধানে বহির্গত হইল। ইউরোপীয় বণিক ও সওদাগরগণ এই জনরবে উপেক্ষা করিয়া, সাহসের পরিচয় দিতে উদ্যত হইলেন বটে, কিন্তু অনেকেই তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইল না। মন্ত্রিসভায় যে সকল সদস্য ও প্রধান রাজকর্মচারী এক সময়ে আপনাদিগকে নিরাপদ ভাবিয়া, বিপ্লবের বিভীষিকায় উপহাস করিয়াছিলেন, এবং সাহসী সেনানায়কদিগকে অধীর-প্রকৃতি বলিয়া, আপনাদের অদম্য সাহস ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহারাই এখন আপনাদের আবাসগৃহ সুরক্ষিত করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ আতঙ্কে অধীর হইয়া, গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক আত্মগোপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর কর্মচারিগণ আত্মহারা হইয়া, দলে দলে চৌরঙ্গী হইতে গড়ের মাঠে ধাবিত হইলেন। ইঁহারা দুর্গদ্বারে উপনীত হইয়া, কাতরভাবে তত্রত্য অধ্যক্ষবর্গের নিকটে প্রবেশলাভের অনুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকাল হইতে এইরূপে চারিদিকে সর্বব্যাপী সন্ত্রাসের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। সমগ্র নগর যেন কোনো অভাবনীয় শক্তিতে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। নগরের কোনো কোনো অংশের প্রশস্ত পথ গাড়িতে পরিপূর্ণ হইল। ইউরোপীয় পুরুষ, বালক-বালিকা, কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, ঐ সকল গাড়িতে উঠিতে লাগিল। পলায়নকারিগণ আপনাদের দ্রব্যাদি গুছাইবার জন্য কিছুকাল প্রতীক্ষা করিতেও সাহসী হইল না। তাহারা বিছানা তৈজস-পত্রাদি না বাঁধিয়াই, তাড়াতাড়ি গাড়ির ছাদের উপর ফেলিতে লাগিল। গড়ের মাঠে জনস্রোত অবিচ্ছেদে প্রবাহিত হইল; ভাগীরথীর তটদেশে অভূতপূর্ব লোকারণ্যের আবির্ভাব ঘটিল। পলায়নকারিগণ দুর্গে অথবা ভাগীরথীস্থিত জাহাজে গিয়া আত্মরক্ষার সঙ্কল্প করিয়াছিল। সুতরাং ঐ দুই দিকই জনকোলাহলময় হইয়া উঠিল। যাহারা দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইল, তাহারা দুর্গপ্রাচীরের অভ্যন্তরে অগ্রে প্রবেশ করিবার জন্য শশব্যস্ত হইল। যাহারা জাহাজে উঠিবার জন্য ভাগীরথীর তটে আসিল, তাহারা সমীপবর্তী নৌকার মাঝিদিগকে অগ্রে উঠাইয়া দিবার জন্য সন্ত্রস্তভাবে ডাকিতে লাগিল। ইউরোপীয়দিগের ন্যায় ফিরিঙ্গিগণও সসম্ভ্রমে আত্মগোপনের চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রধানতঃ ইটালী ও সার্কুলার রোডে ফিরিঙ্গিদিগের অনেকগুলি আবাসবাটী আছে। এই স্থানের অধিকাংশ গৃহ জনশূন্য হইল। অনেক গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত—অনেক গৃহের গবাক্ষ-গুলি উন্মুক্ত থাকিয়া, তস্করের অনুগ্রহ প্রদর্শনের সুযোগ করিয়া দিল। কিন্তু তস্করগণও এসময়ে অনুগ্রহ প্রদর্শনে অগ্রসর হইল না। গৃহবাসিদিগের ন্যায় পরিভ্রমণশীল তস্করকুলও যেন সিপাহিদিগের আকস্মিক আক্রমণের ভয়ে আত্মগোপন করিয়াছিল। একজন সদাশয় ডাক্তার (ডাক্তার মৌয়েট) এই দিন অপরাহ্নকালে শকটারোহণে উক্ত স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস লেখক কে সাহেবকে কহিয়াছিলেন যে, বাড়ির কুকুর বিড়ালটি পর্যন্তও যেন পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। কখনো এরূপ সর্বতোভাবে জনশূন্যতা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই*।

* *Sepoy War, Vol. III, p. 32, note.*

এইরূপে উর্ধ্বতন রাজপুরুষগণ যখন সিপাহিদিগের আক্রমণভয়ে পিস্তল পুরিয়া, গৃহদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া, অবস্থিতি করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, এবং মন্ত্রিসভার সদস্যগণ যখন গৃহপরিত্যাগ পূর্বক পরিবারসমভিব্যাহারে জাহাজে গিয়া আত্মরক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন, তখন নিম্নশ্রেণীর লোকও তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইতে সঙ্কুচিত হইল না। ভাগীরথীর প্রায় সমুদয় ঘাটই লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। যাহারা জাহাজে আশ্রয়স্থান পাইল না, তাহারা দুর্গাভিমুখে ধাবিত হইল। দেখিতে দেখিতে দুর্গের প্রায় সমুদয় স্থান পলাতকগণে পরিপূর্ণ হইল। এই সময়ে অনেকের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, দিল্লীর উত্তেজিত সিপাহিগণ প্রবলবেগে রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। যাহারা কেবল বারাকপুরের সিপাহিদিগের আক্রমণের আশঙ্কায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল, তাহারা এই জনরবে অধিকতর বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। চৌরঙ্গী এবং খিদিরপুরের পার্শ্ববর্তী স্থান জনশূন্য হইয়াছিল। দুর্গ এবং ভাগীরথীস্থিত জাহাজ পলাতকদলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। যে সকল গৃহ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বোধ হইয়াছিল, তৎসমুদয় শত শত লোকের আশ্রয়স্থান হইয়াছিল। হোটেলগুলি সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। জাহাজসমূহের নাবিকদল প্রকাশ্য পথে অস্ত্র লইয়া, বিচরণ করিতেছিল। ইহারা সম্ভাবিত যুদ্ধ এবং নিশ্চিত সুরালাভের আশায় উৎফুল্ল হইয়াছিল। এতদ্দেশীয়দিগের প্রত্যেক দলই গভীর সন্দেহসহকারে পরীক্ষিত হইতেছিল। কলিকাতার ১৮৫৭ অব্দের ১৪ই জুন, রবিবারের দৃশ্য বিস্মৃতিসাগরে নিমজ্জিত হইতে বহুবৎসর অতীত হইবে*। যাহা হউক এইরূপ সন্ত্রাসময় দৃশ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। কলিকাতায় ১৪ই জুনের রাত্রি বিনা গোলযোগে অতীত হইল। রাত্রি সমাগমের পূর্বে লোকের আশঙ্কার হ্রাস হইল। পলাতকেরা আবার আপনাদের পরিত্যক্ত গৃহে আসিতে লাগিল। পরদিন প্রাতঃকালে আবার সমগ্র রাজধানী পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল।

রবিবারের বিভীষিকা অন্তর্হিত হইল। সোমবার পুনর্বার শৃঙ্খলাসহকারে রাজধানীতে সমস্ত কার্য নির্বাহ হইতে লাগিল। কিন্তু সোমবার অতীত হইতে-না-হইতে কলিকাতায় আর একটি স্মরণীয় ঘটনার আবির্ভাব হইল। কয়েক সপ্তাহ যাবৎ অযোধ্যার নির্বাসিত নবাবের অনুচরবর্গ সম্বন্ধে জনরব উঠিয়াছিল যে তাহারা কলিকাতার দুর্গস্থিত মুসলমান সিপাহিদিগকে গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিতেছে**। উপস্থিত সময়ে অনেকেই নির্বাসিত নবাবের মুচিখোলা-

* *Friend of India, June, 1857.—Kaye, Sepoy, War, Vol. III, p. 35 note,*

** জুন মাসে কর্তৃপক্ষের বোধহয় যে, এই জনরব নিরবচ্ছিন্ন অমূলক নহে। এক ব্যক্তি কেল্লার একজন সিপাহীকে গবর্নমেন্টের বিপক্ষে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করে। বিচারে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। কিন্তু যে দিন প্রাতঃকালে তাহার ফাঁসি হইবে, তাহার পূর্বরাত্রিতে সে পলায়ন করে। —*Kaye, Sepoy, War, Vol. III, p. 36, note.*

প্রবাসের সহচরদিগকে উপস্থিত বিপ্লবের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া সন্দেহ করিতেছিল। রাজধানীর সেনানায়ক কর্নেল কাবেনা, তাঁহার মুসলমান বন্ধুদিগের নিকটে সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, দুর্গদ্বারের শান্ত্রীদিগের সহিত নবাবের লোকের সর্বদা সাক্ষাৎ হইতেছে, এদিকে অযোধ্যার প্রধান তালুকদার রাজা মানসিংহ কলিকাতায় আসিয়া নবাব ওয়াজিদ আলি এবং তাঁহার মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিতেছেন*। এই সংবাদ সত্য হউক, বা না-হউক, নবাবের অদূরদর্শী অনুচরগণ তাঁহার নামে নানা অনিষ্টের সূত্রপাত করিতে পারে বলিয়া গবর্নর জেনেরল অবিলম্বে উহার প্রতিকারে উদ্যত হইলেন। নবাব ওয়াজিদ আলি, তাঁহার প্রধান মন্ত্রী আলি নকি খাঁ এবং অপর তিনজন কর্মচারীকে অনতিবিলম্বে অবরুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত হইল।

এই গুরুতর কার্য সম্পাদনের ভার পররাষ্ট্র-বিভাগের সেক্রেটারি এড্‌মনস্টোন সাহেব, গবর্নর জেনেরলের কয়েকজন কর্মচারী, কতিপয় ইউরোপীয় সৈন্য এবং পুলিশ প্রহরী লইয়া ঊষাকালে নবাবের বাসস্থানে উপনীত হইলেন। অবিলম্বে উহা সৈনিকগণে পরিবেষ্টিত হইল। এড্‌মনস্টোন সাহেব কতিপয় সৈনিক-পুরুষকে সঙ্গে লইয়া বাটীতে প্রবিষ্ট হইলেন। নবাবের বাটীর বহির্ভাগে যে প্রশস্ত উঠান ছিল, তাহাতে অনুচরবর্গের বাসের জন্য বহুসংখ্যক খড়ের ঘর ছিল। এই ঘরগুলির সন্নিবেশের কোনো পারিপাট্য ছিল না। বহুসংখ্যক গৃহ যেন এখানে-ওখানে স্তূপীকৃতভাবে রহিয়াছিল। এইরূপ ঘনসন্নিবিষ্ট ও অশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত গৃহগুলির মধ্য দিয়া গমন করা সৈনিক-পুরুষদিগের পক্ষে অসুবিধাজনক হইল। কিন্তু গবর্নমেন্টের সৈনিকেরা কোনো স্থলে বাধা প্রাপ্ত হইল না। নবাবের অনুচরবর্গ প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া, যখন আপনাদের সম্মুখে গবর্নমেন্টের সৈনিকদিগকে দেখিতে পাইল, তখন তাহারা কোনোরূপে বাধা দিবার জন্য কিছুমাত্র উদ্যোগ করিল না। সহসা এইরূপ অভাবনীয় দৃশ্যে তাহাদের মনে যুগপৎ বিস্ময় ও আশঙ্কার আবির্ভাব হইল। এড্‌মনস্টোন সাহেব সর্বপ্রথম নবাবের মন্ত্রী আলি নকি খাঁর গৃহে উপনীত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আলি নকি খাঁ এবং আর কয়েকজন প্রধান কর্মচারী অবরুদ্ধ হইলেন। ইহাঁদিগকে সৈনিক-পুরুষে পরিবৃত করিয়া, কলিকাতা হইতে মুচিখোলায় যে জাহাজ আসিয়াছিল, তাহাতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

এডমনস্টোন সাহেব ইহার পর নবাবের প্রাসাদে উপনীত হইলেন। নবাব ওয়াজিদ আলি গবর্নমেন্টের সেক্রেটারির সহিত সাক্ষাৎ করিবার পূর্বে স্নান করিয়া প্রাতঃকালীন উপাসনা সাঙ্গ করিলেন। অতঃপর এড্‌মনস্টোন এবং তাঁহার সহযোগিগণ নবাবের নিকটে যাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। নবাব পারিষদগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, একখানি কেদারায় উপবিষ্ট ছিলেন। গবর্নমেন্টের সেক্রেটারি ঐ স্থলে সাদরে পরিগৃহীত হইলেন। সকলে উপবিষ্ট হইলে এড্‌মনস্টোন সাহেব নবাবকে কহিলেন,—'গবর্নর জেনেরল সংবাদ পাইয়াছেন, গুপ্তচরগণ আপনার

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 36.*

নাম করিয়া, ব্রিটিশ রাজ্যের চারিদিকে সিপাহিদিগকে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে। এই জন্য গবর্নর জেনেরলের ইচ্ছা যে, আপনি আমার সহিত কলিকাতায় যাত্রা করেন।'

গবর্নমেণ্টের পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারির মুখে এই কথা শুনিয়া, নবাব ওয়াজিদ আলি দৃঢ়তার সহিত আপনার নির্দোষত্ব সপ্রমাণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এড্‌মনস্টোন সাহেব এ বিষয়ে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া, কেবল এই উত্তর করিলেন যে, ইহাতে তাঁহার কোনোরূপ কর্তৃত্ব নাই। তিনি কেবল গবর্নমেণ্টের আদেশ পালন করিতে আসিয়াছেন। নবাব আর-কোনো কথা না বলিয়া নিরতিশয় বিষণ্ণচিত্তে এড্‌মনস্টোন সাহেবের বাহুর উপর ভর দিয়া প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন। বহির্দ্বারে গবর্নর জেনেরলের শকট প্রস্তুত ছিল। নবাব গবর্নমেণ্টের সেক্রেটারির সহিত উহাতে আরোহণ করিলেন।

শকট মুচিখোলা হইতে দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। নবাব যখন স্বকীয় প্রাসাদ হইতে বহির্গত হন, তখন বাহিরে তাঁহার কোনোরূপ অধীরতার নিদর্শন পরিস্ফুট হয় নাই। কিন্তু পথে তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি আপনার এইরূপ অধঃপতন, এইরূপ অবমাননা, এইরূপ অবনতি দেখিয়া, অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অবিরলধারায় অশ্রু বহির্গত হইতে লাগিল। গলদশ্রুলোচনে আপনার পূর্বপুরুষদিগের পদগৌরব এবং আপনার শোচনীয় অধঃপতন নির্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—'যখন আমার পশ্চাতে কুড়ি লক্ষ লোক ছিল, তখন আমি ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হই নাই, জেনেরল আউট্‌রামকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি কি নির্বিবাদে তাঁহার হস্তে আমার রাজ্য সমর্পণ করি নাই?' নবাব কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞানের প্রায় লোপ হইয়াছিল। তাঁহার গলবন্ধে কোরানের কয়েকটি বাক্য অঙ্কিত ছিল। তিনি উহাতে হাত দিয়া পুনর্বার অশ্রুপাত করিতে করিতে কহিলেন,—'যখন আমি হরকরা সংবাদপত্রে পড়ি যে, আমার উপর সিপাহিদিগকে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার দোষারোপ হইয়াছে, তখন আমি এই পবিত্র গ্রন্থের নামে শপথ করিয়াছিলাম যে, এ সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিব।' এড্‌মনস্টোন্ সাহেব কহিলেন যে তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শিত হইবে। নবাব আর কোনো কথা কহিলেন না। অবশিষ্ট পথ বিনা বাক্যব্যয়ে অতিক্রান্ত হইল। নবাব বেলা ৮টার সময়ে দুর্গে উপনীত হইলেন। তাঁহার রক্ষার ভার কর্নেল কাবেনার উপর সমর্পিত হইল।

এইরূপে ১৫ই জুন প্রাতঃকালে নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ তিনজন পারিষদের সহিত ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে আবদ্ধ হইলেন। দুর্গস্থিত গবর্নমেন্ট প্রাসাদে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। নবাব এবং তাঁহার মন্ত্রিদিগকে নানারূপ ষড়যন্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবার জন্য এই স্থানই উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কিন্তু নবাব যে, কোনোরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোনো প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। একজন দূরদর্শী ইংরেজ (বিলাতের টাইম্‌স্ পত্রের উপস্থিত বিপ্লবের সংবাদদাতা

রাসেল সাহেব) নির্দেশ করিয়াছেন যে, নবাবের কার্যে লোকের মনে অণুমাত্র ও বিশ্বাস জন্মে নাই যে, তিনি বিদ্রোহ এবং বিপ্লবে লিপ্ত আছেন। যখন অযোধ্যা ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকৃত হয়, তখন কেবল নবাব ওয়াজিদ আলির জন্যই কোনোরূপ বিপ্লব সংঘটিত হয় নাই*। এ সম্বন্ধে একজন ইংরেজ ইতিহাস-লেখক উল্লেখ করিয়াছেন,—'সিপাহী বিপ্লবের এই সময় পর্যন্ত নবাব দৃঢ়তাসহকারে গবর্নমেন্ট হইতে বৃত্তিগ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আমাদের বন্দী হইতে পারেন, কিন্তু তিনি আমাদের বৃত্তিভোগী হইবেন না**। পদচ্যুত রাজ্যাধিপতির এইরূপ দশাবিপর্যয় উপস্থিত বিদ্রোহের সময়ে নিঃসন্দেহ ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের পক্ষ সবল করে নাই। যখন কানপুরের ঘটনা এবং তাঁহার বংশের সমৃদ্ধ রাজধানী লক্ষ্ণৌর (যে জাতি বিনা অধিকারে অপরের বিষয় গ্রহণ করে, তাহাদের অল্পসংখ্যক সৈনিক, তাহাদেরই বেতনভোগী বিপ্লবকারিদিগের আক্রমণে যে স্থান রক্ষা করিতে ছিল,) সঙ্কটাপন্ন অবস্থার বিবরণ নবাব ওয়াজিদ আলির শ্রুতি প্রবিষ্ট হয়, তখন তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার শাসন-শৃংখলা-শূন্য রাজ্যের অধিকারের এইরূপ সমুচিত শাস্তি বা পুরস্কার ঘটিয়াছে। অযোধ্যা ভারতবর্ষীয় অধিপতির হস্তে থাকিলে উহা পূর্বতন যুদ্ধের ন্যায় উপস্থিত যুদ্ধের সময়েও ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের বলবৃদ্ধির কারণ হইত। কিন্তু এখন এই রাজ্যই বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছিল। যদি ওয়াজিদ আলি প্রতিহিংসা সাধনে যত্নপর হইতেন, তাহা হইলে তিনি বন্দী হইলেও সর্বতোভাবে উহার তৃপ্তি সাধন করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার আবাসগৃহের কেহই প্রতিহিংসার কোনো নিদর্শন দেখায় নাই। নবাব যখন আপনার বিলাসসুখ ও আলস্যদোষের পরিণাম বুঝিয়া, উপদেশ পাইয়াছিলেন, তখন তিনি ইহাও আশা করিয়াছিলেন যে, ইংরেজও উক্তরূপ তীক্ষ্ন উপদেশে লাভবান হইবেন, এবং অপরের প্রতি ন্যায়পরতা-প্রদর্শনের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিবেন**।'

বারাকপুরের সিপাহিদিগের নিরস্ত্রীকরণে এবং অযোধ্যার নির্বাসিত নবাবের অবরোধে কলিকাতা কিয়ৎকাল প্রশান্তভাবে রহিল। উহার খ্রীস্টধর্মাবলম্বী অধিবাসিগণ কিয়ৎকালের জন্য নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ রহিল। মাদ্রাজের সেনাপতি স্যার পাট্রিক গ্রান্ট যখন কলিকাতায় উপনীত হইয়া, অস্থায়িভাবে প্রধান সেনাপতির কার্যভার গ্রহণ করিলেন এবং সেনানায়ক স্যার হেনরি হাবেলক যখন উপস্থিত কর্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন কলিকাতার ইউরোপীয় প্রবাসিগণ অধিকতর আশ্বস্ত হইল। কিন্তু তাঁহাদের এইরূপ প্রশান্তভাব, এইরূপ উদ্বেগশূন্যতা, এইরূপ আশ্বাস দীর্ঘকালস্থায়ী হইল না। তাঁহারা আবার গবর্নর জেনেরলের ধীরতায় নিরতিশয় বিরক্ত ও অপ্রসন্ন হইল। এদিকে লর্ড ক্যানিঙ আপনার কর্তব্যসাধনে উদাসীন রহিলেন না। তিনি নানা স্থান হইতে ইউরোপীয় সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন;

* *Martin, Indian Empire; Vol. II, p. 275. Russell, Diary in India; Vol. I, pp. 226-27.*

** *Martin, Indian Empire; Vol. II, p. 275.*

এই সকল সংগৃহীত সৈন্য অবিলম্বে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রেরিত হইতে লাগিল। গবর্নর জেনেরল বিলাতের কর্তৃপক্ষের নিকটেও সাহায্যকারী সৈনিক-দল পাঠাইবার জন্য আবেদন করিলেন। সৈনিক-দলের সংগ্রহ ব্যতীত অন্য গুরুতর বিষয়েও তাঁহার মনোযোগ পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি অন্যান্য বিষয়ে ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া এবং সমধিক ব্যয়সাধ্য বিষয় আপাততঃ বন্ধ রাখিয়া, যুদ্ধের জন্য অর্থের সংস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে পলাশীর শতবার্ষিক উৎসব সমাগত ও অতীত হইল। এই সময়ে জনসাধারণের কার্য সম্বন্ধে গবর্নমেন্ট পূর্বেই সাবধান হইয়াছিলেন। কিন্তু যে সকল ইংরেজ অনুক্ষণ রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, গবর্নমেন্টের কার্যের প্রতি তাঁহাদের তীক্ষ্ন দৃষ্টি থাকিত। যাঁহারা আপনাদিগকে গবর্নমেন্টের সদুপদেশদাতা বলিয়া আত্মাভিমান প্রকাশ করিতেন, তাঁহাদের অনেকে এ সময়ে ধীরতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। শ্রীরামপুরের "ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া' নামক সংবাদপত্রে পলাশীর শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। গবর্নমেন্ট এই প্রবন্ধ দেখিয়া, মনে করিলেন যে, এতদ্দ্বারা সাধারণের হৃদয় উত্তেজিত হইতে পারে এবং তৎপ্রযুক্ত সাধারণের মধ্যে শান্তিরও ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। এইরূপ মনে করিয়া, গবর্নমেন্ট উক্ত পত্রের সম্পাদককে সাবধান করিয়া দিলেন। গবর্নমেন্টের নিকটে এইরূপে সাবধান হইবার উপদেশ পাইয়াও, সম্পাদক আবার একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন। এবার সম্পাদকের ধীরতা অন্তর্হিত হইল। সাধারণের হৃদয় প্রশান্তভাবে রাখিতে গিয়া, তিনি স্বয়ংই অশান্তভাব প্রকাশ করিলেন। এবার গবর্নমেন্ধ "ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া" সম্বন্ধে মুদ্রণ স্বাধীনতা সংক্রান্ত অভিনব আইন কার্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইলেন। এই সময়ে উহার স্বত্বাধিকারিগণ অগ্রসর হইয়া, যদি প্রতিনিধি সম্পাদককে অপসারিত না করিতেন, তাহা হইলে উক্ত সংবাদপত্রের প্রচার বন্ধ হইয়া যাইত*।

কিন্তু এইরূপ সাবধানতা, এইরূপ ধীরতা প্রকাশ করিয়াও লর্ড কানিঙ স্বদেশীয় ও স্বধর্মাবলম্বিদিগের নিকটে প্রশংসাভাজন হইতে পারিলেন না। সপ্তাহের-পর-সপ্তাহ অতীত হইতে লাগিল, প্রতি সপ্তাহেই উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে নানারূপ ভয়াবহ সংবাদ ব্রিটিশ ভারতের রাজধানীতে উপস্থিত হইতে লাগিল। ইউরোপীয়গণ যাহাদিগকে দাসানুদাস ভাবিয়া উপেক্ষার সহিত চাহিয়া দেখিতেন, যাহাদিগকে পদাবনত করিয়াই রাখা, তাঁহাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে পরিগণিত হইত, তাহারাই এখন তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁহাদের স্বদেশীয়-

* এই সময়ে "ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া"র স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক অনুপস্থিত ছিলেন। উহার সম্পাদন-ভার অন্য জনের প্রতি সমর্পিত ছিল। যদি সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী, ইহাঁদের কেহ ১৮৫৭ অব্দের জুন মাসে কার্যস্থলে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে বোধহয়, উক্তরূপ উত্তেজনা-মূলক-প্রবন্ধ "ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া"র সুনাম নষ্ট করিত না। —*Kaye, Sepey War, Vol. III, p. 44, note.*

দিগের শোণিতপাত করিতেছে, কোমলাঙ্গী মহিলা ও কোমলপ্রাণ শিশু-সন্তানগুলিও তাহাদের জিঘাংসার বিষয়ীভূত হইয়াছে। তাঁহারা ইহা দেখিয়া, প্রতিহিংসার আবেগে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে যে সকল পলাতক ইউরোপীয় কলিকাতায় আসিতে লাগিলেন, তাঁহারা স্বদেশীয়দিগকে অধিকতর বিচলিত করিয়া তুলিলেন। কলিকাতার ইউরোপীয় প্রবাসিগণ তাঁহাদের নিকটে আত্মীয়গণের নিধনের সংবাদ শুনিয়া, যেরূপ শোকাভিভূত, সেইরূপ হিংসাপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। গবর্নর জেনেরলের ধীরতা দর্শনে তাঁহারা ধৈর্যপ্রকাশে উন্মুখ হইলেন না। বার বার ঐরূপ ধীরভাবে তাঁহাদের অধিকতর বিরক্তি জন্মিতে লাগিল। তাঁহারা সমগ্র ভারতবর্ষকে তখন নরশ্বাপদের আবাসভূমি বলিয়া মনে করিতেছিলেন। এই শ্বাপদবংশ সমূলে বিধ্বস্ত হইলে তাঁহাদের দুর্দমনীয় প্রতিহিংসার তৃপ্তি হইত। কিন্তু গবর্নর-জেনেরল তাঁহাদের ন্যায় হিংসাপরায়ণ হন নাই, তাঁহাদের ন্যায় অধীরতার পরিচয় দেন নাই বা তাঁহাদের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া, সমগ্র ভারত নরশোণিতে প্লাবিত করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তাঁহার এইরূপ ধীরতা, এইরূপ প্রশান্তভাব এবং ভারতবাসীদিগের প্রতি এইরূপ উদারতা দেখিয়া কলিকাতার ইংরেজেরা এতদূর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহারা গবর্নর জেনেরলের পদচ্যুতির জন্য বিলাতে প্রেরণ সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেও ত্রুটি করিলেন না*।

কিন্তু স্বদেশীয়দিগের কোলাহলে গবর্নর-জেনেরলের শান্তিভঙ্গ হইল না। স্বদেশীয়-দিগের উত্তেজনাতেও গবর্নর জেনেরল উত্তেজিত হইলেন না, বা স্বদেশীয়দিগের কঠোর ভর্ৎসনা ও নিরতিশয় বিরক্তিতেও গবর্নর জেনেরলের প্রশান্তভাবের ব্যত্যয় ঘটিল না। ইউরোপীয়দিগের উত্তেজনা ও ক্রোধের যত আধিক্য হইতে লাগিল, গবর্নর জেনেরল ততই সাবধানতা ও ধীরতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। দিনের-পর-দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, প্রতিদিনই ভারতের সমগ্র স্থানে ইংরেজদিগের মধ্যে সমধিক উত্তেজনার নিদর্শন পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। লর্ড কানিঙ এই উত্তেজিত স্বদেশিদিগের কঠোর হস্ত হইতে এতদ্দেশীয় নিরীহ লোকদিগকে রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। ইহাদের প্রতিহিংসা এতদূর বলবতী হইতে উঠিয়াছিল যে, কোনোরূপ বাধা না ঘটিলে সমগ্র ভারত নরশোণিতে রঞ্জিত হইত। লর্ড কানিং উপস্থিত সময়ে এইরূপ বলবতী জিঘাংসার অন্তরায়-স্বরূপ হইলেন। জুলাই মাসের শেষ দিনে বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কর্মচারিদিগের প্রতি গবর্নমেণ্টের আদেশলিপি প্রচারিত হইল। গবর্নর জেনেরল এই লিপিতে নির্দেশ করিলেন যে, প্রথমতঃ যে রেজিমেণ্টের সিপাহিগণ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয় নাই, তাহাদের হস্তে যদি অস্ত্রাদি না থাকে, দ্বিতীয়তঃ, যে সকল সিপাহী সমুত্থিত হইয়াছে, অথচ তাহাদের অফিসরদিগের হত্যা-কার্যে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে লিপ্ত হয় নাই, তাহারা যদি নিরস্ত্র থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে বিচারের জন্য সৈনিক-বিভাগের কর্তৃপক্ষের নিকটে পাঠাইতে হইবে। তৃতীয়তঃ, যাহারা

* *Kaye Sepoy War. Vol. III. p. 152.*

গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে, অফিসর বা অন্য ইউরোপীয়দিগের হত্যায় লিপ্ত হইয়াছে, অথবা অন্য কোনো গুরুতর অত্যাচারের প্রশ্রয় দিয়াছে, তাহাদের বিচার আদালতে হইবে। কিন্তু বিচারকের দণ্ডাদেশ যে পর্যন্ত গবর্নমেণ্টের অনুমোদিত না হয়, সে পর্যন্ত উহা কার্যে পরিণত হইবে না। গবর্নমেণ্টের এই আদেশলিপিতে অপরাধিদিগকে মুক্তি দেওয়ার বিষয়ে কোনো কথার উল্লেখ নাই। অপক্ষপাত বিচারে দোষীর যথোচিত দণ্ড হয় এবং যাহারা নির্দোষ, তাহারা কঠোর শাস্তি হইতে মুক্তিলাভ করে, গবর্নমেণ্ট এই উদ্দেশ্যে উক্ত লিপি প্রচার করেন। এই সময়ে কলিকাতার ইউরোপীয়গণ ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি একান্ত বিদ্বেষপ্রযুক্ত গবর্নমেণ্টের নিকটে সামরিক আইন জারি করিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্নমেণ্ট তাঁহাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন নাই। শেষে তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, স্থানান্তর হইতে বহুল-পরিমাণে অস্ত্রাদির আমদানি হইতেছে। ইহার নিবারণের জন্য কোনোরূপ বিধান করা নিরতিশয় আবশ্যক। গবর্নমেণ্ট এই নিমিত্ত অস্ত্রসংক্রান্ত আইন প্রচার করেন। এতদ্দ্বারা রাজপুরুষগণ আপন আপন বিভাগের অধিবাসিদিগের নিকটে অস্ত্রাদির তালিকা লইবার ভার প্রাপ্ত হন। এই তালিকা অনুসারে অধিবাসিগণকে প্রয়োজনানুরূপ অস্ত্র রাখিবার জন্য লাইসেন্স দিবার নিয়ম হয়। লর্ড কানিং এই আইন হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ভারতবর্ষের সকল জাতি সম্বন্ধে বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় ইউরোপীয়গণ এই জন্য তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন নাই। কৃষ্ণকায়দিগের সহিত এক শ্রেণীতে নিবেশিত হইলে, তাঁহাদের বিরক্তি ও মনঃক্ষোভের পরিসীমা থাকিত না। উপস্থিত সময়ে যে কোনোরূপে হউক, ভারতবর্ষীয়দিগকে পদদলিত করাই যেন তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। 'কিন্তু লর্ড কানিঙ তাঁহাদের ন্যায় অসমদর্শী ও অসমীক্ষ্যকারী ছিলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এই সময় ভারতবর্ষের যে সকল রাজা ও জমিদার এবং তাঁহাদের অনুচরগণ আপনাদের জীবন বিপদাপন্ন ও সম্পত্তি বিঘ্নসংকুল করিয়াও গবর্নমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের সহিত খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদিগের কোনোরূপ পার্থক্য করিলে সাতিশয় অসঙ্গত ও নীতিবিরুদ্ধ কার্য হইবে। ইহা মনে করিয়া তিনি উভয়কেই এক শ্রেণীতে স্থাপন করিয়াছিলেন ; উভয়ের বিষয়েই একবিধ আইন অনুসারে কার্য করিতে আদেশ দিয়াছিলেন*। কিন্তু ইহাতে ইংরেজ-দিগের ক্রোধের শান্তি হয় নাই। যাঁহারা উত্তেজনায় অধীর হইয়া, স্বহস্তে এতদ্দেশীয়-দিগের শোণিতপাতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, গবর্নর জেনেরলের উপস্থিত আদেশ-লিপি তাঁহাদের হৃদয়ে শান্তি বিধান করিতে পারে নাই। কেবল ভারতবর্ষে এই অশান্তি ও উত্তেজনার স্রোত আবদ্ধ থাকে নাই। সুদূরবর্তী ইংলণ্ডও ঐ স্রোতের অভিঘাত আরম্ভ হয়। ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে গবর্নর-জেনেরলের এই মন্তব্য নিরতিশয় নিন্দনীয় বিষয় বলিয়া নির্দিষ্ট হয়, এবং গবর্নর জেনেরল স্বয়ং বিদ্রূপের ভাবে দয়ালু-কানিঙ নামে অভিহিত হন।

* *Martin, Indian Empire. Vol. II, p. 267.*

স্থানান্তর হইতে অস্ত্রাদির আমদানি হওয়াতে অনেকে উহা ক্রয় করে। ইহাতে খ্রীস্টধর্মাবলম্বিগণ অপেক্ষা এতদ্দেশীয় হিন্দু ও মুসলমানগণই অধিকতর ভীত হইয়াছিল। তাহারা দেখিয়াছিল যে, গবর্নমেন্ট নানাস্থানের সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিয়াছেন, পক্ষান্তরে ইউরোপীয়গণ অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহে ব্যাপৃত হইয়াছেন। সুতরাং তাহাদের সহজেই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ইউরোপীয়গণ আত্মরক্ষা ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যেও ঐ সকল অস্ত্রের ব্যবহার করিবেন। আত্মরক্ষণেচ্ছার ন্যায় পরজিঘাংসাও তাঁহাদিগকে অস্ত্রাদির সংগ্রহকার্যে প্রবর্তিত করিতেছে। এইরূপ দুশ্চিন্তায় এতদ্দেশীয়গণ স্থির থাকিতে পারে নাই। সুতরাং এ সময়ে গবর্নর-জেনেরলকে উভয়দিকে সমান দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছিল। তিনি ইউরোপীয়দিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এতদ্দেশীয়দিগকে অস্ত্র ব্যবহার করিতে নিষেধ করিলে সমগ্র ভারতবর্ষ যেরূপ আতঙ্কে অস্থির সেইরূপ মর্মজ্বালায় উত্তেজিত হইয়া উঠিত। যিনি উত্তেজনার সময়ে ধীরভাবে সমদর্শিতা ও ন্যায়পরতা দেখাইয়া, সাধারণকে প্রশান্তভাবে রাখিতে চেষ্টা করেন, তিনি নিঃসন্দেহ মহাপুরুষ বলিয়া বরণীয় হইয়া থাকেন। উপস্থিত সঙ্কটকালে লর্ড কানিঙ মহাপুরুষোচিত প্রকৃতিরই পরিচয় দিয়াছিলেন।

কলিকাতার ইউরোপীয়গণ গবর্নর জেনেরলের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, গবর্নর জেনেরলকে এই সময়েও ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে দেখিয়া, তাঁহাদের বিরাগ বর্ধিত, ক্রোধ উদ্দীপিত এবং মানসিক শান্তি তিরোহিত হইতে পারে, কিন্তু গবর্নর জেনেরল উপস্থিত কার্যক্ষেত্রে নিরতিশয় সরলভাবেরই পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি এরূপ সমদর্শী, এরূপ উদার হৃদয় এবং এরূপ প্রশান্ত প্রকৃতি ছিলেন যে, এ পর্যন্ত আপনার এতদ্দেশীয় দেহরক্ষক সৈনিকদিগকেও নিরস্ত্র করিতে সম্মত হন নাই। তিনি কখনো এই শ্রেণীর সৈনিকদিগকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতেন না। তাঁহার দেহরক্ষক সৈনিকগণ যেরূপ সুদৃঢ় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সেইরূপ তেজস্বী অশ্বে অধিষ্ঠিত থাকিত। অনেকবার তাঁহার সমক্ষে এই সৈনিকদিগকে নিরস্ত্র করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ইহাতে সম্মতি প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার প্রাসাদ রক্ষার জন্য ইউরোপীয় সৈনিকগণ প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাঁহার এতদ্দেশীয় দেহরক্ষক সৈনিকগণের পরিবর্তে ইউরোপীয় সৈনিক গ্রহণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। যাহাদের স্বদেশীয়গণ এ সময়ে গবর্নমেন্টের বিপক্ষে উত্তেজিত হইয়া ভয়াবহ কাণ্ডের অবতারণা করিয়াছিল, যাহাদিগের সতীর্থদিগের অস্ত্র ইউরোপীয়দিগের শোণিতে কলঙ্কিত হইয়াছিল, লর্ড কানিঙ নিশ্চিন্তমনে তাহাদের হস্তে আপনার দেহরক্ষার ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। আত্মজীবন নিরাপদ রাখিতে এইরূপ ঔদাস্য প্রকাশ করা লর্ড কানিঙ-এর পক্ষে অসঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু লর্ড কানিঙ যে, উপস্থিত সময়ে মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে বোধহয় মতদ্বৈধ হইতে পারে না। বিপ্লবের সূচনাতেই যদি গবর্নর জেনেরলের এতদ্দেশীয় দেহরক্ষক সৈনিকগণ নিরস্ত্রীকৃত হইত, গবর্নর জেনেরলের প্রাসাদে যদি তাহাদের পরিবর্তে

ইউরোপীয় সৈনিকগণ স্থান পরিগ্রহ করিত, তাহা হইলে এই সংবাদ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে প্রচারিত হইয়া, এতদ্দেশীয়দিগকে সন্দেহ সমাকুল করিয়া তুলিত। সকলেই ভাবিত যে, গবর্নমেণ্ট তাহাদের প্রতি বিশ্বাসশূন্য ও আস্থাশূন্য হইয়াছেন। লর্ড কানিঙ ভারতবাসিদিগকে গবর্নমেণ্টের প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত রাখিবার জন্য এইরূপে আত্মজীবনে উপেক্ষা দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার সেক্রেটারিগণ এসম্বন্ধে সাবধান হইবার জন্য তাঁহাকে বারংবার বিনয় সহকারে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। তাঁহার মন্ত্রিগণও ঐরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সে পরামর্শেও বিচলিত হন নাই। অবশেষ কার্যক্ষেত্রে আর-একটি মনস্বী-পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। বাংলার লেফটেনেণ্ট গবর্নর হালিডে সাহেব দার্জিলিং হইতে আসিয়া, গবর্নর জেনেরলের নিকটে পূর্ব প্রস্তাব অনুসারে কার্য করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। যে জীবনের উপর সমগ্র সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও মঙ্গল নির্ভর করিতেছে, সেই জীবন সর্বাংশে বিপত্তিশূন্য করা উপস্থিত সময়ে যে, কতদূর আবশ্যক, তাহা লেফটেনেণ্ট গবর্নর যখন ধীরভাবে বুঝাইতে লাগিলেন, তখন লর্ড কানিঙ নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত পূর্ব প্রস্তাব অনুসারে কার্য করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্নর সহজে ও শীঘ্র শীঘ্র আপনার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে সমর্থ হন নাই। এতদ্দেশীয় সৈনিকগণ গবর্নর জেনেরলের প্রাসাদ ও গবর্নর জেনেরলের দেহরক্ষার কার্য হইতে শীঘ্র শীঘ্র অপসারিত হয় নাই।—আগস্ট মাসের শেষ দিনেই হউক, বা সেপ্টেম্বরের প্রথম দিবসে হউক, লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্নরের আদেশানুসারে এতদ্দেশীয় সৈনিকদিগের পরিবর্তে ইউরোপীয় সৈনিকগণ গবর্নর জেনেরলের প্রাসাদ-রক্ষায় নিয়োজিত হয়।

কলিকাতা প্রবাসী ইংরেজগণ কানিঙের প্রত্যেক কার্যে যেরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। লর্ড কানিঙের স্বদেশীয়গণ যখন তাঁহার নানারূপ নিন্দা করিয়া তদীয় মানসিক শান্তির ব্যাঘাত জন্মাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন তিনি প্রশান্তভাবে আপনার নির্দিষ্ট কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সঙ্কটকালে তাঁহার স্বদেশীয় বীরপুরুষগণ স্থানান্তর হইতে আসিয়া তদীয় অভীষ্ট সাধনের প্রধান সহায় হন। ১লা আগস্ট স্যার জেমস্ আউটরাম পারস্যের যুদ্ধে গৌরবান্বিত হইয়া কলিকাতার আগমন করেন। ইহার সাতদিন পরে রণতরীর অধ্যক্ষ কাপ্তেন পীল তাঁহার সহযোগিবর্গের সহিত উপস্থিত হন। ১৩ই আগস্ট স্যার কোলিন্ ক্যাম্পবেল উপস্থিত হইয়া প্রধান সেনাপতির কার্যভার গ্রহণ করেন। লর্ড কানিঙ এই সকল বীরপুরুষদিগের আগমনে আশ্বস্ত হইয়া, ভয়াবহ বিপ্লবের গতিরোধে পূর্বের ন্যায় কার্যতৎপরতা ও ধীরতা প্রদর্শন করিতে থাকেন। লর্ড এল্‌গিন চীনের যুদ্ধে যাইতে ছিলেন। তিনি কাপ্তেন পীলের জাহাজে কলিকাতায় উপনীত হন। লর্ড কানিঙ তাঁহার সমপাঠী ছিলেন। সহাধ্যায়ী বন্ধুর সমাগমে তাঁহার হৃদয়ে যেরূপ আশ্বাস সেইরূপ আহ্লাদের সঞ্চার হয়। লর্ড এল্‌গিন দুইখানি যুদ্ধ জাহাজ লর্ড

ক্যানিঙের কার্যের জন্য রাখিয়া, অপর একখানি জাহাজে চীনে গমন করেন। এই সময়ে তিনি লিখিয়াছেন,—'গবর্নর-জেনেরল ব্যতীত কলিকাতায় প্রায় কেহই ভয়শূন্য ছিলেন না। গবর্নরজেনেরল পূর্বাহ্ণ পাঁচ-ছয় ঘটিকা হইতে সমস্ত দিন কার্য করিতেন। ইহাতে তিনি শারীরিক বা মানসিক কোনোরূপ কষ্ট অনুভব করেন নাই। এই গোলযোগের মধ্যেও তিনি এবং তাঁহার সহধর্মিণী সর্বক্ষণ প্রসন্নভাবে থাকিতেন।'

লর্ড ক্যানিঙ কেবল উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের জন্যই উদ্বিগ্ন হন নাই, কেবল উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেই তাঁহার কার্যতৎপরতা ও সমীক্ষ্যকারিতার নিদর্শন লক্ষিত হয় নাই। মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ন্যায় বিপ্লবের অভিঘাতে আন্দোলিত হয়। এদিকে লর্ড ক্যানিঙ বঙ্গদেশের জন্যও নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। তিনি এই দেশ নিরাপদ করিবার জন্য যে কার্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহাও তাঁহার স্বদেশীয়দিগের গভীর আন্দোলনের বিষয়ীভূত হইয়া উঠে। এই আন্দোলনেও তাঁহাকে তদীয় স্বদেশবাসিগণের নিকটে পূর্বের ন্যায় তিরস্কৃত, ধিক্কৃত ও নিন্দিত হইতে হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিহার

বিহারের অধিবাসী—দানাপুরের সিপাহী—পাটনার ঘটনা—দানাপুরের ঘটনা—আরার অবরোধ—কুমার সিংহ—তাঁহার প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা—সিপাহিদিগের সহিত তাঁহার সম্মিলনের কারণ—বিকার্স বয়েলের গৃহ—কাপ্তেন ডানবার—বিনসেণ্ট আয়ার—আরার অধিকার—জগদীশপুরের বিধ্বংস—কুমার সিংহের শাসিবামে যাত্রা—ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহার উপস্থিতি—ইংরেজ-সেন্যের সহিত তাঁহার যুদ্ধ—তাঁহার যুদ্ধকৌশল—তাঁহার জগদীশপুরে যাত্রা—তাঁহার আঘাতপ্রাপ্তি—জগদীশপুরে ইংরেজ সেন্যের পরাজয়—কুমার সিংহের দেহত্যাগ—অমর সিংহ

১৮৫৩ অব্দের আইন অনুসারে বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার শাসনকার্য নির্বাহের জন্য একজন লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্নর নিয়োজিত হন। আয়তনে, সমৃদ্ধিতে, উর্বরাশক্তিতে এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে এই তিন প্রদেশ সমধিক প্রসিদ্ধ। একদিকে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এবং অন্য দিকে সুবর্ণরেখার জল-প্রবাহে সিক্ত হইয়া এই সুবিস্তৃত জনপদ শস্যসম্পত্তিতে অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের ইতিহাস বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা,—এই তিন জনপদেরই অতীত গৌরবের পরিচয় দিতেছে। দিগ্বিজয়ী পাল ও সেনবংশীয়গণ যে প্রদেশের সিংহাসনে সমাসীন হইয়া, শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিয়াছেন; মৌর্যবংশীয় সম্রাটগণ যে প্রদেশে রাজধানী স্থাপন পূর্বক সুদূর পঞ্জাব হইতে দূরতর তাম্রলিপ্তি পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বরণীয় হইয়াছেন; পরাক্রান্ত কেশরীবংশীয়গণ আপনাদের ক্ষমতায় ভিন্ন ভিন্ন জনপদ অধিকারপূর্বক যে প্রদেশের গৌরববৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন; সেই সেই প্রদেশের কথায় ইতিহাসপ্রিয় পাঠকগণ আজ পর্যন্ত বিশুদ্ধ আমোদ লাভ করিতেছেন। এক সময়ে এই তিন প্রদেশের অধিবাসিদিগের শাস্ত্রাভিজ্ঞতার সহিত বীরত্বগৌরবের প্রচার হইয়াছিল। বাঙালী ও উড়িষ্যাবাসী অদ্য কাপুরুষ বলিয়া ধিকৃত হইলেও, একসময়ে সাহস, বীরত্ব ও রণকৌশলের জন্য ইতিহাসে সম্মান লাভ করিয়াছিল। কিন্তু বিহারবাসিগণ যুদ্ধকার্য পরিত্যাগ করে নাই। বিহারপ্রদেশের অনেকে সৈনিকশ্রেণীতে নিবেশিত ছিল। ইহারা উত্তেজিত হইলে ভয়াবহ কাণ্ড সংঘটিত হওয়া অসম্ভব ছিল না। অধিকন্তু পাটনা নগরে বহুসংখ্যক মুসলমানের অধিবাস ছিল। ওয়াহাবীগণ এই স্থানে থাকিয়া, কাফেরের প্রতি আপনাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল। এদিকে পাটনার নিকটবর্তী দানাপুরে সিপাহী সৈনিক-দল অবস্থিতি করিতেছিল। ইহারা যুদ্ধের আয়োজন করিলে এবং পাটনার মুসলমানগণ ইহাদের সহযোগী হইলে যে, সমগ্র বিহার রণতরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া উঠিত, তদ্বিষয়ে কোনোরূপ সন্দেহ করিবার কারণ ছিল না। বিহারের অনেক স্থানে নীলের চাষ হইত। ইউরোপীয় নীলকরগণ নীলের

ব্যবসায়ে সঙ্গতিপন্ন হইবার জন্য স্থানে স্থানে কুঠী নির্মাণপূর্বক অবস্থিতি করিতেন। এতদ্ব্যতীত বিহারে গবর্নমেন্টের অহিফেনের কার্য হইত। পাটনার কুঠীতে অনেক অহিফেন থাকিত। অনেক ইংরেজ কর্মচারী অহিফেন বিভাগের কর্মে নিয়োজিত থাকিতেন। বিহারের লোকে উত্তেজিত হইলে, এই সকল ইউরোপীয়ের জীবন বিপদাপন্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। পাটনার কমিশনর টেলর সাহেব গবর্নমেন্টকে জানাইয়াছিলেন যে, ত্রিহুতের ইংরেজগণ তাঁহাদিগকে নিরাপদ করিবার জন্য গবর্নমেন্টের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন, যেহেতু তাঁহাদের বিশ্বাস যে জনসাধারণ দলবদ্ধ হইয়া বিপ্লব ঘটাইবে। সমগ্র বক্সার এবং শাহাবাদের লোকে মেষপালের ন্যায় দানাপুরে গিয়া একত্র হইবে। পাটনার কমিশনর বিহারের অধিবাসিদিগকে এইরূপ উত্তেজিত ভাবিয়াছিলেন। বিহারের ইউরোপীয়গণ জনসাধারণের মধ্যে এইরূপ উত্তেজনার অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, যদি দানাপুরের সিপাহিগণ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া পাটনায় আসে এবং তথাকার ধনাগার ও অহিফেনের গুদাম লুণ্ঠন করিয়া, নীলকরদিগের প্রবাসভূমি ত্রিহুতের অভিমুখে ধাবিত হয়, তাহা হইলে বাংলাও আন্দোলিত হইয়া উঠিবে। উত্তেজিত সিপাহিগণ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া নবাব নাজিমের প্রাধান্য ঘোষণা করিবে। মোগলের রাজধানীতে যাহা ঘটিয়াছে, বাংলার পূর্বতন রাজধানীতে, হয়তো তাহাই ঘটিবে। এরূপ অবস্থায় দানাপুরের সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করাই শ্রেয়। এ সময় দানাপুরে ১০ গণিত ইউরোপীয় পদাতিক-দল, ৭, ৮ এবং ৪০ গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিক-সেনা, একদল ইউরোপীয় এবং একদল এতদ্দেশীয় গোলন্দাজ-সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। মেজর জেনেরল লয়েড্ নামক একটি বৃদ্ধ সৈনিক-পুরুষ ইহাদের অধিনায়ক ছিলেন। কমিশনর টেলর সাহেব পূর্বোক্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া সিপাহিদিগের নিরস্ত্রীকরণ সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। বিহার-প্রবাসী ইউরোপীয়গণও নিরস্ত্রীকরণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু গবর্নর জেনেরল সহসা তাঁহাদের ইচ্ছামতো কার্য করিতে উদ্যত হন নাই।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, লর্ড ক্যানিঙ এস্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। দানাপুরের সিপাহিদিগকে দীর্ঘকাল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া রাখা সঙ্গত হয় নাই। ত্রিহুতের নীলকরগণ আপনাদিগকে বিপদাপন্ন মনে করিয়া, ঐ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য গবর্নমেন্টের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছিলেন। দানাপুরের সিপাহিগণ নিরস্ত্রীকৃত হইলে ইহাদের আশঙ্কা নিবারিত হইত। কিন্তু ভারতবর্ষের গবর্নর-জেনেরল এ সময়ে ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের দিকে দৃষ্টি রাখেন নাই। সমগ্র ভারতে শান্তিবিধান করাই তাঁহার প্রধান কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। যে কার্যে একতর সম্প্রদায়ের আশঙ্কা নিবারিত হইলেও, সমগ্র প্রদেশের লোকের মধ্যে অশান্তি ও উত্তেজনার আবির্ভাব হইতে পারে, সে কার্য তাঁহার মনোযোগের বিষয়ীভূত ছিল না। দানাপুরের সিপাহিগণ নিরস্ত্রীকৃত হইলে নীলকরগণ নিঃশঙ্ক হইতে পারিতেন, কিন্তু ইহাতে সমগ্র বাংলায় আতঙ্কের বিস্তার হইত। বাংলায় ইউরোপীয় সৈন্য অধিক ছিল

না। ভিন্ন ভিন্ন সৈনিক-নিবাসে কেবল সিপাহীরাই কোম্পানির প্রাধান্য রক্ষার জন্য নিয়োজিত ছিল। লর্ড ক্যানিঙ সাহায্যকারী ইউরোপীয় সৈনিক-দলের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; যদি এ সময়ে দানাপুরের সিপাহিগণ অস্ত্রশস্ত্র হইতে বিচ্যুত হইত, তাহা হইলে বাংলার অন্য অন্য স্থানের সিপাহিগণও ভাবিত যে, তাহাদেরও শীঘ্র ঐ দশা ঘটিবে। এ সময়ে তাহারা নিরস্ত্রীকরণ আপনাদের সর্বনাশ সাধনের পথ বলিয়া মনে করিত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, নিরস্ত্রীকৃত হইলেই তাহারা ইংরেজ সৈনিক-দিগের হস্তে দলে দলে বন্য পশুর ন্যায় নিহত হইবে, অথবা সাগরের পারে কোনো অপরিজ্ঞাত ও অদৃষ্টপূর্ব স্থানে আবদ্ধ থাকিবে। এইরূপ আশঙ্কায় বিচলিত হইলে, তাহারা নিঃসন্দেহে ভয়াবহ বিপ্লব উপস্থিত করিত, এবং সমগ্র বাংলা ইউরোপীয়-দিগের শোণিতে রঞ্জিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিত। নিরস্ত্রীকরণের এই বিষময় ফলে ভাগীরথীর উভয় তটবর্তী সমগ্র জনপদ ভয়াবহ বিপ্লবের সংঘাতে শ্রীভ্রষ্ট হইত।

লর্ড ক্যানিঙ দানাপুরের সেনাপতির নিকটে যে সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছিল যে, তথায় কোনোরূপ গোলযোগের সম্ভাবনা নাই। সেনানায়ক লয়েড জুন মাসের প্রারম্ভে তাঁহার নিকটে লিখিয়াছিলেন,—'যদিও এখন সিপাহিদিগের রাজভক্তির উপর কাহারো তাদৃশ বিশ্বাস নাই, তথাপি আমার বিশ্বাস যে, যাবৎ কোনোরূপ প্রলোভনের বিষয় বা উত্তেজনার আবির্ভাব না হয়, তাবৎ এখানকার সিপাহিগণ প্রশান্তভাবে থাকিবে।' ইহার কিছুদিন পরে উত্তেজনার কারণ ঘটিয়াছিল, যেহেতু ঐ সময়ে দানাপুরের সিপাহিগণ বারাণসীর সিপাহিদিগের নিরস্ত্রীকরণের সংবাদ পাইয়াছিল। কিন্তু ঐ সময় বিনা গোলযোগে অতিবাহিত হয়। দানাপুরের সিপাহিগণ শান্তভাবে যথানির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করে। ইহার পর একবার প্রলোভনের বিষয় উপস্থিত হয়। ছাপরা এবং আরা হইতে পাটনার কলেক্টারের কাছারিতে কুড়ি লক্ষ টাকা পেঁৗছে। কিন্তু এই প্রলোভনেও দানাপুরের সিপাহিগণ বিচলিত হয় নাই। তাহারা জুলাই মাসের প্রথমার্ধ পর্যন্ত শান্তভাবে আপনাদের কর্তব্য কার্যে অভিনিবিষ্ট থাকে। এই তাহারা রাজভক্তি কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হয় নাই। এইরূপ প্রশান্তভাব ও কর্তব্যানুরাগ দর্শনে সেনানায়কের বিশ্বাস জন্মিয়া-ছিল যে, তাঁহার অধীন সিপাহিগণ নিমকের সম্মান রক্ষা করিবে। উত্তেজনায় উন্মত্ত বা অপরিহার্য প্রলোভনে অধীর না হইলে তাহারা সমুত্তেজিত স্বদেশীয়দিগের পথানুসরণ করিবে না।

দানাপুরের সিপাহিগণ উত্তেজনার আবেগে গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত না হইলেও তাহাদের হৃদয়ে গভীর আশঙ্কার সঞ্চার হইয়াছিল। তাহারা সংবাদ পাইয়াছিল যে, জাহাজে অনেক ইউরোপীয় সৈন্য ঐ স্থানে পেঁৗছিবে। এই সকল সৈন্য কেবল তাহাদের সর্বনাশসাধনের জন্যই উপস্থিত হইবে। এই সংবাদ কে প্রচার করিয়াছিল, কোন্ স্থান হইতে উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই। সংবাদ অলীক হইলেও সিপাহিদিগের আশঙ্কা অন্তর্হিত হয় নাই। সেনাপতি এই সংবাদের অলীকত্ব প্রতিপন্ন করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সিপাহিগণ সন্ত্রাসজনিত উদ্বেগ

ও অশান্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে নাই। তাহারা আপাততঃ কোনোরূপ গোলযোগ না করিলেও শান্তিসুখের অধিকারী হয় নাই; এবং কোম্পানির স্বদেশীয় সৈনিকদিগকেও মিত্রভাবে নিরীক্ষণ করে নাই।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, উপস্থিত সময়ে টেলর সাহেব পাটনা বিভাগের কমিশনরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার যেরূপ কার্যপটুতা, রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে সেইরূপ অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু তিনি সময়ে সময়ে সমবেদনা ও ন্যায়পরায়ণতার সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতে ইচ্ছা করিতেন না। যে দেশে তিনি দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়াছেন, সেই দেশের অধিবাসিদিগের প্রকৃতি বুঝিলেও তাহাদের প্রতি সমবেদনা প্রদর্শনে উন্মুখ হইতেন না। দয়ায় তাঁহার হৃদয় কোমল হয় নাই। মস্তিষ্কের শক্তিতে উন্নত হইলেও তিনি হৃদয়ের শক্তির অভাবে কঠোরতার পরিচয় দিতেন। যখন বিহারের ইউরোপীয়-দিগের মধ্যে আতঙ্ক জন্মিয়াছিল, মুসলমান অধিবাসিদিগের মধ্যে উত্তেজনার নিদর্শন লক্ষিত হইয়াছিল, সিপাহিদিগের মধ্যে সন্ত্রাসের আবির্ভাব দেখা গিয়াছিল, তখন দেওয়ানী ও সৈনিক কর্মচারীদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রধান ছিলেন, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে একতা থাকা উচিত ছিল। কিন্তু বিহারের ঊর্ধ্বতন কর্মচারিদিগের মধ্যে এইরূপ একতার কোনো চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। যাঁহারা সৈনিক-ব্রত অবলম্বন করেন, অরাতিনিধন যাঁহাদের গৌরবের লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হয়, নরশোণিতপাত যাঁহাদের চিরাভ্যস্ত কার্যের মধ্যে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাঁহারা স্বভাবতঃ এইরূপ উত্তেজনার সময়ে ভারতবর্ষীয়দিগের জীবনকে অতি তুচ্ছ বোধ করিতে পারেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা দেওয়ানী কার্যে ব্যাপৃত থাকেন, রাজ্য-শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে দয়া, সমবেদনা ও সর্বক্ষণ প্রশান্তভাবের পরিচয় দেওয়া যাঁহাদের প্রধান কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হয়, তাঁহারা স্বভাবতঃ নরহত্যায় বিরত থাকিয়া, আপনাদের হৃদয়ের কোমলতা প্রদর্শন করেন। কিন্তু উপস্থিত সময়ে বিহারে এ বিষয়ে বিপর্যয় লক্ষিত হইয়াছিল। দানাপুরের প্রধান সৈনিক কর্মচারী যখন ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে সদ্ভাব রক্ষা করাই প্রধান লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, পাটনার প্রধান দেওয়ানী কর্মচারী তখন পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া এতদ্দেশীয়দিগকে ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন।

কমিশনর টেলর সাহেব যে বিভাগের শাসনকার্যে নিয়োজিত ছিলেন, তাহা পাটনা, বিহার, শারণ, শাহাবাদ, ত্রিহুত এবং চম্পারণ—এই ছয়টি জেলায় বিভক্ত। এই ছয় জেলার সদর যথাক্রমে—পাটনা, গয়া, ছাপরা, আরা, মজফ্‌ফরপুর এবং মতিহারী। এই সকল স্থানে জজ, মাজিস্ট্রেট, কলেক্টর, অহিফেন বিভাগের এজেন্ট প্রভৃতি রাজকীয় কর্মচারিগণ থাকিতেন। ইহাঁদের অধীনে কারাগার, ধনাগার, অহিফেনের গুদাম প্রভৃতি থাকিত। নজীব নামক অস্ত্রধারী পুলিশ প্রহরী ঐ সকল স্থানের তত্ত্বাবধান করিত। সিপাহিগণ যুদ্ধোন্মুখ হইলে এই অস্ত্রধারী নজীবেরা যে, তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে না, তদ্বিষয়ে কর্তৃপক্ষের তাদৃশ বিশ্বাস ছিল না। উত্তেজিত সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইলে নজীবেরা অনায়াসে কারারুদ্ধ কয়েদিদিগের শৃঙ্খলমোচন,

ধনাগারবিলুণ্ঠন এবং ঐ বিভাগের সমগ্র খ্রীস্টধর্মাবলম্বীর বিনাশসাধনে অসমর্থ হইত না। যখন দিল্লীর সংবাদ পাটনায় উপস্থিত হইল, পাটনা জেলার মুসলমান অধিবাসিগণ যখন জানিতে পারিল যে, দিল্লী সিপাহিদিগের হস্তগত হইয়াছে, বৃদ্ধ মোগলভূপতি পুনর্বার আপনার মহিমান্বিত বংশের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, ইংরেজদিগের অনেকে নিহত হইয়াছে, অনেকে জয়াশায় বিসর্জন দিয়া, স্থানান্তরে আত্মগোপন করিয়াছে, তখন তাহারা ফিরিঙ্গীর রাজত্বের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া, উত্তেজিত হইতে লাগিল। কমিশনরের সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, তাঁহার অধীন বিভাগের প্রায় সর্বত্র এইরূপ উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে। তিনি এ বিষয় গবর্নমেন্টের গোচর করিতে ত্রুটি করিলেন না। দানাপুর হইতে সংবাদ উপস্থিত হইল যে, তত্রত্য সিপাহিগণ যুদ্ধোন্মুখ হইয়াছে। তাহারা শীঘ্র পাটনার অভিমুখে অগ্রসর হইবে। এই সংবাদে সমগ্র পাটনা যেন কোনো অভাবনীয় শক্তিতে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। ইউরোপীয়গণ শশব্যস্তে আত্মরক্ষার উপায় দেখিতে লাগিলেন। কমিশনর সাহেব ইউরোপীয়দিগকে তাঁহার সুবিস্তৃত বাসগৃহে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। নিকটে যে সকল ইউরোপীয় বাস করিতেছিলেন, কমিশনর স্বয়ং তাঁহাদের বাটীতে গিয়া, এই বিষয় বলিলেন। সন্ধ্যার পূর্বেই ইউরোপীয়গণ কমিশনরের গৃহে আশ্রয় লইলেন। কেহ কেহ অহিফেনের গুদামে গিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে কমিশনরের গৃহের বিস্তৃত অঙ্গনভূমি শকট প্রভৃতি বিবিধ যান, শয্যা প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইল। মহিলাগণ ব্যাকুলভাবে আপনাদের দ্রব্যাদি লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। ধাত্রিগণ সভয়চিত্তে আপনাদের রক্ষণীয় বালক-বালিকাদিগের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল। ইউরোপীয়গণ বিভীষিকায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, প্রতিমুহূর্তে দানাপুরের সংবাদ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পাটনার প্রায় একশত মাইল দূরে মেজর হেল্‌মেস্‌ নামক একজন সেনানায়কের অধীনে ১২ গণিত অশ্বারোহী সৈনিক-দল ছিল। এই দলের কতকগুলি সৈনিক পাটনায় অবস্থিতি করিতেছিল। ইহারা অশ্বে অধিষ্ঠিত ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া, ইউরোপীয়দিগের আশ্রয়স্থল ঐ অভিনব দুর্গের প্রধান প্রবেশদ্বার রক্ষা করিতে লাগিল। নীলপরিচ্ছদধারী নজীবগণ গৃহের বহির্ভাগে সজ্জিত রহিল। ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হইল। পূর্ণচন্দ্র নির্মল আকাশে থাকিয়া, স্নিগ্ধ করজাল বিস্তার করিতে লাগিল। চন্দ্রালোক এরূপ উজ্জ্বল ছিল যে, দূরস্থিত দ্রব্যাদি স্পষ্ট প্রত্যক্ষীভূত হইতে লাগিল। এই চন্দ্রালোকে অঙ্গনমধ্যবর্তী উদ্যানের বৃক্ষতলে মুক্ত-স্বভাব বালক-বালিকাগণ খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহারা আপনাদের জনকজননী বা ধাত্রিদিগের ব্যাকুলতার কারণ বুঝিতে না পারিয়া, উৎফুল্লভাবে তাহাদের প্রতি বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কিন্তু স্নেহাস্পদ বালক-বালিকাদিগের প্রমোদলীলায় ইউরোপীয়গণ আমোদিত হইলেন না। তাঁহাদের হৃদয় হইতে সর্ববিধ্বংসকর বিপ্লবের চিত্রও অন্তর্হিত হইল না। পাটনার ৪০ মাইল দূরে রাট্রে নামক একজন সৈনিক-প্রধানের অধীনে একদল শিখ সৈনিক ছিল। টেলর সাহেব ইহাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র পাটনায় আসিতে লিখিয়াছেন। ইউরোপীয়গণ

উৎকণ্ঠিত চিত্তে ইহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রিশেষ হইল। ঊষাসমাগমে শশধরের স্নিগ্ধালোক অন্তর্ধান করিল। দানাপুরের উত্তেজিত সিপাহি-দিগের উপস্থিতির কোনো নিদর্শন লক্ষিত হইল না। এদিকে রাষ্ট্রের অধীন শিখগণ আসিয়া পেঁছিল। ইউরোপীয়গণ ইহাদের আগমনে আপনাদিগকে নিরাপদ ভাবিলেন এবং উৎফুল্লভাবে কমিশনরের গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

উপস্থিত সময়ে টেলর সাহেব যে, সাহস ও কার্যতৎপরতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে বোধহয় মতদ্বৈধ হইতে পারে না। যখন তাঁহার স্বদেশীয়গণ বিপ্লবের বিভীষিকায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তিনি সাহস-সহকারে তাঁহাদিগকে অভয় দিয়াছিলেন। তাঁহার এই সাহস, উদ্যম ও কর্মপটুতা যদি কিয়দংশে দয়া ও সমবেদনার সহিত প্রদর্শিত হইত, তাহা হইলে তাঁহার কার্যে কর্তৃপক্ষ নিঃসন্দেহে সন্তোষ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু টেলর সাহেব এই উত্তেজনার সময়ে স্বয়ং এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তিনি যাহাদের শাসন ও পালনকার্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি সমবেদনা বা দয়াপ্রদর্শনে উন্মুখ হন নাই। পাটনা জেলার মুসলমান অধিবাসিদিগের মধ্যে অনেকে নিঃসন্দেহে উত্তেজিত হইয়াছিল। অযোধ্যা ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত হইলে লক্ষ্ণৌবাসিদিগের কেহ কেহ পাটনায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। ব্রিটিশ কোম্পানির উপর ইহাদের ঘোরতর বিরক্তি বা ক্রোধের উদ্রেক হওয়া অসম্ভব নহে। আপনাদের হৃদয়নিহিত বিদ্বেষভাবের আতিশয্যে ইহারা যে, পাটনার মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিবে, ইহাও বোধহয়, অসম্ভব ঘটনার মধ্যে গণনীয় নহে। কিন্তু এজন্য সমগ্র অধিবাসীর বিনাশসাধনে বদ্ধপরিকর হওয়া কখনো ন্যায়পরতার বা সমদর্শিতার অনুমোদিত হইতে পারে না।

উপস্থিত বিষয় প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে। জুন মাসের শেষভাগে ত্রিহুতের কর্তৃপক্ষের নিকটে সংবাদ উপস্থিত হইল যে, তাঁহাদের পুলিশের ওয়ারিস্ আলি নামক একজন জমাদার পাটনার উত্তেজিত মুসলমানদিগের সহিত গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে পত্র-লেখালেখি করিতেছে। সংবাদ-প্রাপ্তি মাত্র কর্তৃপক্ষ একজন তরুণবয়স্ক ইংরেজ সিবিলিয়ান্ এবং কতিপয় ইংরেজ নীলকরকে ঘটনাস্থলে পাঠাইয়া দিলেন। ইহাঁরা উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, ওয়ারিস্ আলি, আলি করিম নামক একজন ধনী মুসলমানের নিকটে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে পত্র লিখিতেছে। কথিত আছে, এই আলি করিম ইংরেজ গবর্নমেন্টের উপর নিরতিশয় অসন্তুষ্ট ছিলেন। গয়া এবং পাটনার মধ্যবর্তী পথের কোনো স্থানে তিনি অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার যেরূপ সম্পত্তি, সেইরূপ ক্ষমতা ও প্রাধান্য ছিল। যাহা হউক, ওয়ারিস্ আলি ধৃত ও অবরুদ্ধ হইল। অবিলম্বে তাহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া আসিল। সে যখন বধ্যভূমিতে নীত হইয়া ফাঁসিকাষ্ঠে আত্মবিসর্জনে উদ্যত হয়, তখন উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিল,—'যদি এখানে দিল্লীর অধিপতির কোনো আত্মীয় থাকেন, তাহা হইলে তিনি শীঘ্র আসিয়া আমার সাহায্য করুন।'

বিশ্বাসঘাতক ওয়ারিস্ আলি দেহত্যাগ করিল। তাহার সমস্ত কাগজপত্র কমিশনরের হস্তগত হইল। কমিশনর এখন আলি করিমকে অবরুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। পাটনার মাজিস্ট্রেট সাহেব এবং কাপ্তেন রাট্রে কতিপয় শিখ ও দশজন সওয়ার লইয়া, এই উদ্দেশে যাত্রা করিলেন, কিন্তু ইহাঁরা আলি করিমকে ধরিতে পারিলেন না। আলি করিম ইহাঁদের উপস্থিতির পূর্বেই হাতিতে চড়িয়া পলায়ন করিলেন। মাজিস্ট্রেটের সমভিব্যাহারী সৈন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। মাজিস্ট্রেট স্বয়ং ঘোড়ার পরিবর্তে একায় চড়িয়া যাত্রা করিলেন। আলি করিম হস্তীতে ছিলেন, তাঁহার হস্তী শস্যক্ষেত্র দিয়া দ্রুতগতি প্রস্থান করিল। কিন্তু মাজিস্টেটের একা ঐ ক্ষেত্র দিয়া সহজে অগ্রসর হইতে পারিল না। কমিশনর টেলার সাহেব লিখিয়াছেন যে, এ সময় স্থানীয় লোকে ইংরেজ কর্মচারিদিগের কোনরূপ সাহায্য করে নাই। তাহারা পলাতকের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছিল*। উপস্থিত সময়ে রাজপুরুষগণ এই স্থানের সমগ্র অধিবাসীকে আপনাদের বিপক্ষশ্রেণীতে নিবেশিত করাতে কিরূপ বিষময় ফলের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা কমিশনরের উক্তিতে পরিস্ফুট হইতেছে। তাহারা সদয়ভাব প্রদর্শন করিলে স্থানীয় লোকে তাঁহাদের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিত এবং সর্বক্ষণ তাঁহাদের সাহায্য করিতে উদ্যত থাকিত। যদি অধিবাসিগণ ইংরেজদিগের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ইংরেজ রাজপুরুষদিগের কঠোর ব্যবহারেই যে, সেই বিরাগের উৎপত্তি হইয়াছিল তদ্বিষয়ে বোধহয় সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। যাহা হউক, পাটনার মাজিস্ট্রেট আলি করিমকে ধরিতে পারিলেন না। তিনি নিরতিশয় পরিশ্রান্ত ও হতোদ্যম হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। আলি করিমের সম্পত্তি অধিকৃত এবং তাঁহার মস্তকের জন্য পাঁচহাজার টাকা পারিতোষিক দানের ঘোষণা প্রচারিত হইল।

এদিকে পাটনা শহরে নানারূপ গোলযোগ ঘটিল। এইস্থানে ধর্মোন্মত্ত সম্পত্তিশালী ওয়াহাবিগণ অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই স্থানের মুসলমানগণ সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই স্থানের লোকে অপরের উত্তেজনায় অধীর হইয়া, ফিরিঙ্গিদিগকে নিষ্কাশিত করিবার জন্য আপনাদের সাহস ও পরাক্রম প্রকাশের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল। কমিশনর টেলর সাহেব এই সময়ে কর্মক্ষেত্রে আপনার অধীরতার পরিচয় দিয়া, পাটনার মুসলমানদিগকে অধিকতর উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। পাটনার অধিবাসিদিগকে বন্য শ্বাপদের ন্যায় মৃত্যুমুখে পাতিত করাই তাঁহার অবলম্বিত নীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কমিশনরের ক্ষিপ্রকারিতায় এই উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হইয়াছিল। কমিশনর ভবিষ্যতের দিকে দৃকপাত করেন নাই; পূর্বাপর বিবেচনা করিয়া ধীরভাবে কার্য করিতেও উদ্যত হন নাই। আপনার দক্ষিণে ও বামে, যাহাকে পাওয়া যায়, তাহাকে ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত করা নিঃসন্দেহ অসংসাহসিকতা, অসমীক্ষ্যকারিতার কঠোরতার কার্য। টেলর সাহেব উপস্থিত সময়ে

* *Tayler, Patna Crisis, p. 58.*

এইরূপ অসংসাহসী, অসমীক্ষ্যকারী ও কঠোর প্রকৃতি হইয়াছিলেন। পাটনার কোনো মুসলমান অধিবাসী এ সময়ে আপনাকে নিরাপদ মনে করে নাই। কোনো মুসলমান অধিবাসীর অদৃষ্টে এ সময়ে শান্তিসুখ ঘটে নাই। কমিশনরের যথেচ্ছাচারে সকলেই উদ্বিগ্ন, সকলেই ভীত এবং সকলেই আপনাদের জীবন, সম্পত্তি ও আত্মীয়গণের রক্ষায় হতাশ হইয়া পড়িল। কাওয়াজের বিস্তৃত ক্ষেত্র বধ্যভূমিতে পরিণত হইল। উহাতে প্রকাণ্ড ফাঁসিকাষ্ঠ স্থাপিত হইয়া, অধিবাসিদিগকে গভীর আশঙ্কায় আত্মহারা করিয়া তুলিল। একজনের পর আর-একজন ধৃত ও অবরুদ্ধ হইতে লাগিল। অধিবাসিগণ সর্বক্ষণ আপনাদিগকে বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত বলিয়া মনে করিতে লাগিল। কে কখন কমিশনরের আদেশে অবরুদ্ধ হয়, তাহা কেহই জানিতে পারিল না। সকলেই আপনাদিগকে বিনষ্ট-প্রায় ও হৃত-সর্বস্ব-প্রায় ভাবিতে লাগল, স গ্র অধিবাসীকে রাত্রি নটার পর স্ব স্ব গৃহে থাকিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইল। নিশীথকালে অনেক বিশ্বস্ত ও রাজভক্ত প্রজা প্রতিহিংসাপর ভৃত্য বা বিশ্বাসঘাতক জ্ঞাতিকুটুম্বদিগের চক্রান্তে আপনাদের আবাসগৃহে অবরুদ্ধ হইতে লাগিল। কমিশনরের যথেচ্ছাচারে সর্বপ্রকার বিধিব্যবস্থা কিয়ৎকালের জন্য অন্তর্হিত হইল। কমিশনর কেবল প্রকাশ্যভাবে অধিবাসীদিগকে অবরুদ্ধ করিবার আদেশ প্রচার করিলেন না, আপনার দুরভিসন্ধি অপ্রকাশ্যভাবে রাখিয়াও, কৌশল সহকারে মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তিদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। এ স্থলে এইরূপ একটি ঘটনা বর্ণিত হইতেছে।

পাটনা শহরে শাহ মহম্মদ হুশেন, অহম্মদ উল্লা এবং ওয়াজ্ উল্ হক্,—এই তিনজন মৌলবী ছিলেন। ইঁহারা আপনাদের চিরন্তন প্রথা অনুসারে ধর্মোপদেশ দিতেন। মুসলমান সমাজে ইঁহাদের প্রভুত সম্মান ছিল। বহুসংখ্যক অনুচর ইঁহাদের শুশ্রূষা ও আদেশ-পালনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিত। মুসলমানদিগের মধ্যে কেহই ইঁহাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ বা ইঁহাদের ক্ষমতা ও প্রাধান্য বিলোপের চেষ্টা করিতেন না। ইঁহারা গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন বলিয়া, কমিশনর সাহেব সন্দিগ্ধ হন। তিনি অবিলম্বে ইঁহাদিগকে অবরুদ্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠেন। সৈনিক-পুরুষগণ সাধারণের সমক্ষে এই ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে অবরুদ্ধ করিলে শহরের সমগ্র অধিবাসী নিরতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিতে পারে, এই আশঙ্কায় কমিশনর সাহেব মৌলবীদিগকে ঐরূপে অবরুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি এ সম্বন্ধে বিচিত্র কৌশলজাল বিস্তার করিলেন। তাঁহার আদেশে রাজকীয় কার্যের আলোচনার জন্য স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের নামে আমন্ত্রণপত্র প্রচারিত হইল। উক্ত তিনজন মৌলবীও আমন্ত্রিত হইলেন। আমন্ত্রিতগণ নির্দিষ্ট সময়ে কমিশনরের গৃহে সমাগত হইলেন। সকলে যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলে কমিশনর সাহেব আপনার সহচরবর্গের সহিত সেই গৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে কতিপয় সৈনিক-পুরুষেরও সমাগম হইল। অনন্তর আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সহিত উপস্থিত বিপ্লব সম্বন্ধে কথোপকথন হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ইঁহারা কমিশনরের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে পূর্বোক্ত মৌলবীগণ

বিদায়গ্রহণে উদ্যত হইলে কমিশনর সাহেব তাঁহাদিগকে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে কহিলেন। সুতরাং মৌলবীগণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া নির্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট রহিলেন। তাঁহাদের মনে নানারূপ আশঙ্কা হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহারা কমিশনর টেলর সাহেবের অনুরোধ লঙ্ঘনে সাহসী হইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে কমিশনর তাঁহাদিগকে কহিলেন যে যাবৎ উপস্থিত গোলযোগের শান্তি না হয়, তাবৎ তিনি সাধারণের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদিগকে অবরুদ্ধভাবে রাখিতে ইচ্ছা করিতেছেন। কমিশনরের কথায় মৌলবীগণ আপনাদের স্বভাবসিদ্ধ ধীরতা ও প্রশান্তভাবে বিসর্জন দিলেন না। তাঁহারা গম্ভীরভাবে ও যথোচিত সম্মানসহকারে কমিশনর সাহেবকে কহিলেন,—'আপনার যেরূপ অত্যধিক দয়া, সেইরূপ অভিজ্ঞতা। আপনি যে আদেশ করিতেছেন, তাহা আপনাদের পক্ষে সবিশেষ মঙ্গলকর। আমাদের শত্রুবর্গ আর আমাদের বিপক্ষে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিবে না।' কমিশনর সাহেব তাঁহাদের ন্যায় ধীরভাবে উত্তর করিলেন,—'যাহা আপনাদের নিকটে ভালো, তাহা আমারও মনঃপূত।' অনন্তর সহাস্যমুখে অভিবাদনের পর এই নিরপরাধ ও নিরতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত মৌলবীত্রয় স্ব স্ব পাল্কীতে আরোহণ করিলেন। কতিপয় সশস্ত্র শিখ সৈনিক-পুরুষ তাঁহাদের পাল্কীর সহিত গমন করিল। এইরূপে তাঁহারা অস্ত্রধারী প্রহরিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, সার্কিট্ হাউসে অবরুদ্ধ রহিলেন। হয়তো ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণবিসর্জন করিতে হইবে এইরূপ দুশ্চিন্তাও সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। অন্যতম মৌলবী অহম্মদ উল্লার পিতা মৌলবী ইলাহি বক্‌স জীবিত ছিলেন। ইঁনি অতিশয় বৃদ্ধ ও অন্ধ ছিলেন বলিয়া, কমিশনর সাহেব ইহাঁকে অবরুদ্ধ করেন নাই। টেলর সাহেব ভাবিয়াছিলেন যে, ইহাঁদের কেহই তাঁহাদের বিপক্ষতাচরণে সাহসী হইবেন না। মৌলবী অহম্মদ উল্লা যখন অবরুদ্ধ হইয়া, কমিশনরের নিকটে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন কমিশনর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—'মনে রাখিবেন, আমি আপনার পিতাকে অবরুদ্ধ করিলাম না। কিন্তু তাঁহার জীবন আপনার হস্তে এবং আপনার জীবন তাঁহার হস্তে রহিয়াছে।' ইহাতে স্পষ্ট বোধহয়, টেলার সাহেব পুত্রের দোষে বৃদ্ধ পিতার এবং বৃদ্ধ পিতার দোষে পুত্রের জীবননাশে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন।*

এই ঘটনার এক বৎসর পরে কমিশনর সাহেব গর্ব সহকারে লিখিয়াছিলেন যে, তিনজন উক্ত মৌলবীকে অবরুদ্ধ করিবার জন্য যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে সুফল লাভ হইয়াছিল। একটি ইংরেজ রাজপুরুষ তিনজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিয়া, আত্মগর্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যদি ইংরেজদিগের সম্বন্ধে ঐরূপ নীতি অবলম্বিত হইত, তাহা হইলে, বোধহয়, উহার বর্ণনা ইংরেজের হস্তে রূপান্তর পরিগ্রহ করিত। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস-লেখক কে সাহেব এ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন,—'সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে বন্ধুভাবে নিমন্ত্রিত করিয়া, যিনি ঐরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতকের তুল্য না বলিয়া, প্রকৃত

---

* *Tayler, Patan Crisis. p. 51.*

বিশ্বাসঘাতক বলাই অধিকতর সঙ্গত। যদি মৌলবীগণ কোনোরূপে বাধা দিতে অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলে বোধহয়, তরবারির আঘাতে তাহাদের মস্তক বিচ্ছিন্ন হইত। স্যার উইলিয়ম মাক্‌নাটনের হত্যাকাণ্ডে সর্দার মহম্মদ আকবর খাঁর বিষয় আমি যেরূপ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছি, মুসলমান ঐতিহাসিক, টেলর সাহেবের অবলম্বিত নীতির বিষয় নিঃসন্দেহ সেই ভাষায় বর্ণনা করিবেন*।' কে সাহেবের এই উক্তি অপর একজন ঐতিহাসিকের সহনীয় হয় নাই। এই ঐতিহাসিক কমিশনর টেলর সাহেবের পক্ষ সমর্থনের জন্য অম্লানভাবে লিখিয়াছেন,—'মহম্মদ আকবর এবং স্যার উইলিয়ম মাক্‌নাটন, দুইটি বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধি ছিলেন। এই দুই জাতির একটির সহিত আর একটি যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। মহম্মদ আকবর নিমন্ত্রিত ইংরেজ প্রতিনিধির জীবন-রক্ষায় প্রতিশ্রুত হইলেও তাঁহাকে গুলি করিয়া বধ করেন। পক্ষান্তরে টেলর সাহেব দেশাধিপতির প্রতিনিধিস্বরূপ ছিলেন। মৌলবীগণ এই অধিপতির প্রজা। ইহাঁরা নিমন্ত্রিত হন নাই। রাজকীয় আদেশ শুনিতেই ইহাঁরা কমিশনরের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজকীয় আদেশ অনুসারেই ইহাঁরা অবরুদ্ধ হন**।' ইতিহাস-লেখকের এই যুক্তি বোধহয়, সহৃদয়সমাজে পরিগৃহীত হইবে না। মৌলবীগণ নিঃসন্দেহ ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রজা ছিলেন। কিন্তু প্রজার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করা ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রতিনিধির কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত নহে। বিপদের আশঙ্কা হইলে টেলর সাহেব চক্রান্ত না করিয়াও, মৌলবীদিগকে অবরুদ্ধ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি বিশ্বস্ততার ভান করিয়া তাঁহাদিগকে স্বকীয় গৃহে আহ্বান করেন। এই সূত্রে অপরাপর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও আমন্ত্রিত হন। ইহাঁরা সকলেই ভাবিয়াছিলেন যে, কমিশনর সাহেব রাজকীয় কার্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্যই ইহাঁদের আমন্ত্রণ করিয়াছেন। সুতরাং সকলেই কমিশনরের উপর বিশ্বাস করিয়া, তাঁহার গৃহে উপনীত হন। শেষে একটি প্রধান বিভাগের কমিশনর - ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রতিনিধি প্রজালোকের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার একশেষ প্রদর্শন করেন। যে বিশ্বাস ঘাতকতায় তেজস্বী আফগান কলঙ্কিত হইয়াছেন, সেই বিশ্বাস ঘাতকতায় টেলর সাহেবের কার্য ও কলঙ্কিত হইতে পারে। অপ্রতিবিধেয় বিপদের সময়ে লোকের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য সময়ে সময়ে এরূপ কার্য নীতিসঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু কমিশনর যাঁহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই যে, সাধারণের জীবন ও সম্পত্তি ঐরূপ বিঘ্নসঙ্কুল হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনো প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই। কোনরূপ প্রমাণের বলে ব্রিটিশ রাজপুরুষের কার্য ঐ সময়ে বিপত্তিনিবারণের অনুকূল বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই।

কমিশনর টেলর সাহেবের নীতি হইতে যতই সুফলের উৎপত্তি হউক না কেন, তদ্দ্বারা পাটনার লোকের মধ্যে যে শান্তি অব্যাহত থাকে নাই, পরবর্তী ঘটনা তাহা সপ্রমাণ

* *Kaye, Sepoy War Vol. III pp. 83-84.*
* *Malleson, Indian Mutiny. Vol. I. p. 53.*

করিতেছে। মৌলবীদিগের অবরোধের পরে পাটনার অধিবাসিদিগকে নিরস্ত্র করিবার চেষ্টা হয়। এই চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ফলবতী হয় নাই। অনেকের অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত হয় বটে, কিন্তু অনেকে উহা গোপন করিয়া রাখে। এই সকল কার্যে ধর্মোন্মত্ত মুসলমান-দিগের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তাহারা আপনাদের পবিত্রস্বভাব ধর্মযাজকদিগকে কমিশনর সাহেবের বিশ্বাসঘাতকতায় অবরুদ্ধ হইতে দেখিল। কমিশনারের আদেশে তাহাদের অস্ত্রাদি অপসারিত হইতে লাগিল। সুতরাং তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। তাহাদের প্রশান্তভাব অন্তর্হিত হইল। ৩রা জুলাই সন্ধ্যাকালে তাহারা আপনাদের হরিদ্বর্ণ পতকা উড়াইয়া, প্রকাশ্য-পথে বহির্গত হইল, এবং ঢেঁড়া পিটাইয়া অপরাপর স্বধর্মাবলম্বীকে তাহাদের দলভুক্ত হইতে কহিল। অবিলম্বে অস্ত্রধারী শিখগণ তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে লাগিল। সবিশেষ সত্বরতা-সহকারে ইউরোপীয় সৈন্য পাঠাইবার জন্যও দানাপুরে সংবাদ প্রেরিত হইল। এই সময়ে অহিফেন-বিভাগের ডাক্তার লায়াল নামক একজন কর্মচারী উত্তেজিত মুসলমানদিগকে শান্ত করিবার জন্য অশ্বারোহণে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য সফল হইল না। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইবামাত্র মুসলমানদিগের গুলির আঘাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। ইহার মধ্যে শিখসৈন্য উপস্থিত হওয়াতে উত্তেজিত লোকের দল ভাঙিয়া গেল। তাহারা ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া, আত্মগোপন করিল। অনতিবিলম্বে নগরে পুনর্বার শান্তি স্থাপিত হইল।

ইহার পর কয়েক দিনের মধ্যে, পূর্বোক্ত গোলযোগে লিপ্তথাকা অপরাধে কয়েক ব্যক্তি ধৃত হইল। ইহাদের মধ্যে পীর আলি নামক একজন পুস্তক ব্যবসায়ী ছিল। এই ব্যক্তির আদি বাসস্থান লক্ষ্ণৌতে ছিল। পীর আলি আপনাদের জাতীয় সাহিত্যের আলোচনা করিয়া কিয়দংশে মার্জিতবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহাতে তাহার উদ্ধত প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে নাই। কথিত পীর আলি যেরূপ সাহসী ও দৃঢ়তাসম্পন্ন, সেইরূপ ফিরিঙ্গিবিদ্বেষী ছিল। উপস্থিত গোলযোগের সময়ে লক্ষ্ণৌর উত্তেজিত মুসলমানদিগের সহিত ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে পত্র লেখালেখি করিতেও ইহার ঔদাস্য হয় নাই। পাটনার কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, এই ব্যক্তির বন্দুকের গুলিতে ডাক্তার লায়ালের প্রাণবিয়োগ হয়। সুতরাং পীর আলি বিচারে নিষ্কৃতি লাভ করে নাই। তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। সে যখন কমিশনর টেলর সাহেব এবং অপরাপর ইংরেজের সমক্ষে আনীত হয়। তখন তাহার হস্ত পদ কঠিন লৌহ-শৃঙ্খলে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিল; তাহার পরিধেয় বস্ত্র ঘর্মে আদ্র হইয়া গিয়াছিল; তাহার দেহের পার্শ্বভাগে আঘাত লাগাতে শোণিতস্রোত বহির্গত হইয়া তদীয় ঘর্মাক্ত বস্ত্র রঞ্জিত করিয়াছিল। পীর আলি এই অবস্থায় কমিশনের নিকট উপনীত হইলে কমিশনর জিজ্ঞাসা করিলেন, সে উপস্থিত গোলযোগ সম্বন্ধে এমন কোনো গোপনীয় সংবাদ দিতে পারে কি না যে গবর্নমেন্ধ সন্তুষ্ট হইয়া, তাহার প্রাণরক্ষা করিতে পারেন। কমিশনরের কথায় নিগড়বদ্ধ, মুসলান ব্যবসায়ী এরূপ সাহস, দৃঢ়তা এবং এরূপ নির্ভীকভাব দেখাইল যে, সাহসী ও দৃঢ়তাসম্পন্ন ইংরেজও

বোধহয়, তদবস্থায় ঐরূপ অটলভাব দেখাইতে পারেন না। পীর আলি গম্ভীরভাবে উত্তর করিল,—'এমন কতকগুলি কার্য আছে যে, যাহার জীবনরক্ষার প্রয়োজন হয়; আবার এমন কতকগুলি কার্যও আছে, যাহার জন্য জীবন বিসর্জনের আবশ্যকতা দেখা যায়।' ইহার পর সে ইংরেজদিগের অত্যাচার, বিশেষতঃ কমিশনর সাহেবের দৌরাত্ম্যের উল্লেখ করিয়া কহিল,—'আপনি আমায় ফাঁসি দিতে পারেন, আমার ন্যায় অপর লোকেও প্রতিদিন ফাঁসিকাষ্ঠে দেহত্যাগ করিতে পারে; কিন্তু আমার স্থলে সহস্র সহস্র ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইবে। আপনার উদ্দেশ্য কখনো সফল হইবে না।'

অনন্তর পীর আলি যোড়হাতে ও সাতিশয় বিনীতভাবে কমিশনরকে কহিল,—'আমার কয়েকটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে।' কমিশনর তাহাকে জিজ্ঞাস্য বিষয় বলিতে অনুমতি দিলেন। পীর আলি জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার আবাসবাটী?' কমিশনর উত্তর করিলেন,—'ভূমিসাৎ হইবে।' 'আমার সম্পত্তি?' —'বাজেয়াপ্ত হইবে।' 'আমার সন্তানগণ?' এই বার পীর আলির ভাবান্তর ঘটিল। স্নেহাস্পদ সন্তানদিগের নামে এই প্রথম ও শেষবার তাহার কণ্ঠস্বরে কাতরভাবের অভিব্যক্তি হইল। কমিশনর জিজ্ঞাসা করিলেন—'সন্তানগণ কোথায়?'—'অযোধ্যায়।' পীর আলি বাষ্পনিরুদ্ধ কণ্ঠে এই উত্তর দিল। কমিশনর সেই প্রদেশের বর্তমান অবস্থার উল্লেখ পূর্বক এ বিষয়ে কোনোরূপ অঙ্গীকার করিতে অসম্মত হইলেন। পীরআলি আর কোনো কথা না বলিয়া, যথোচিত সম্মানের সহিত অভিবাদন পূর্বক ধীরভাবে বধ্যভূমিতে গমন করিল*। অবিলম্বে ফাঁসিকাষ্ঠে তাহার প্রাণবিয়োগ হইল। তাহার বাসগৃহ সমভূমিতে পরিণত এবং তাঁহার সম্পত্তি ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের অধিকৃত হইল।

কিন্তু পীর আলি ধনী ছিল না। পূর্বপুরুষাধিগত সম্পত্তিতে তাহার প্রসিদ্ধিলাভ হয় নাই। কমিশনর টেলর সাহেবের বিশ্বাস জন্মিল যে, এই গোলযোগের মূলে শহরের কোন ধনী লোক আছেন। উত্তেজিত ব্যক্তিগণ তাঁহার অর্থে আপনাদিগকে বলসম্পন্ন বলিয়া মনে করিতেছে। পাটনায় লুৎফ্ আলি নামক একজন ধনী মহাজন ছিলেন। কমিশনর সাহেব তাঁহার উপর সন্দেহ করিতে লাগিলেন। ডাক্তার লায়ালের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকা অপরাধে তাঁহার একজন জমাদারের ফাঁসি হইয়াছিল। কথিত আছে যে, তিনি বারাণসীর একজন উত্তেজিত সিপাহীকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। পীর আলি এবং অপরাপর উত্তেজিত মুসলমানগণ গবর্নমেণ্টের বিপক্ষতাচরণের জন্য তাঁহার নিকটে টাকা লইয়াছিল। সুতরাং লুৎফ্ আলি কমিশনর সাহেবের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিলেন না। পাটনার মাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিতে গমন করিলেন। একজন ইংরেজ অফিসর কতিপয় শিখসৈন্য লইয়া মাজিস্ট্রেটের সঙ্গে গেলেন। মাজিস্ট্রেট সাহেব লুৎফ্ আলির নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে কমিশনর সাহেবের আবাসগৃহে যাইতে কহিলেন। লুৎফ্ আলি কোনোরূপ আপত্তি না করিয়া, তদ্দণ্ডে যাইবার জন্য

* *Tayler, Patna Crisis, p. 67.*

প্রস্তুত হইলেন। তিনি গাড়ি প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার শকটচালক উপস্থিত ছিল না। তিনি এজন্য বিলম্ব না করিয়া, ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতিকে গাড়িতে বসাইলেন, এবং আপনি শকটচালকের স্থানে উপবেশন পূর্বক গাড়ি চালাইয়া, তাঁহার অবরোধকারিদিগকে লইয়া, কমিশনরের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। লুৎফ্ আলিকে এইরূপ প্রশান্তভাবে ও সবিশেষ সত্বরতা-সহকারে আত্মসমর্পণ করিতে দেখিয়া, ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতির বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সেসন জজ ফারকুহরসন্ সাহেবের নিকটে লুৎফ্ আলির বিচার হইল। বিচারে কোনোরূপ অপরাধ সপ্রমাণ না হওয়াতে লুৎফ্ আলি মুক্তিলাভ করিলেন। কমিশনর টেলর সাহেব ইহাঁর শাস্তিবিধানের জন্য সবিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। যাহাতে ইহাঁর দণ্ড হয়, তদ্বিষয়ে তিনি সেসন জজের নিকটে পত্র লিখিতেও ত্রুটি করেন নাই। ইহাতে ফারকুহরসন্ সাহেব এরূপ বিরক্ত হন যে, তিনি কমিশনরের লিখিত পত্রের সহিত এই বিচারসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের গোচর করেন।

এইরূপ গোলযোগের পর পাটনার মুসলমান অধিবাসিগণ অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে রহিল। এদিকে জুলাই মাস পর্যন্ত দানাপুরের সিপাহিদিগের মধ্যেও কোনো গোলযোগ রহিল না। কিন্তু এইরূপ শান্তির মধ্যেও নানাস্থান হইতে নানারূপ সংবাদ উপস্থিত হওয়াতে দানাপুরের সিপাহিগণ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। দিল্লী সিপাহিদিগের অধিকারে ছিল। কানপুরে ইউরোপীয়গণ সিপাহিদিগের হস্তে নিহত হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌ সিপাহিদিগের আক্রমণে ক্রমে বিধ্বস্ত হইতেছিল। আগ্রা এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের প্রায় সমগ্র স্থান সিপাহী যুদ্ধের প্রধান ক্ষেত্র হইয়াছিল। এই সকল সংবাদ অনেক সময়ে অতিরঞ্জিতভাবে বিহারে উপস্থিত হইতে লাগিল। বিহারের লোকে এই সংবাদে স্থির থাকিতে পারিল না। দানাপুরের সিপাহিগণও এই সংবাদে নিরুদ্বেগে রহিল না। যাহারা ইংরেজের বিচারে আপনাদিগকে পূর্বতন অধিকার হইতে বিচ্যুত বলিয়া মনে করিতেছিল, তাহারা এখন সুযোগ বুঝিয়া, কোম্পানির মুল্লুক বিধ্বংস করিবার অলীক কল্পনায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

জনসাধারণ যখন এইরূপ উদ্বিগ্নভাবে ছিল, ক্ষমতাপ্রিয় লোকে যখন এইরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন বিহারের অধিবাসিগণ ঔৎসুক্যসহকারে দানাপুরের সিপাহিদিগের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। কিন্তু দানাপুরের সিপাহিগণ এ পর্যন্ত শান্তভাবে ছিল। তাহারা কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে নাই। অধিনায়কদিগের আদেশের বিরুদ্ধে কার্য করিতেও তাহাদের প্রবৃত্তি হয় নাই। সর্বপ্রকার শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিতেও তাহাদিগকে ব্যাপৃত দেখা যায় নাই। শেষে ঘটনাক্রমে তাহাদের ভাবান্তর ঘটিল। তাহারা কর্তৃপক্ষের বুদ্ধির দোষে পূর্বাপর বিবেচনাশূন্য হইয়া, কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে উদ্যত হইল।

পূর্বে দানাপুরের সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। বাংলার ইউরোপীয়গণ আগ্রহসহকারে গবর্নমেণ্টকে এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে সম্মত হন নাই। এখন বাংলার ইউরোপীয়গণ এবিষয়ে পূর্বের ন্যায় আগ্রহ

প্রকাশ করিতে থাকেন। কর্তৃপক্ষও ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদিগের উত্তেজনায় দানাপুরের বৃদ্ধ সেনাপতিকে যথাযোগ্য কার্য করিতে আদেশ দেন। ১৫ই জুলাই, প্রধান সেনাপতি দানাপুরের সেনানায়কের নিকটে একখানি গোপনীয় পত্র লিখেন। পত্রে উল্লেখ ছিল, মহারানীর ৫ গণিত ইউরোপীয় সৈন্য জাহাজে চুঁচুড়া হইতে বারাণসীতে যাত্রা করিয়াছে। এই দলের অবশিষ্ট সৈন্য পরদিন জাহাজে যাত্রা করিবে। সেনাপতি যদি আপনার সিপাহিদিগের প্রতি সন্দিহান হন, এবং তাঁহার মতে যদি ঐ সকল সৈনিককে নিরস্ত্র করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তিনি এই ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে কিয়ৎকালের জন্য দানাপুরে রাখিতে পারেন। কিন্তু তাহাদিগকে যত শীঘ্র পারা যায়, নির্দিষ্ট স্থানে পাঠাইয়া দিতে হইবে। পত্র পাইয়া, দানাপুরের সেনাপতি সে সময়ে কোনোরূপ কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করিলেন না। পত্রপ্রাপ্তির পর কয়েক দিন পর্যন্ত তিনি এ বিষয়ে উদাসীনভাবে রহিলেন।

২৪শে জুলাই সেনাপতি কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বাংলার ইউরোপীয়গণ দানাপুরের সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সেনাপতি স্বয়ং সিপাহিদিগকে পূর্বের ন্যায় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত রাখিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি এখনো আপনার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। এখনো সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করা তাঁহার মতে সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। সেনাপতি এখন উভয় মতের মধ্যবর্তী কোনো উপায়ের অবলম্বনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি যে উপায় অবলম্বন করিলেন, তাহা হইতে বিষময় ফলের উৎপত্তি হইল। সিপাহিগণ বন্দুকের ক্যাপ ব্যবহার করিতে না পারে, এজন্য সেনাপতি সমুদয় ক্যাপ ইউরোপীয় সৈনিকদিগের অধিকারে রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। ২৪শে জুলাই ৩৭ গণিত ইউরোপীয় পদাতিকদলের কতকগুলি সৈনিক-পুরুষ দানাপুরে উপস্থিত হইল*। সেনাপতি এই সুযোগে আপনার সঙ্কল্প অনুসারে কার্য করিবার জন্য পরদিন প্রাতঃকালে ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইতে আদেশ দিলেন। ২৫শে জুলাই নির্দিষ্ট সময়ে ইউরোপীয় সৈনিকগণ কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইল। সৈনিক-দলের পার্শ্বে কামান-পরিচালকগণ অধিনায়কের আদেশ অনুসারে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিল। অস্ত্রাগার হইতে ইউরোপীয় সৈনিক-নিবাসে ক্যাপ লইয়া যাইবার জন্য দুইখানি গোরুর গাড়ি পাঠানো হইল। অস্ত্রাগার ও ইউরোপীয় সৈনিক-নিবাসের মধ্যে সিপাহিদিগের আবাসগৃহ ছিল। ক্যাপ বোঝাই গাড়ি যখন ঐ সকল গৃহের পার্শ্বভাগ দিয়া, সৈনিক-নিবাসের দিকে যাইতে লাগিল, তখন সিপাহিগণ স্থির থাকিতে পারিল না। সহসা আপনাদের এইরূপ অবমাননা ও অধোগতির নিদর্শন দেখিয়া, তাহারা দুঃসহ মনোযাতনার একান্ত অধীর হইয়া উঠিল। ৭ এবং ৮ গণিত সিপাহিদলের মধ্যে অধিকতর উত্তেজনার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। ৪০ গণিত সিপাহি-দল তখনো শান্তভাবে রহিল। তাহারা অন্য দুই দলের ন্যায় অধীরতার পরিচয় দিতে অগ্রসর

* এই দল সিংহল দ্বীপ হইতে কলিকাতায় আসে ; তৎপরে দানাপুরে উপস্থিত হয়।

হইল না। এই সময়ে উক্ত দুই উত্তেজিত দলের অফিসরগণ উপস্থিত হইয়া, সিপাহি-দিগকে শান্ত করিলেন। ঐ দিন আর কোনোরূপ গোলযোগ ঘটিল না। অফিসরগণ প্রাতঃভোজনের জন্য আপনাদের আবাসগৃহে গমন করিলেন। সেনাপতি আর-একটি কার্য সম্পাদনের জন্য আপনার অধীন অধিনায়কদিগকে আদেশ দিলেন। তিনি এই কার্য এত সামান্য মনে করিয়াছিলেন যে, উহার সম্পাদন-সময়ে স্বয়ং উপস্থিত থাকা আবশ্যক বোধ করেন নাই।

কিন্তু এই সামান্য কার্য হইতেই বোধহয় অনিষ্টের উৎপত্তি হইল। সেনাপতি যদি অস্ত্রাগারে ক্যাপ স্থানান্তরিত করিয়াই নিরস্ত থাকিতেন, তাহা হইলে বোধহয়, সিপাহিগণ শান্তভাবে থাকিত। যাহা হউক, সেনাপতি দুই দল সিপাহীর উত্তেজনা দেখিয়া, যে সকল ক্যাপ সিপাহিদিগকে দেওয়া হইয়াছিল তৎসমুদয় ফিরাইয়া লইতে আদেশ দিলেন। সুতরাং ঐ দিন বেলা বারটার সময়ে আবার কাওয়াজের ক্ষেত্রে সৈনিক-পুরুষগণ সমবেত হইল। এতদ্দেশীয় অফিসরগণ শান্তভাবে, মিষ্টি কথায় আপন আপন দলের সিপাহিদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, কর্তৃপক্ষ কেবল সাবধান হইবার জন্য এইরূপ করিতেছেন। সমগ্র সিপাহীর প্রতি অবিশ্বাসপ্রযুক্ত এই কার্যের অনুষ্ঠান হয় নাই। অফিসরগণ মধুরবচনে আপনাদের বক্তৃতা শেষ করিলেন। কিন্তু ঐ মাধুর্যে সিপাহিদিগের হৃদয় আকৃষ্ট হইল না। যখন সিপাহিদিগকে ক্যাপ ফিরাইয়া দিতে বলা হইল, তখন ৭ ও ৮ গণিত দল কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল। তাহারা যে সকল ইউরোপীয়কে দেখিতে পাইল, তাহাদিগকেই গুলি করিয়া, স্থানান্তরে যাইতে উদ্যত হইল। ৪০ গণিত দল এ সময়েও আপনাদের প্রশান্তভাব হইতে বিচ্যুত হইল না। তাহারা এ সময়ে কার্যস্থলে আপনাদের কর্তব্যপালনে প্রস্তুত ছিল। এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় অফিসরগণ এবং কতকগুলি সিপাহী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, এইরূপে গোলযোগ দূর করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। ৪০ গণিত দলের শান্তভাবে থাকার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্র অন্য দিকে আবর্তিত হইল। কতিপয় ইউরোপীয় সৈনিক এই আকস্মিক গোলযোগে একান্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, হাসপাতালের ছাদের উপর হইতে এই দলের উপর গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। সুতরাং ৪০ গণিত দলও আপনাদের বিপদ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া ৭ ও ৮ গণিত দলের অনুবর্তী হইল। এইরূপে তিনদল সিপাহী আপনাদের সামরিক পরিচ্ছদ ফেলিয়া, কেবল অস্ত্রাদি লইয়া, দানাপুর পরিত্যাগ করিল। এদিকে বৃদ্ধ সেনাপতি আপনার আবাসগৃহ হইতে দানাপুরের প্রান্তস্থিত জাহ্নবীর মধ্যবর্তী একখানি জাহাজে যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ঘটনাস্থলে সেনাপতির উপস্থিত থাকা একান্ত আবশ্যক ছিল। কিন্তু সেনাপতি এই আবশ্যক বিষয়ে মনোযোগী হন নাই। তিনি বৃদ্ধ ও কার্যাক্ষম ছিলেন। বাতে তাঁহার দেহ শিথিল ও অবশ হইয়াছিল। তিনি হাঁটিতে পারিতেন না। অশ্বারোহণে তাঁহার সামর্থ ছিল না। এই জন্য তিনি জাহাজে বসিয়া, নদী-

তটবর্তী সিপাহিদিগের কর্মকলাপ পর্যবেক্ষণ করাই উচিত মনে করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং আপনার এই অক্ষমতার বিষয় প্রকাশ করিতেও সংকুচিত হন নাই। এ সময়ে দানাপুরে একজন কর্মক্ষম সেনানায়ক উপস্থিত থাকিলে ভালো হইত। বিপদ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। সিপাহিগণ অস্ত্রাদি লইয়া গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল। ইউরোপীয় সৈনিকগণ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এ সময়ে দানাপুরে কোনো কর্মক্ষম অধিনায়কের আবির্ভাব হয় নাই। কোনো অধিনায়ক ইউরোপীয় সৈনিকদিগের শৃঙ্খলাবিধান এবং উচ্ছৃঙ্খল ও ইতস্ততঃ ধাবিত সিপাহিদিগের গতিনিরোধ করিতে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন নাই।

পলায়িত সিপাহিদিগকে বাধা দিতে ইউরোপীয় সৈনিকগণ সজ্জিত হইল। বর্ষার আবির্ভাবে কাওয়াজের বিস্তৃত ক্ষেত্রের অধিকাংশ জলমগ্ন হইয়াছিল। চারিদিকের অধিকাংশ স্থল পল্বলের আকার ধারণ করিয়াছিল। ইউরোপীয় সৈনিকগণ সামরিক পরিচ্ছদে সজ্জিত ছিল। তাহারা এই ভারী পোশাক লইয়া সহজে জলাভূমি পার হইতে পারিল না। এদিকে সিপাহিগণ সামরিক পরিচ্ছদে আপনাদের দেহ ভারাক্রান্ত করে নাই। তাহারা কেবল অস্ত্রাদি লইয়া প্রস্থান করিয়াছিল। সুতরাং জলমগ্ন, কর্দমাক্ত স্থানেও তাহাদের গতি ব্যাহত হইল না। তাহারা পশ্চাদ্ধাবিত ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে ছাড়িয়া অবাধে নির্দিষ্ট স্থলে যাইতে লাগিল। ইউরোপীয়গণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার সুবিধা পাইল না। তাহাদের কার্যপ্রণালী বিচ্ছৃঙ্খল ছিল। তাহাদের সেনাপতি অনুপস্থিত ছিলেন। তাহাদের কোনো অধিনায়কের উপর উপস্থিত বিষয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল না। সুতরাং উপস্থিত ক্ষেত্রে কি করিতে হইবে, তাহা কেহই ঠিক করিতে পারিল না। এদিকে সিপাহিগণ সবিশেষ সত্বরতা সহকারে যাইতে লাগিল। কেহ কেহ না বুঝিয়া, গঙ্গার তটে গিয়া নৌকায় আরোহণ করাতে ইউরোপীয়দিগের গুলির আঘাতে দেহত্যাগ করিল। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বিনা বাধায় শোণ নদের তটে উপনীত হইল! তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে কোনো অস্ত্রধারী শ্বেতপুরুষ ছিল না। তাহাদের সম্মুখেও স্থানীয় লোকে কোনোরূপ বাধা দিতে অগ্রসর হইল না। তাহারা শোণ নদের তটে উপনীত হইয়া, বিনা গোলযোগে নৌকা সংগ্রহ-পূর্বক অপর তীরে উত্তীর্ণ হইল, এবং ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়া, বিনা বাধায় শাহাবাদের সদর স্থান—আরার অভিমুখে যাত্রা করিল।

ঘটনাক্রমে একজন বর্ষীয়ান ও তেজস্বী রাজপুত ভূম্যধিকারী এই উত্তেজিত সিপাহিদিগের প্রধান উৎসাহদাতা ও প্রধান সহায় হন। সমগ্র বিহারে ইহাঁর যেরূপ ক্ষমতা, সেইরূপ প্রতাপ ছিল। ইনি ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। গবর্নমেণ্ট, রাজভক্ত ভূম্যধিকারী বলিয়া, ইহাঁর যথোচিত সম্মান করিতেন। কিন্তু শেষে এইরূপ অনুরাগ ও ভক্তির সুন্দর দৃশ্য অন্তর্হিত হয়। ইহার পরিবর্তে ঘোরতর সন্দেহ ও নৈরাশ্যের তমোময়ী ছায়ায় বৃদ্ধ রাজপুতের হৃদয় যেরূপ কালিময় হয়, রাজপুরুষগণও সেইরূপ সন্দেহের আবেগে বিচলিত হন। এই প্রতাপান্বিত ও তেজস্বিতাসম্পন্ন ভূস্বামীর নাম বাবু কুমারসিংহ।

বিভিন্ন ইংরেজ লেখক বাবু কুমারসিংহের চরিত্র বিভিন্নভাবে চিত্রিত করিয়াছেন; কেহ কেহ তাঁহাকে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রতি বিরক্ত ও বিদ্রোহভাবাপন্ন বলিয়া তদীয় রাজভক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন*। কেহ কেহ বা তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তির উল্লেখ করিয়া ইউরোপীয়দিগের মধ্যেও তদীয় চরিত্রের উৎকর্ষ দেখাইয়া গিয়াছেন**। ইংরেজ লেখকদিগের হস্তে বাবু কুমারসিংহ যেভাবে চিত্রিত হউন না কেন, সমগ্র বিহারে আজ পর্যন্ত তাঁহার নাম বিলুপ্ত হয় নাই। সমগ্র বিহারের অধিবাসিগণ আজ পর্যন্ত তাঁহার অসামান্য ক্ষমতার বিষয় ভুলিয়া যায় নাই। ‘কুমারসিংহ অসমীক্ষ্যকারী ও অদূরদর্শী হইতে পারেন, কিন্তু তিনি রাজ-ভক্তি-শূন্য ছিলেন না। রাজার বিপক্ষতাচরণের সঙ্কল্প কখনো তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয় নাই। তিনি যেরূপ ক্ষমতাপন্ন, যেরূপ প্রতাপান্বিত এবং যেরূপ তেজস্বিতাসম্পন্ন ছিলেন, সেইরূপ রাজ-ভক্ত প্রজার ন্যায় রাজকীয় কার্যসম্পাদনের জন্য সবিশেষ যত্নের পরিচয় দিয়াছিলেন।

বাবু কুমারসিংহ জেলার সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী। আরার নিকটবর্তী জগদীশপুরের ইহাঁর আবাস বাটী ছিল। যে সকল ক্ষত্রিয় উজ্জয়িনী হইতে শাহাবাদে উপনিবিষ্ট হন, তাঁহাদের সন্তানদিগের মধ্যে ডোমরাওঁর রাজ-বংশীদিগের সমধিক প্রাধান্য ছিল। বংশ-মর্যাদায় এই ভোজ-রাজ-বংশীর ক্ষত্রিয়গণ শাহাবাদে প্রধান ছিলেন। কুমারসিংহের সহিত ডোমরাওঁর রাজবংশের সম্বন্ধ ছিল। কুমারসিংহ এজন্য স্বকীয় বংশের প্রধান ডোমরাওঁ-রাজের প্রাধান্য ও মর্যাদা রক্ষা করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। কথিত আছে, পাটনার কমিশনর সাহেব কোনো কার্য উপলক্ষে একটি সভা আহ্বান করেন। পাটনা-বিভাগের অনেক সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী সভায় উপস্থিত হন। সভাগৃহের প্রথম প্রধান আসন অন্য-একজন সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীর জন্য নির্দিষ্ট হয়। কুমারসিংহ ডোমরাওঁর রাজার সহিত সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, প্রধান আসন অপরের জন্য নির্দিষ্ট রহিয়াছে। তেজস্বী কুমারসিংহ ইহা দেখিয়া, স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতির প্রতীক্ষা না করিয়াই, সভাগৃহে ডোমরাওঁর অধিপতির বংশ-মর্যাদার উল্লেখপূর্বক, প্রধান আসন তাঁহারই প্রাপ্য বলিয়া নির্দেশ করিলেন। অতঃপর তিনি কর্তৃপক্ষকে এ বিষয় সবিশেষ বুঝাইয়া দিলেন। আত্ম-বংশের সম্মানরক্ষায় তাঁহার এইরূপ যত্ন ছিল। সমগ্র বিহারে তিনি কখনো এ বিষয়ে অপরের নিকটে অবনত হন নাই।

বাবু কুমারসিংহের বাল্যাবস্থার বিবরণ যায় না। কেবল এই পর্যন্ত জানা যায় যে তিনি গ্রন্থ পাঠ করা অপেক্ষা সাহস ও তেজস্বিতার পরিচয় দিতে অধিক ভালো বাসিতেন। সুতরাং তাঁহার বাল্যকাল কেবল গুরুসন্নিধানে অতিবাহিত হয় নাই। সংযমী গুরুর মুখে শমদমের গুণগরিমার কথা শুনিয়া, তিনি আপনাকে শান্ত,

* *Malleson, Indian Mutiny, Vol. I, pp. 76-77.* ইংরেজ সেনানায়ক বিনসেণ্ট আয়ারও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। —*Gubbins, Mutinies in Oudh, Apendix, p. 541*

** *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 400*

নির্জীব ও নিরীহ করিতে প্রয়াস পান নাই। তিনি লেখাপড়া অপেক্ষা প্রকৃত রাজপুতের ন্যায় তেজস্বিতা, বীরত্ব ও সাহস-শিক্ষায় অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। প্রতাপসিংহ যেমন সাহসী অনুচরগণের সহিত পর্বতে পর্বতে বেড়াইয়া, আপনার দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিলেন, গোবিন্দসিংহ যেমন তরুণবয়সে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, ভবিষ্যৎ কীর্তির সূত্রপাত করিয়াছিলেন, ফুলসিংহ যেমন অসাধারণ তেজস্বিতা দেখাইয়া, অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, কুমারসিংহ সেইরূপ নবীন বয়সেই তেজস্বিতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হন। অস্ত্রশিক্ষা করা তাঁহার একটি প্রধান অমোদ ছিল। তাঁহার আবাসপল্লীর নিকটবর্তী স্থান নিবিড় অরণ্যে পরিবৃত ছিল। এই অরণ্য রামায়ণ-বর্ণিত তাড়কার বন নামে কথিত হইত। অরণ্যে যে সকল শাল-বৃক্ষ ছিল, তৎসমুদয় বিক্রয় করিলে প্রভূত অর্থলাভ হইত। কিন্তু কুমারসিংহ কখনো বনস্থিত বৃক্ষাদির ছেদন পূর্বক উহার নিবিড়তার হানি করেন নাই। তিনি প্রায়ই এই নিবিড় অরণ্যে মৃগয়ার আমোদে মত্ত থাকিতেন।

পুরুষসিংহ শেরশাহ যেখানে বীরত্বের পরিচয় দেন, হুমায়ুনের বিজেতা, দিল্লীর ভবিষ্যৎ সম্রাট্, যেখানে বিজয়লক্ষ্মী কর্তৃক সম্বর্ধিত হইয়া, বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় হন, কথিত আছে, কুমারসিংহ সেই রোটস দুর্গের নিকটবর্তী পার্বত্য প্রদেশে সময়ে সময়ে মৃগয়া করিতে যাইতেন। সর্বদা এইরূপ দুর্গম স্থানে যাতায়াত করাতে কুমারসিংহ ক্রমে সাহসী, তেজস্বী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। রাজপুত যুবক ক্রমে আপনার পূর্বপুরুষোচিত বীরত্বগুণে ভূষিত হইয়া, সমগ্র বিহারে অসামান্য প্রতি-পত্তি লাভ করিলেন।

কুমারসিংহ যেরূপ তেজস্বী, সেইরূপ প্রতাপান্বিত ও দৃঢ়তাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার প্রতাপে বিহারবাসিগণ সর্বদা তাঁহার নিকটে অবনতমস্তক থাকিত। তাঁহার প্রতিকূলে কেহই কোনো কথা বলিতে সাহস করিত না, বা কোনো কার্যের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইত না। আরা শহর একটি প্রাচীন মুসলমান-পরিবারের সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত ছিল। এই সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের স্বত্বাধিকারী অপরাপর অংশীদারের চক্রান্তে, বহুকাল আপনার অংশে বঞ্চিত থাকেন। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও ঐ অংশ দখল করিতে পারেন নাই। শেষে উক্ত স্বত্বাধিকারী উপায়ান্তর না দেখিয়া, আপনার অংশ বাবু কুমারসিংহকে লিখিয়া দেন। কুমারসিংহ কেবল ঐ অংশ অধিকার করিয়াই, নিরস্ত থাকেন নাই। তাঁহার ক্ষমতায় উক্ত জমিদারীর সমগ্র অংশই অধিকৃত হয়। এইরূপে আরা শহর তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠে। তিনি অন্যায়রূপে এই সম্পত্তির অধিকার করেন নাই। পূর্বতন অধিকারিগণ তাঁহার নিকটে কর পাইতেন। পশ্চিম-প্রদেশে জৈনদিগের সহিত হিন্দুদিগের সামাজিক বিষয়ে একতা বা সদ্ভাব নাই। পশ্চিম-প্রদেশীয় হিন্দুগণ জৈনদিগের সংস্রবে থাকা দূষণীয় মনে করেন। আরাতে বহুসংখ্যক জৈনের বসতি আছে। ইহাঁদের মধ্যে অনেকে যেরূপ সম্ভ্রান্ত সেইরূপ বাণিজ্য-ব্যবসায়ে সঙ্গতিপন্ন। কুমারসিংহের সময়ে এইরূপ অনেক সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিপন্ন জৈন আরায় বাস করিতেন। কিন্তু কুমারসিংহ

কখনো কোনো জৈনকে আরার সীমার মধ্যে মন্দির প্রস্তুত করিতে দেন নাই। তাঁহার দেহত্যাগেব পর আরায় বহুসংখ্যক জৈন-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই দুইটি দৃষ্টান্তে কুমারসিংহের ক্ষমতা ও আধিপত্য-প্রিয়তা পরিস্ফুট হইতেছে। ফলতঃ, বাবু কুমারসিংহ নিরতিশয় ক্ষমতাশালী ছিলেন। শাহাবাদে তাঁহার অপরিসীম ক্ষমতা বদ্ধমূল ছিল। কেহই এই বদ্ধমূল ক্ষমতার সঙ্কোচসাধনে সাহসী হইত না। কেহই উহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া, আত্মগৌরবের বিস্তার করিতে চেষ্টা করিত না। কুমারসিংহের এমন প্রতাপ ছিল যে, কেহ বিপদগ্রস্ত হইলে তাঁহার নামে দোহাই দিত। এইরূপ স্থলে তাঁহার নাম বিপন্ন ব্যক্তির উদ্ধার-সাধন-বিষয়ে অকার্যকর হইত না। জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার এমন সম্মান, এমন প্রতিপত্তি, এমন আধিপত্য ছিল যে, তিনি যখন বায়ুসেবনে বহির্গত হইতেন, বা কোনো কার্যোপলক্ষে প্রকাশ্য পথ দিয়া যাইতেন, তখন লোকে তাঁহার গন্তব্যপথের পার্শ্বে যুক্তকরে দণ্ডায়মান থাকিত। এই সময়ে সকলেই আসন হইতে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিত। সকলেই অবনতমস্তকে তাঁহার সমক্ষে বিনয়, সৌজন্য ও আনুগত্যের একশেষ দেখাইত। কেহ তাঁহার নিকটে তামাকসেবনে সাহসী হইত না, কেহ উচ্চৈঃস্বরে কোনো কথা বলিত না, বা কেহ আত্ম-ক্ষমতা-জ্ঞাপক কোনো নিদর্শন দেখাইতে অগ্রসর হইত না। সকলেই যেন ভীত-চিত্তে ও নিরতিশয় সঙ্কুচিতভাবে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিত। তাঁহার নামে যেমন বিপন্নের বিপদুদ্ধার, দুঃখীর দুঃখমোচন ও নিরাশ্রয়ের আশ্রয়লাভ হইত; তাঁহার কথাতেও সেইরূপ লোকে আপনাদের অসম্মতিসত্ত্বেও নির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনে যত্নশীল হইত। সিপাহিগণ যখন আপনাদের ধর্মনাশের আশঙ্কায় উত্তেজিত হয়, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যখন এই গভীর উত্তেজনা অলক্ষ্যভাবে প্রসারিত হইতে থাকে, তখন আরার মাজিস্ট্রেট সাহেব কয়েদিদিগকে মাটির ভোজনপাত্র ব্যবহার করিতে আদেশ দেন। মৃন্ময়পাত্রে একবার ভোজনের পর পুনর্বার ঐ পাত্রে ভোজন করা হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ। মাজিস্ট্রেট সাহেব ঐ পাত্র যথারীতি প্রক্ষালন করিয়া রাখিতে আদেশ দিয়াছিলেন। এই জন্য হিন্দু কয়েদিগণ নিরতিশয় বিরক্ত হয়। তাহারা সনাতন-ধর্মহানির আশঙ্কায় মাজিস্ট্রেটের আদেশপালনে অসম্মতি প্রকাশ করে। এই সঙ্কটকালে মাজিস্ট্রেট সাহেব বাবু কুমারসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কুমারসিংহ সাহায্যদানে অসম্মত হন নাই। হিন্দুকয়েদিগণ যখন মৃন্ময় পাত্রের ব্যবহারে আপনাদের জাতি যাইবে বলিয়া, মাজিস্ট্রেটের আদেশপালনে অসম্মতি প্রকাশ করিতেছিল, তখন কুমার-সিংহ বলিয়া পাঠাইলেন যে, কেহ তাহাদিগকে জাতিচ্যুত ও সমাজভ্রষ্ট করিতে পারিবে না। তাহারা নিঃশঙ্কচিত্তে মৃত্তিকাভাজনের ব্যবহার করিতে পারে। হিন্দুকয়েদিগণ বাঙ্নিষ্পত্তি করিল না। বাবু কুমারসিংহের আদেশে তাহারা কিছুমাত্র আশঙ্কা বা কিছুমাত্র আপত্তি প্রকাশ না করিয়া মৃত্তিকাপাত্রে ভোজন করিতে উদ্যত হইল। কুমারসিংহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন নাই; কারারুদ্ধগণ আপনাদের সমক্ষে তাঁহার বীরত্বব্যঞ্জক, প্রশান্ত দেহকান্তি দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হয় নাই। কুমারসিংহ লোকমুখে যে আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহাদের আশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছিল এবং

তাহাতেই তাহারা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া, ধীরভাবে নির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছিল। বাবু কুমারসিংহের প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা কতদূর ছিল, তাহা এই ঘটনাতেও বুঝা যাইতেছে। ক্ষমতাপন্ন ব্রিটিশরাজপুরুষ যাহা করিতে পারেন নাই, ক্ষমতাশীল, ক্ষত্রিয় ভূস্বামী দূরবর্তী স্থানে থাকিয়াও, তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বাবু কুমারসিংহ যেরূপ ক্ষমতাপন্ন ও প্রতাপান্বিত, সেইরূপ দাতা, শরণাগত-প্রতিপালক ও আশ্রিতবৎসল ছিলেন। তাঁহাব আরাস্থিত বাটীর পার্শ্বে একটি বিস্তৃত পুষ্পোদ্যান ছিল। একজন ব্রাহ্মণ প্রতিদিন ঐ উদ্যানে পুষ্পচয়ন করিতেন। সমস্ত বাগান পুষ্পশূন্য হয়, ইহা কুমারসিংহের অভিপ্রেত ছিল না। তিনি ব্রাহ্মণকে উদ্যানের একবিঘা ভূমি দান করেন। ঐ একবিঘা-পরিমিত-স্থানে যে সমস্ত পুষ্প হইত, ব্রাহ্মণ তৎসমুদয় তুলিতেন। এইরূপে উক্ত ব্রাহ্মণ পুরুষানুক্রমে ঐ ভূমির অধিকারী হন। কেহ ঘোরতব পাপকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াও যদি কুমারসিংহের শরণাগত হইত, তাহা হইলেও তিনি তাহাকে সর্বান্তঃকরণে রক্ষা করিতেন। কথিত আছে, রণদলনসিংহ নামক একজন নেপালবাসী নরহত্যা করিয়া, কুমারসিংহের নিকটে আশ্রয়প্রার্থী হয়। কুমার-সিংহ শরণার্থীর জীবনরক্ষায উদাসীন থাকেন নাই। রণদলনসিংহ তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিতে থাকে। পরিশেষে এই ব্যক্তি তাঁহার একজন মন্ত্রণাদাতা হইয়া উঠে।

কুমারসিংহ প্রভুত পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শাহজাদ-সিংহ তাঁহাকে স্বকীয বিস্তৃত জমিদারীর বারআনা অংশের অধিকারী করেন ; অবশিষ্ট চারিআনা অপর তিনপুত্র—দয়ালসিংহ, রাজপতিসিংহ এবং অমরসিংহকে দেন। সুনিয়মে ও শৃঙ্খলাসহকারে জমিদারী সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পন্ন হইলে কুমার-সিংহের প্রভুত অর্থ লাভ হইত। কিন্তু কুমারসিংহের এই সুবিস্তৃত জমিদারিতে কিছু-মাত্র শৃঙ্খলা ছিল না। কুমারসিংহ স্বয়ং বিপুল ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়াও, আপনার ব্যয়ের জন্য সর্বদা মহাজনদিগের নিকটে অধিক সুদে ঋণ গ্রহণ করিতেন। এইরূপে তাঁহার অনেক টাকা ঋণ হয়। তিনি ঋণজালে এরূপ আবদ্ধ হইয়া পড়েন যে, উহা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করা তাঁহার একান্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। উত্তমর্ণগণ প্রাপ্য টাকার আদায়ের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে মকদ্দমা উপস্থিত করেন। ঋণের দায়ে এক-একবার তাঁহার বিস্তৃত জমিদারী নীলামে উঠিতে থাকে। কিন্তু কুমারসিংহ অপরের নিকটে ঋণী হইলেও আত্মক্ষমতায় সর্বাপেক্ষা প্রবল ছিলেন। অধিকন্তু, তিনি সময়ে সময়ে রাজপুরুষদিগের যেরূপ সাহায্য করিতেন তাহাতে তদীয় বিস্তৃত জমিদারির নীলাম হইয়া যায়, ইহা রাজকীয় প্রধান কর্মচারিদিগের অভিপ্রেত ছিল না। আরার আলা সদর আমিনের আদেশে নীলামের দিন পরিবর্তিত হইতে থাকে*। কুমার-

* যে আলা সদর আমিন নীলামের দিন পরিবর্তিত করিতেছিলেন, তিনি স্থানান্তরিত হইলে অন্য এক আলা সদর আমিন আরায় আসেন। ইহাঁর নাম মৌলবী ওয়াহিদ্‌ উদ্দীন। ইনি আদেশ দেন যে, আর দিন পরিবর্তন করা হইবে না। নির্দিষ্ট দিনেই জমিদারির নীলাম হইবে। ইহাতে আরাবাসিগণ বিচলিত হয়। কুমারসিংহের ন্যায় একজন ক্ষমতাপন্ন ভূস্বামীর সম্পত্তির নীলাম হইবে বলিয়া, সকলেই বিস্মিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠে। বলাবাহুল্য, তখন আলা সদর আমিনের আদেশানুসারে কার্য হয় নাই।

সিংহের বিরুদ্ধে ডিক্রি হইলেও তাঁহার জমিদারির সহসা নীলাম হয় নাই। এই সময়ে গবর্নমেণ্ট কুমারসিংহের জমিদারি রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু রেবিনিউ বোর্ডের জন্য এই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। কুমারসিংহ একজনের নিকটে কুড়ি লক্ষ টাকা লইয়া, ঋণপরিশোধের বন্দোবস্ত করেন। এদিকে শাহাবাদের কলেক্টর সাহেব, তাঁহার জমিদারির আয় হইতে ক্রমে ক্রমে কিছু কিছু টাকা ঋণ-পরিশোধের জন্য দিবার আদেশ দেন। কুমারসিংহ যে কুড়ি লক্ষ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, শীঘ্র তাহা সংগৃহীত হয় নাই; কিন্তু মহাজনেরা শীঘ্র দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়। এদিকে অপরের নিকটে কিছু টাকা পাওয়া যায়। উত্তমর্ণদিগের সহিত ঋণপরিশোধ সম্বন্ধেও বন্দোবস্ত হয়। ইহাতে কুমারসিংহ ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি ঋণদায় হইতে মুক্তি লাভ করিবেন। কিন্তু তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, কার্যতঃ তাহা ঘটিল না। যখন সমুদয় বিষয়ে সুবন্দোবস্ত হইতেছিল, তখন রেবিনিউ বোর্ড পাটনার কমিশনর দ্বারা কুমারসিংহকে জানাইলেন,—'যদি এক মাসের মধ্যে সমুদয় টাকা না পাওয়া যায় তাহা হইলে বোর্ড, গবর্নমেণ্টকে তাঁহার জমিদারির সহিত সমস্ত সংস্রব পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিবেন। গবর্নমেণ্ট আর তাঁহার জমিদারি-সংক্রান্ত কোনো কার্য নির্বাহ করিবেন না।' কুমারসিংহ ইহাতে দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু গবর্নমেণ্টের বিরোধী হইলেন না। পাটনার কমিশনর টেলর সাহেব, বোর্ডের এই নিষ্পত্তিতে সাতিশয় আপত্তি করিলেন। তিনি লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্নরের নিকটে যে পত্র লিখেন, তাহাতে বোর্ডের এই কার্যের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহতে কোনো ফল হয় নাই। কুমারসিংহও ঋণজাল হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন নাই*।

রেবিনিউ বোর্ডের বিচারে কুমারসিংহ নিরতিশয় বিবক্ত হইলেন। তাঁহার সুবিস্তৃত পৈতৃক ভূসম্পত্তি নীলাম হইয়া যাইবে, এই দুঃশ্চিন্তায় তিনি সাতিশয় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। তিনি পারিবারিক সুখে বঞ্চিত ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র দলভঞ্জন-সিংহ তাঁহার জীবদ্দশায় লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। বীরভঞ্জন নামে একটি মাত্র পৌত্র ছিল। কিন্তু জন্মাবধি মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়াতে ইহার বুদ্ধির স্থিরতা ছিল না। তদীয় ভ্রাতৃগণ ও ভ্রাতুষ্পুত্রেরা সংসারে তাঁহার অবলম্বনস্বরূপ ছিলেন। কিন্তু পুত্রবিয়োগে তিনি পূর্বতন সুখশান্তি পুনঃপ্রাপ্ত হন নাই। এখন জীবনের শেষ দশায় এইরূপ ঋণদায়গ্রস্ত হওয়াতে তাঁহার হৃদয় নৈরাশ্যে অবসন্ন হইল। কিন্তু এইরূপ ভাবনায় এইরূপ দুশ্চিন্তায়, এইরূপ অশান্তিতে, তিনি ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধ-পক্ষ অবলম্বন করিলেন না। ঘোরতর বিরক্তি তাঁহার হৃদয়কে রাজভক্তি হইতে বিচ্যুত করিতে পারিল না। রাজপুরুষেরা তাঁহার এই রাজভক্তির প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শনে বিমুখ ছিলেন না। ১৮৫৭ অব্দের ১৪ই জুন পাটনার কমিশনর টেলর সাহেব গবর্নমেণ্টে লিখেন—'অনেকে আমার নিকটে কতিপয় জমিদার, বিশেষ বাবু কুমার-সিংহের রাজভক্তির বিরুদ্ধে অনেক কথা লিখিয়া পাঠাইতেছে। কিন্তু কুমারসিংহের

* *Malleson, Indian Mutiny, Vol. I, p. 77, note,*

সহিত আমার যেরূপ সৌহৃদ্য আছে, গবর্নমেন্টের প্রতি তাঁহার যেরূপ অনুরাগ দেখা যাইতেছে, তাহাতে আমি ঐ কথার সমর্থন করিতে পারিতেছি না।' ইহার পর ৮ই জুলাই কমিশনর সাহেব উল্লেখ করেন,—'বাবু কুমারসিংহ সকলই করিতে পারেন। কিন্তু এখন তাঁহার কোনোরূপ অবলম্বন নাই। তিনি অনেকবার আপনার রাজভক্তি প্রকাশ করিয়া, আমার নিকটে পত্র লিখিয়াছেন*।' শাহাবাদের মাজিস্ট্রেটও পাটনার কমিশনরের সহিত এ বিষয়ে একমত হইতে বিমুখ হন নাই। কুমারসিংহের উপর প্রগাঢ় আস্থা দেখাইয়া মাজিস্ট্রেট সাহেব গবর্নমেন্টকে লিখেন,—'উপস্থিত গোলযোগের সূত্রপাত হইলেই বাবু কুমারসিংহের বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথা বলিতেছে। কিন্তু আমি উহাতে বিশ্বাস করিবার কোনো কারণ দেখিতেছি না। কমিশনর তাঁহার রাজভক্তি সম্বন্ধে সাতিশয় সন্তোষজনক মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ দেখা যাইতেছে না**।'

কিন্তু কমিশনর টেলর সাহেবের এই ধারণা দীর্ঘকাল একভাবে থাকে নাই। দীর্ঘকাল টেলর সাহেব কুমারসিংহকে পরমবিশ্বস্ত ও একান্ত রাজভক্ত বলিয়া নির্দেশ করেন নাই। তিনি এক সময়ে যাঁহাকে বিশ্বস্ত ভাবিয়াছিলেন, সময়ান্তরে তাঁহার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে তদীয় হৃদয়ে নানারূপ সন্দেহের আবির্ভাব হইতেছিল। কেন টেলর সাহেবের এইরূপ মতিভ্রম হইল ; কেন তাঁহার হৃদয় সন্দেহাকুল হইয়া উঠিল ; এতদিন তিনি, যে নির্দিষ্ট পথে চলিতে ছিলেন, কেন সহসা দিগভ্রান্ত পান্থের ন্যায় সেই পথের পরিবর্তে অন্য পথ তাঁহার অবলম্বনীয় হইল, তাহার নির্দেশ করা সহজ নহে। কথিত আছে, দানাপুরের সিপাহিগণ অভিনব টোটার ব্যবহারে অসম্মত হইলে, টেলর সাহেব বাবু কুমারসিংহ ও ডোমরাওঁর মহারাজকে ডাকিয়া পাঠান। ইহাঁরা উভয়ে উপস্থিত হইলে, কমিশনর সাহেব কুমারসিংহকে কহেন যে, যে কোনোরূপে হউক, দানাপুরের সিপাহিদিগকে ঐ বিষয়ে সম্মত করাইতে হইবে। কুমারসিংহ উত্তর করেন যে, দানাপুরে যে সকল সিপাহী আছে, তাহাদের সকলে শাহাবাদের অধিবাসী নহে। শাহাবাদের লোকে তাঁহার কথা শুনিতে পারে, কিন্তু যাহারা ভিন্ন স্থানের অধিবাসী, তাহারা তদীয় বাক্যে কর্ণপাত করিবে না। কুমারসিংহ কমিশনরের সমক্ষে যথার্থ কথা বলিয়াছিলেন। শাহাবাদে তাঁহার প্রাধান্য থাকিতে পারে ; তিনি কোনো বিষয়ে অনুরোধ করিলে. শাহাবাদের লোকে, সেই অনুরোধ-রক্ষায় উদ্যত হইতে পারে ; কিন্তু শাহাবাদ ব্যতিরিক্ত অন্য স্থানের লোকে যে, তাঁহার অনুরোধ অনুসারে কার্য করিবে, তদ্বিষয়ে কুমারসিংহ কৃতনিশ্চয় ছিলেন না। সুতরাং কুমারসিংহ দানাপুরের সমগ্র সিপাহি-দলকে কমিশনরের কথামতো কার্য করিতে অনুরোধ করা, সঙ্গত বলিয়া, মনে করেন নাই। যে স্থলে অনুরোধ উপেক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সে স্থলে কুমারসিংহের ন্যায় ক্ষমতাপন্ন, প্রতিপত্তিশালী ও অভিমানী ব্যক্তি যে, অগ্রসর হইবেন,

* *Kaye, Sepoy War. Vol III, p. 98.*

** *Ibid. p. 98.*

তাহা কখনো সম্ভবপর নহে। কুমারসিংহ, এ বিষয়ে যথার্থবাদিতা দেখাইয়া আপনার সরলতারই পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহাতে গবর্নমেণ্টের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষভাব বা প্রতিকূলাচরণের নিদর্শন লক্ষিত হয় নাই। তিনি বিদ্বেষভাবাপন্ন বা প্রতিকূলাচারী হইলে কমিশনরের সমক্ষে, সরলভাবে, মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু কমিশনর বোধহয়, কুমারসিংহের এই যথার্থবাদিতায় সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি কুমারসিংহকে স্বকীয় অনুরোধপালনে অসম্মত দেখিয়া, সন্দিগ্ধ হন। এইরূপ সন্দেহ প্রযুক্তই বোধহয়, তাঁহার পূর্বতন বিশ্বাস দূরীভূত হয়। তিনি এতদিন যাঁহাকে বিশ্বস্ত ও রাজভক্ত বলিয়া ভাবিতেছিলেন, এখন তাঁহাকে অবিশ্বস্ত ও রাজদ্রোহী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কুমারসিংহের উপর রাজপুরুষদিগের আর-একটি বিষয়ে সন্দেহ জন্মিয়াছিল। কুমারসিংহ ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বিস্তৃত ভূসম্পত্তি বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। তাঁহার সাংসারিক অসচ্ছলতা, তাঁহাকে একান্ত বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার বলবতী দুশ্চিন্তা, তদীয় মানসিক শান্তির উচ্ছেদসাধন করিতেছিল। শৃঙ্খলা ও সুশাসনের সময়ে, হয়ত, তাঁহাকে চিরদিন এইরূপ মর্মপীড়ায় কাতর থাকিতে হইত। তিনি হয়ত ঋণপরিশোধে অসমর্থ হইতেন। কিন্তু রাজ্য অরাজক হইলে, তিনি স্বকীয় ক্ষমতায়, সম্পত্তির পুনরুদ্ধার করিতে পারেন, উত্তমর্ণদিগকে দূরীভূত করিতে পারেন ; ঋণজাল বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন ; এইরূপে অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতার সময়ে, তাঁহার সকল মনোরথই পূর্ণ হইতে পারে*। ইহাতে রাজপুরুষদিগের ধারণা হইতে পারে যে, কুমারসিংহ বিপ্লবপ্রয়াসী। যেহেতু, বিপ্লব সংঘটিত হইলে, তাঁহার সকল বিষয়েই সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

এইরূপে নানারূপ আশঙ্কা করিয়া, রাজপুরুষগণ কুমারসিংহের প্রতি তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখিতে উদ্যত হন। যখন ভয়াবহ বিপ্লব উপস্থিত হয়, তখন এই বর্ষীয়ান রাজপুতের বিরুদ্ধে অনেকে নানা কথা কহিতে থাকে। শাহাবাদে যাহারা, কুমার-সিংহের প্রাধান্যের সঙ্কোচসাধনে যত্নশীল ছিল, তাহারা সুযোগ বুঝিয়া, এই সময়ে কুমারসিংহকে রাজভক্তিশূন্য ও উত্তেজিত সিপাহিদিগের সপক্ষ বলিয়া নির্দেশ করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। কমিশনর টেলর সাহেব যদি পূর্বের ন্যায় অটলভাবে থাকিতেন, তাহা হইলে বোধহয়, বর্ষীয়ান ক্ষত্রিয় বীরের জীবনবৃত্ত রূপান্তর পরিগ্রহ করিত। কিন্তু নানা কারণে কমিশনর সাহেব সন্দেহাকুল হইয়াছিলেন। এই সন্দেহ কোনো ক্রমে অপসারিত হয় নাই। বয়োবৃদ্ধ, তেজস্বী ক্ষত্রিয়ের অদৃষ্টও প্রসন্ন হইয়া উঠে নাই। গয়ার মাজিস্ট্রেট মণি সাহেব, কুমারসিংহের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করেন,—'দুই একজনকে ফাঁসি দিলে, লোকে ভীত হইতে পারে, উহাতে ফলও ভালো হয় ; কিন্তু যেখানে জনসাধারণ আমাদের বিরুদ্ধে থাকে, সেখানে সর্বদা ঐ ভয়ঙ্কর ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে, উপকার অপেক্ষা

* *Kaye, Sep y War, Vol. III, p. 100, note,*

অপকারই বেশি হইয়া থাকে। ইহার পর তিনি কুমারসিংহের বিষয়ে লিখেন,—'যদি কুমারসিংহের ন্যায় ক্ষমতাপন্ন ভূস্বামীর উপর সন্দেহ করা হয়, এবং তাঁহাকে বিরক্ত করিয়া তুলা যায় তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিনি গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধ-পক্ষ অবলম্বন করিতে পারেন। অপরেও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইতে পারে।' আরার ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েক্ সাহেবও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন*। কিন্তু কমিশনর টেলর সাহেব এই সৎপরামর্শ গ্রহণ করেন নাই; এই সৎপরামর্শ অনুসারে বিশ্বস্ত, বৃদ্ধ বন্ধুকে আপনার অকৃত্রিম বিশ্বাসের নিদর্শন দেখাইতেও উদ্যত হন নাই। তিনি এক সময়ে, কুমারসিংহকে সদাশয় সুহৃদ বলিযা নির্দেশ করিয়াছিলেন; একসময়ে, বিশ্বস্তভাবে এই সুহৃদের প্রতি অপরিসীম প্রীতি দেখাইয়াছিলেন। এখন তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইল। তিনি বন্ধুর প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে পাটনায় আনিবার জন্য জগদীশপুরে একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান দূত পাঠাইয়া দিলেন।

এই দূত কুমারসিংহের বিশ্বস্ত বন্ধু। ইহাঁর নাম সৈয়দ আজিম উদ্দীন হুশেন। ইনি ডেপুটি কলেক্টর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কুমারসিংহ, বিশ্বস্ত বন্ধুর মুখে কমিশনরের নির্দেশবার্তা শুনিয়া চিন্তিত হইলেন। কথিত আছে, ইহার পূর্বে, দানাপুরের সিপাহীদিগের সহিত কুমারসিংহের গোপনে পত্রাদি চলিতেছে, সন্দেহ করিয়া, আরার কলেক্টর সাহেব, কুমারসিংহের আরাস্থিত বাটীতে গিয়া, এ বিষয়ের অনুসন্ধান করেন। কিন্তু অনুসন্ধানে কোনো চিঠি-পত্র তাঁহার হস্তগত হয় নাই। গবর্নমেণ্টের প্রতি বিপক্ষাচরণের নিদর্শনজ্ঞাপক কিছুই পাওয়া যায় নাই। কুমারসিংহ এই সময়ে জগদীশপুরে ছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিত সময়ে কলেক্টর সাহেব তদীয় আবাসগৃহে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার বিপক্ষে প্রমাণসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া, কুমারসিংহ নিরতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। এখন মুসলমান ডেপুটি কলেক্টরের নিকটে কমিশনর টেলর সাহেবের নির্দেশবার্তা শ্রবণে তাঁহার বিরক্তির সহিত অপরিসীম দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হইল। তিনি কমিশনর সাহেবের অভিপ্রায় বুঝিলেন। যাঁহার সহিত তিনি বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ আছেন, টেলর সাহেব কি উদ্দেশ্যে, তাঁহাকেই পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহাও তাঁহার স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইল। পাটনার মুসলমানসমাজের সম্মানিত মৌলবীদিগের অবরোধের কথা এখন স্মৃতিপটে সমুদিত হইল। তিনি বুঝিলেন যে, কমিশনর সাহেব, মৌলবীদিগের সহিত যেরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন, এখন তাঁহার সহিতও সেইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। সুতরাং সমাগত বন্ধুর সঙ্গে পাটনায় যাত্রা করা তাঁহার অভিপ্রেত হইল না। তিনি বন্ধুকে কহিলেন যে, তাঁহার শরীর এখন তাদৃশ সুস্থ নহে। শরীর সুস্থ হইলে, এবং ব্রাহ্মণেরা যাত্রার শুভদিন নির্ধারণ করিয়া দিলে, তিনি পাটনায় যাইয়া, কমিশনরের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কুমারসিংহের এই কথায়, দূত যখন বিদায় লইয়া, পালকিতে আরোহণ করিতে যান, তখন কুমারসিংহ, তাঁহার সহিত দ্বারদেশের বহির্ভাগ পর্যন্ত গিয়াছিলেন। দূত পালকিতে

* *Martin Indian Empive, Vol II, p 400.*

উঠিয়া, কুমারসিংহকে কহিলেন,—'আপনি, অসঙ্গত কর্ম করিলেন। পাটনায় না যাওয়াতে, আপনার উপর কর্তৃপক্ষের সন্দেহ দৃঢ়তর হইবে। ইহাতে আপনার গুরুতর অনিষ্ট হইতে পারে।' কুমারসিংহ গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন,—'আপনার সহিত আমার যে অকৃত্রিম সৌহৃদ্য আছে, সেই পবিত্র সৌহৃদ্য ও সনাতন ধর্মের নামে, আপনি কি নিঃসংশয়ে বলিতে পারেন যে, পাটনায় গেলে, আমার কোনো অনিষ্ট হইবে না।' মুসলমান দূত, কুমারসিংহের এই শেষ প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, জগদীশপুর হইতে যাত্রা করিলেন। কুমারসিংহও বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, বিষণ্ণভাবে গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

কুমারসিংহের শত অপরাধ থাকুক, কিন্তু কুমারসিংহ কখনো রাজভক্তির অবমাননা করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি পূর্বাপর বিবেচনা করিয়া, যে সকল কার্যের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তৎসমুদয়ে তাঁহার রাজভক্তির নিদর্শন পরিলক্ষিত হইতেছিল। কথিত আছে, গবর্নমেণ্ট অন্যান্য সূত্রে অবগত হইয়াছিলেন যে কুমার-সিংহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি পাটনায় যাইবেন না। যদি তাঁহাকে পাটনায় লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে তিনি উহাতে বাধা দিবেন। কুমারসিংহের জমিদারিতে গোপনে যে অনুসন্ধান করা হয়, তাহাতে গবর্নমেণ্টের বিপক্ষতাচরণের জন্য কোনোরূপ আয়োজন হইতেছে বলিয়া জানা যায় নাই। কুমারসিংহের লোকে যে গবর্নমেণ্টের প্রতি নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তদ্বিষয়েও কোনো প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ইহা সকলের বিদিত ছিল যে, কুমারসিংহ গবর্নমেণ্টের বিরোধী হইলে তাঁহার লোকেও তদীয় পথানুসরণ করিবে। কিন্তু এই বিষয়ের অতিরিক্ত আর কিছুই জানা যায় নাই*। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, আরার কারাগারে, মৃন্ময় পাত্রের ব্যবহারের আদেশ প্রচারিত হওয়াতে, হিন্দু কয়েদিগণ যখন নিরতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠে, তখন কুমারসিংহ তাহাদিগকে শান্তভাবে রাখিতে উদাসীন হন নাই। ইহার পরে বিভিন্ন স্থানে সিপাহিগণ যখন গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়, তাহাদের আক্রমণে যখন প্রতি নগরের ধনাগার বিলুণ্ঠিত হইতে থাকে, তখন আরার কর্তৃপক্ষ তত্রত্য ধনাগারের অর্থরাশির রক্ষার জন্য চিন্তিত হন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সিপাহিগণ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রপরিগ্রহ করিয়াছিল; দানাপুরের সিপাহিগণ প্রতিমুহূর্তে উত্তেজনার পরিচয় দিতেছিল। সুতরাং আরা হইতে বহু অর্থ পাটনায় প্রেরণ করা উপস্থিত সময়ে সুসাধ্য ছিল না। এই সঙ্কটকালে বাবু কুমারসিংহের প্রতি আরার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি নিপতিত হইল। ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ যখন কোনোরূপ গোলযোগে পড়িয়া, কুমারসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন, কুমারসিংহ তখনই রাজপুরুষদিগের কার্যসাধনে অগ্রসর হইতেন। এই সময়েও কুমারসিংহের ঐরূপ কার্যতৎপরতা অন্তর্হিত হইল না; ঐরূপ বিশ্বস্ততার বিলয় ঘটিল না, বা ঐরূপ রাজভক্তি কোনোরূপে কলঙ্কিত হইল না। কুমারসিংহ আপনার অশ্বারোহী

* *Martin, Indian Empir , Vol. II, pp, 400-401.*

সৈনিক দ্বারা আরার ধনাগারের অর্থ পাটনায় পাঠাইয়া দিলেন। এই দুইটি ঘটনায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কুমারসিংহ কখনো গবর্নমেণ্টের বিরোধী হইতে ইচ্ছা করেন নাই। এইরূপ ইচ্ছা থাকিলে, তিনি কখনো কারাগারের কয়েদীদিগকে শান্তভাবে রাখিতে উদ্যত হইতেন না এবং আপনার লোক দ্বারা কোম্পানির ধনাগারের টাকা নির্বিঘ্নে পাটনায় পাঠাইয়া দিতেন না। উত্তেজিত সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, যদি তিনি বিনষ্টপ্রায় ভূসম্পত্তির উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হইতেন এবং সমগ্র শাহাবাদ অশান্তিতে ও উচ্ছৃঙ্খলভাবে পরিপূর্ণ করিতে চাহিতেন, তাহা হইলে কারারুদ্ধদিগের উত্তেজনা বৃদ্ধি করিতে তৎপর হইতেন এবং আপনার বলবৃদ্ধির জন্য ধনাগারের অর্থ হস্তগত করিতে সচেষ্ট হইয়া উঠিতেন। ফলতঃ কুমারসিংহ গবর্নমেণ্টের বিরোধী ছিলেন না। প্রথমে গবর্নমেণ্টের বিপক্ষতাচরণে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। আরার মাজিস্ট্রেট যখন তাঁহার আরাস্থিত বাটীতে যাইয়া, কাগজ-পত্রের অনুসন্ধান করেন, তখনো তিনি গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধ-পক্ষ অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করেন নাই। পাটনার কমিশনর সাহেব যখন তাঁহার রাজভক্তিতে সন্দিহান হইয়া, তাঁহাকে পাটনায় আনিবার জন্য, জগদীশপুরে মুসলমান ডেপুটি কলেক্টরকে পাঠাইয়া দেন, তখনো গবর্নমেণ্টের প্রতিকূলতাসাধনে তাঁহার যত্ন বা উদ্যম পরিদৃষ্ট হয় নাই। টেলর সাহেব পাটনার মৌলবীদিগকে অন্যায়রূপে অবরুদ্ধ করাতে, শাহাবাদের লোকে সাতিশয় আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছিল। যাঁহার কিছুমাত্র ক্ষমতা বা প্রাধান্য ছিল, তিনিই প্রতিমুহূর্তে আপনাকে বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত বলিয়া মনে করিতেছিলেন। কুমারসিংহ এইরূপ আতঙ্কগ্রস্ত হওয়াতেই, সহসা পাটনা যাইতে সম্মতি প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু এইরূপ অসম্মতিতে গবর্নমেণ্টের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষভাবের কোনো চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। কমিশনর সাহেবের অমূলক সন্দেহে তিনি দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মানসিক শান্তি তিরোহিত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের আবেগে ও অশান্তির আবির্ভাবে, তিনি শাহাবাদ বিপ্লবের আবর্তে বিঘূর্ণিত করিতে চান নাই।

সিপাহিগণ যখন ভ্রমে পড়িয়া, কোম্পানির রাজত্ব বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহারা স্বদেশের ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির সাহায্যপ্রাপ্তির জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতে থাকে। বিহারে কুমারসিংহের অসামান্য প্রভুত্ব ছিল। তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণে কেহই সাহসী হইত না। কুমারসিংহের প্রভূত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি থাকাতে উত্তেজিত সিপাহিগণ তাঁহার সাহায্যপ্রাপ্তির জন্য জগদীশপুরে লোক পাঠাইতে পারে, আগন্তুক লোকে কুমারসিংহকে আপনাদের দলভুক্ত করিবার জন্য বিবিধ কৌশল বিস্তার করিতে পারে; কিন্তু কুমারসিংহ তাহাদের কৌশলজালে আবদ্ধ হন নাই। তিনি উত্তেজিত সিপাহিদিগের প্রার্থনাপূরণে একান্ত অসম্মত ছিলেন। সুতরাং সিপাহিদিগের দূতগণ তাঁহার নিকটে কোনোরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু কুমারসিংহ যে সকল পারিষদে সর্বদা পরিবেষ্টিত থাকিতেন, তাঁহারা সাতিশয়-বিপ্লব-প্রয়াসী ছিলেন। ধীরতায় বা দূরদর্শিতায় তাঁহাদের প্রকৃতি উন্নত ছিল না। যাহাতে কুমারসিংহ উত্তেজিত সিপাহিদিগের উৎসাহদাতা হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে তাঁহারা

নিরন্তর চেষ্টা করিতেন। সিপাহিদিগের লোকে, তাঁহাদের নিকটে উৎসাহ পাইতে পারে। কিন্তু কুমারসিংহ তাঁহাদের কথায় বিচলিত হন নাই। তিনি পূর্বে যেরূপ ধীরতাসহকারে গবর্নমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিতেছিলেন, সেইরূপ ধীরতার কোনোরূপ ব্যত্যয় ঘটে নাই।

কুমারসিংহের পারিষদবর্গের মধ্যে রণদলন সিংহ ও হরেকৃষ্ণসিংহ প্রধান ছিলেন। এই দুইজন পারিষদ উপস্থিত সময়ে বিপ্লব ঘটাইবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতেছিলেন। কুমারসিংহ যেরূপ ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাহাতে তদীয় পারিষদদ্বয় যে, তাঁহাকে উত্তেজিত সিপাহিদিগের অধিনায়ক করিতে যত্ন করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। রণদলনসিংহ ও হরেকৃষ্ণসিংহ যখন কুমারসিংহের মতিভ্রম জন্মাইবার জন্য চেষ্টা করিতেন, তখন কুমারসিংহ, কনিষ্ঠ ভ্রাতা দয়ালসিংহ ও অমরসিংহ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র (দয়াল সিংহের পুত্র) রিপুভঞ্জন সিংহের পরামর্শ গ্রহণে উদাসীন থাকিতেন না। ইহাঁরা পারিষদদ্বয়ের প্রস্তাব অনুসারে কার্য করিতে কুমারসিংহকে পরামর্শ দিতেন না। ইহাঁদের ধারণা ছিল যে, প্রবল-পরাক্রম গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলে ইহাঁদিগকে সমূলে বিনষ্ট হইতে হইবে। ইহাঁরা আপনাদের ধারণার বিরুদ্ধে কার্য করিতে সম্মত হন নাই। পাটনার মৌলবীদিগের অবরোধের পর কমিশনর টেলর সাহেব যদি কুমারসিংহকে পাটনায় লইয়া যাইবার জন্য দূত না পাঠাইতেন, তাহা হইলে বোধহয়, ঘটনাস্রোত অন্যদিকে ধাবিত হইত। মৌলবীদিগের অবরোধে ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিদিগের হৃদয় যে, নিরতিশয় চঞ্চল হইয়াছিল, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। এই চাঞ্চল্যের সময়ে মুসলমান দূত কমিশনর সাহেবের নির্দেশবার্তা লইয়া জগদীশপুরে উপস্থিত হন। দূতের আগমনে রণদলন ও হরেকৃষ্ণের দুরভিসন্ধি সিদ্ধির সুযোগ ঘটে। ইহাঁরা কুমারসিংহকে বুঝাইয়া দেন যে, কমিশনর টেলর সাহেব যখন সন্দিগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, তখন পাটনায় গেলেই তাঁহাকেও মৌলবীদিগের ন্যায় দুর্দশাগ্রস্ত হইতে হইবে। হয়তো, তাঁহার প্রাণান্ত পর্যন্ত ঘটিবে। কমিশনর সাহেবের অনুচিত সন্দেহ-প্রযুক্ত কুমারসিংহ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন, অধিকন্তু তাঁহার বিস্তৃত ভু-সম্পত্তির নীলামের সম্ভাবনা হওয়াতে, তদীয় মানসিক শান্তি তিরোহিত হইয়াছিল। এইরূপ দুশ্চিন্তা ও অশান্তির সময়ে পারিষদদিগের কথা যেন দৈববাণীর ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। তিনি এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার যেরূপ ক্ষমতা ও প্রাধান্য ছিল, তদনুরূপ দূরদর্শিতা ছিল না। তিনি এ সময়ে অবলম্বনীয় পথের অবধারণে একান্ত অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। এখনো উত্তেজিত সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে তাঁহার ইচ্ছা হয় নাই। রণদলন ও হরেকৃষ্ণ তাঁহাকে যাহা করিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতেছিল বটে, কিন্তু তদনুসারে কার্য করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রিপুভঞ্জন-সিংহ এইসময়ে তাঁহাকে কহিলেন,—'কোম্পানি বাহাদুর দেশের বাদশাহ! আমরা সামান্য ভু-স্বামীমাত্র। আমাদের বন্দুক নাই, কামান নাই, সৈনিক-বল নাই। আমরা কি করিয়া দেশাধিপতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব? এরূপ অসংসাহসিকতার

কার্য করিতে গেলে আমাদের নিঃসন্দেহে সর্বনাশ ঘটিবে। এরূপ অবস্থায় আপনার পাটনায় যাওয়াই সঙ্গত।' ভ্রাতুষ্পুত্রের কথায় কুমারসিংহ আস্থা প্রকাশ করিলেন না। তিনি দুশ্চিন্তায় অবসন্ন হইয়াছিলেন ; তাঁহার হৃদয় অশান্তিময় হইয়াছিল ; তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের পরামর্শ এই অশান্তির উচ্ছেদপূর্বক তদীয় হৃদয় প্রসন্ন করিতে পারিল না। বরং কুমারসিংহ ঐ কথায় অধিকতর কাতর হইলেন। তাঁহার উদ্বোধ হইল যে, তাঁহার পুত্রবিয়োগ হইয়াছে। তাঁহার পৌত্রও বিকৃতমস্তিষ্ক। তাঁহার অভাবে তদীয় ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রেরাই সম্পত্তির অধিকারী হইবে। রিপুভঞ্জন সম্পত্তি-লাভের-আশায় তাঁহাকে বিপন্ন করিতে চাহিতেছেন। তিনি নিশ্চেষ্টভাবে থাকিলে কমিশনর টেলর সাহেব তাঁহাকে পাটনায় ধরিয়া লইয়া যাইবেন, তাহাকে সেই স্থানে অবরুদ্ধভাবে থাকিতে হইবে, হযতো ফাঁসিকাষ্ঠে অথবা বন্দুকের গুলি বা অসির আঘাতে তাঁহার প্রাণান্ত ঘটিবে। কুমারসিংহের হৃদয় প্রসন্ন হইল না। গভীর দুশ্চিন্তা তাঁহাকে একান্ত অবসন্ন করিয়া তুলিল। তিনি রণদলন ও হরেকৃষ্ণের কথা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। কথিত আছে, বিহারের একজন সম্ভ্রান্ত ও সমৃদ্ধিপন্ন ভূ-স্বামী তাঁহাকে গোপনে গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করেন। এই সময়ে অমরসিংহ তাঁহাকে যুদ্ধে নিরস্ত থাকিতে বলেন। কিন্তু ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের পরামর্শ তাঁহার নিকটে যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় নাই। মানুষ যখন সহসা ভয়াবহ, অভাবনীয় ঘটনা দেখিয়া, আপনার জীবন সম্বন্ধে সন্দিহান হয়, তখন সৎপরামর্শ তাঁহার সমক্ষে অসঙ্গত অর্থ প্রকাশ করে। চারিদিকে বিপত্তিতে পরিবেষ্টিত হওয়াতে, সে সর্বক্ষণ সর্বধ্বংসের করাল ছায়া দেখিতে থাকে। উপস্থিত সময়ে কুমারসিংহের এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। বিহারের সর্বপ্রধান রাজপুরুষের কার্যে তিনি এরূপ শঙ্কিত হইয়াছিলেন যে, কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। অপরে সদুদ্দেশ্যে কোনো কথা বলিলেও, তিনি উহার অন্যরূপ অর্থ করিয়া, সর্বনাশের বিভীষিকায় বিচলিত হইতেন। এই সময়ে হরেকৃষ্ণ সিংহ যখন তাঁহাকে আপনাদের নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিতে উদ্যত হইলেন, তখন তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। হরেকৃষ্ণ দানাপুরের সিপাহি-দিগের সঙ্কল্প জানিবার জন্য তথায় প্রেরিত হইলেন। শাহাবাদে অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের বীজ উপ্ত হইল।

কুমারসিংহ কেবল দানাপুরস্থিত সিপাহিদিগের মনের ভাব জানিবার জন্যই হরেকৃষ্ণকে তথায় পাঠাইয়াছিলেন। উত্তেজিত সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত না হইলে যে, তাঁহার জীবন ও সম্পত্তি রক্ষিত হইবে না, হরেকৃষ্ণ ও রণদলন তাঁহাকে এইরূপ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তিনিও ঐ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্বাসস্থাপন করিলেও গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধাচরণে তখনো তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। তখনো তিনি উত্তেজিত সিপাহিদিগের অধিনায়ক হইয়া, যুদ্ধে উদ্যত হন নাই। তাঁহার হৃদয় স্থির ছিল না ; তাঁহার কার্যপ্রণালী অবধারিত ছিল না। তিনি উপস্থিত সময়ে কি করিবেন, বুঝিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার মনের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন কূটবুদ্ধি হরেকৃষ্ণ

দানাপুরে যাত্রা করেন। দানাপুরে উপস্থিত হইয়া, হরেকৃষ্ণ কুমারসিংহের অভিমত অনুসারে কার্য করেন নাই। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কুমারসিংহের সিদ্ধান্ত স্থির হয় নাই। উত্তেজিত সিপাহিদিগের সপক্ষতা করিতে তখনও তাঁহার একাগ্রতা দেখা যায় নাই। এরূপ স্থলে কেবল দানাপুরের সিপাহিদিগের মনের ভাব জানিয়া, জগদীশপুরে গেলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। যদি তিনি উত্তেজিত সিপাহিদিগকে সঙ্গে লইয়া আরায় যাইতে পারেন, তাহা হইলে কুমারসিংহকে বাধ্য হইয়া, তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইতে হইবে। চতুর হরেকৃষ্ণ ইহা ভাবিয়া, কুমারসিংহের আদেশানুসারে কার্য করিলেন না। কুমারসিংহ তাঁহাকে সিপাহিদিগের মনোগত ভাব জানিবার জন্য দানাপুরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সিপাহিদিগকে একেবারে আরায় লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি ও দুষ্টবুদ্ধি হরেকৃষ্ণের সঙ্কল্পসিদ্ধির পক্ষে কোনোরূপ বিঘ্ন হইল না। দানাপুরের সিপাহিগণ সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই উত্তেজনার সময়ে তাহাদের মধ্যে হরেকৃষ্ণের আবির্ভাব হইল। তাহারা যখন হরেকৃষ্ণের মুখে শুনিল যে, বাবু কুমারসিংহ তাহাদের পরিচালক ও উৎসাহদাতা হইতে চাহিতেছেন, তখন তাহাদের আহ্লাদের অবধি রহিল না। তাহারা কালবিলম্ব না করিয়া আহ্লাদ ও উৎসাহের সহিত আরার অভিমুখে ধাবিত হইল। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস-প্রণেতা কর্নেল মালিসন্ লিখিয়াছেন যে, কুমারসিংহের ভৃত্যগণ শোণনদ পার হইবার জন্য নৌকা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। সিপাহিদিগের অধিকাংশ ২৬শে জুলাই সন্ধ্যাকালে ঐসকল নৌকায় অপর তটে উপনীত হয়। এই সময়ে কুমারসিংহ স্বয়ং ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার পরামর্শে এই স্থির হয় যে, সিপাহিগণ আরায় উপস্থিত হইবে, তত্রত্য ইউরোপীয়দিগকে নিহত করিবে এবং ধনাগারের অর্থ লুঠিয়া লইবে*। ইতিহাসলেখকের এই উক্তি বোধহয়, প্রকৃত ঘটনা অনুসারে তাদৃশ সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কুমারসিংহ আপনার ভৃত্যদিগকে দানাপুরের উত্তেজিত সিপাহিদিগের জন্য নৌকা সংগ্রহ করিতে পাঠাইয়া দেন নাই। তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার পরামর্শে কোনোরূপ কার্যপ্রণালী অবধারিত হয় নাই। তাঁহার উৎসাহবাক্যে সিপাহিগণ অধিকতর শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠে নাই। তাঁহার যত্নশীলতায় তাহারা কোম্পানির রাজত্বের ধ্বংসসাধনে একাগ্রচিত্ত হয় নাই। তিনি আরার ধনাগার বিলুণ্ঠন বা ইউরোপীয়দিগের নিধনের প্রস্তাব করেন নাই। এই সময়ে তিনি স্বয়ং জগদীশপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার কুচক্রী কর্মচারীর চক্রান্তে সিপাহিগণ আরায় যাত্রা করিয়াছিল। কুমারসিংহ এই বিষয়ের সংস্রবে ছিলেন না। তিনি এখনো দোলায়-মান-চিত্ত ছিলেন, এখনো জগদীশপুরে থাকিয়া, আপনার শোচনীয় অবস্থা ভাবিয়া, পরিতপ্ত হইতেছিলেন। ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধাচরণে এখনও তাঁহার উদ্যমের কোনোরূপ নিদর্শন লক্ষিত হয় নাই। এখনো তিনি শাহাবাদের শান্তিনাশে কৃতসঙ্কল্প হন নাই।

---

* *Malleson, Indian Mutiny, Vol I, p. 76.*

দানাপুরের সিপাহিগণ হরেকৃষ্ণের সঙ্গে আরাতে উপনীত হইল। হরেকৃষ্ণ কুমারসিংহের নিকটে সংবাদ পাঠাইলেন যে, দানাপুরের সিপাহিগণ আরায় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যদি অবিলম্বে তাহাদের নিকটে সমাগত না হন, তাহা হইলে তাহারা জগদীশপুরে যাইয়া, তাঁহার আবাসবাটী বিলুণ্ঠন এবং তাঁহার সাতিশয় অপমান করিবে। তিনি আরায় উপস্থিত হইলে সিপাহিগণ তাঁহাকে আপনাদের অধিনায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত করিবে, এবং তাঁহার আদেশানুসারে সর্বদা সমস্ত কার্য করিতে প্রস্তুত থাকিবে। এই সংবাদ পাইয়া, কুমারসিংহ চমকিত হইলেন। দানাপুরের সিপাহিগণ যে, আরায় আসিবে, ইহা তিনি পূর্বে জানিতে পারেন নাই। হরেকৃষ্ণ যে উদ্দেশ্যে দানাপুরে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তদনুসারে কার্য হইল না দেখিয়া, তিনি বিরক্ত হইলেন। কিন্তু এখন বিরক্তিপ্রকাশের সময় ছিল না। নানারূপ গোল-যোগে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, কুমারসিংহ অগত্যা আরায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনে সিপাহিগণ আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। পরদিন প্রাতঃকালে সিপাহিদিগের সর্দারগণ কুমারসিংহকে আনিবার জন্য তদীয় আবাসগৃহে গমন করিল। কুমারসিংহ অশ্বারোহণে তাহাদের সঙ্গে আবাসগৃহের পার্শ্ববর্তী প্রান্তরে উপস্থিত হইলে, সিপাহি-গণ ঐ প্রান্তরে দলবদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে কাওয়াজের নিয়মানুসারে অভিবাদন করিল। কুমারসিংহ এইরূপে তাহাদের অধিনায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। নানারূপ চক্রান্তে, নানারূপ দুশ্চিন্তায়, তিনি অগত্যা জীবনের শেষ অবস্থায় প্রবলপরাক্রম ব্রিটিশ সিংহের প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে বিপত্তিময় কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অনুজ উপায়ান্তর না দেখিয়া, জ্যেষ্ঠের সহকারী হইলেন। আরায় ইংরেজেরা যে গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন, অতঃপর সেই গৃহ অবরোধ করিবার আয়োজন হইল।

ইংরেজদিগের এই আশ্রয়গৃহ একটি ছোট দোতলা বাড়ি। উহার চারিদিকেই খোলা বারেন্দা। আরায় নিকটে যাহারা রেলওয়ের কার্যে নিযুক্ত ছিল, তাহাদের উপর একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারের নাম বিকার্সবয়েল। আরায় বিকার্সবয়েলের দুইটি বাড়ি ছিল। উহার মধ্যে পূর্বোক্ত দোতলা বাড়িটি ছোট। উহা সর্বপ্রথম বিলিয়ার্ড খেলার জন্য নির্মিত হয়। এই ক্রীড়াগৃহ এখন ইংরেজদিগের আত্মরক্ষার দুর্গস্বরূপ হইল। সমুদয় ইংরেজ এই ক্ষুদ্র দুর্গে সমবেত হইলেন। আরায় ধনাগার রক্ষার জন্য পঞ্চাশজন শিখসৈন্য ছিল। তাহারা দুর্গে স্থান পরিগ্রহ করিয়া, ইংরেজদিগের জীবনরক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। ২৭শে জুলাই দানাপুরের উত্তেজিত সিপাহিগণ বিপ্লবের নির্দিষ্ট কার্য—ধনাগারবিলুণ্ঠন, কয়েদিদিগের বিমুক্তিসাধন করিল। আদালতের কাগজপত্রও নষ্ট হইল। কিন্তু কেহ কলেক্টরির কোনো কাগজ নষ্ট করিল না। কলেক্টরির কাগজ নষ্ট হইলে, সাধারণের জমিজমার স্বত্বনির্ধারণ পক্ষে গোলযোগ হইবে ভাবিয়া, কুমারসিংহ উহা বিনষ্ট করিতে নিষেধ করিলেন। এ দিকে সিপাহিগণ ইংরেজ-দিগের আশ্রয়দুর্গ অবরুদ্ধ করিল। দুর্গস্থিত ইংরেজদিগের মধ্যে সৈনিক কর্মচারী ছিলেন না, দেওয়ানি বিভাগের কর্মচারিরাই এখন সৈনিকব্রত অবলম্বন করিলেন। আরায় ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েক্‌ সাহেব শিখদিগের অধিনায়ক হইলেন। বিকার্সবয়েল যুদ্ধের

উপকরণসংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। ইহাঁদের সাহস অন্তর্হিত হইল না; পরাক্রম সংকুচিত হইয়া পড়িল না; উৎসাহ ও উদ্যম ক্ষীণভাবের পরিচয় দিল না। বহুসংখ্যক সিপাহির আক্রমণে ইহাঁদের শক্তি যেরূপ পরিস্ফুট হইল, অধ্যবসায়ও সেইরূপ প্রবল হইয়া উঠিল। ইহাঁরা বড় বড় থলিয়া বালি ও মৃত্তিকায় পূর্ণ করিয়া, গৃহের নিম্নদেশে, দোতলার বারেন্দায় এবং ছাদের উপরে প্রাচীরের ন্যায় সাজাইয়া রাখিলেন। বিকার্সবয়েল দানাপুরের সিপাহিদিগের আগমনসংবাদ পাইয়া, ঐ গৃহে আটা, বিস্কুট, মদ্য প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং সর্বপ্রথম দুর্গবাসিদিগের খাদ্যাভাব-জনিত কোনো কষ্ট হইল না। বিকার্সবয়েল কেবল খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করিয়াই নিরস্ত থাকেন নাই। তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহের প্রায় একশত হাত অন্তরে একটি বড় বাড়ি ছিল। ঐ বড় বাড়ির যে প্রাচীর তাঁহার বাড়ির সম্মুখে ছিল, তিনি উহা ভগ্ন করিয়া ফেলিয়া-ছিলেন। যেহেতু আক্রমণকারী সিপাহিগণ ঐ প্রাচীরের অন্তরালে থাকিয়া, তাহাদের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিতে পারিত। ইংরেজেরা এইরূপে অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া, আত্মরক্ষার আয়োজন করিয়াছিলেন। সিপাহিগণ তাঁহাদের ন্যায় সাহস ও উদ্যম দেখাইতে পারে নাই। তাহাদের কার্যপ্রণালী স্থির ছিল না। যে বর্ষীয়ান্ পুরুষ ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া, তাহাদের অধিনায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তিনিও এ সময়ে তাদৃশ উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই। ইংরেজদিগের বিরুদ্ধাচরণে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। গবর্নমেণ্ট পূর্বে তাঁহার কোনোরূপ অনিষ্টসাধন করেন নাই। তিনি যেমন রাজপুরুষদিগের অনুরোধ রক্ষা করিতেন, রাজপুরুষগণও সেইরূপ তাঁহার উপকারসাধনে সচেষ্ট থাকিতেন। সুতরাং তিনি সর্বপ্রথম "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন" এই বাক্য সার্থক করিবার জন্য কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন নাই। স্বকীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে কার্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে লিপ্ত হইলেও, প্রথমে মানুষের তন্ময়তা থাকে না। উপস্থিত সময়ে কুমারসিংহের এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। কুমারসিংহ সমরকুশল হইলেও, ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণে তন্ময়ভাবের পরিচয় দেন নাই। তিনি নিয়তির নিকটে মস্তক অবনত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিয়তি তাঁহাকে যে পথে পরিচালিত করিয়াছিল, তিনি সেই পথে থাকিয়া, প্রথমে একরূপ উদাসীনভাবেরই পরিচয় দিতে-ছিলেন। আরায় ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে যে তিনি কৃতকার্য হন নাই, এরূপ ঔদাস্য-সহকৃত-অতৃপ্তি ও অদৃষ্ট-পরতন্ত্রতাই তাহার একটি প্রধান কারণ। অধিকন্তু কুমার-সিংহের যুদ্ধোপকরণ ভালো ছিল না। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা না থাকাতে, তিনি গোলাগুলি, বন্দুক, কামান ইত্যাদি সংগ্রহ করেন নাই। তিনি যে সময়ে বাধ্য হইয়া, ইংরেজদিগের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন সে সময়ে সামান্য অস্ত্রাদি তাঁহার সম্বল ছিল। উৎকৃষ্ট অস্ত্রাদির অভাবপ্রযুক্ত কুমারসিংহ প্রকৃষ্ট-পদ্ধতিক্রমে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই। দানাপুর হইতে বহুসংখ্যক সিপাহির সমাগম হইয়াছিল। কুমার-সিংহের অনেক অনুচরও তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে বিকার্স-বয়েলের গৃহে যাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা সংখ্যায় ষোলোজন মাত্র ছিল। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, পঞ্চাশজন মাত্র শিখ তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছিল।

সিপাহিদিগের উদ্যম ও কার্যতৎপরতা থাকিলে নিঃসন্দেহে এই স্বল্পসংখ্যক দুর্গবাসির অবস্থান্তর ঘটিত। কিন্তু সিপাহিগণ বীরোচিত পদ্ধতির অনুবর্তী হয় নাই। কুমারসিংহও প্রথমে বীরধর্মানুসারে একাগ্রতা প্রকাশ করেন নাই। ইংরেজেরাও আপনাদের আশ্রয়গৃহে যে সকল বালিপূর্ণ থলি সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের অন্তরালে থাকিয়া উভয় থলির ফাঁক দিয়া, সিপাহিদিগের প্রতি বন্দুক ছুড়িতেন। সিপাহিগণ ঐ গৃহের নিকটে যে বড় বাড়ি ছিল, তথায় থাকিয়া গুলিবৃষ্টি করিত। কিন্তু তাহাদের গুলিতে ইংরেজ পক্ষের তাদৃশ ক্ষতি হয় নাই। এদিকে ইংরেজ পক্ষের নিক্ষিপ্ত গুলি অধিকতর কার্যকর হইতেছিল। সিপাহিগণ ইংরেজদিগের আশ্রয়গৃহ অগ্নিতে ভস্মীভূত করিবার সঙ্কল্প করিল। এই সঙ্কল্প অনুসারে তাহারা ঘরের চাল ও খড়ের গাদা গৃহের সম্মুখে একত্র করিয়া, উহাতে আগুন দিল। কিন্তু পবন ইংরেজদিগের অনুকূল থাকাতে দুর্গে আগুন লাগিল না। প্রথম উপায় বিফল হওয়াতে, সিপাহিগণ কয়েক বস্তা লঙ্কা আনিয়া, ইংরেজদিগের আশ্রয়গৃহের সম্মুখে স্তূপাকার করিল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, অগ্নিসংযোগে লঙ্কাস্তূপ দগ্ধ হইলে, উহার তীব্রতর গন্ধে ইংরেজেরা স্থির থাকিতে না পারিয়া, আপনা আপনি গৃহ হইতে বাহির হইবে। বায়ু অনুকূল হওয়াতে লঙ্কার তীব্র গন্ধ অন্যদিকে ধাবিত হইল। ইংরেজেরা নিরুপদ্রব হইলেন। সিপাহিগণ ইংরেজদিগের অশ্ব নিহত করিয়া, দুর্গপ্রাচীরের সম্মুখে রাখিল। কিন্তু অনুকূল বায়ুতে ঐ সকল মৃত জীবের দেহনিঃসৃত উৎকট গন্ধও দুর্গে প্রবেশ করিল না। সিপাহিদিগের উৎকৃষ্ট কামান ছিল না। কুমারসিংহের দুইটি কামান মৃত্তিকায় প্রোথিত ছিল। উহা ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত হইল। কিন্তু গোলা-বারুদ ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না। সুতরাং মারাত্মক অস্ত্র দীর্ঘকালের পর ভূগর্ভের অন্ধকারময় স্থান পরিত্যাগ করিয়া, আত্মপ্রকৃতির অনুরূপ কার্যসাধনে নিয়োজিত হইলেও, উপযুক্ত উপকরণের অভাবে স্বকীয় প্রভাবের পরিচয় দিতে পারিল না। আক্রমণকারিগণ এইরূপে অকৃতকার্য হইল। ইংরেজ রাজপুরুষগণ পরিবারবর্গ হইয়া, সৌভাগ্য ও শান্তির সময়ে সে সকল বিলাসদ্রব্যে আমোদ উপভোগ করিতেন, এখন সেই সকল দ্রব্য আক্রমণকারিদিগের অস্ত্রশস্ত্র হইল। তাহারা বিকার্সবয়েলের অন্য একটি গৃহ অধিকার করিয়া, উহাতে যে সকল দ্রব্য পাইল, তৎসমুদয় গোলার অভাবে, কামানে পুরিতে লাগিল। ইঞ্জিনীয়ার সাহেব, আপনার পত্নীর বেহালার ভগ্নাংশ এবং গৃহস্থিত চেয়ার প্রভৃতির খণ্ড আপনার সম্মুখে পতিত হইতে দেখিয়া বিস্মিত ও চমকিত হইলেন। বিস্ময়ের সহিত তাঁহাদের গভীর উদ্বেগ জন্মিল। প্রকৃতির সাহায্যে তাঁহারা অনেক বিপদ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছিলেন। প্রজ্বলিত হুতাশনে তাঁহাদের অনিষ্ট ঘটে নাই। দগ্ধীভূত লঙ্কাস্তূপের ধূমরাশিতেও তাঁহারা রুদ্ধশ্বাস হন নাই। নিহত অশ্বের উৎকট দুর্গন্ধেও তাঁহাদিগকে আশ্রয়গৃহ পরিত্যাগ করিতে হয় নাই। এই সকল বিপত্তিতে প্রকৃতি সদয় হইয়া, তাঁহাদের উদ্ধারসাধন করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা সময়ের পরাক্রম হইতে মুক্তলাভ করিতে পারিলেন না। সময় যতই অতিবাহিত হইতে লাগিল, ততই তাঁহাদের কষ্ট

বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহারা একটি ক্ষুদ্র গৃহে অবরুদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহের উপায় ছিল না। এদিকে সিপাহিগণ নিরন্তর তাঁহাদের প্রতি গুলিবৃষ্টি করিতেছিল। তাঁহাদিগকে বিপদাপন্ন করিবার জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বিত হইতেছিল। তাঁহারা সিদ্ধিদাতা ভগবানের নিকটে আপনাদের বিমুক্তি প্রার্থনা করিতেছিলেন। এইরূপ অবস্থায় তাঁহারা একদা গভীর নিশীথে দূরে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া, আশ্বস্ত হইলেন; ভাবিলেন, তাঁহাদের সাহায্যের জন্য সৈনিকগণ অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু সাহায্যকারী সৈনিকের সমাগম হইল না। বন্দুকের শব্দ ক্রমে অনন্ত আকাশে মিশিয়া গেল। দূরে যে সকল আম্রবৃক্ষ জ্যোতির্ময় হইয়াছিল, তৎসমুদয় পূর্ববৎ ঘোর অন্ধকারে সমাবৃত হইল। দূরবর্তী আম্রকাননের ন্যায় অবরুদ্ধ ইংরেজদিগের হৃদয়ও মুহূর্তমাত্র প্রসন্ন হইয়া, পূর্ববৎ বিষাদকালিমায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

দূরবর্তী আম্রকানন কি জন্য সহসা আলোকিত হইয়াছিল, কি জন্য বারংবার বন্দুকের শব্দ হইতেছিল, তাহা বিবৃত করিবার পূর্বে পুনর্বার দানাপুরের ঘটনার উল্লেখ করা আবশ্যক। উত্তেজিত সিপাহিগণ দানাপুর হইতে যাত্রা করিলে, তত্রত্য কর্তৃপক্ষ নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, তাহাদের গতিরোধের জন্য সবিশেষ চেষ্টা হয় নাই। সেনাপতি বৃদ্ধ ও রোগগ্রস্ত ছিলেন। বয়সের আধিক্যে ও রোগের পরাক্রমে তাঁহার সামর্থ্য অন্তর্হিতপ্রায় হইয়াছিল। তাঁহার অধীন কর্মচারিদিগের মধ্যেও তাদৃশ শৃঙ্খলা ছিল না। পাছে, সিপাহিরা পাটনা আক্রমণ করে, এই আশঙ্কায় দানাপুরের সেনাপতি পাঁচশত মাত্র সৈন্য ও চারিটি কামান রাখিয়া, অবশিষ্ট সৈনিকদিগকে পাটনায় পাঠাইয়া দেন। তাঁহার রক্ষণীয় সৈনিক-নিবাসে অশ্বারোহী সৈনিক-পুরুষ ছিল না; সুতরাং তিনি পদাতিক দ্বারা আবশ্যক কার্যসম্পাদনে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সিপাহিগণ যদি আরার অভিমুখে যাত্রা করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে শোণ পার হইতে হইবে। এজন্য কর্তৃপক্ষ শোণের নৌকাগুলি ডুবাইয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করেন। রেলওয়ের একজন ইউরোপীয় কর্মচারীর প্রতি এই কার্যের ভার সমর্পিত হয়। কিন্তু এই কর্মচারী সিপাহিদিগকে উপস্থিত দেখিয়া আপনার কর্মসম্পাদনের পূর্বে প্রাণভয়ে পলায়ন করেন। ২৬শে জুলাই, একখানি ছোট জাহাজে কতিপয় সৈনিক-পুরুষকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু বেশি জল না থাকাতে জাহাজ অধিক দূর অগ্রসর হইতে না পারিয়া, সেইদিন সন্ধ্যাকালে ফিরিয়া আসে। সিপাহিদিগের গতিরোধের জন্য পুনর্বার চেষ্টা হয়। কিন্তু এই চেষ্টাও সফল হয় নাই। ২৭শে জুলাই ৩৭ গণিত দলের কতকগুলি ইউরোপীয় সৈনিকপুরুষকে একখানি জাহাজে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য ছিল যে, সৈনিক-দল নির্দিষ্ট স্থলে জাহাজ হইতে নামিবে। এই স্থান আরার নয় মাইল দূরবর্তী। তাহারা এই নয় মাইল পথ অতিক্রমপূর্বক আরায় উপস্থিত হইয়া, তত্রত্য অবরুদ্ধ ইংরেজদিগকে বিমুক্ত করিয়া আনিবে। কিন্তু উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত হইল না। জাহাজ কিছু দূর গিয়া, চড়ায় আবদ্ধ হইল। সেনাপতি জাহাজের সৈনিকদিগকে

ফিরিয়া আনিতে চাহিলেন। কিন্তু কমিশনর টেলর সাহেব ইহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি আর-একখানি জাহাজে আরও কতকগুলি সৈন্য পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল যে, এই জাহাজ চড়ায় আবদ্ধ জাহাজের উদ্ধার করিবে। উভয় জাহাজের সৈন্য একত্র হইয়া, আরার জন্য যাইবে। ঘটনাক্রমে আর-একখানি জাহাজ দানাপুরে উপস্থিত হইল। উহা এলাহাবাদ হইতে বহুসংখ্যক ইউরোপীয় পলাতক লইয়া কলিকাতায় যাইতেছিল। এই জাহাজে আরার উদ্ধারের জন্য সৈন্য প্রেরণ করা সিদ্ধান্ত হইল। জাহাজ যাত্রিগণে পরিপূর্ণ ছিল। ইহাদিগকে না সরাইলে সৈনিকদিগের সমাবেশ হইত না। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সঙ্কল্পানুসারে কার্য করিতে নিরস্ত হইলেন না। দানাপুরের প্রোটেস্টাণ্ট সম্প্রদায়ের গির্জাঘর পান্থনিবাসে পরিণত হইল। যাবৎ সৈনিকগণ নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত না হয়, তাবৎ কর্তৃপক্ষ জাহাজের যাত্রিদিগকে এইস্থানে রাখিবার বন্দোবস্ত করিলেন। এইরূপে ২৯শে জুলাই প্রাতঃকালে আবার সৈনিক-দল পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইল। কিন্তু ২০ গণিত ইউরোপীয় পদাতিক-দলের আড়াইশত সৈনিক-পুরুষ যখন সজ্জিত হইয়া, নদীতটে উপনীত হইল, তখন জাহাজের পরিচালক কাপ্তেন, একেবারে বহুসংখ্যক লোকের সহিত দুইখানি ফ্ল্যাট চালাইতে অসম্মত হইলেন। যেহেতু, যে জাহাজ চড়ায় আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা ৩৭ গণিত দলের সৈনিকগণে পরিপূর্ণ ছিল। একবারে এত যাত্রীর সহিত ফ্ল্যাট দুইখানিকে টানিয়া লইতে উপস্থিত জাহাজের সামর্থ্য ছিল না। পক্ষান্তরে জাহাজের যাত্রিগণ ঊষাকালের সুষুপ্তিসুখ ভোগ করিতেছিল। কাপ্তেন এই সুখের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিলেন না। কমিশনর টেলর সাহেব ঐ সময়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যাত্রীদিগকে উঠাইয়া দিতে আদেশ দিলেন। অনেক গোলযোগের পর সৈনিকদিগের স্থান নির্দিষ্ট হইল। কিন্তু পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, জাহাজ বহুসংখ্যক আরোহীতে পরিপূর্ণ দুইখানি ফ্ল্যাট লইয়া যাইতে সমর্থ ছিল না। সুতরাং ১০ গণিত দলের ইউরোপীয় সৈনিকদিগের নির্দিষ্ট সংখ্যার অর্ধাংশ আপনাদের আবাসগৃহে ফিরিয়া গেল, অপর অর্ধাংশ জাহাজে আরোহণ করিল। সর্ব প্রথম কর্নেল ফেনউইক্ সৈনিক-দলের পরিচালন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অল্পসংখ্যক সেন্য লইয়া যাইতে অসম্মত হওয়াতে, কাপ্তেন ডানবার নামক একজন সৈনিক-পুরুষের উপর পরিচালন-ভার সমর্পিত হইল। দানাপুরের বৃদ্ধ সেনাপতি কাপ্তেন ডানবারের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। তিনি নির্দেশ করিয়াছেন যে, কাপ্তেন ডানবারের যোগ্যতার বিষয় বোধহয় কর্নেল ফেনউইকের বিদিত ছিল না*। একজন অযোগ্য পরিচালক নিয়তির অবশ্যম্ভাবী বিধানের বশবর্তী হইবার জন্যই, কুক্ষণে দানাপুর হইতে যাত্রা করিলেন।

জাহাজ বেলা সাড়ে-নটার সময় তটবর্তী ইউরোপীয়দিগের জয়ধ্বনির মধ্যে দানাপুর হইতে যাত্রা করিল। পাটনার কমিশনরের সহকারী মাঙ্গল্স সাহেব এবং ছাপরার

* *Martin, Indian Empire, Vol II, p 403.*

ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাক্‌ডোনাল্‌ড্‌ সাহেব আরাযাত্রি সৈনিকদিগের মধ্যে ছিলেন। তাঁহারা আপনাদের অভ্যস্ত কার্য পরিত্যাগ করিয়া, উপস্থিত সময়ে সৈনিকের কর্ম গ্রহণ করিতে কাতর হন নাই। যাহা হউক, জাহাজে কোনো বিষয়ের শৃঙ্খলা ছিল না। নিয়তির অখণ্ডনীয় বিধিতে যাহারা অজ্ঞাতসারে সর্বসংহারক কালের সম্মুখে উপনীত হয়, তাহাদের মধ্যে, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত, সকল বিষয়েই গোলযোগ ঘটিতে থাকে। কাপ্তেন ডান্‌বারের অধীন সৈনিক-দল জাহাজে উঠিয়া, নানা গোলযোগে বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহারা ক্ষুধার্ত হইয়া জাহাজে উঠিয়াছিল, ক্ষুধার্তভাবেই জাহাজে অবস্থিতি করিতে লাগিল। জাহাজে খাদ্য ও পানীয়ের অভাব ছিল না, কিন্তু নানা গোলযোগে তৎসমুদয় সৈনিকদিগের মধ্যে পরিবেশন করা হইল না। বেলা দুই প্রহরের পর আবদ্ধ জাহাজের উদ্ধার হইল। জাহাজ নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলে, সমস্ত সৈন্য জাহাজ ছাড়িয়া, নৌকায় উঠিল। যেহেতু, ঐ স্থান হইতে আরার সন্নিকট-বর্তী স্থানে উপস্থিত হইতে হইলে, একটি খাল দিয়া যাইতে হইত। নৌকাগুলি নির্দিষ্ট স্থলে উপনীত হইল। এই স্থান হইতে আরা কয়েক মাইল দূরবর্তী ছিল। এদিকে সৈনিকগণ অনাহারে ক্লিষ্ট হইয়াছিল। তাহারা কাতরভাবে অপরাহ্ণ সাতটার সময়ে নৌকা পরিত্যাগ করিয়া, তীরে উত্তীর্ণ হইল। এই সময়ে চন্দ্রালোকে চারি-দিক উদ্ভাসিত হইয়াছিল। কাপ্তেন ডান্‌বার এই আলোকের সাহায্যে, পথপ্রদর্শকের নির্দিষ্ট পথে সৈনিক-দলের সহিত আরার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছু দূর যাইয়া, তিনি একটি সেতুর নিকটে উপনীত হইলেন। সৈনিকগণ এই স্থানে বিশ্রাম করিতে চাহিল এবং ক্ষুধাশান্তির নিমিত্ত অধিনায়কের নিকটে বিস্কুট ও মদ্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু ডান্‌বার তাহাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য না করিয়া, সেই রাত্রিতেই আরায় যাইতে উদ্যত হইলেন। ক্ষুধার্ত সৈনিকগণ রাত্রি এগারটার সময়ে আবার চলিতে লাগিল। ঐ সময়ে চন্দ্র অস্তমিত হইতেছিল। রাত্রি দুই প্রহরের পূর্বে অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হইল। কাপ্তেন ডান্‌বার, বিপক্ষ সিপাহিদিগের উপস্থিতি সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া সৈনিক-দলের সহিত এই অন্ধকারের মধ্যে আরার দিকে যাইতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা আরার সন্নিকটবর্তী হইয়াছেন, এমন সময়ে পথের পার্শ্বস্থিত অন্ধকারময়, নিবিড় আম্রকানন যেন সহসা জ্বলিয়া উঠিল ; সহসা গভীর নিশীথে অনলশিখা দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইল। মুহূর্তমধ্যে গুলির-পর-গুলি আসিয়া, ডান্‌বারের সৈনিক-দলের উপর পড়িতে লাগিল। প্রথমেই গুলির আঘাতে অধিনায়কের পতন হইল। সৈনিক-দলের পরিচালনায়, কাপ্তেন ডান্‌বারের যদি বিবেচনার ত্রুটি হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি এই ত্রুটির সমুচিত ফল ভোগ করিয়াছেন। প্রথমবারের গুলিতে বিদ্ধ হইবার পর, আর তাঁহাকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায় নাই।

রণক্ষেত্রে অধিনায়কের পতন হইল। অন্ধকারের মধ্যে গুলির-পর-গুলি আসিয়া, সৈনিক-দলের পুরোভাগে, দক্ষিণপার্শ্বে ও বামপার্শ্বে পতিত হইতে লাগিল। গুলির আঘাতে পরিশ্রান্ত সৈনিকদিগের অনেকে অনন্ত-নিদ্রায় অভিভূত হইতে লাগিল। এইরূপ

আকস্মিক আক্রমণে সমগ্র সৈনিক-দল একত্রে বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহারা গভীর অন্ধকারপ্রযুক্ত বিপক্ষদিগকে লক্ষ্য করিতে পারিল না। অধিকন্তু নিবিড় আম্রকানন লক্ষ্যনির্দেশে, তাহাদের প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠিল। পক্ষান্তরে তাহাদের শ্বেতবর্ণ সামরিক পরিচ্ছদ এ বিষয়ে আক্রমণকারীরা সিপাহিদিগের যথোচিত সাহায্য করিতে লাগিল। তাহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া, আত্মগোপনে ইচ্ছা করিল। কিছুক্ষণ পরে ভেরী ধ্বনিতে একত্র হইয়া, তাহারা আম্রবন পরিত্যাগ পূর্বক শস্যক্ষেত্রের নিকটে উপস্থিত হইল। ক্ষেত্রের পার্শ্বে জলশূন্য ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর মতো একটি খাদ ছিল। হতাবশিষ্ট সৈনিকগণ এই খাদে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু তাহারা ঐ আশ্রয়স্থানে একেবারে নিরাপদ হইল না। অস্ত্রাদির শব্দে সিপাহিগণ ঐ স্থান ঠিক করিয়া লইল, এবং নির্দিষ্ট স্থান লক্ষ্য করিয়া, গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। ইহাতে কেহ কেহ ঐ আশ্রয়স্থানে থাকিয়া, গুলির আঘাতে দেহত্যাগ করিল। ইংরেজ সৈনিকদিগের এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় রাত্রি প্রভাত হইল। আরা তাহাদের অর্ধ মাইলের মধ্যে ছিল। পক্ষান্তরে তাহারা যে জাহাজে আসিয়াছিল, উহাতে পৌঁছিতে হইলে, তাহাদিগকে বার মাইলের পথ অতিক্রম করিতে হইত। খাল থাকাতে নৌকা ভিন্ন যাইবার সুবিধা ছিল না। কাপ্তেন ডানবারের পরিশ্রান্ত সৈনিকগণ এরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল যে, তাহারা আরায় না গিয়া, পুনর্বার জাহাজে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল। এই উদ্যমে তাহাদের দুর্গতির অবধি রহিল না। সিপাহিরা চারিদিক হইতে তাহাদের উপর গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। ঘরের চাল, মৃন্ময়প্রাচীর, ঝোপ, বাগান, খাদ প্রভৃতি সমুদয় স্থান হইতে গুলি আসিয়া, তাহাদের সংখ্যা অল্পতর করিতে লাগিল। তাহারা খালের দিকে যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই যেন তাহাদের বোধ হইতে লাগিল যে, দুর্দান্ত সিপাহিগণ সর্বব্যাপী হইয়া রহিয়াছে। তাহারা আক্রমণকারী-দিগকে লক্ষ্য করিতে পারিল না; যেহেতু সিপাহিগণ ঝোপ প্রভৃতির অন্তরালে থাকিয়া, গুলিবৃষ্টি করিতেছিল। তাহারা কেবল, যে স্থানে সিপাহিদিগের বন্দুক হইতে ধূম নির্গত হইতেছে সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে ফলোদয় হইল না। সকল বিষয়েই তাহাদের যার-পর-নাই অসুবিধা ঘটিতেছিল। তাহাদের আহত ব্যক্তিদিগকে লইয়া যাইবার জন্য ডুলি ছিল না। তাহাদের শুশ্রূষার জন্য চিকিৎসক বা অন্য লোক ছিল না। তাহাদের বিপক্ষগণ দৃষ্টিপথবর্তী ছিল না। একজন মাত্র চিকিৎসক তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আহত হওয়াতে অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইরূপ নানা অসুবিধার মধ্যে, কেবল একটিমাত্র বিষয়ে তাহাদের সুবিধা ঘটিয়াছিল। তাহাদের সহযোগিগণ গুলির আঘাতে যেমন একে একে পথের পার্শ্বে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইতেছিল, সেইরূপ আক্রমণকারিদিগের গুলি বারুদ প্রভৃতি নিঃশেষিত হইয়া উঠিতেছিল। যদি এই উপকরণের অভাব না ঘটিত, তাহা হইলে বোধহয়, তাহাদের একজনও প্রাণ লইয়া, পলায়ন করিতে পারিত না।

এইরূপ শোচনীয়ভাবে তাড়িত হইয়া, অবশিষ্ট ইংরেজ-সৈন্য খালের তীরে উপস্থিত

হইল। সৌভাগ্যক্রমে এইস্থানে পূর্বের নৌকাগুলি ছিল। পল্লীবাসিরাও দয়াধর্মের বশবর্তী হইয়া, নৌকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু পলায়িত ও বিতাড়িত সৈনিকদিগের মধ্যে কিছুমাত্র শৃঙ্খলা রহিল না। প্রায় সকলেই আপনাকে নিরাপদ করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। সেনানায়কদিগের কোনো কথায় কিছুমাত্র ফল হইল না। এ সময়েও সিপাহিগণ পলায়িতদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলিবৃষ্টি করিতেছিল। নৌকা সকল ভস্মীভুত বা নিমজ্জিত করিতেও তাহাদের উদ্যমশীলতা পরিস্ফুট হইতেছিল। তাহাদের উদ্যম একবারে নিষ্ফল হয় নাই। তাহারা দুইখানি নৌকা ডুবাইয়া দিল। এক-খানিতে অগ্নি দিয়া, ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। এদিকে পলায়িতগণ আপনাদের জীবন রক্ষার জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রায় সকলেই আপনাদের অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিল; দেহ হইতে পরিচ্ছদ উন্মোচিত করিয়া ফেলিল, এবং উন্মত্তভাবে নৌকায় উঠিবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। কিন্তু তাহাতে হতভাগ্যদিগের নিষ্কৃতিলাভ হইল না। কেহ কেহ সিপাহিদিগের গুলির আঘাতে দেহত্যাগ করিল। কেহ কেহ জলে নিমজ্জিত হইল। কেহ কেহ বা নৌকার অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গেল। সর্বশেষে একটি সৈনিক-পুরুষ যে নৌকায় আরোহণ করে, উহা অনলশিখায় পরিব্যাপ্ত হওয়াতে, আরোহিগণ জলে ঝাঁপ দেয়। উক্ত সৈনিক-পুরুষও ইহাদের সঙ্গে জলে লাফাইয়া পড়ে॥ এমন সময়ে, ইহার গলদেশে গুলি প্রবিষ্ট হয়। সৈনিক-পুরুষও তন্মুহূর্তে নিমজ্জিত হইয়া যায়। পরক্ষণে আবার সে জলের উপরে মাথা তুলিয়া, অস্ত্র পরিত্যাগ করে, এবং উচ্চৈঃস্বরে সহযোগিদিগকে সম্বোধনপূর্বক "বিদায়" "বিদায়" বলিয়া, জলমগ্ন হয়। এই সৈনিক-যুবক আর তাহার সহযোগিবর্গের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই।

যাহারা কোনোরূপে আত্মরক্ষা করিয়া, খালের অপর তীরে উত্তীর্ণ হইল তাহাদের আশঙ্কা থাকিল না। তাহারা অভাবনীয়, ঘোরতর বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, নিরতিশয় কাতরভাবে জাহাজে উপস্থিত হইল। জাহাজ এই সকল শোচনীয় দশাগ্রস্ত সৈনিকদিগকে লইয়া, দানাপুরের অভিমুখে যাত্রা করিল। উহা যখন দানাপুরের নিকটবর্তী হইল, তখন তত্রত্য ইউরোপীয়গণ আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে ভাবিয়া, উৎফুল্লভাবে উহার প্রতি দৃষ্টি যোজনা করিয়া রহিল। কিন্তু জাহাজের কেহই কোনোরূপ আনন্দধ্বনি করিল না। কেহই কোনোরূপ উল্লাসের চিহ্ন দেখাইল না। তটবর্তী ইউরোপীয়দিগের ঔৎসুক্য বর্ধিত হইল। কিন্তু তাহাদের উৎফুল্লভাব প্রায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। তাহারা নিরতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে ও নিস্তব্ধভাবে জাহাজের দিকে চাহিয়া রহিল। জাহাজ ধীরে ধীরে চিকিৎসালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইল। একদিন পূর্বে যাহারা সুস্থদেহ ছিল যৌবনোচিত সাহস ও তেজস্বিতার নিদর্শন, যাহাদের মুখমণ্ডলে পরিলক্ষিত হইতেছিল, তাহাদের দুরবস্থার একশেষ ঘটিয়াছিল। চারিশত সুস্থদেহ স্ফূর্তিযুক্ত পুরুষ দানাপুর হইতে যাত্রা করিয়াছিল. ইহাদের অর্ধাংশ আরার পার্শ্ববর্তী স্থানে গতাসু হইয়া, কুক্কুর, শৃগাল. শকুনি প্রভৃতির ভক্ষ্য হয়। অপর অর্ধাংশের পঞ্চাশজন মাত্র অক্ষতদেহে প্রত্যাবর্তন করে। দানাপুরের ইউরোপীয়গণ

এতক্ষণ জাহাজের আরোহিদিগের নিস্তব্ধতা দেখিয়া ঔৎসুক্যসহকারে পরস্পরের নিকটে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছিল। জাহাজ যখন নির্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইল, তখন তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, উহা ভয়াবহ মৃত্যু ও অভাবনীয় বিপত্তি-কালের নিস্তব্ধতা। এখন প্রফুল্লতার পরিবর্তে গভীর বিষাদের আবির্ভাবে তটবর্তী ইউরোপীয়দিগের ভাবান্তর ঘটিল। মহিলাগণ গভীর শোকে অধৈর্য হইয়া আপনাদের বক্ষোদেশে করাঘাত করিতে লাগিল। কেহ কেহ কেশগুচ্ছ উৎপাটন করিতে করিতে এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডের কর্তার প্রতি সমুচিত শাস্তিবিধানের জন্য, ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিল। পুরুষেরা গভীর শোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। সেনাপতি লয়েড্ এই বিষয়ের জন্য দায়ী ছিলেন না। কিন্তু দানাপুরের ইউরোপীয়গণ এরূপ উত্তেজিত হইয়াছিল যে, তাহারা সেনাপতিকে সম্মুখে পাইলে তাঁহার দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিত।

যাহারা আরার উদ্ধারের জন্য যাত্রা করিয়াছিল, এইরূপে তাহাদের অবস্থান্তর ঘটে। কিন্তু তাহাদের কেহ কেহ আপনাদের শোচনীয় অবস্থার মধ্যেও সমুচিত সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিতে বিমুখ হয় নাই। উপস্থিত ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে যে, সৈনিক বিভাগের কর্মচারিদিগের ন্যায় দেওয়ানী বিভাগের কর্মচারিগণও এ সময়ে বীরবেশে সজ্জিত হইয়াছিলেন। সমরক্ষেত্রে, রণনিপুণ সৈনিকদিগের পার্শ্বে, ইহাঁরা আপনাদের যুদ্ধনৈপুণ্যের পরিচয় দেন। ফলতঃ, পূর্বতন সিবিল কর্মচারিগণ সামরিক কার্যে অনভ্যস্ত ছিলেন না। মৃগয়ায় ব্যাপৃত থাকাতে, ইহাঁরা যেরূপ অশ্বারোহণে নৈপুণ্য লাভ করিতেন, অস্ত্রপরিগ্রহেও সেইরূপ সুদক্ষ হইতেন। বন্য বরাহ, শার্দূল প্রভৃতি শ্বাপদকুলের পরাক্রম পর্যুদস্ত করিবার জন্য, ইহাঁরা সাহস ও ক্ষিপ্রকারিতা দেখাইতেন। এই সকল গুণ অনেক সময়ে ইহাঁদিগকে সমরক্ষেত্রে রণনিপুণ যোদ্ধা অপেক্ষা অধিকতর কর্মপটু করিয়া তুলিত। যখন চার্লস মেটকাফ্ ভরতপুর আক্রমণে সৈনিক-দলের উৎসাহবর্ধন করিয়াছিলেন, যখন মাউণ্ট স্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন আসাই যুদ্ধক্ষেত্রে স্যার আর্থর ওয়েলেস্লির পার্শ্বভাগে ছিলেন, তখন সিবিল কর্মচারিদিগের বীরত্ব অপ্রকাশিত ছিল না। ১৮৫৭ অব্দেও এই বীরত্বের অবসান হয় নাই। উহা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বিকাশ পাইয়াছিল। লেখনীর ন্যায় তরবারি ও বন্দুকও, ঐ সকল কর্মচারীর অভ্যস্ত বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। শান্তির সময়ে যেমন তাঁহারা লেখনীর পরিচালনায় দক্ষতা দেখাইতেন, বিপদের সময়ে তরবারি বা বন্দুকের প্রয়োগেও তাঁহাদের সেইরূপ নৈপুণ্য পরিস্ফুট হইত। আরাযাত্রী সৈনিকদিগের মধ্যে এইরূপ কতিপয় সাহসী সিবিল কর্মচারী ছিলেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, পাটনার কমিশনরের সহকারী রস্ মাঙ্গল্স্ সাহেব এবং ছাপরার ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেব আরার উদ্ধারার্থে যাত্রা করিয়াছিলেন। মাঙ্গল্স্ সাহেব একজন চলৎশক্তি-রহিত আহত সৈনিককে পৃষ্ঠদেশে লইয়া, বিপক্ষদিগের গুলিবৃষ্টির মধ্যে প্রায় ছয় মাইল পথ অতিক্রম করেন। ইনি নৌকা ধরিবার জন্য খালের জলে পড়িলেও, আহত সৈনিককে পরিত্যাগ করেন নাই। চব্বিশ ঘণ্টাকাল অনশনে থাকিলেও, এবং আটচল্লিশ ঘণ্টাকাল সামরিকবেশে

সজ্জিত ও সিপাহিদিগের কার্যপর্যবেক্ষণে নিয়োজিত হইলেও, ইহাঁর শক্তির হ্রাস হয় নাই। ইনি জলের মধ্যেও উপায়হীন, রক্ষণীয় সৈনিককে ধরিয়া সন্তরণ দ্বারা নৌকায় উপনীত হন এবং উহার মধ্যভাগে আপনার বহুমূল্য, বহনীয় পদার্থ স্থাপন করেন। অন্যতম সিবিল কর্মচারী মাক্‌ডোনাল্‌ড সাহেবও উপস্থিত সময়ে যথোচিত সাহসের পরিচয় দিতে বিমুখ হন নাই। কাপ্তেন ডান্‌বার যখন গুলির আঘাতে দেহত্যাগ করেন, তখন তিনি তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। নিহত অধিনায়কের দেহনিঃসৃত রুধিরবিন্দু তাঁহার শরীরের অনেক স্থানে লাগিয়াছিল। তিনি আহত হইলেও, যথোচিত পরাক্রম প্রকাশ করেন। তিনি সকলের শেষে যে নৌকায় আরোহণ করেন, সিপাহীরা সেই নৌকার দাঁড় সকল তুলিয়া লইয়াছিল এবং হাল রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং নৌকা এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া তীরের নিকটবর্তী হইল। সিপাহিগণ এই সময়ে নৌকা লক্ষ্য করিয়া, গুলি চালাইতে লাগিল। নৌকার ছই ভালো ছিল। যাহারা উহার অভ্যন্তরে ছিল, তাহাদের কোনো অনিষ্ট হইল না বটে, কিন্তু কেহই বহির্ভাগে যাইয়া, হাল ঠিক করিয়া দিতে সাহসী হইল না। এই দুঃসময়ে মাক্‌ডোনাল্‌ড সাহেব অগ্রসর হইলেন। তিনি সিপাহিদিগের গুলিবৃষ্টির মধ্যে রজ্জু কাটিয়া হাল ঠিক করিয়া দিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এ সময়ে তাঁহার দেহে গুলি প্রবিষ্ট হয় নাই। কয়েকটি গুলি কেবল তাঁহার টুপির পার্শ্বভাগ দিয়া চলিয়া যায়। হাল ঠিক হওয়াতে নৌকা সহজেই নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হয়*। একজন ফরাসী এই সময়ে আরার নিকটে রেলওয়ের কার্যে নিয়োজিত ছিলেন। গুলির আঘাতে ইহাঁর পদ ভগ্ন হইয়াছিল। তথাপি ইনি দুর্দশাগ্রস্ত ইংরেজ সৈনিকদিগের যথোচিত সাহায্য করেন। ইহাঁর সদ্ব্যবহারে পল্লীবাসিগণ সন্তুষ্ট ছিল। তাহারা একখানি নৌকা আনিয়া দেয়**। ফরাসী কর্মচারী সেই নৌকায় ষাটজন আহত সৈনিককে তুলিয়া নিরাপদে জাহাজে পাঠাইয়া দেন। অবশিষ্ট আহতদিগকে রক্ষা করিবার আশায়, তিনি ঐ নৌকায় আরোহণ করেন নাই। পরিশেষে এই সদাশয় সাহসী কর্মচারী সন্তরণ দ্বারা জাহাজ ধরেন এবং উহাতে উঠিয়া, আহতদিগের ক্ষতস্থান প্রক্ষালন পূর্বক চিরাভ্যস্ত পানীয়—রম দিয়া, তাহাদের তৃপ্তিসাধন করেন***।

* ম্যাক্‌ডোনাল্‌ড সাহেব ইহার জন্য সাহসী সৈনিকদিগের চিরপ্রার্থনীয় পুরস্কার—"বিক্‌টোরিয়া ক্রস্‌" প্রাপ্ত হন। ইনি শেষে কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি হইয়াছিলেন।

** এই সময়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও পলায়িত ইংরেজদিগের যথোচিত উপকার করেন। কোয়েলোয়ারের সন্নিকটবর্তী স্থানের একটি সদাশয় সম্ভ্রান্ত পুরুষ তিনজন ইংরেজকে আশ্রয় দেওয়াতে গবর্নমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তিনটি মৌজা দেন। কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম প্রসিদ্ধ উকীল শালিগ্রামসিংহ ইহাঁর পুত্র।

*** *Martin, Indian Empire. Vol. II, p. 403.*

এদিকে আবার অবরুদ্ধ ইংরেজেরা নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। রাত্রিশেষে একজন শিখ ভগ্নদূতে বিপক্ষগণের অজ্ঞাতসারে দুর্গে যাইয়া, তাঁহাদিগকে আপনাদের দুর্গতির সংবাদ জানাইল। এই সংবাদে তাঁহারা মর্মাহত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের সাহস ও অধ্যবসায় অন্তর্হিত হইল না। তাঁহাদের পানীয় জল শেষ হইয়া গিয়াছিল। এদিকে অবিরত গুলিবৃষ্টি হওয়াতে, গৃহের বহির্ভাগে যাইবারও উপায় ছিল না। অধ্যবসায়সম্পন্ন শিখগণ অন্য স্থানে না যাইয়া, সেই ক্ষুদ্র আশ্রয়দুর্গের মেঝেতেই আঠার ফীট গভীর কূপ খনন করিল। বিকার্সবয়েনের কৌশলে টোটা প্রস্তুত হইল। দুর্গে বিস্কুট, ময়দা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের অভাব ছিল না। কিন্তু মাংসাশী ইংরেজরা কেবল বিস্কুটে পরিতৃপ্ত ছিলেন না। কেবল নিরামিষ খাদ্য তাঁহাদের শক্তিসম্বর্ধনে সাহায্য করিত না। এজন্য তাঁহারা আপনাদের পরিতৃপ্তি ও পরিপুষ্টিসাধনের জন্য আমিষ-সংগ্রহে উদ্যত হইলেন। তাঁহাদের উদ্যম সফল হইল। রাত্রিকালে অনেক ছাগ যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাদের আবাস-দুর্গের নিকট আসিত। একদা রাত্রিকালে তাঁহারা সিপাহি-দিগের অলক্ষ্যভাবে চারিটি ছাগ অবরুদ্ধ করিলেন। উহাদের মাংসে তাঁহাদের যথোচিত তৃপ্তিলাভ হইল। এদিকে সিপাহিগণ নিশ্চেষ্ট ছিল না। তাহারা কুল্যা খনন করিয়া ইংরেজদের ক্ষুদ্র দুর্গ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল। ইংরেজেরা প্রতিকুল্যা খনন করিয়া, তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে এক সপ্তাহ অতীত হইল। এক সপ্তাহকাল অবরুদ্ধ ইংরেজ ও তাঁহাদের সহকারিগণ, অপূর্ব অধ্যবসায়ের সহিত আত্মরক্ষা করিল। সময়ে সময়ে ইহাদের কষ্টের একশেষ হইতে লাগিল। এক সপ্তাহের পর (২রা আগস্ট) ইংরেজেরা দেখিলেন যে, অনেক লোক গরুর গাড়ি, হাতি, উট এবং ঘোড়ায় বিলুণ্ঠিত দ্রব্যাদি স্থানান্তরে লইয়া যাইতেছে। এই সময়েও সিপাহিগণ গুলিবৃষ্টি করিতেছিল। ক্রমে তাহাদের এই কার্য কিয়দংশে শিথিল হইয়া পড়িল। বেলা যতই বাড়িতে লাগিল, ততই অবরুদ্ধদিগের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গভীর দুশ্চিন্তার মধ্যে আবার তাঁহারা দূরে কামানের শব্দ শুনিতে পাইলেন। ঐ দূরাগত ধ্বনিতে আবার তাঁহাদের হৃদয়ে যুগপৎ আশা ও নৈরাশ্য, হর্ষ ও বিষাদের সঞ্চার হইল। তাঁহারা ঔৎসুক্যসহকারে প্রতি মুহূর্তে ঐ দিকের সমস্ত-বিষয় পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদের বিশ্বাস হইল যে, উদ্ধারকারী-সৈনিক-দল অগ্রসর হইতেছে। তাঁহারা এই বিশ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া, সর্বসিদ্ধিদাতা ভগবানের নিকটে আপনাদের কুশল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

কামান-পরিচালক দলের বিনসেণ্ট আয়ার নামক একজন সৈনিক পুরুষ আপনার সৈন্য লইয়া, জলপথে কলিকাতা হইতে এলাহাবাদে যাইতেছিলেন। তাঁহার জাহাজ ২৫শে জুলাই সন্ধ্যাকালে দানাপুরে উপনীত হয়। এই সময়েই সেনাপতি লয়েডের সিপাহি-দল উত্তেজিতভাবে দানাপুর পরিত্যাগ করে। বিনসেণ্ট আয়ার অবিলম্বে দানাপুরের সেনানায়কের নিকটে উপস্থিত হইয়া, স্বয়ং উত্তেজিত সিপাহিদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব গ্রাহ্য হয়। আয়ার পরদিন দানাপুর হইতে বক্সারে যাইয়া শুনিতে পাইলেন যে, উত্তেজিত সিপাহিগণ শোণ পার হইয়া, আরার

অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। আয়ার অবিলম্বে গাজীপুরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সে স্থান তখন নিরাপদ ছিল না। এজন্য তিনি তথায় দুটি কামান রাখিয়া, আবার বক্সারে প্রত্যাগত হইয়া, আরায় যাইতে উদ্যত হইলেন। এস্থলে আর-একদল সৈন্য তাঁহার সঙ্গে একত্র হইল। আয়ার ঐ সকল সৈন্য ও কয়েকটি কামান লইয়া, ৩০শে জুলাই আবার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে সমগ্র আরা কুমারসিংহের পদানত হইয়াছিল। বৃদ্ধ রাজপুতবীরের প্রতাপে লোকে কম্পান্বিত হইলেও, সকলে দুর্দশাগ্রস্ত হয় নাই। কুমারসিংহ নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই সময়ে কয়েকটি বাঙালী তাঁহার সম্মুখে আনীত হন। ইহাঁরা ইংরেজের পক্ষে ছিলেন; ইংরেজের চাকরি করিয়া দিনপাত করিতেন। সুতরাং ইহাঁদের দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছিল যে, কুমারসিংহ ইহাঁদের প্রাণদণ্ড করিবেন। বাঙালীরা কাতরভাবে, বিশুষ্কমুখে কুমারসিংহের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ রাজপুত বিস্ফারিতলোচনে, গম্ভীরভাবে, ইহাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; সে দৃষ্টিতে আবেগের লক্ষণ নাই, ক্রূরতার বিকাশ নাই, কঠোবতার পরিচয় নাই! সে দৃষ্টি প্রশান্ত অথচ জ্যোতির্ময়। কুমার-সিংহ প্রশান্তভাবে বাঙালিদিগের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—'নির্ভয়ে স্বদেশে ফিরিয়া যাও, আমার আদেশে কেহ তোমাদের উপর অত্যাচার কবিবে না।' ইহা কহিয়া, তিনি তাঁহাদিগকে হাতিতে করিয়া পাটনায় পাঠাইতে আদেশ দিলেন। তেজস্বী, সৌম্যপুরুষ নিরীহ বাঙালির শোণিতপাত করিযা, বীরধর্মের অবমাননা করিলেন না। বৃদ্ধ কুমার-সিংহের প্রকৃতি এইরূপ উন্নত ছিল। এইরূপ পবিত্র বীরধর্মে তাঁহার হৃদয় অলংকৃত হইয়াছিল।

আয়ার বক্সাবের অষ্টআশি মাইল দূরবর্তী শাহপুর নামক পল্লীতে উপস্থিত হইয়া কাপ্তেন ডানবারেব পরাজয় ও নিবনের সংবাদ পাইলেন। এই সময়ে অবিরত বৃষ্টিপাতে বক্সার ও আরার মধ্যবর্তী ভূখণ্ড প্লাবিত হইয়াছিল। তথাপি আয়ারের গতিরোধ হইল না। আয়ার ১লা আগস্ট সন্ধ্যাকালে গুজরাজগঞ্জ নামক পল্লীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পথের উভয় পার্শ্বস্থ ধান্যক্ষেত্র সকল জলপ্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। কিয়দ্দূরে পথের সম্মুখে ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী ছিল। ইংরেজ সেনাপতির গতিরোধের জন্য কুমারসিংহ ঐ স্থানে সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। আয়ার ২রা আগস্ট, প্রাতঃকালে যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ ভেরীধ্বনি হইল। ভেরীর গভীর শব্দে সেনাপতি বুঝিতে পারিলেন, অদূরে বিপক্ষগণ যুদ্ধার্থে সজ্জিত রহিয়াছে। অনতিবিলম্বে কুমারসিংহের সৈন্য তাঁহার দৃষ্টিপথবর্তী হইল। ইংরেজ সেনাপতি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এদিকে কুমারসিংহের সৈন্য বৃক্ষশ্রেণীর পার্শ্বভাগ হইতে অবিচ্ছেদে গুলি চালাইতে লাগিল। আয়ার পুরোভাগে কামান স্থাপন করিয়া, বিপক্ষের দিকে গোলাবৃষ্টি করিবার আদেশ দিলেন। কুমারসিংহের সৈন্য সবিশেষ সাহসী ও পরাক্রান্ত ছিল। তাহাদের সংখ্যাও ইংরেজদিগের অপেক্ষা অধিক ছিল। কিন্তু কুমারসিংহ দুই বিষয়ে বিপক্ষ অপেক্ষা হীনবল ছিলেন। প্রথম, তাঁহার কামান

ছিল না। এদিকে ইংরেজ সেনাপতি কামানের সাহায্যে বিপক্ষের দিকে অবিরত গোলাবৃষ্টি করিতেছিলেন। দ্বিতীয়, তাঁহার সৈনিক-দলের বন্দুক উৎকৃষ্ট ছিল না। পক্ষান্তরে বিপক্ষগণ উৎকৃষ্ট "এনফীল্ড রাইফল" নামক বন্দুকে সজ্জিত ছিল। যুদ্ধাস্ত্রের এইরূপ হীনতায় কুমারসিংহের সৈন্য দীর্ঘকাল বিপক্ষের গতিরোধ করিয়া থাকিতে পারিল না। গোলাবর্ষণে তাহারা হটিয়া যাইতে লাগিল; ইংরেজ সেনাপতি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপে দুই মাইল যাওয়ার পর একটি ক্ষুদ্র নদীতে তাঁহার গতিরোধ হইল। নদীর অপর তটে বিবিগঞ্জ নামক ক্ষুদ্র পল্লী। নদী পার হওয়ার জন্য যে সেতু ছিল, কুমারসিংহ তাহা ভাঙিয়া ফেলিয়াছিলেন। এজন্য আয়ার সে স্থানে নদী পার হইতে পারিলেন না। তিনি দক্ষিণ পার্শ্বে ফিরিয়া রেলওয়ের বাঁধের দিকে যাইতে লাগিলেন। ঐ বাঁধ দিয়া, আরার দিকে একটি রাস্তা গিয়াছিল; আয়ার উক্ত পথ অবলম্বন করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এদিকে কুমারসিংহ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি সৈনিক-দলের সহিত নদীর অপর তট দিয়া, উল্লিখিত বাঁধের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ইংরেজ-সেনাপতি তাঁহার দিকে ক্রমাগত কামানের গোলাবর্ষণ করিতেছিলেন, কিন্তু এবার কুমারসিংহ গোলাবৃষ্টিতে নিরস্ত হইলেন না। অপ্রতিহত বেগে, অবিচলিত উৎসাহ সহকারে, অবারিত বিক্রমে, বর্ষীয়ান ক্ষত্রিয় বীর বিপক্ষের গতিরোধ করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। বিবিগঞ্জের সন্নিহিত ভূখণ্ডে ভয়াবহ সমরের আরম্ভ হইল।

বাঁধের নিকটে বৃক্ষসমাকীর্ণ একটি ক্ষুদ্র বন ছিল। ইংরেজ সেনাপতি বাঁধ ছাড়াইয়া, আরার পথে উপস্থিত হইতে-না-হইতেই, কুমারসিংহ ঐ বন অধিকার করিলেন। মুহূর্তমধ্যে বনের অন্তরাল হইতে গুলির-পর-গুলি আসিয়া, ইংরেজ সৈন্যের উপর পড়িতে লাগিল। গুলির-পর-গুলির আঘাতে আয়ারের সৈন্য বিব্রত হইয়া পড়িল। আর তাহারা অগ্রসর হইতে পারিল না। কুমারসিংহ প্রবলবেগে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই আক্রমণ সহসা নিরস্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। বৃদ্ধ রাজপুতের বীরত্ব ও সাহস দেখিয়া, ইংরেজ সেনাপতি চমকিত হইলেন। তিনি বিপক্ষের উপর গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু ঐ গুলিতে তাহাদের সাহস ও উদ্যম পর্যুদস্ত হইল না। কামানের নিকটে যে সকল পদাতিক সৈন্য ছিল, তাহারা কুমারসিংহের আক্রমণে কামান ফেলিয়া পশ্চাতে হটিয়া গেল। কুমার-সিংহের সৈন্য এই অবসরে প্রবলবেগে কামানের নিকটে আসিয়া পড়িল। ইংরেজ সেনাপতি আর কোনো উপায় না দেখিয়া, সঙ্গীন চালাইতে আদেশ দিলেন। ইংরেজ-দিগের উৎকৃষ্ট সঙ্গীনের সম্মুখে সিপাহিগণ অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে পারিল না। তাহাদের দল বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। এইরূপে আয়ারের পথ পরিষ্কৃত হইল। পথে আর একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী ছিল। আয়ার কামান সকল গোযানে আনিতেছিলেন। উহা পরপারে লইয়া যাইবার জন্য সেতুর প্রয়োজন হইল। প্রয়োজন সিদ্ধির পক্ষে কোনো বিঘ্ন হইল না। রেলওয়ের কার্যে যে ইষ্টকরাশি ছিল, তদ্দ্বারা ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর বিস্তৃতি সঙ্কুচিত হইল। ঐ সংকুচিত অংশে গোযান বসাইয়া আয়ার কামান লইয়া, অপর

তীরে উপনীত হইলেন। আর তাঁহার পক্ষে কোনো উপদ্রব ঘটিল না। তিনি ৩রা আগস্ট প্রাতঃকালে আবার উপনীত হইলেন। আরায় অবরুদ্ধ ইংরেজরা আপনাদের উদ্ধারকর্তাকে অক্ষত শরীরে সমাগত দেখিয়া, আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এদিকে কুমারসিংহ স্বকীয় বাসগ্রাম জগদীশপুরে গিয়াছিলেন। তাঁহার দলস্থ কতিপয় যুদ্ধাহত সিপাহী ইংরেজদিগের বন্দী হইয়াছিল। আয়ার ঐ আহত বন্দীদিগের প্রতি কিছুমাত্র দয়া দেখাইলেন না। তিনি কতিপয় সিপাহির প্রাণদণ্ড করিলেন। স্থানীয় লোকে নিরস্ত্রীকৃত হইল। এই সকল কার্যসাধনে এক সপ্তাহ অতীত হইল। আয়ার ১১ই আগস্ট জগদীশপুরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জগদীশপুরে যাইবার পথে নিবিড় জঙ্গল ছিল। কুমারসিংহ জঙ্গলমধ্যবর্তী দলুর নামক স্থানে সৈন্য সন্নিবেশ করিয়া, বিপক্ষের গতিরোধের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা শেষে ফলবতী হয় নাই। কুমারসিংহ জগদীশপুরের বাড়িতে অনেক শস্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আয়ার জগদীশপুরে গিয়া, শস্য বাহির করেন, এবং বারুদ দিয়া কুমারসিংহের প্রায় সমস্ত গৃহ ভূমিসাৎ করিয়া ফেলেন। পবিত্র দেবালয়ও তাঁহার করাল আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় নাই। কুমারসিংহ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, একটি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইংরেজ সেনাপতি উহা বিনষ্ট করেন। কুমারসিংহের দুই ভ্রাতা অমরসিংহ ও দয়ালসিংহের বাসগৃহও ঐরূপে বিধ্বস্ত হয়। জগদীশপুরের কিছু দূরে জোৎরা নামক স্থানে কুমারসিংহের আর-একটি আবাসবাড়ি ছিল। সেনাপতি আয়ার সেন্য পাঠাইয়া উহা নষ্ট করিয়া ফেলেন।

দানাপুরের ১০ গণিত দলের ইউরোপীয় পদাতিকগণ আরার উদ্ধারের জন্য গমন করে। এই সময়ে ইহাদের কার্যসম্বন্ধে একজন ইউরোপীয় পত্রপ্রেরক ইংলণ্ডের একখানি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন,—'ইহারা আহত সিপাহিদিগকে ধরিয়া পথ-পার্শ্বের বৃক্ষশাখায় ফাঁসি দিয়াছিল। যাহারা যুদ্ধে দেহত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের শবও ঐরূপে বিলম্বিত হইয়াছিল। কুমারসিংহের প্রাসাদে পঞ্চাশ জন সিপাহী ইহাদের গুলিতে গতাসু হইলে, ইহারা ঐ সকল শবও পূর্বের ন্যায় বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল। কুমারসিংহের প্রাসাদ বিনষ্ট হইয়া ছিল। জগদীশপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম সকল দগ্ধীভূত এবং পল্লীবাসিগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল*।' জগদীশপুরের দেবালয় বিধ্বস্ত হওয়াতে প্রধান সেনাপতি স্যার কোলিন্ কাম্পবেল, আয়ারের প্রশংসা করেন নাই। গবর্নর জেনেরল একজন কর্মচারীর এইরূপ প্রতিহিংসামূলক অবৈধ কার্যে নিরতিশয় শঙ্কিত হন**। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস-প্রণেতা কে সাহেব লিখিয়াছেন যে জগদীশপুরের দেবালয় প্রাচীন নহে। লোকে প্রাচীন দেবমন্দিরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। জগদীশপুরের দেবমন্দির কুমারসিংহের নির্মিত। এই ব্যক্তিগত বিষয় হিন্দুর তাদৃশ শ্রদ্ধার উদ্দীপক ছিল

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 406.*

** *Ibid, p 406. Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 145, note.*

না*। কিন্তু ইতিহাস-লেখকের এই উক্তি হিন্দুর নিকটে সঙ্গত বোধ হইবে না। যে স্থানে আরাধ্য দেবতার অর্চনা হয়, তাহা প্রাচীনই হউক বা আধুনিকই হউক, হিন্দুর সমক্ষে চিরপবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ঐ স্থান প্রসিদ্ধ তীর্থের মধ্যে নিবেশিত না হইতে পারে; লোকে দলে দলে ঐ স্থানে যাইতে পারে, কিন্তু উহার পবিত্রতা সম্বন্ধে হিন্দুর মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। সেনানায়ক আয়ার বলবতী প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়াই ঐ পবিত্র মন্দির বিনষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার এই কার্য কোনো অংশে প্রশংসার যোগ্য নহে।

১০ গণিত ইউরোপীয় পদাতিক-দল জগদীশপুরের ধ্বংসসাধন সময় যেরূপ নির্দয়-ভাবের পরিচয় দিয়াছিল, জগদীশপুর হইতে দানাপুরে প্রত্যাবর্তিত হইলেও সেইরূপ নিষ্ঠুরতা দেখাইতে নিরস্ত থাকে নাই। তাহাদের প্রবৃত্তি দুর্দান্ত দানবের প্রকৃতি অপেক্ষা উন্নত ছিল না। তাহারা কার্যক্ষেত্রে সর্বক্ষণ দানব-প্রকৃতিরই পরিচয় দিতেছিল। যখন তাহারা উদরস্থ হইত, তখন তাহাদের মধ্যে কিছুমাত্র শৃঙ্খলা থাকিত না। দানাপুরের বৃদ্ধ সেনাপতি কর্ম হইতে অপসারিত হইলে তাহারা অধিকতর উচ্ছৃঙ্খল হয়, এবং সর্বক্ষণ সুরায় আসক্ত থাকিয়া, ভয়াবহ কার্যসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠে। ৪০ গণিত সিপাহিদলের প্রায় একশত ব্যক্তি এ সময়েও গবর্নমেণ্টের অনুরক্ত ছিল। ইহাদের সহযোগিগণ উত্তেজিতভাবে দানাপুর পরিত্যাগ করিলেও, ইহারা তাহাদের অনুগমন করে নাই, বা তাহাদের ন্যায় কোম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্যত হয় নাই। দানাপুরের বর্ষীয়ান সেনাপতির হস্তে যতদিন ঐ স্থানের কর্তৃত্ব ছিল, ততদিন এই সিপাহিদিগের কোনো অনিষ্ট হয় নাই। ইহারা যেমন প্রশান্তভাবে দানাপুরে অবস্থিতি করিতেছিল, কর্তৃপক্ষও সেইরূপ প্রশান্তভাবে ইহাদের প্রতি অনুরাগ দেখাইতেছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ সেনাপতি অপসারিত হইয়াছিলেন। দানাপুরের দানব-প্রকৃতির ইউরোপীয় পদাতিকগণ জগদীশপুর হইতে প্রত্যাবর্তিত হইয়াছিল। পল্লীদাহে নরহত্যায়, সম্পত্তি-বিলুণ্ঠনেও তাহাদের প্রতিহিংসায় পরিতৃপ্তি হইল না। তাহারা সমুত্তেজিত শ্বাপদের ন্যায় পূর্বোক্ত ৪০ গণিত দলের প্রভুভক্ত সিপাহিদিগের আবাসে উপস্থিত হইল। পূর্বতন আবাসগৃহ ভস্মীভূত হওয়াতে এই সকল সিপাহী পটবাসে বা অন্য কোনো আশ্রয়স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। ১০ গণিত দলের ইউরোপীয় সৈনিকগণ তাহাদিগকে ঐ স্থান হইতে টানিয়া বাহির করিল, এবং কোনো দিকে দৃকপাত না করিয়া, তাহাদের প্রতি বন্দুকের গুলি ও সঙ্গীন চালাইতে লাগিল। বন্দুকের শব্দে দানাপুরবাসিগণ সশঙ্ক হইল। অধিনায়কগণ সসম্ভ্রমে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহাদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। একজন দর্শক এই সময়ে লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই দৃশ্য সহজে তাঁহার স্মৃতিপট হইতে অপসারিত হইবে না। আহত সিপাহিদিগের কেহ কেহ দেহত্যাগ করিয়াছিল, কেহ কেহ মৃত্যুশয্যায় শয়ান হইয়াছিল একজনের দেহের পাঁচ স্থানে সঙ্গীনের আঘাত লাগিয়াছিল। অন্য একজনের ললাটদেশের মধ্যভাগে গুলি প্রবিষ্ট

* *Kaye, Sepoy War, Vol. II, pp. 145-46.*

হইয়াছিল। আর একজনের মুখ গুলির আঘাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। সকলেই নিরতিশয় কাতরস্বরে আপনাদের অসহনীয় যাতনা প্রকাশ করিতেছিল*। একজন ঐতিহাসিক নির্দেশ করিয়াছেন যে, সিপাহীরা সঙ্গীনে আহত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজনও মৃত্যুমুখে পাতিত হয় নাই**। কিন্তু অন্য একজন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, এই নরহত্যা বন্ধ করিবার পূর্বে পাঁচজন প্রাণত্যাগ করে। বারজন আহত হয়। আহতদিগের মধ্যে একটি স্ত্রীলোক ছিল। সেনাপতি স্যার জেমস্ আউট্রাম এই সময়ে (১৭ই আগস্ট) দানাপুরে উপস্থিত না হইলে, কর্তৃপক্ষ সম্ভবতঃ উক্ত অমানুষিক কাণ্ড গোপন করিয়া ফেলিতেন। আউট্রাম উপস্থিত হইয়া যে আদেশলিপি প্রচার করেন, তাহাতে তিনি এই ঘটনায় নিরতিশয় বিরক্তি ও আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে ৫ গণিত ইউরোপীয় সৈনিক-দলের একশত ব্যক্তি দানাপুর রক্ষার জন্য নিয়োজিত হয়। ১০ গণিত দলের সৈনিকগণ উচ্ছৃংখল ও উত্তেজিত হইয়া, এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি সাতিশয় বিদ্বেষভাব দেখাইত। সেনাপতি আউট্রাম এই বিদ্বেষপর সৈনিকদিগকে তাহাদের নির্দিষ্ট কার্যে রাখা সঙ্গত বোধ করেন নাই***। দানাপুরের কর্তৃপক্ষ এই ঘটনা গোপনে রাখিতে চেষ্টা করিতে পারেন। সেনাপতি আউট্রাম্ অন্য সৈনিক-দলকে নগররক্ষায় ব্যাপৃত রাখিতে পারেন। কিন্তু সমবেদনাপর, সহৃদয় ব্যক্তিগণ দুর্দান্ত নররাক্ষসদিগের যথোচিত শাস্তি হয় নাই বলিয়া, চিরদিন দুঃখ প্রকাশ করিবেন। এই নররাক্ষসদিগের আক্রমণে হতভাগ্য সিপাহিগণ দেহত্যাগ করুক বা নাই-করুক, অনুরক্ত প্রশান্ত-প্রকৃতি লোকের প্রতি এইরূপ আক্রমণ যে, নিরতিশয় নির্দয়তার কার্য, তদ্বিষয়ে বোধহয়, কেহই সন্দিহান হইবেন না। ইংরেজের স্বদেশীয় সৈনিকগণ শোণিত-পিপাসু শ্বাপদের ন্যায় এইরূপ নরহত্যায় উদ্যত হইয়াছিল। কর্তৃপক্ষ এই নরশ্বাপদদিগের কার্যে এইরূপে সমবেদনার অভাব দেখাইয়াছিলেন।

জগদীশপুর বিধ্বস্ত হইল। সিপাহিগণ পরাজয় স্বীকার করিল। কিন্তু কুমার-সিংহ ইংরেজের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন না। তাঁহার সুবিস্তৃত প্রাসাদ ভূমিসাৎ হইয়াছিল। তাঁহার পবিত্র দেবালয় বিচূর্ণিত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার সম্পত্তি বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি এইরূপে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া, শাসিরামের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অন্তঃপুরচারিণী মহিলারা ইতঃপূর্বে আপন আপন পিত্রালয়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন॥ কুমারসিংহ তাঁহাদের জন্য চিন্তিত না হইয়া, পার্শ্বচরগণের সহিত শাসিরামের নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার রক্ষিতা মুসলমানী ধর্মন বিবি সঙ্গে ছিল। যাহা হউক, এই সময়ে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছিল।

---

* *Daily News, October 16, 1857. Quoted by Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 414.*

** *Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 153.*

*** *Martin, Indian Empire, Vol. II, pp. 414—15.*

সিপাহিগণ পাহাড়ের উপর বিশ্রাম করিতে লাগিল। একখানি শতরঞ্চের উপর কুমন্ত্রণাদাতা হরেকৃষ্ণ ও রণদলনসিংহ উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাদের পার্শ্বভাগে সিপাহিদিগের সর্দারেরা আসন পরিগ্রহ করিলেন। নিকটে একখানি চেয়ারে বসিয়া, কুমারসিংহ আলবোলায় ধূমপান করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল। পূর্বাকাশ অরুণ-রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সর্দারেরা দেখিলেন, কুমারসিংহ ধূমপান করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অবিরলধারায় অশ্রু নির্গত হইয়া, গণ্ডদেশ প্লাবিত করিতেছে।

কুমারসিংহকে রোদন করিতে দেখিয়া সর্দারেরা চমকিত হইয়া কহিলেন,—'কাঁদিতেছেন কেন ? যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন এ ভাবে চক্ষের জল ফেলা শোভা পায় না।' কুমারসিংহ উত্তর করিলেন,—'যুদ্ধ করা ভিন্ন তো আর উপায় নাই। যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন যুদ্ধই করিতে হইবে। কিন্তু চক্ষের জল ফেলি এই জন্য যে, তোমরা যুদ্ধ করিতে জান না এবং প্রকৃতরূপে যুদ্ধও করিতে পারিতেছ না। এখন দেখিতেছি, আমার পৈতৃক সম্পত্তি আমা দ্বারাই বিলুপ্ত হইল। আমার কেবল একটিমাত্র পৌত্র বর্তমান, তাহারও বুদ্ধির স্থিরতা নাই। আজ যদি আমার পুত্র বর্তমান থাকিত, তাহা হইলে সে আমার আদেশ অনুসারে আমার মাথা কাটিয়া লইয়া, ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকটে যাইয়া বলিত যে,—"আমার পিতা নিমকহারাম ছিলেন। আমি তাঁহার মস্তক ছিন্ন করিয়া আপনাদের নিকটে আনিয়াছি।" এরূপ করিলে আমার এই প্রাচীন বংশ এইরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইত না। আমার বহুবিস্তৃত পৈতৃক সম্পত্তিরও বিলোপদশা ঘটিত না। এখন অনুতাপ করা নিষ্ফল। অতঃপর কি করিতে হইবে, তাহার অবধারণ কর।' কুমারসিংহ যে, প্রকৃতপক্ষে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধাচারী ছিলেন না, তাহা এই ঘটনাতেও অভিব্যক্ত হইতেছে। উত্তেজিত সিপাহিদিগের পক্ষসমর্থনে আগ্রহ থাকিলে, তিনি অনুতপ্ত-হৃদয়ে এরূপ শোক প্রকাশ করিতেন না, এবং অশ্রুপাত করিতে করিতে আপনার শোচনীয় পরিণাম ভাবিয়া, অবসন্ন হইতেন না। কুমারসিংহ নিঃসন্দেহ ঘটনাচক্রে পড়িয়া, আত্মহারা হইয়াছিলেন। পাটনার কর্তৃপক্ষ তাঁহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে, তিনি নিঃসন্দেহ প্রকৃতিস্থ থাকিতেন। সমগ্র শাহাবাদও বোধহয়, শান্তভাবে থাকিত।

কুমারসিংহ অতঃপর বিপত্তিময় কর্মক্ষেত্রে আপনার কর্মপটুতার পরিচয় দিতে উদ্যত হইলেন। তিনি তখন জগদীশপুর হইতে আরায় উপস্থিত হইয়া সর্বপ্রথম উত্তেজিত সিপাহিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে একাগ্রতা প্রকাশ করেন নাই। আরার স্বল্পসংখ্যক ইংরেজ কতিপয় শিখ-সৈনিকের সহিত একটি ক্ষুদ্র গৃহে অবরুদ্ধ ছিলেন। কুমারসিংহের বহুসংখ্যক সিপাহী তাঁহাদের পরাক্রম পর্যুদস্ত করিতে পারে নাই। কুমারসিংহ এস্থলে যে-যে কার্যের অনুষ্ঠান করেন, তৎসমুদয় ব্যর্থ হয়। তাঁহার লোকবল অল্প ছিল না, সিপাহিগণ ব্যতীত শাহাবাদের অনেক উত্তেজিত ও উচ্ছৃংখল ব্যক্তি তাঁহার কার্যসাধনে অগ্রসর হইয়াছিল। তিনি যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে যুদ্ধাস্ত্রের সংগ্রহ করিতেন, এবং

একাগ্রচিত্তে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, তাহা হইলে বোধহয়, ঘটনাচক্র অন্য দিকে আবর্তিত হইত। তাঁহার কৌশলে কাপ্তেন ডান্‌বারের অধীন সৈনিক-দল হতোদ্যম হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি উৎকৃষ্ট যুদ্ধাস্ত্রের অভাবে সেনানায়ক বিন্‌সেণ্ট, আয়ারের গতিরোধ করিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন তাঁহার পৈতৃক প্রাসাদ বিনষ্ট, তাঁহার আরাধ্য দেবতার গৃহ বিধ্বস্ত, তাঁহার অনুরক্ত অনুচরগণ যুদ্ধে নিহত বা ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত হয়, তখন তিনি স্থির থাকিতে পারেন নাই। তখন তাঁহার ঔদাস্য অন্তর্হিত এবং তাঁহার জরাজীর্ণ দেহে অপূর্ব তেজস্বিতা সঞ্চারিত হয়। তিনি তখন অদৃষ্টের নিকটে মস্তক অবনত করেন, এবং আর কোনো বিষয় না ভাবিয়া, আর কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, প্রবল পরাক্রম ইংরেজের সমক্ষে আত্ম-প্রাধান্য-স্থাপনে যত্নশীল হন। উষ্ণ প্রদেশের অবসাদকর, প্রাকৃতিক শক্তি আশি বৎসরকাল তাঁহার দেহের উপর আধিপত্য করিলেও, তিনি উহাতে অবসন্ন হইয়া, উপস্থিত কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই। ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি কিরূপ সম্মানিত ছিলেন, বিভিন্ন স্থানের লোকে তাঁহার অধঃপতনে কিরূপ উত্তেজিত হইয়াছিল, তাঁহার বিপক্ষতাচরণে ইংরেজেরা কিরূপ সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন, এবং তিনি স্বয়ং পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক ইংরেজ সেনানায়কদিগকে কিরূপে পরাজিত ও বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা পরবর্তী বিবরণে পরিস্ফুট হইবে।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, অশীতিপর বৃদ্ধ কুমারসিংহ ঘটনাচক্রে পড়িয়া গবর্নমেণ্টের বিপক্ষ হইয়াছিলেন, কিন্তু বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেও, তিনি নিরাশ্রয় ইউরোপীয় মহিলা বা বালক-বালিকাদিগের শোণিতে আপনার হস্ত কলঙ্কিত করেন নাই। পক্ষান্তরে ইংরেজ সেনানায়ক তাঁহার গ্রামসমূহ ভস্মীভূত ও অট্টালিকা প্রভৃতি ভূমিসাৎ করিলেও, কর্তৃপক্ষের বলবতী প্রতিহিংসার তৃপ্তি হয় নাই। তাঁহারা তদীয় ছিন্ন মস্তকের মূল্যস্বরূপ দশ হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। শেষে দশ হাজার বর্ধিত হইয়া, পঁচিশ হাজারে পরিণত হয়। কিন্তু ইহাতেও তাঁহাদের বাসনা সিদ্ধ হয় নাই। লোকে বর্ষীয়ান্ রাজপুতের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করে নাই। বরং এইরূপ পুরস্কার ঘোষণায় তাহারা ইংরেজের প্রতি সাতিশয় বিরক্ত ও হতশ্রদ্ধ হইয়াছিল। কুমারসিংহের ভূসম্পত্তি পাইলেও, অনাহারে ক্লিষ্ট প্রজালোকে তাহাদের পলিতকেশ ভূস্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিত না। তাহারা অনেক স্থলে তাহাদের শ্রদ্ধাস্পদ ভূস্বামীর স্থানান্তরে গমনের সুবিধা করিয়া দিয়াছিল। এই সম্ভ্রান্ত রাজপুত ভূস্বামীর ক্ষমতা ও প্রাধান্যের বিষয় রাজপুরুষদিগের অবিদিত ছিল না। তাঁহার নামে একদা ভারতের রাজধানীতে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। ইংলণ্ডের টাইম্‌স্ নামক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল যে, সমগ্র সিপাহিদলের এক-পঞ্চমাংশ কুমারসিংহের অধীন হইয়াছে। কুমারসিংহ যদি অন্য সৈন্য লইয়া, দক্ষিণাভিমুখে ধাবমান হন, রানীগঞ্জ আক্রমণ এবং রেলওয়ে অধিকার করেন, অতঃপর কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন, তাহা হইলে কি হইবে* ? বিলাতের

* *Times, June 14, 1858. Quoted by Martin Indian Empire, Vol. II, p 490.*

প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের এই আতঙ্কজনক প্রশ্ন অতিশয়োক্তি বলিয়া উপেক্ষিত হউক বা নাই হউক, যেখানে সিপাহিগণ এ পর্যন্ত বিশ্বস্তভাবে ছিল, সেইখানে কুমারসিংহের নামে তাহারা উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। দূরবর্তী আসাম প্রদেশের একজন রাজা, একদা সেপ্টেম্বর মাসের রাত্রিকালে সহসা আপনার মাতা ও অপরাপর পরিজনের সহিত অবরুদ্ধ হন। তাঁহার তোষাখানা আটক করা হয়। কথিত আছে, কতিপয় গুরুখা ব্যতীত ঐ স্থানের প্রায় সমুদয় সৈন্য কুমারসিংহের পক্ষপাতী হইয়াছিল। উক্ত রাজাও ঐরূপ সন্দেহে সপরিবারে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। বেরার এবং উহার পার্শ্ববর্তী প্রদেশে যে, কুমারসিংহের অসামান্য প্রতিপত্তি ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জব্বলপুরে ৫২ গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিকদল কুমারসিংহের জন্য নিরতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠে। কতিপয় ইউরোপীয় পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্য এবং একদল মাদ্রাজী সিপাহী, নাগপুর হইতে সাগর ও নর্মদা প্রদেশে শান্তিস্থাপনের জন্য যাত্রা করে। ১৫ই সেপ্টেম্বর গোণ্ডবন প্রদেশের শঙ্কর শাহ নামক একজন বৃদ্ধ রাজাকে তাঁহার পুত্র ও তের জন অনুচরের সহিত অবরুদ্ধ করিয়া, সৈনিক-নিবাসের কারাগারে রাখা হয়। ইহাঁর গৃহে গবর্নমেণ্টের বিপক্ষতাসূচক পত্রাদি পাওয়া যায় নাই, কেবল একখানি কাগজে একটি প্রার্থনা লিখিত ছিল। এই প্রার্থনা আরাধ্যা দেবীর নিকটে এইভাবে করা হইয়াছিল যে, তিনি যেন ধর্মরক্ষার জন্য কাতর চীৎকারে কর্ণপাত করেন, নিন্দাবাদকারীদিগের মুখ বন্ধ করিয়া রাখেন, এবং ইংরেজদিগকে নষ্ট করিয়া ফেলেন। বিচারে বৃদ্ধ রাজা এবং তাঁহার পুত্রকে কামানে উড়াইয়া দেওয়া স্থির হয়। উত্তেজিত সিপাহিগণ একদা রাত্রিকালে বর্ষীয়ান্ ভূপতি ও তাঁহার পুত্রের উদ্ধারসাধনের চেষ্টা করে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সতর্ক থাকাতে তাহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। ১৮ই সেপ্টেম্বর বৃদ্ধ ভূপতি পুত্রের সহিত বধ্যভূমিতে গমন করেন। বয়সের আধিক্যে তাঁহার কেশ তুষারের ন্যায় ধবল হইয়াছিল। গোণ্ডবনে ষাটি পুরুষ পর্যন্ত তাঁহার বংশের আধিপত্য ছিল। তেজস্বিনী দুর্গাবতী এক সময়ে এই প্রসিদ্ধ বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এই চিরমান্য বংশের বয়োবৃদ্ধ প্রধান পুরুষ যখন লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পুত্রের সহিত তোপের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন স্থানীয় লোকের মনে যাতনার অবধি রহিল না। দর্শকগণ নীরবে এই ভয়াবহ ঘটনা দেখিতে লাগিল। সিপাহিগণও নীরবে দুঃসহ যাতনানলে দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। ইংরেজের ভয়ঙ্কর কামানের সম্মুখে তাহারা পরাক্রম করিতে পারিল না। অবিলম্বে সঙ্কেত করা হইল। মুহূর্তমধ্যে কামান হইতে অগ্নিশিখা ও ধূমের উৎপত্তি হইল। সেই সঙ্গে ভীষণ কার্য নিষ্পন্ন হইয়া গেল। শোকসন্তপ্ত অনুচরগণ যখন সৎকারের জন্য চিরমান্য ভূপতির এবং তাঁহার পুত্রের বিচ্ছিন্ন দেহাংশ গুলির সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিল, তখন ইউরোপীয় কর্মচারিগণ প্রতিহিংসার তৃপ্তির জন্য সহাস্যমুখে ঐ ঘটনা দেখিতেছিলেন*।

এই দৃশ্যে ৫২ গণিত সিপাহিদল দীর্ঘকাল স্থিরভাবে থাকিতে পারিল না। তাহারা

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, p 491.*

সেই রাত্রিতে সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া, সৈনিক-নিবাস পরিত্যাগ করিল। কেবল ঐ দলের একজন অফিসর ও দশজন সিপাহী পূর্বের ন্যায় ধীরভাবে আপনাদের কর্ম-স্থানে রহিল। উত্তেজিত সিপাহিগণ সৈনিক-নিবাস পরিত্যাগের সময় সেনানায়ক ম্যাক্‌গ্রেগরকে ধরিয়া লইয়া গেল। কর্তৃপক্ষ ইহাঁর বিমুক্তির জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিলেন না। একবার তাঁহারা এই নিমিত্ত উত্তেজিত সিপাহিদিগকে টাকা দিতে চাহিলেন ; কিন্তু সিপাহিগণ অর্থের বিনিময়ে ম্যাক্‌গ্রেগরকে ছাড়িতে সম্মত হইল না। ২৭শে সেপ্টেম্বর জব্বলপুরের পঁচিশ মাইল দূরবর্তী একটি জঙ্গলে তাহাদের সহিত ইংরেজ-সৈন্যের যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে তাহারা সেনানায়ক ম্যাক্‌গ্রেগরের গতাসু, বিচ্ছিন্ন দেহ জঙ্গলে ফেলিয়া, হটিয়া গেল। অতঃপর তাহারা নাগোদ নামক স্থানে গমন করে। এই স্থানে, তাহারা ৫০ গণিত সিপাহি-দলের সহিত সম্মিলিত হয়। স্থানীয় ইউরোপীয়গণ পলায়ন করেন। সিপাহিগণ ধনাগার অধিকার করে. এবং কুমারসিংহের অধীনতা স্বীকার করিয়া, তাঁহার আদেশ পালনে প্রস্তুত হয়। কথিত আছে, এই সময়ে কুমারসিংহ নাগোদ হইতে রীবা দিয়া উত্তর ভারতবর্ষে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। রীবার তরুণবয়স্ক অধিপতির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু এই সম্বন্ধের অনুরোধে রীবারাজ কুমারসিংহের পক্ষসমর্থনে উদ্যত হন নাই। এই সময়ে তাঁহার অবস্থা সাতিশয় শোচনীয় হইয়াছিল। উত্তেজিত সিপাহিগণ তাঁহার অধীন গ্রাম সকল দগ্ধ করিয়াছিল। এদিকে এলাহাবাদের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে বিশ্বাসের অপাত্র শৃগাল বলিয়া নির্দেশ করিতেছিলেন*। এই সঙ্কটকালে রীবার পলিটিকাল এজেন্ট রাজার সবিশেষ সাহায্য করেন। রীবার সৈন্য ইহাঁর আদেশে সজ্জীভূত হয়। কুমারসিংহ রীবায় না গিয়া বাঁদার অভিমুখে অগ্রসর হন। কথিত আছে, তিনি দিল্লীতে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু পথে তত্রত্য সিপাহিদিগের পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া অযোধ্যার দিকে গমন করেন। যখন তাঁহাকে আরার ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তখন তাঁহার অস্ত্রাদি উৎকৃষ্ট ছিল না। যখন তিনি পৈতৃক আবাসভূমি জগদীশপুর পরিত্যাগ করেন, তখনো তাঁহার উৎকৃষ্ট অস্ত্রাদির যেরূপ অভাব, অনুচর ও সৈন্যের সংখ্যা সেইরূপ অল্প ছিল। কিন্তু শেষে এই অভাবের পূরণ হয়। কুমারসিংহ যখন মধ্য ভারতবর্ষ ও উত্তর ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, তখন বিভিন্ন দলের বহুসংখ্যক সিপাহী তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে। নানা স্থান হইতে উৎকৃষ্ট অস্ত্রাদি সংগৃহীত হইতে থাকে। সিপাহিগণ এই সকল অস্ত্র লইয়া, তাঁহার আদেশপালনে প্রস্তুত হয়, এবং তাঁহার নামে আপনাদিগকে শক্তিসম্পন্ন ও জয়যুক্ত বলিয়া মনে করিতে থাকে। কুমারসিংহ ঐ সকল সৈন্য লইয়া, আজিমগড় আক্রমণ করিতে উদ্যত হন। বোধহয়, তাঁহার সঙ্কল্প ছিল যে, তিনি আজিমগড়ের পর এলাহাবাদ বা বারাণসী আক্রমণ করিবেন এবং সেই স্থান হইতে জগদীশপুরে উপনীত হইবেন।

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 491.*

এই সময়ে আজিমগড় রক্ষার জন্য দুইশত ছয়জন ইউরোপীয় পদাতিক, কতিপয় মাদ্রাজী অশ্বারোহী এবং দুইটি কামান ছিল। কর্নেল মিলমান সৈনিক দলের অধ্যক্ষ ছিলেন। কুমারসিংহ ১৭ই বা ১৮ই মার্চ (১৮৫৮) আজিমগড়ের পঁচিশ মাইল দূরবর্তী আত্রাওলিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হন। এই স্থানে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। দুর্গের গৃহগুলি সুদৃঢ়, এবং দুর্গের বহির্বিভাগের প্রাচীর পনের ফীট উচ্চ ছিল। কুমারসিংহ যখন এই স্থানে উপনীত হন, তখন সেনানায়ক মিলমান, আজিমগড় বিভাগের অন্য-এক স্থানের শিবিরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। আজিমগড়ের মাজিস্ট্রেট সাহেব অবিলম্বে তাঁহার নিকটে কুমারসিংহের আগমন সংবাদ প্রেরণ করেন। মিলমান ২১শে মার্চ অপরাহ্নে ঐ সংবাদ পাইয়া, শিবির তুলিয়া ফেলেন, এবং সমস্ত রাত্রি গমনপূর্বক পর দিন (২২শে মার্চ) প্রাতঃকালে কুমারসিংহের অগ্রবর্তী হন। কুমারসিংহের সৈনিকগণ দুর্গে ছিল না। আমের তিন-চারিটি বাগান একশ্রেণীতে পরস্পর সংযোজিতভাবে ছিল। কুমারসিংহের সৈনিক-দল এই আম্রবনে অবস্থিতি করিতেছিল: সেনানায়ক মিলমান উপস্থিত হইয়াই, ইহাদিগকে আক্রমণ করেন। ইহারা এই আক্রমণে পরাজিত ও তাড়িত হয়। মিলমান অতঃপর আপনার সৈনিকদিগকে ঐ আম্রকাননে বিশ্রাম করিতে আদেশ দেন। সৈনিকগণ অধিনায়কের আদেশানুসারে অস্ত্রাদি স্তুপাকার করিয়া খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে থাকে। আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে, এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে, কুমারসিংহ বহুসংখ্যক সৈন্যের সহিত অগ্রসর হইতেছেন। মিলমানের সৈনিকগণ মুখের গ্রাস ফেলিয়া, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল। কিন্তু মিলমান যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিলেন না। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অল্প ছিল, তাহারা কুমারসিংহের গতিরোধ করিতে পারিল না। কুমারসিংহ প্রবল পরাক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইংরেজ সেন্য পশ্চাৎ হটিয়া, যে স্থানের শিবির হইতে আত্রাওলিয়ায় যাত্রা করিয়াছিল, সেই স্থানের নিকটবর্তী হইল। কুমারসিংহ ঐ স্থান হইতেও তাহাদিগকে তাড়িত করিলেন। তাহাদের অনেকে নিহত ও আহত হইল। সেনানায়ক মিলমান এইরূপে পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া, হতাবশিষ্ট সৈন্যের সহিত আজিমগড়ে উপনীত হইলেন। এই স্থানেও তাঁহাকে কুমারসিংহের আক্রমণের আশংকায় অস্থিরভাবে থাকিতে হইল। তিনি সাতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে সাহায্য প্রাপ্তির জন্য বারাণসী, এলাহাবাদ এবং লক্ষ্ণৌতে সংবাদ পাঠাইলেন।

২৫শে মার্চ মিলমানের পরাজয়ের সংবাদ বারাণসীতে পেঁছিল। সংবাদ প্রাপ্তি-মাত্র তত্রত্য কর্তৃপক্ষ আজিমগড়ে ছেচল্লিশ জন সৈনিক পাঠাইয়া দিলেন। গাজীপুর হইতে ৩৭ গণিত দলের একশত পঞ্চাশজন সৈন্যও ঐ স্থানে যাত্রা করিল। কর্নেল ডেমস্ ইহাদের অধ্যক্ষ ছিলেন। আজিমগড়ের সৈনিক-দল আত্মরক্ষার জন্য আপনাদের চারিদিক সুরক্ষিত করিয়াছিল। সেনানায়ক ডেমস্ কুমারসিংহের আক্রমণের পূর্বে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি কয়েক শত ইউরোপীয় সৈন্য, কতিপয় মাদ্রাজী অশ্বারোহী, এবং দুইটি কামান লইয়া কুমারসিংহের সৈনিক-দলকে তাড়িত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু এই চেষ্টায় তাঁহার একজন অফিসর এবং এগারোজন সৈনিক-

পুরুষ হতাহত হয়। তিনি স্বয়ং তাড়িত হইয়া, পুনর্বার আপনাদের আত্মরক্ষার স্থলে উপস্থিত হন।

এদিকে ২৭শে মার্চ সেনানায়ক মিলমানের পরাজয়ের সংবাদ এলাহাবাদে উপস্থিত হয়। এই সময়ে লর্ড কানিঙ ঐ স্থানে ছিলেন। আজিমগড়ের সংবাদে তিনি নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। কুমারসিংহের প্রতিপত্তি, সাহস ও পরাক্রম তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি জানিতেন যে, জগদীশপুরের বৃদ্ধ রাজপুত যেরূপ কৌশলী এবং সামরিক কার্যে যেরূপ অভিজ্ঞ, অধিকন্তু অযোধ্যার উত্তেজিত সিপাহিগণে প্রতিদিন তাঁহার দল যেরূপ পরিস্ফুট হইতেছে, তাহাতে তিনি অনায়াসে আজিমগড় অধিকার করিবেন এবং প্রবলপরাক্রমে একাশি মাইল পথ অতিক্রম পূর্বক বারাণসীতে আপনার আধিপত্য-স্থাপনে সমর্থ হইবেন। এইরূপ তৎকর্তৃক কলিকাতা হইতে, একদিকে এলাহাবাদে এবং অপর দিকে লক্ষ্মৌতে গমনাগমনের পথ অবরুদ্ধ হইবে। সুতরাং এই সকল প্রধান প্রধান স্থানের সংবাদ সহজে জানা যাইবে না। গবর্নর-জেনেরলের এই আশঙ্কা অমূলক ছিল না। কুমারসিংহ যেরূপ পরাক্রান্ত, সেইরূপ রণকুশল ছিলেন। বহুসংখ্যক সিপাহী তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। এদিকে গবর্নর-জেনেরল এলাহাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। প্রধান সেনাপতি লক্ষ্মৌতে ছিলেন। যদি কলিকাতা, এলাহাবাদ ও লক্ষ্মৌতে সংবাদপ্রেরণের পথ অবরুদ্ধ হইত, তাহা হইলে বিপদ গুরুতর হইতে পারিত। লর্ড কানিঙ অবিলম্বে প্রতীকারের উপায় দেখিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে এই সময়ে এলাহাবাদ ১৩ গণিত ইউরোপীয় পদাতিক-দলের সদর স্থান ছিল। লর্ড মার্ক্‌কার্‌ এই দলের অধ্যক্ষ ছিলেন। লর্ড কানিঙ তাঁহাকে আপনার সৈনিক-দল, এবং বারাণসীতে যে সৈন্য পাওয়া যায়, তাহা লইয়া কুমারসিংহের গতিরোধার্থে আজিমগড় যাইতে আদেশ দিলেন।

গবর্নর-জেনেরলের আদেশপ্রাপ্তি মাত্র লর্ড মার্ক্‌কার্‌ আপনার সৈনিক-দলের সহিত সজ্জিত হইয়া, এলাহাবাদ হইতে বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। বারাণসীতে যে সমস্ত সৈন্য ও কামান সংগৃহীত হইল, তৎসমুদয় লইয়া, তিনি ২রা এপ্রিল রাত্রিকালে আজিমগড়ে যাত্রা করিলেন। তাঁহার দলে সর্বসমেত বাইশজন অফিসর এবং চারিশত চুয়াল্লিশজন সৈনিক হইল। তিনি ৫ই এপ্রিল সন্ধ্যাকালে আজিমগড়ের আট মাইল দূরবর্তী সসাঁনা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এই স্থলে তাঁহার নিকটে আজিমগড় হইতে ক্রমাগত পত্র পেঁছিতে লাগিল। প্রতি পত্রে আজিমগড়ের সেনানায়ক আপনাদের অসহায় অবস্থার উল্লেখপূর্বক মুহূর্তমাত্র বিলম্ব ব্যতিরেকে তাঁহাকে ঐ স্থানে আসিবার জন্য কাতরভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইংরেজ সেনাপতি রাত্রিকালে আপনার অল্প সৈন্য লইয়া, বহুসংখ্যক সৈনিকে পরিবৃত, পরাক্রান্ত কুমারসিংহের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন না। পরদিন অতিপ্রত্যূষে তাঁহার সৈন্য নির্দিষ্ট স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেনানায়ক লর্ড মার্কার্‌ স্বয়ং সৈনিক-দলের পুরোভাগে থাকিয়া পথ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। দুই ঘণ্টা কাল গমনের পর, তিনি দেখিতে পাইলেন যে, পথের বাম ভাগে কয়েকটি বাড়ি ও

একটি আম্রকানন আছে। দক্ষিণভাগে শস্যক্ষেত্রের নালার পার্শ্বে বাঁধ রহিয়াছে। এই সকল স্থানে সিপাহিগণ লুক্কায়িতভাবে থাকিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবার আয়োজন করিতেছে। লর্ড মার্ক্‌কার্ ইহা দেখিয়াই, অশ্বারোহিদিগকে অশ্ব হইতে অবতরণ করিতে আদেশ দিলেন। যাবৎ যুদ্ধোপকরণ লইয়া, হাতি, উট ও গোরুর গাড়িগুলি উপস্থিত না হয়, তাবৎ অশ্বারোহিগণ ঐ স্থানে রহিল। অনন্তর পদাতিকদলের কতকগুলি সৈনিক, বামভাগে সিপাহিদিগকে তাড়িত করিবার জন্য যাত্রা করিল। দেখিতে দেখিতে আম্রকাননের পার্শ্বস্থিত বাটী হইতে অবিচ্ছেদে গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। লর্ড মার্ক্‌কার্ অবিলম্বে কামান সকল সজ্জিত করিলেন। কিন্তু কামানের গোলা প্রথমতঃ কার্যকর হইল না। ইহার মধ্যে হস্তিসমূহ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল। গোরুর গাড়িগুলিও বিশৃঙ্খল অবস্থায় রহিল। হস্তী ও শকটের পরিচালকগণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিব্রত হইয়া পড়িল। এদিকে সিপাহিরা যে সকল গাড়িতে দ্রব্যাদি ছিল, তৎসমুদয়ের অনেকগুলিতে আগুন দিল। ইংরেজ সেনানায়ক এক ঘণ্টাকাল সবিশেষ কৌশলের সহিত যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু সিপাহিদিগের পরাক্রম পর্যুদস্ত করিতে পারিলেন না। কামানের গোলাতে সিপাহিদিগকে বিচলিত হইতে না দেখিয়া, ইংরেজ সেনাপতি চিন্তিত হইলেন। তিনি কুমারসিংহের পরাক্রমের পরিচয় পাইয়া, আত্মরক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন হইলেও, ধীরতার বিসর্জন দিলেন না। আম্রবনের সন্নিকটে যে কয়েকটি গৃহ ছিল, তৎসমুদয়ের মধ্যে প্রধান গৃহটি অধিকার করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল। কামানের গোলায় ঐ গৃহের অত্যল্প স্থান মাত্র ভগ্ন হইয়াছিল। ঐ ভগ্ন স্থান দিয়া ইংরেজ সৈনিকদিগের প্রবেশ করার সুযোগ ঘটিল না। তাহারা ঐ অত্যল্প ভগ্ন স্থানের আয়তন বৃদ্ধি করিতে যত্নশীল হইল। কিন্তু কামানের গোলা ভিন্ন এই কর্ম সম্পাদনের অন্য উপায় ছিল না। সুতরাং যাহারা প্রাচীর ভগ্ন করিতে গিয়াছিল, লর্ড মার্ক্‌কার্ তাহাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ দিয়া, পুনর্বার কামান চালাইতে উদ্যত হইলেন। ভগ্ন প্রাচীর হইতে সৈনিকেরা প্রত্যাবৃত্ত হইবার পূর্বে ঘরের কাঠগুলিতে আগুন দিল। এদিকে কামান হইতে গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল; কামানের গোলায় প্রথমে কোনো ফল হইল না। কিন্তু সিপাহিদিগের গৃহস্থিত অগ্নি ইংরেজ সেনাপতির কার্যসিদ্ধির প্রধান সহায় হইল। গৃহের কাষ্ঠময় অংশ মুহূর্তমধ্যে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সিপাহিগণ অনেক চেষ্টা করিয়াও, অগ্নিনির্বাণে সমর্থ হইল না। তাহারা উত্তাপে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, গৃহ পরিত্যাগ করিল। লর্ড মার্ক্‌কার্ এই অবসরে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণে তাঁহার জয়লাভ হইল।

সেনাপতির গন্তব্য পথ পরিষ্কৃত হইল। কিন্তু সেনাপতির পশ্চাদিকে ও পার্শ্বে সিপাহিগণ শ্রেণীবদ্ধ হইতে লাগিল। সেনাপতির পার্শ্বভাগস্থিত শস্যক্ষেত্রের একটি উচ্চ বাঁধ গন্তব্য পথ ভেদ করিয়া গিয়াছিল। সিপাহিগণ ঐ বাঁধ অধিকার করিল। একজন সেনানায়ক আপনার সৈনিক-দল লইয়া ঐ স্থান হইতে সিপাহিদিগকে তাড়িত করিতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু এই কার্যে তাঁহাকে জীবন বিসর্জন করিতে হইল।

লর্ড মার্কারের সৈনিক-দলের পুরোভাগ আজিমগড়ের অভিমুখে অগ্রসর হইল। পূর্বোক্ত বাঁধের পরেই একটি সেতু ছিল। কুমারসিংহ ঐ সেতুর এরূপ অবস্থা ঘটাইয়াছিলেন যে, উহার উপরিভাগ দিয়া যাইবার সুবিধা ছিল না। ইংরেজ সৈনিক-দলের একজন ইঞ্জিনিয়ার ঐ ভগ্নপ্রায় সেতুর সংস্কারে উদ্যত হইলেন। সিপাহিদিগের গুলিবৃষ্টির মধ্যেও তাঁহার উদ্যম ব্যর্থ হইল না। সেতুর সংস্কার হইলে, ইংরেজ সেনানায়ক কুমারসিংহের বল ভেদ করিয়া আজিমগড়ে উপনীত হইলেন। সেনানায়ক বিন্‌সেণ্ট আয়ার যেরূপ উদ্যম ও উৎসাহের সহিত আরার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, সেনানায়ক লর্ড মার্কারও আজিমগড়ের উদ্ধারসাধনে সেইরূপ উদ্যম ও উৎসাহের পরিচয় দিলেন। আজিমগড়ের ইংরেজেরা নিরতিশয় শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা নগর পরিত্যাগ পূর্বক প্রাচীর ও পরিখায় পরিবেষ্টিত কারাগারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুমারসিংহ এই কারাগার অবরোধপূর্বক অবিচ্ছেদে গুলিবৃষ্টি করিতেছিলেন। অবরুদ্ধদিগের খাদ্য সামগ্রী দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল। আজিমগড়-প্রবাসী ইউরোপীয়দিগের এই সঙ্কটকালে লর্ড মার্কারের সমাগম হয়। কুমারসিংহ ১৩ই এপ্রিল আজিমগড় পরিত্যাগ করেন।

বারাণসী ও এলাহাবাদের কর্তৃপক্ষের নিকটে আজিমগড়ের বিপন্ন সেনানায়কের সাহায্য প্রার্থনায় কিরূপ ফললাভ হইয়াছিল, তাহা বর্ণিত হইল। এখন তৃতীয় স্থান অর্থাৎ লক্ষ্ণৌ হইতে সাহায্যকারী সৈনিক-দল আজিমগড়ে যাত্রা করাতে কিরূপ ঘটনার আবির্ভাব হইল, তাহা লিখিত হইতেছে। আজিমগড়ের সেনানায়কের বিপদের সংবাদ ২৮শে মার্চ লক্ষ্ণৌতে প্রধান সেনাপতি স্যার কোলিন কাম্পবেলের নিকটে উপস্থিত হয়। প্রধান সেনাপতি পরদিন সেনানায়ক স্যার এডওয়ার্ড লুগার্ডকে কতকগুলি সৈন্যের সহিত আজিমগড়ে পাঠাইয়া দেন। একজন ইংরেজ সৈনিক, উপস্থিত সময়ে সিপাহিদিগের সহিত যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে নির্দেশ আছে যে, গোবালিয়রের সৈনিক-দল কানপুরের নিকটে কুমারসিংহ নানা সাহেব, তাত্যা টোপে ও বালা সাহেবের অধীনে সজ্জিত হইয়া, প্রধান সেনাপতি স্যার্ কোলিন কাম্পবেলের সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ছিল*। কিন্তু এই নির্দেশ কতদূর সমীচীন বলা যায় না**। যাহা হউক, লুগার্ড ২৯শে মার্চ লক্ষ্ণৌ হইতে যাত্রা করেন। ৫ই এপ্রিল তিনি সুলতানপুর নামক স্থানে উপনীত হন। এইস্থানে গোমতী নদী পার হইয়া, তিনি একেবারে আজিমগড়ে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু কুমারসিংহ পূর্বেই গোমতীর সেতু ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এদিকে নৌকাও সংগৃহীত ছিল না। সুতরাং

---

* *William Forbes-Mitchell, Reminicences of the Great Mutiny, p. 139.*

** গোবালিয়রের সৈনিক-দল ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মী বাঈর পক্ষ অবলম্বন করে। তাত্যা টোপে এই দলের অধ্যক্ষ ছিলেন। —*Malleson, Indian Mutiny, Vol. II, p. 148.*

লুগার্ড নদী পার হইতে না পারিয়া, উহার দক্ষিণতট দিয়া জানপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এই স্থান হইতে তাঁহার সৈনিক দল কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছে, এমন সময়ে তাঁহার নিকটে সংবাদ পেঁছিল যে অদূরে কয়েক হাজার সিপাহী গোলাম হোসেন নামক একজন সর্দারের অধীনে সজ্জিত রহিয়াছে। লুগার্ড তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। ইংরেজ সেনানায়কের আক্রমণে, কিছুকালের মধ্যেই গোলাম হোসেনের দল বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। এই যুদ্ধে চিরপ্রসিদ্ধ সেনাপতি হাবেলকেব আত্মীয় লেফ্‌টেনেণ্ট হাবেলক দেহত্যাগ করিলেন।

লুগার্ড ১৪ই এপ্রিল আজিমগড়ের সাতমাইল দূরবর্তী স্থানে পেঁছিলেন। এই স্থান হইতে আজিমগড়ের পথে তমসা নদী রহিয়াছে। নদীতে একটি নৌসেতু ছিল। কুমারসিংহ লুগার্ডের আগমন সংবাদ পাইয়াই, ১৫ই এপ্রিল ঐ সেতুর সম্মুখে সৈনিক-দল সজ্জিত করিযা রাখিলেন। সৈনিক-দলের সন্নিবেশ সময়ে তাঁহার সবিশেষ বুদ্ধিমত্তা ও কৌশল পরিব্যক্ত হইল। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সিপাহিগণ লর্ড মার্কের অল্পসংখ্যক সৈন্যের গতিরোধ করিতে পারে নাই, তখন তাহারা যে, লুগার্ডের বহুসংখ্যক সৈনিকের গন্তব্যপথ অবরুদ্ধ করিতে পারিবে, তদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায না। তিনি এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন যে, যাহারা অপেক্ষাকৃত সাহসী ও যুদ্ধকুশল, তাহারা তমসাতটে সেতু অবরোধ করিয়া রহিবে। অবশিষ্ট সিপাহিগণ গাজীপুরের নিকটে গঙ্গা পার হইয়া, জগদীশপুরের নিকটে গঙ্গা পার হইয়া, জগদীশপুরে যাইয়া, যুদ্ধের আয়োজন করিবে।

সেনানায়ক লুগার্ড প্রবলপরাক্রমে সেতুর অবরোধকারী সিপাহিদিগকে আক্রমণ করিলেন। সিপাহিগণ এরূপ সাহস ও তেজস্বিতার সহিত এই আক্রমণে বাধা দিতে লাগিল যে, তাহাদের বীরত্ব পৃথিবীর যাবতীয় বীরেন্দ্র-সমাজের আদরণীয় হইতে পারে। লুগার্ড সর্বপ্রথম সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও, সেতু অধিকার করিতে পারিলেন না। সিপাহিগণ বহুক্ষণ অপরিসীম রণদক্ষতা প্রকাশ করিল। কিন্তু শেষে তাহারা সেতু পরিত্যাগপূর্বক হটিয়া গেল। লুগার্ড তমসা পার হইয়া, সিপাহিদিগের বিরুদ্ধে কতকগুলি সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। পশ্চাৎ হটিয়া গেলেও সিপাহিদিগের দলভঙ্গ হইল না। তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হইয়া, পুনর্বার শৃঙ্খলা-সহকারে ও শ্রেণীবদ্ধভাবে ইংরেজ-সৈন্যের সম্মুখীন হইল। ইংরেজ-সৈন্য তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে তাহাদের গতিরোধ হইল না। অতঃপর অশ্বারোহী সৈনিকগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। এই আক্রমণেও তাহাদের উদ্যম নষ্ট হইল না। তাহারা মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান হইয়া, যথোচিত যুদ্ধ-কৌশল দেখাইতে লাগিল। ইংরেজ পক্ষের অনেক নিহত ও আহত হইল। কিছুক্ষণ পরে সিপাহীরা যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ পূর্বক গঙ্গার অভিমুখে গমন করিল। সেনানায়ক লুগার্ড আর তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনে সমর্থ হইলেন না। তিনি আজিমগড়ে উপস্থিত হইয়া, ব্রিগেডিয়ার ডগ্‌লাস্‌কে কুমারসিংহের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন।

এদিকে কুমারসিংহ আজিমগড়ের নিকটবর্তী নঘাই নামক পল্লীতে শিবির সন্নিবেশ

করিলেন। তিনি জানিতেন যে, ইংরেজ-সৈন্য তাঁহার পশ্চাৎ আসিবে। ইহাদিগের আগমনে বাধা না দিলে, তিনি বিনা গোলযোগে স্থানান্তরে যাইতে পারিবেন না। কুমারসিংহ এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সুকৌশলে সৈন্য সন্নিবেশ করিলেন। নিকটে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ঘন-সন্নিবিষ্ট-ভাবে ছিল। সৈনিক-দল এই বৃক্ষতলে সজ্জিত রহিল। তাহাদের পুরোভাগে কামান স্থাপিত হইল। ১৭ই এপ্রিল প্রাতঃকালে সেনানায়ক ডগলাস্ এই স্থানে আসিয়া, কুমারসিংহকে আক্রমণ করিলেন। কুমারসিংহ এ সময়ে আপন দলের শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্য সুকৌশলের পরিচয় দিতে বিমুখ হইলেন না। তিনি একদল সিপাহীকে ডগলাসের গতিরোধের জন্য নিযুক্ত করিলেন। অবশিষ্ট দল দুইভাগে বিভক্ত হইয়া, দুইদিকে গমন করিল। প্রথম দলের সিপাহিগণ যখন ডগলাসের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল, তখন কুমারসিংহ বিনা বাধায়—বিনা গোলযোগে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। ডগলাস পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। চার-পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম কবার পর তাঁহার গতি শিথিল হইল। এদিকে কুমারসিংহের যে সকল সৈন্য দুইদলে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহাবা পুনর্বার একীভূত হইয়া, রাত্রিকালে একস্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

ব্রিগেডিয়ার ডগলাস্ সেই রাত্রিতে সিপাহিদিগের ছয়মাইল দূরে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। প্রাতঃকালে তিনি আবার সিপাহিদিগের অভিমুখে অগ্রসব হইতে লাগিলেন। কিন্তু সিপাহিগণ তাঁহার অপেক্ষাও অধিকতর কার্যকুশলতার পরিচয় দিতে লাগিল। তাহারা সবিশেষ সত্বরতা-সহকারে আঠরো মাইল পথ অতিক্রম করিয়া, নাগ্রা নামক স্থানে উপনীত হইল। ইংরেজ-পক্ষের অশ্বারোহী এবং অশ্ব-কর্তৃক পরিচালিত কামানের সহিত গোলন্দাজ সৈনিকগণ সমস্ত দিন তাহাদের অনুসরণ করিল। পদাতিক সৈন্য উপস্থিত না হওয়াতে ডগলাস্ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেন না। তিনি রাত্রিকালে কুমারসিংহের শিবিরের তিন-চার মাইল দূরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কুমারসিংহের চরগণ চারিদিকের সংবাদ-সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিল। তাহাদের নিকটে ইংরেজ সেনা-নায়কের অবস্থিতির সংবাদ পাইয়া, কুমারসিংহ সেই রাত্রিতেই শিবির তুলিয়া শেকেন্দরপুর নামক স্থানের অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং ঐ স্থানের নিকটে হইয়া বিনা বাধায় ঘর্ঘরা নদী উত্তীর্ণ হইলেন। অনন্তর তিনি সৈনিক-দলের সহিত গাজীপুর বিভাগের অন্তর্বর্তী মান্নাহার নামক স্থানে পেঁছিলেন। তাঁহার সৈন্য পথশ্রমে ও অনাহারে নিরতিশয় ক্লিষ্ট হইয়াছিল। তাহারা আহারাদি করিয়া. এই স্থানে বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করিল।

কিন্তু তাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। সেনানায়ক ডগলাস্ নিশীথকালে কুমারসিংহের প্রস্থানের সংবাদ পাইলেন। রাত্রি দুই ঘটিকার সময়ে তিনি শিবির তুলিয়া শেকেন্দরপুরের দিকে যাত্রা করিলেন, এবং পরদিন অবিচ্ছেদে গমন করিয়া রাত্রিকালে কুমারসিংহের শিবিরের চারিমাইল দূরে পেঁছিলেন। এই স্থানে অধিকক্ষণ থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তিনি ২০শে এপ্রিল অতি প্রত্যুষে আবার যাত্রা করিলেন। সূর্যোদয়ের পরে তাঁহার সৈন্য কুমারসিংহের সৈন্যের সম্মুখীন হইল।

কুমারসিংহ যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাহা নঘাই নামক স্থানের ন্যায় ব্যূহ-সন্নিবেশের উপযোগী ছিল না। সুতরাং তিনি যুদ্ধের জন্য কোনোরূপ সুব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। ডগ্‌লাসের আক্রমণে তাঁহার সৈনিকগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে; কিন্তু বিচ্ছিন্ন হইলেও, তাহারা আত্মরক্ষার জন্য যথোচিত বীরত্ব প্রকাশ করে। ইংরেজ সৈন্য ছয়মাইল পথ অতিক্রম করিয়াও তাহাদের শক্তি পর্যুদস্ত করিতে পারে নাই। তাহারা রাত্রিকালে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে পরস্পর সমবেত হইবার পরামর্শ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রস্থান করে। তাহাদের ঐ নির্দিষ্ট স্থান ডগ্‌লাসের পরিজ্ঞাত হয় নাই। সুতরাং ডগ্‌লাস্ অন্ধকারে কোনোদিক নির্ধারিত না পারিয়া, প্রভাতের প্রতীক্ষায় থাকেন।

এদিকে কুমারসিংহ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। গঙ্গা পার হওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল; তিনি এই উদ্দেশ্য-সাধনে কিছুতেই পশ্চাৎপদ হন নাই। ইংরেজেরা গাজীপুরের প্রান্তবাহিনী গঙ্গায় যত নৌকা ছিল, তৎসমুদয় ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু স্থানীয় লোকে কুমারসিংহের একান্ত অনুরক্ত ছিল। তাহারা কুমারসিংহের অনুচরকে নিমজ্জিত নৌকার সন্ধান বলিয়া দিল। কুমারসিংহ কয়েকখানি নৌকা উঠাইয়া, রাত্রিশেষে শিবপুরঘাটে গঙ্গা পার হইলেন এবং তটদেশে উঠিয়া, হস্তীর উপর আরোহণ করিলেন। তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে নেপালবাসী রণদলনসিংহ উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার মস্তকের উপর একজন অনুচর রাজচিহ্নের পরিচয়-সূচক-ছত্র ধারণ করিয়া রহিল। এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হইল। বালতপন ধীরে ধীরে দেখা দিল। কুমারসিংহের মস্তকের উপর ছত্র না থাকিত, তাহা হইলেও তাঁহার কোনো কষ্ট হইত না। যেহেতু, তখন আতপতাপ চারিদিকে বিকীর্ণ হয় নাই। পূর্বোক্ত রাজচিহ্ন যে, বিপক্ষের নিকটে কুমারসিংহের পরিচয় দিবে, তাহা কাহারও উদ্বোধন হইল না। দেখিতে দেখিতে ইংরেজসৈন্য গঙ্গার তটে উপস্থিত হইল। তাহারা অবিলম্বে কুমারসিংহের ছত্র লক্ষ্য করিয়া কামান ছুড়িল। কামানের গোলার আঘাতে রণদলন ও ছত্রধারী অনুচরের দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। কুমারসিংহ জানুদেশের উপর বাহু রাখিয়া, দক্ষিণ করতলে দক্ষিণ কপোল বিন্যস্ত করিয়া, হাওদার উপর উপবিষ্ট ছিলেন, জানুদেশের যে অংশে বাহুর সন্ধিস্থল ছিল, সেই অংশের কিয়দংশ মাংস গোলার আঘাতে উঠিয়া গেল। বাহুর সন্ধিস্থানও প্রায় বিযুক্ত হইয়া পড়িল। কেবল একখানি ছোট হাড় উহার মধ্যে রহিল। কুমারসিংহ হাওদায় অচেতন্য হইয়া পড়িলেন। হস্তিচালক হস্তীকে তাড়াতাড়ি কিয়দ্দূরে লইয়া গেল। অনন্তর অনুচরগণ ঐ অবস্থায় কুমারসিংহকে হস্তী হইতে নামাইয়া, তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিল। কুমারসিংহ তখন তাহাদিগকে বাহুদেশের বিচ্ছিন্নপ্রায় সন্ধিস্থলের অস্থিখণ্ড কাটিয়া, দক্ষিণ বাহু জাহ্নবীজলে ফেলিতে কহিলেন। কিন্তু অনুচরগণ আপনাদের শ্রদ্ধাস্পদ প্রভুর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে সম্মত হইলেন না। অনেক পীড়াপীড়ির পর একজন একখানি তরবারি দ্বারা উক্ত অস্থি কাটিয়া, প্রভুর আদেশানুসারে কার্য করিল। পবিত্রসলিলা জাহ্নবীতে তাঁহার হস্ত সমর্পিত হইল দেখিয়া, কুমারসিংহ সন্তুষ্ট হইলেন।

এদিকে অনুচরগণ আহত কুমারসিংহকে একখানি খাটিয়ায় শয়ন করাইয়া, জগদীশপুরে লইয়া গেল। কুমারসিংহের আবাসবাটীর প্রায় সমুদয় অংশই ভূমিসাৎ হইয়াছিল। কেবল বারদ্বারী নামক একটি বৈঠকখানা অভগ্ন অবস্থায় ছিল। পার্শ্বচরগণ আহত কুমারসিংহকে সেই বৈঠকখানায় রাখিল। এইরূপে ২১শে এপ্রিল বর্ষীয়ান্ ক্ষত্রিয়বীর সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া, আপনার বাসগৃহে আসিলেন। তাঁহার ভ্রাতা অমরসিংহ কয়েক হাজার সিপাহীর সহিত এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঐ সকল সৈন্য কুমারসিংহের সৈনিকদলের সহিত সম্মিলিত হইল।

এই সময়ে ইংরেজপক্ষের অনেকগুলি সৈন্য আরাতে ছিল। কাপ্তেন লে গ্রাণ্ড্ ইহাদের অধিনায়ক ছিলেন। সেনানায়ক বিন্সেণ্ট আয়ার যেরূপ পরাক্রমের সহিত জগদীশপুর অধিকার করিয়াছিলেন, কাপ্তেন লে গ্রাণ্ড্ সেইরূপ পরাক্রম দেখাইতে ২৩শে এপ্রিল জগদীশপুরে যাত্রা করিলেন। কিন্তু কুমারসিংহ সৈনিকগণকে জগদীশপুরের পার্শ্ববর্তী নিবিড় জঙ্গলে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। উক্ত সৈন্য এরূপ বিক্রমের সহিত ইংরেজ সেনানায়ককে আক্রমণ করিল যে, ইংরেজ-সৈন্য কিছুতেই ঐ আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারিল না। তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। পশ্চাৎ হটিয়া যাইতেও, তাহাদের সামর্থ্য রহিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের দলের একশত তেত্রিশ জনের পতন হইল। অবশিষ্ট সৈনিকগণ সিপাহিগণ কর্তৃক তাড়িত হইয়া, কামান ফেলিয়া, আরার দিকে পলায়ন করিল। সেনানায়ক লে গ্রাণ্ড্ নিহত হইলেন। কুমারসিংহ আহত হইয়াও, ইংরেজ সেনাপতিকে এইরূপে পরাজিত করিলেন।

ইংরেজ-সৈন্যের এইরূপ পরাজয়ের সংবাদে আবার শাহাবাদে গোলযোগ ঘটিল। ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ নিরতিশয় আতঙ্কগ্রস্ত হইলেন। তাঁহারা ব্রিগেডিয়ার ডগ্লাসকে আরায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। ডগ্লাস্ আত্মপক্ষের পরাজয়ের সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র, আরার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার উপস্থিতির পূর্বেই সিপাহিদিগের মধ্যে অধিনায়কের পরিবর্তন ঘটিল।

বয়োবৃদ্ধ কুমারসিংহ কামানের গোলায় গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। তাঁহার ঊরুদেশের মাংসপিণ্ড অপসারিত হইয়া গিয়াছিল। তাদৃশ আঘাতে অশীতিপর বৃদ্ধ যে, কিয়ৎকাল জীবিত ছিলেন, ইহাই বিচিত্র। তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ান থাকিলেও, আপনার সৈনিকদিগকে এরূপ শৃঙ্খলার সহিত রাখিয়াছিলেন যে, ইংরেজ-সেনানায়ক তাহাদের ব্যূহভেদ করিতে যাইয়া, পরাজিত হন। কিন্তু বর্ষীয়ান বীরপুরুষের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইল। ইংরেজ সেনানায়ক লে গ্রাণ্ডকে পরাজিত করিবার তিনদিন পরে তিনি নিশীথকালে আপনার বাসগৃহে প্রশান্তভাবে দেহত্যাগ করিলেন।

এইরূপে বাবু কুমারসিংহ সমগ্র পার্থিব বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। তিনি যেরূপে জীবনের শেষদশায় উত্তেজিত সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হন, যেরূপে ব্রিটিশ-সৈন্যের সমক্ষে পরাক্রম প্রকাশ করেন, এবং যেরূপে রণকুশল ইংরেজ-সেনানায়ক-দিগকে পরাজিত করিয়া তোলেন, তাহা যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে

যে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও, তিনি ইউরোপীয় বালক-বালিকার শোণিতে আপনার হস্ত কলঙ্কিত করেন নাই। তাঁহার আরায় পেঁছিবার পূর্বে সিপাহিগণ একজন ইউরোপীয় কর্মচারীকে অবরুদ্ধ করে। কুমারসিংহ ইহাঁর প্রাণনাশ করেন নাই। ইংরেজদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে না পারেন, এইজন্য তিনি ইহাঁকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন মাত্র। আবদ্ধ থাকিলেও, লোকে ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিত। ফলতঃ যুদ্ধ ভিন্ন কোনো ইউরোপীয় তাঁহার অস্ত্র প্রয়োগের বিষয়ীভূত হয় নাই। তিনি কাহারো প্রতি কোনোরূপ অত্যাচার করেন নাই। এ বিষয়ে তিনি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অসামান্য উদারতা ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন। উপস্থিত বিপ্লবে উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি ভারতবাসী যেরূপ নিষ্ঠুরতা দেখাইয়াছে, এবং অসমদর্শী ইংরেজ যেরূপ নির্দয়তার পরিচয় দিয়াছেন, কুমারসিংহের কার্যে সেরূপ নির্দয়তার নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় নাই। বয়সের আধিক্যে তাঁহার তেজস্বিতার হ্রাস হয় নাই। তিনি নয়মাস কাল, ভারতের বিভিন্ন স্থানে বীরোচিত কৌশলের পরিচয় দেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি অনেকবার দুর্দশাগ্রস্ত হইলেও ইংরেজ-সেনাপতির হস্তে আত্মসমর্পণ করেন নাই। তাঁহার যুদ্ধ-প্রণালী প্রশংসনীয় এবং তাঁহার রণকৌশল অসামান্য ছিল। যুদ্ধব্যবসায়ী ইংরেজ ঐতিহাসিকও এ বিষয়ে তাঁহার প্রশংসা করিতে বিমুখ হন নাই*। তিনি এরূপ কৌশলে সুদক্ষ ইংরেজ সেনাপতির দৃষ্টি পরিহার-পূর্বক দূরতর স্থান হইতে জগদীশপুরে যাত্রা করেন যে, সেনাপতি কিছুতেই সেই কৌশলজাল ভেদ করিয়া, তাঁহার গতিরোধে সমর্থ হন নাই। কিন্তু তিনি যেরূপ সুনিয়মে যুদ্ধের প্রণালী নির্ধারণ করিতেন, সেইরূপ কার্য-তৎপরতার-সহিত সর্বাংশে ঐ প্রণালী রক্ষা করিতে পারিতেন না। ইংরেজ সেনানায়ক মিলমান্ যখন আত্রাওলিয়ার নিকটবর্তী আম্রকাননে থাকিয়া, আহারের উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার জয়লাভের বিস্তর সুযোগ ঘটিয়াছিল। তিনি নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে কার্য করিলে, মিলবান্ আজিমগড়ে যাইতে পারিতেন না। তাঁহার সৈনিক-দল ইংরেজ সৈন্যের পুরোভাগ আক্রমণ করিয়াছিল। এই আক্রমণে তাহাদের সুবিধা ঘটিলেও, তাহারা ইংরেজ-সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবিত হয় নাই। যদি সিপাহী-দলের একাংশ মিল্‌মানকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিত, তাহা হইলে কুমারসিংহ অপরাংশ লইয়া, সহজে বারাণসী আক্রমণ করিতে পারিতেন, এবং লর্ড মার্ককারের সহিত শৃঙ্খলা সহকারে যুদ্ধ করিবার সুযোগ পাইতেন। তাঁহার সম্মুখে এইরূপ অনেক বিষয়ে সুযোগ ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অধীন সর্দারদিগের অনৈক্য-প্রযুক্ত তিনি অনেকবার বিফলমনোরথ হন। সর্দারগণের সকলেই স্বপ্রধানভাবে কার্য করিতে আগ্রহযুক্ত ছিলেন। ইহাঁদের আত্মপ্রাধান্য রক্ষার প্রবল ইচ্ছাতে অনেক কার্য বিশৃঙ্খল হয়**। যাহা হউক, কুমারসিংহ সাতিশয় ক্ষমতাপন্ন ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। তাঁহার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিতে ইংরেজ এক

* *Malleson, Indian Mutiny, Vol. II, p. 465, Holmes, Indian Mutiny, p. 461.*

** *Malleson, Indian Mutiny, Vol. II, p. 466.*

সময়ে যেরূপ উপকৃত হইয়াছিলেন, দূরদর্শিতার অভাবপ্রযুক্ত অন্য সময়েও সেইরূপ বিব্রত ও বিপত্তিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কুমারসিংহের দেহত্যাগের পর তাঁহার ভ্রাতা অমরসিংহ সিপাহিদিগের অধিনায়ক হইলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় সামরিক কৌশলে অভ্যস্ত না হইলেও, একাগ্রতা ও স্থির প্রতিজ্ঞায় তাঁহার নিম্নগণ্য ছিলেন না। তাঁহার কর্মকুশলতায় ইংরেজকে দীর্ঘকাল বিব্রত থাকিতে হয়। তিনি সেনানায়ক লে গ্রাণ্ডকে পরাজিত করিয়া আরা আক্রমণ করেন। এ বিষয়ে কৃতকার্য না হইলেও, তাঁহার উদ্যম দূরীভূত হয় নাই। সিপাহিদিগের ন্যায়, পরবর্তী স্থানের উত্তেজিত লোকে নানাদিক হইতে আসিয়া তাঁহার দল পরিপুষ্ট করে। ইংরেজ-সেনানায়ক ডগলাস্ এজন্য ব্রিগেডিয়ার লুগার্ডের আগমন-প্রতীক্ষায় থাকেন। লুগার্ড লে গ্রাণ্ডের পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া, জগদীশপুরের নিকটে উপস্থিত হন। এদিকে অমরসিংহ বিহিয়া ও জগদীশপুরের মধ্যবর্তী নিবিড় জঙ্গলে সিপাহিদিগকে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। লুগার্ড এই সংবাদ পাইয়া ৮ই এপ্রিল বিহিয়ায় উপনীত হইলেন। তিনি স্বকীয় সৈনিক-দলের একাংশ, আত্মরক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিলেন, অপরাংশ লইয়া ৯ই এপ্রিল জগদীশপুরের পশ্চিম দিগবর্তী প্রান্তরে উপনীত হইলেন এবং আপনার বলবৃদ্ধির জন্য শাসিরামের ইংরেজ সেনানায়ক করফীল্ডকে অবিলম্বে আসিতে অনুরোধ করিলেন। যাবৎ করফীল্ড উপস্থিত না হন, তাবৎ লুগার্ড ঐ স্থানে থাকিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ দিন সন্ধ্যাকালে অমরসিংহ সহসা তাঁহার শিবির আক্রমণে উদ্যত হওয়াতে, লুগার্ডকে পূর্বসঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। লুগার্ড অমরসিংহের সহিত যুদ্ধে প্রস্তুত হইলেন। এইরূপে কুমারসিংহের কনিষ্ঠ সহোদরের সহিত ইংরেজ পক্ষের দীর্ঘকাল-ব্যাপী যুদ্ধের আরম্ভ হইল। এই সকল যুদ্ধের সবিস্তার বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। অমরসিংহের সৈনিকগণ জঙ্গলময় স্থান হইতে বহির্গত হইয়া, আরার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। লুগার্ডের প্রেরিত অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্য তাহাদের গতিরোধ করিল। লুগার্ড অতঃপর আপনার সৈন্য তিনভাগে বিভক্ত করিয়া, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে জগদীশপুর অধিকার করিলেন। অমরসিংহের সৈন্য সাতবারপুর নামক জঙ্গলময় পল্লীতে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

অতঃপর লুগার্ড উক্ত সিপাহী-দলের অনুসরণ করিলেন। এদিকে শাসিরামের ইংরেজ অধিনায়ক করফীল্ড আসিয়া, ১১ই মে জগদীশপুরের সাতমাইল দক্ষিণ-পশ্চিম-দিগবর্তী পিরু নামক স্থানে লুগার্ডের সহিত সম্মিলিত হইলেন। শাসিরাম হইতে পীরুর পথে তাঁহাকে অনেকবার অমরসিংহের সৈনিকদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। যে দিন করফীল্ড লুগার্ডের সহিত সম্মিলিত হন, সেই দিন সিপাহিরা হেতমপুর নামক স্থানে লুগার্ডের সৈন্য কর্তৃক পরাজিত হয়। এই দিন হইতে প্রায় প্রত্যহই অমরসিংহের সৈনিকদিগের সহিত ইংরেজ সৈন্যের যুদ্ধ হইতে থাকে। একদিকে করফীল্ড তাহাদের পরাক্রম খর্ব করিতে উদ্যত হন। ২০শে মে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে একজন ইংরেজ অফিসর দেহত্যাগ করেন। লুগার্ড ২৭শে মে দালিলপুর

নামক স্থানে সিপাহিদিগকে পরাজিত করেন।

কিন্তু এইরূপ পরাজয়েও অমরসিংহের দলভঙ্গ হইল না। অরণ্যময় দুর্গম পথ অমরসিংহের পরিজ্ঞাত ছিল। তিনি এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইয়া, ব্যূহসন্নিবেশ করিতে লাগিলেন। একস্থলে তাঁহার সৈনিকগণ যেরূপ পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল, অপর স্থলে তাহারা সেইরূপ পরস্পর সম্মিলিত হইয়া, যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল। তাহারা যেখানে ইউরোপীয়দিগকে দেখিতে পাইল, সেই স্থানে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। সুতরাং ইংরেজদিগের বাসস্থানগুলি নিরতিশয় বিপত্তিপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। ইংরেজ সেনানায়কগণ দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়াও, এইরূপ নানা-স্থান-গামী, নানাদলে বিভক্ত সৈনিকদিগের উচ্ছেদসাধন করিতে পারিলেন না। অরণ্যপ্রদেশ তাঁহাদের উদ্যম প্রকাশের প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠিল। তাঁহারা বৃথা বিপক্ষদিগের ব্যূহসন্নিবেশ নির্দিষ্ট করিয়া লইতে লাগিলেন, বৃথা উহা পরিবেষ্টিত করিতে লাগিলেন বৃথা উহার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এক দলের অল্পমাত্র বিলম্বে, অল্পমাত্র শৃঙ্খলা হানিতে তাঁহাদের সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ হইতে লাগিল। সিপাহিগণ একবার নিবিড় অরণ্যে অদৃশ্য হইতে লাগিল, আর একবার সহসা জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া, তাঁহাদিগকে বিব্রত করিয়া তুলিতে লাগিল। সর্বশেষে একজন উচ্চপদস্থ অফিসর এইরূপ এক সময়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন, অন্য সময়ে পরস্পর-সম্মিলিত বিপক্ষদিগের পরাজয়সাধনের জন্য অভিনব উপায় নির্ধারণ করিলেন। যথাস্থলে এ বিষয় পরিব্যক্ত হইবে।

দালিলপুরে পরাজিত হইয়াও সিপাহিগণ হতোদ্যম হয় নাই। তাহাদের একদল ডোমরাওঁর নিকটে একটি নীলকুঠী বিনষ্ট করে। অন্য দল বক্সারের নিকটবর্তী রাজপুর নামক পল্লী বিলুণ্ঠন করে। অপর দল রেলওয়ে কার্যালয় আক্রমণে উদ্যত হয়। ইহাতে সমগ্র শাহাবাদে পুনর্বার গোলযোগ ঘটে, এবং সমগ্র শাহাবাদের ইউরোপীয়দিগের মধ্যে গভীর আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এইরূপ আতঙ্ক বিস্তার ও গোলযোগের সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যেরও নিরতিশয় দুর্দশা ঘটে। তাঁহারা অতিশ্রমে ক্লান্ত হয়, অতি উত্তাপে অবসন্ন হয়, অতি দুর্গম প্রদেশে গমনাগমনে একান্ত বিব্রত হইয়া পড়ে। তাহাদের বিপক্ষগণ যেন প্রতিদিনই নবীন উৎসাহের সহিত রণক্ষেত্রে পরাক্রম প্রকাশ করিতে থাকে। পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে তাহাদের উদ্যম নষ্ট হন নাই, পুনঃ পুনঃ স্থান-ত্যাগে তাহারা উৎসাহশূন্য হইয়া পড়ে নাই, পুনঃ পুনঃ নিবিড় জঙ্গলে আত্মগোপন করাতে তাহাদিগকে দিশাহারা হইতে হয় নাই। এদিকে ইংরেজ সেনানায়ক লুগার্ডও কর্তব্য পালনে বিমুখ হন নাই। তিনি ২রা জুলাই আপনার সৈনিকদিগকে দুইদলে বিভক্ত করেন। একদল কেশবা, অন্যদল দালিলপুরের অভিমুখে গমন করে। লুগার্ড উক্ত দুই গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে পথ প্রস্তুত করিয়া, বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে তাঁহার জয়লাভ হয়।

পূর্বে যেরূপ হইয়াছিল, এবারেও সেইরূপ হইল। সেনানায়ক লুগার্ড জয়ী হইলেও বিপক্ষদিগের দল বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে পারিলেন না। তাহারা পুনর্বার

দলবদ্ধ হইল। লুগার্ড ১৫ই জুন পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিলেন, কিন্তু তাহাদিগকে একবারে বিতাড়িত করিতে পারিলেন না। লুগার্ড অবশেষে অবিরত যুদ্ধে অবসন্ন হইয়া, সৈনিক-দলের পরিচালনভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশগমনে বাধ্য হইলেন। ইংরেজ পক্ষের সৈনিক-দল শিবির সন্নিবেশ করিয়া থাকিতে আদিষ্ট হইল। এ দিকে অমরসিংহ তাহাদিগকে নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া, পূর্ব্ববৎ উদ্যমের সহিত আপনাদের পূর্ব্বতন স্থানগুলি অধিকার করিলেন। এইরূপে তিনি পুনর্বার প্রবল হইয়া উঠিলেন। নানা স্থান হইতে প্রতিদিনই বহুসংখ্যক লোক আসিয়া, তাঁহার সৈনিকদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

এই সময়ে ব্রিগেডিয়ার ডগ্‌লাস লুগার্ডের স্থলে নিয়োজিত হইলেন। তিনি এই গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করার অব্যবহিত পরেই শুনিতে পাইলেন যে, অমরসিংহের কৌশলে গয়ার কারাগারের কয়েদিগণ বিমুক্ত হইয়াছে। এই সকল কয়েদী পুলিশের সহিত সম্মিলিত হইয়া, নগর হইতে ইংরেজদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে। ইংরেজেরা স্থানান্তরে আত্মরক্ষা করিতেছেন। এদিকে আরা-রক্ষক সিপাহিগণ বিপক্ষদিগের চক্রান্তে নিরতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। শাহাবাদের প্রায় সর্ব্বত্র ইংরেজের ক্ষমতা ও প্রাধান্য অন্তর্হিত হইয়াছে।

এই সঙ্কটকালে সেনানায়ক ডগ্‌লাস্ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার উপর দানাপুর পর্য্যন্ত সমস্ত বিভাগের সৈনিক-দলের পরিচালন-ভার সমর্পিত হইল। সাত হাজার সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত সৈনিক-পুরুষ তাঁহার অধীনে রহিল। সেনানায়ক এই সকল সৈন্য লইয়া, আপনার নির্দিষ্ট প্রণালীতে কার্য্য করিতে উদ্যত হইলেন। পরস্পরের মধ্যে অধিক ব্যবধান না থাকে, এইভাবে তিনি সকল দিকে ঘাঁটি স্থাপন করিলেন। তিনি ঐ সকল স্থানে এরূপে সৈন্যসন্নিবেশ করিলেন যে, আদেশ প্রাপ্তি মাত্র তাহারা অল্প সময়ের মধ্যে একস্থানে পরস্পর সম্মিলিত হইতে পারে। তিনি বিপক্ষদিগের অভিসন্ধি ও গতিবিধি জানিবার জন্য বিশ্বস্ত সিপাহিদিগকে ছদ্মবেশে নানা স্থানে পাঠাইলেন। লুগার্ড যেমন জঙ্গলের মধ্যে পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ সমস্ত জঙ্গলে পথ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষে তিনি অমর-সিংহকে তাঁহার সৈনিক-দলের সহিত জগদীশপুরে তাড়িত করিবার প্রণালী অবধারণ করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, বিপক্ষগণ এক স্থানে সমবেত হইলে তিনি তাহাদিগকে সহজে পরাজিত করিয়া, ঐ স্থান অধিকার করিবেন।

কিন্তু ডগ্‌লাস্ যে প্রণালী নির্ধারিত করিলেন, অক্টোবর বা নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত তদনুসারে কার্য্যারম্ভ হইল না। ইহার মধ্যে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশগামী প্রশস্ত রাজপথ রক্ষা করিবার প্রয়োজন হইল। একজন সেনানায়ক চারিমাস কাল, এই কার্য্যে নিয়োজিত রহিলেন।

এদিকে অমরসিংহ নিরুদ্যম বা নিরুৎসাহ হন নাই। তিনি জগদীশপুর পুনরধিকার করেন। তাঁহার সহযোগিগণ জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত, শাহাবাদের নানা স্থানে আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা করে। তদীয় সৈন্যকর্তৃক এক

সময়েই নানা দিকের নানা স্থান আক্রান্ত হইয়া থাকে। গঙ্গার দক্ষিণ ও শোণের পশ্চিম দিকের সমুদয় স্থানে তাহাদের ক্ষমতার নিদর্শন পরিব্যক্ত হইতে থাকে। ইংরেজ-সৈন্যের সহিত তাহাদের ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতে থাকে। একজন সেনানায়ক তাহাদিগকে ৯ই সেপ্টেম্বর রামপুর নামক স্থানে পরাজিত করেন। আর-একজন অধিনায়ক শোণনদে তাহাদের সে সকল নৌকা ছিল, তৎসমুদয়, ২০শে সেপ্টেম্বর, বিনষ্ট করিয়া ফেলেন। একজন সিবিল কর্মচারী কতিপয় শিখ-সৈনিক লইয়া, তাহাদের আর চারিখানি বৃহৎ নৌকাও নষ্ট করেন। কিন্তু এইরূপে পরাজয় ও ক্ষতি স্বীকার করিলেও তাহারা আপনাদের উদ্দেশ্যসাধনে নিরস্ত থাকে নাই। প্রতিদিন তাহাদের উৎসাহবৃদ্ধির সহিত মারাত্মক কার্যের বৃদ্ধি হইতে থাকে। তাহারা পুনর্বার আরা অধিকারে উদ্যত হয়, এবং তত্রত্য অশ্বারোহিদিগকে আক্রমণ পূর্বক একান্ত বিব্রত করিয়া তুলে।

সেনানায়ক ডগ্‌লাস্‌ অমরসিংহের কর্মপ্রবণতা ও সমরনৈপুণ্য দেখিয়া, সবিশেষ সতর্কভাবে কার্য করিতে লাগিলেন। বর্ষার আবির্ভাব প্রযুক্ত তিনি এতদিন আপনার প্রণালী সর্বাংশে রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই। এখন বর্ষার তিরোভাব হইয়াছিল ; সুতরাং ডগ্‌লাস্‌ কালবিলম্ব না করিয়া, ১৩ই অক্টোবর নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে, অমরসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্যত হইলেন। এখনও অনেক স্থান জলপ্লাবিত ও কর্দমময় ছিল। এই সকল স্থান দিয়া, সৈন্য লইয়া যাওয়া কণ্টকর হইয়া উঠিল। যাহা হউক, ডগ্‌লাস আর কোনো বিষয়ে দৃকপাত করিলেন না। তিনি ১৩ই অক্টোবর আপনার সৈন্য সাত দলে বিভক্ত করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন দিকে পাঠাইলেন। এই সাত-দলের অধিনায়কগণ বিপক্ষদিগকে ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে জগদীশপুরে তাড়িত করিতে আদিষ্ট হইলেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, বিপক্ষদিগকে এককেন্দ্রে সমবেত করাই ডগ্‌লাসের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, বিপক্ষগণ জগদীশপুরে সমবেত হইলে তাহাদের পরাজয়সাধন সুসাধ্য হইবে। ডগ্‌লাস উপস্থিত সময়ে, এই উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইলেন।

কিন্তু এই উদ্যম সর্বাংশে সফল না। ডগ্‌লাস্‌ ১৪ই অক্টোবর সিপাহিদিগকে কারিশাত নামক স্থান হইতে তাড়িত করিলেন। অন্য একজন সেনানায়ক ১৬ই তারিখে কম্পসাগর নামক স্থানে সিপাহিদিগের সম্মুখীন হইলেন। সিপাহিগণ বহুক্ষণ এই আক্রমণে বাধা দিয়া, পরাজয় স্বীকার করিল। তৎপরদিন তাহারা অপর একজন ইংরেজ অধিনায়কের আক্রমণে পীরু নামক স্থানে পরাজিত হইল। এইরূপে অমর-সিংহের সাড়ে-চারি হাজার সৈন্য নানাস্থানে আক্রান্ত হইতে লাগিল। ইংরেজ পক্ষের বিভিন্ন সেনানায়কগণ যদি এক সময়ে সিপাহিদিগকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আক্রমণ করিতেন, তাহা হইলে ডগ্‌লাসের নির্ধারিত প্রণালী সর্বাংশে কার্যকর হইত। কিন্তু সেনা-নায়কগণ নির্দিষ্ট সময়ে কার্য করিতে সমর্থ হইলেন না। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ডগ্‌লাস আপনার সৈন্য সাতদলে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে পাঠাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ছয়দলের ছয়জন অধিনায়ক নিরূপিত সময়ে কার্য করিতে পারিলেন না।

বাঁধ কাটিয়া দেওয়াতে, অনেক স্থান জলপ্লাবিত হইয়াছিল। এজন্য উক্ত অধিনায়কের পাঁচঘণ্টা কাল বিলম্ব হইল। সিপাহিগণ এই অবসরে অক্ষতশরীরে স্থানান্তরে প্রস্থান করিল।

উদ্দেশ্য বিফল হওয়াতে সেনানায়ক ডগ্‌লাস চিন্তিত হইলেন। কিন্তু এই সময়ে আর-একজন সৈনিক-প্রধানের কৌশলে আর-এক উপায় উদ্ভাবিত হইল। স্যার হেনরি হাবেলক নামক একটি প্রধান সৈনিক-পুরুষ অযোধ্যার যুদ্ধের সময় দেখিয়াছিলেন যে, পদাতিক-দলের কতিপয় সৈনিক, অশ্বারোহীর কার্য করাতে অনেক ফললাভ হইয়াছে। উপস্থিত সময়ে স্যার হেনরি হাবেলক্ ডগ্‌লাসের দলে ছিলেন। সুতরাং তিনি এই প্রণালী অনুসারে কার্য করিবার প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে পদাতিক-সৈন্য বন্দুক ইত্যাদি লইয়া, অশ্বারোহণে বিপক্ষদিগের পশ্চাধাবিত হইবে। ইহারা বিপক্ষগণের সম্মুখীন হইলে, অশ্ব হইতে নামিয়া, যাবৎ মূল সৈনিক-দল উপস্থিত না হয়, তাবৎ তাহাদের গতিরোধ করিয়া থাকিবে। পূর্বে যে অভিনব উপায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, এইরূপে তাহা কার্যে পরিণত করিবার প্রস্তাব হইল। স্যার হেনরি হাবেলকের প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল। প্রস্তাবকর্তা প্রথমতঃ ১০ গণিত পদাতিক-দলের চাল্লশজন সৈনিককে অশ্বারোহীর কার্য শিক্ষা দিলেন। শেষে উক্ত পদাতিক-দলের আর কুড়িজন সৈনিক ইচ্ছাপূর্বক এইসব সংগঠিত দলে প্রবিষ্ট হইল। স্যার হেনরি হাবেলক্ এই ষাট জন সৈনিক লইয়া, অভীষ্ট কার্যসাধনে উদ্যত হইলেন।

স্যার হেনরি হাবেলক্ শোণের তটে সিপাহিদিগের গতিরোধ করিতে আদিষ্ট হইলেন। তিনি ১৮ই অক্টোবরের রাত্রি আট ঘটিকার সময়ে জগদীশপুরের নিকটবর্তী হইতে যাত্রা করিয়া, রাত্রি দুই প্রহরের পর আরায় উপনীত হইলেন; অতঃপর প্রাতঃকালে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া, শোণের তটে সিপাহিদিগের দেখা পাইলেন। সিপাহিগণ সবিশেষ পরাক্রমের সহিত বার ঘণ্টা কাল, আপনাদের নির্দিষ্ট স্থান রক্ষা করিল। কিন্তু শেষে তাহারা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ধাবিত হইল। হাবেলকের অশ্বারোহিগণ অবিলম্বে তাহাদের অনুসরণ করিল। ইহারা সর্বদা সিপাহিদিগের গন্তব্য স্থানের সন্ধান রাখিতে লাগিল। সিপাহিগণ জগদীশপুরের জঙ্গলে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ইহাতে কৃতকার্য না হইতে পারিয়া, পশ্চিম দিকে ধাবিত হইল। এদিকে হাবেলকের অশ্বারোহী সৈনিকগণ ইহাদের অনুসরণে নিরস্ত হইল না। শস্য ক্ষেত্রসমূহ জলপ্লাবিত থাকাতে তাহাদের শীঘ্র গমনে বাধা ঘটিতে লাগিল। এদিকে সিপাহিগণ উক্ত ক্ষেত্রের স্বল্পপরিসর বাঁধ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতেও তাহাদের নিষ্কৃতি লাভ হইল না। ২০শে অক্টোবর অপরাহ্ণে নোনাদি নামক স্থানের নিকটে অনুসরণকারী অশ্বারোহী পদাতিকগণ, অশ্ব হইতে নামিয়া, তাহাদের গতিরোধ করিল। ইহার মধ্যে ইংরেজ-পক্ষের পদাতিক-দল পেঁছিল। অমরসিংহ ইহাদের আক্রমণে পরাজিত হইয়া, ইক্ষুক্ষেত্রে আত্মগোপন করিলেন। তাঁহার সৈন্য পশ্চিম দিকে পলায়ন করিল। হাবেলকের অভিনব সৈনিক-দল পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, তাহাদের গন্তব্যস্থান ঠিক করিয়া লইল। তাহারা পরিশ্রান্ত হওয়াতে, অপরাহ্ণে এক-

স্থানে বিশ্রামপূর্বক রন্ধনের আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় হাবেলকের অনুসরণকারী সৈন্য তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ইহারা তিন ঘণ্টাকাল তাহাদিগকে অবরুদ্ধভাবে রাখিল। ইহার মধ্যে ব্রিগেডিয়ার ডগ্‌লাস সংবাদ-প্রাপ্তিমাত্র পদাতিক সৈনিক-দল লইয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু পথপ্রদর্শকের ভ্রান্তিভশতঃ তাঁহার সৈন্য সিপাহিদিগের পশ্চাদ্ভাগে না গিয়া, হাবেলকের সৈন্যের পার্শ্বভাগে উপস্থিত হইল। সিপাহিগণ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, পলায়নের সুযোগ পাইল। তাহারা পশ্চাদ্ভাগে কোনো প্রতিবন্ধক না দেখিয়া, ঐ দিক দিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। এই সময়ে সূর্য অস্তমিত হইয়াছিল। অন্ধকারে ক্রমে চারিদিক আচ্ছন্ন হইতেছিল। সিপাহিগণ এই সুযোগে বিনা বাধায় অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা চল্লিশ ঘণ্টায় তেষট্টি মাইল পথ অতিক্রমপূর্বক শাহাবাদ-বিভাগের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের ক্ষুদ্র পর্বতমালায় আশ্রয় গ্রহণ করিল।

সমতলক্ষেত্র হইতে এই পর্বতশ্রেণীতে যাইতে হইলে, তিনটি গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিতে হয়। হাবেলকের অশ্বারোহিগণ ২৩শে অক্টোবর এই গিরিবর্ত্ম দিয়া বিপক্ষের সম্মুখীন হইল। সিপাহিগণ এইরূপে আক্রান্ত হইয়া, সবিশেষ দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে দুর্গম পার্বত্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। এইরূপে তাহারা তৃতীয়বার তাড়িত হইল। হাবেলক সিপাহিদিগের পশ্চাদ্ধাবনে প্রবৃত্ত হইযা, পাঁচদিন পাঁচরাত্রিতে দুইশত এক মাইল পথ অতিক্রম করেন। ১৯শে, ২০শে এবং ২১শে অক্টোবরের যুদ্ধে হাবেলকের তিনজন সৈনিক-পুরুষ হত, এবং আঠাবজন আহত হয়। বিয়াল্লিশটি অশ্ব অতি ক্লান্তিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আত্মপক্ষের অনেকে হতাহত হওয়াতে, সিপাহিগণও সবিশেষ ক্ষতি স্বীকার করে।

যাহা হউক, ইংরেজ পক্ষের তিনহাজাব সুশিক্ষিত সৈন্য ছয়মাস কাল, অবিরত চেষ্টা করিয়া, যাহা সম্পন্ন করিতে পারে নাই, হাবেলকের প্রণালীতে পরিচালিত যাট জন সৈনিকের কৌশলে তাহা সম্পন্ন হইল। ইহারা স্বকৌশলে বিপক্ষদিগের গতিবিধির সন্ধান রাখাতে, অমরসিংহের সাড়ে-চাবিহাজার সৈন্য দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে তাড়িত হইল। এদিকে জগদীশপুরের নিবিড় জঙ্গল পরিষ্কৃত হইল। সিপাহিগণ একস্থান হইতে আর-একস্থানে যাইয়া, আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। ব্রিগেডিয়ার ডগ্‌লাস্‌ রাত্রিকালে পথ অতিবাহনপূর্বক ২৪শে নভেম্বর পার্বত্য প্রদেশের শালিদাহার নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া অমরসিংহের মূলদল পরাস্ত করিলেন। কিন্তু অমরসিংহকে সর্বাংশে নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ করিতে আরও কিছুদিন অতিবাহিত হইল। ১৮৫৮ অব্দের শেষভাগে ব্রিগেডিয়ার ডগ্‌লাস্‌ আপনার রক্ষণীয় বিভাগ সর্বাংশে নিরাপদ বলিয়া স্থির করিলেন।

অমরসিংহ সাতমাস কাল, ইংরেজ-সৈন্যের সমক্ষে বিচিত্র যুদ্ধকৌশল প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাত-আটজন ইংরেজ সেনানায়ক ভিন্ন ভিন্ন সৈনিক-দল লইয়া, তাঁহার সহিত যুদ্ধে দীর্ঘকাল কষ্টের একশেষ ভোগ করিয়াছিলেন। ইংরেজ পক্ষের পদাতিকসৈন্যকে এক সময়ে প্রতিদিন ছাব্বিশ মাইল করিয়া, ক্রমান্বয়ে পাঁচদিন গমন

করিতে হইয়াছিল। অশ্বারোহিগণও প্রতিদিন প্রায় চল্লিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিল*। এইরূপ কষ্ট, এইরূপ শ্রান্তির পর ইংরেজ-সৈন্যের জয়লাভ হয়। ফলতঃ, অমরসিংহের ক্ষমতা নাশ করিতে ইংরেজকে যেরূপ সময় ব্যয়, সেইরূপ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ইংরেজ অন্য স্থানের ঘোরতর যুদ্ধে আত্মপ্রাধান্য স্থাপনের সহিত আত্মগৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিহারের দীর্ঘকালব্যাপী ক্ষুদ্র যুদ্ধের ন্যায় অন্য কোনো যুদ্ধে, তাঁহার অধিকতর অবসাদ জন্মে নাই, এবং অন্য কোনো যুদ্ধে তাঁহাকে অধিকতর বিব্রত হইতে হয় নাই।

এইরূপে ইংরেজ শাহাবাদে নিরুপদ্রব ও নিষ্কণ্টক হইলেন। জগদীশপুরের চিরপ্রসিদ্ধ জমিদার-বংশের এইরূপে অধঃপতন হইল। যাঁহাদের জন্য কুমারসিংহের মতিভ্রম হইয়াছিল তাঁহারা শাহাবাদে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের অপরাধের সমুচিত শাস্তি হইয়াছে। কামানের গোলায় রণদলনের দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ফাঁসিকাষ্ঠে হরেকৃষ্ণের প্রাণান্ত হইয়াছে। যাহা হউক, কুমারসিংহ বৃদ্ধাবস্থায় ইংরেজের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেও লোকের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন। তিনি যে, কুমন্ত্রীর কুমন্ত্রে পরিচালিত হইয়াছিলেন, তাহা শাহাবাদ-বাসীদিগের অবিদিত ছিল না। তাঁহার প্রতি লোকের এরূপ শ্রদ্ধা, এরূপ ভক্তি, এরূপ প্রীতি ছিল যে, তিনি যে বিষয়ের অধিকারী ছিলেন, সেই বিষয় ক্রয় করাও তাহাদের মতে মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত হইত**। গবর্নমেণ্টও সকল দিক দেখিয়া, কুমার-সিংহের সন্তান ও আত্মীয়দিগের প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করেন নাই। কুমারসিংহের ঋণ পরিশোধের জন্য গবর্নমেণ্ট তাঁহার অনেক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ যে-যে সম্পত্তিতে আপনাদের অধিকার আছে বলিয়া, নির্দেশ করিয়াছিলেন, গবর্নমেণ্ট তৎসমুদয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। আজ পর্যন্ত কুমারসিংহের আত্মীয়গণ বিনা বাধায় ঐ সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন।

* *Malleson, Indian Mutiny, Vol. II, p. 492.*

** কুমারসিংহের আরাম্ভিত বাটির চারিদিকে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ছিল। বাটিটি একতলা। আরার প্রসিদ্ধ উকীল হরবনুস্ সহায় ঐবাটী ক্রয় করিয়া দোতলা করেন। কিন্তু গৃহ-প্রবেশের পূর্বেই সহসা তাঁহার মৃত্যু হয়। অন্য একজন উকিল (কাঁধজী সহায়) প্রাঙ্গণের পশ্চিমাংশ ক্রয় করিয়া উহাতে বাড়ি করেন। বাড়ি শেষ হইলে তিনি একদা হঠাৎ গাড়ি হইতে পড়িয়া, লোকান্তরিত হন। আর-একজন উকীল প্রাঙ্গণের উত্তরাংশে বাটি প্রস্তুত করেন। বাটি প্রস্তুত হইলে তিনিও রোগগ্রস্ত হইয়া. দেহত্যাগ করেন। ইহাদের কেহই আপনাদের অভিনব গৃহে বাস করিতে পারেন নাই। ঘটনা অদৃষ্ট-মূলক। কিন্তু ইহাতে সাধারণের বিশ্বাস অন্যরূপ হইয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অন্যান্য স্থান

সিগৌলি—মজঃফরপুর—ছাপরা—গয়া—কমিশনর টেলর সাহেবের পদচ্যুতি—রোহিণী—কটক—জলপাইগুড়ি—চট্টগ্রাম—ঢাকা—ছুটিয়া-নাগপুর

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, পাটনার প্রায় বারমাইল দূরবর্তী সিগৌলি নামক স্থানে ১২ গণিত এতদ্দেশীয় অশ্বারোহি-দল অবস্থিতি করিতেছিল। মেজর হলমেস্ ইহাদের অধিনায়ক ছিলেন। দেওয়ান বিভাগের কমিশনর টেলর সাহেব যেরূপ কঠোর ভাবের পরিচয় দেন, সৈনিক-বিভাগের মেজর হলমেসও সেইরূপ উগ্রভাব প্রদর্শন করেন। টেলর সাহেব পাটনার সমগ্র মুসলমান অধিবাসীকে গবর্নমেণ্টের শত্রু মনে করিয়া, তাহাদের নিপাতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। সেনানায়ক হল্‌মেস্ বিহারের অধিকাংশ স্থান আপনাদের বিপক্ষগণের আরামস্থল মনে করিরা, ঐ সকল স্থানে সামরিক আইন প্রচার করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি ত্রিহুত, ছাপরা, চম্পারণ এবং আজিমগড় ও গোরক্ষপুর, এই কয়েকটি বিভাগ উক্ত আইনের আমলে আনিবার জন্য ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, যাহারা গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে, গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অপর লোককে উত্তেজিত করিতে সচেষ্ট হইবে, গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে বক্তৃতা ইত্যাদি করিবে, গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধাচারী উত্তেজিত সিপাহিদিগকে লুকাইয়া রাখিবে, এবং চারিদিকে লুঠতরাজ করিবে, তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে। অধিকন্তু যাহারা উত্তেজিত সিপাহিদিগকে ধরিয়া দিতে পারিবে, তাহাদিগকে পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবে। মেজর হল্‌মেস্ বিভিন্ন বিভাগির মাজিস্ট্রেটদিগকে এই নিয়মানুসারে কার্য করিতে অনুরোধ করিলেন। মাজিস্ট্রেটগণ অনুরোধ রক্ষায় সম্মত হইলেন না। তাঁহারা লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্নর হালিডে সাহেবকে এই বিষয় জানাইলেন। হালিডে সাহেব সিগৌলির সেনানায়কের কার্য আইন-বিরুদ্ধ ও গবর্নমেণ্টের অননুমোদিত বলিয়া নির্দেশ করিলেন। কমিশনর টেলর সাহেব এবিষয় গবর্নমেণ্টের গোচর করেন নাই কেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার নিকটে কৈফিয়ৎ চাওয়া হইল। কমিশনর লিখিলেন যে, যদিও তিনি জানিতেন, মেজর হেল্‌মেস্ আইন-বিরুদ্ধ কার্য করিয়াছেন, তথাপি তিনি উহা গবর্নমেণ্টের গোচর করা আবশ্যক বোধ করেন নাই; যেহেতু তাঁহার বিশ্বাস যে, সামরিক আইন দ্বারা লোকের জীবন, সম্পত্তি ও সামাজিক শৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে অব্যাহত থাকিবে। গবর্নমেণ্ট এই কৈফিয়তে বোধহয় সন্তুষ্ট হইলেন না। এদিকে মেজর হল্‌মেস্‌ও নিরাপদে রহিলেন না। টেলর সাহেব এবং সেনানায়ক হল্‌মেস্ উভয়েই এতদ্দেশীয়দিগের শোণিত-পিপাসু হইয়াছিলেন। ইউরোপীয় নীলকরেরাও তাঁহাদের ন্যায় শ্বাপদ-প্রকৃতির পরিচয় দিতেছিলেন। যাঁহারা অবিরত নরশোণিতপাতে সচেষ্ট থাকেন, তাঁহারা যে, সাধারণের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখিতে পারেন

না, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। লোকে অবিরত এইরূপ হিংসার কার্য দর্শনে আপনারা প্রতিহিংসাপর হইয়া উঠে। সেনানায়ক হল্‌মেসের অদৃষ্টে এইরূপ প্রতিহিংসার ফল ঘটিল। ৩০শে জুলাই অপরাহ্ণকালে সেনানায়ক ও তাঁহার সহধর্মিণী শকটারোহণে বহির্গত হইয়াছেন এমন সময় ১২ গণিত দলের ছয়জন অশ্বারোহী অশ্বের বল্গা ধরিল এবং দেখিতে দেখিতে নিষ্কোষিত তরবারির আঘাতে সেনানায়ক ও তাঁহার স্ত্রীর মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। ইহার পর উত্তেজিত সওয়ারগণ সিগৌলির অপরাপর ইউরোপীয়কেও নিহত করিল। একজন এতদ্দেশীয়ের অসীম দয়ায় কেবল একটি অল্পবয়স্কা বালিকার জীবন রক্ষা হইল। সওয়ারদিগের অধিকাংশই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা লুঠতরাজ আরম্ভ করিল, ইউরোপীয়দিগের অবাসগৃহ ভস্মীভুত করিয়া ফেলিল, এবং দলবদ্ধ হইয়া, বিজয়োল্লাসে স্থানান্তরে প্রস্থান করিল। কতিপয় সওয়ার এই সঙ্কটকালে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের অনুরক্ত ছিল। ইহারা বিশ্বস্ততা হইতে বিচ্যুত হয় নাই। ইহাদের কেহ কেহ অযোধ্যার যুদ্ধে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের পক্ষে থাকিয়া, যতোচিত প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছিল।

সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাসের যে অংশ দেখা যায়, সেই অংশেই পর্যায়ক্রমে দুইটি পরস্পর-বিপরীত বিষয়ের নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। একবার যে স্থল সমুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইল, পরক্ষণেই সেই স্থল তমোময়ী ছায়ায় সমাবৃত হইয়া উঠিল। পাটনাতে পর্যায়ক্রমে আলোক ও অন্ধকারের আবির্ভাব হইয়াছিল। কমিশনর টেলর সাহেব যখন মুসলমানদিগকে অবরুদ্ধ করেন, ফাঁসিকাষ্ঠে যখন মুসলমানদিগের দেহ বিলম্বিত হইতে দেখেন, তখন তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহার এইরূপ দৃঢ়তা ও কঠোরতায় সমগ্র বিহার নিরাপদ হইবে। শ্বেতপুরুষের প্রভাব-দর্শনে লোকে আর উত্তেজনার পরিচয় না দিয়া, শান্তভাব অবলম্বন করিবে। তিনি এইরূপ মনে করিয়া, আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। গভীর বিশ্বাসে তাঁহার হৃদয়ে অনির্বচনীয় আহ্লাদের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার এই প্রসন্নতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। যে আলোকে তাঁহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহা শীঘ্র অন্তর্হিত হইল। আলোকের পরিবর্তে গভীর অন্ধকারে তাঁহার মুখের মালিন্য ঘটিল। সেনানায়ক ডান্‌বার যখন আরার সিপাহিদিগের ক্ষমতা নাশে অসমর্থ হইলেন; কুমারসিংহের প্রাধান্য যখন সমস্ত আরায় স্থাপিত হইল; তখন টেলর সাহেব দুশ্চিন্তায় অবসন্ন হইলেন; ভীষণ বিপ্লবে আপনাদের প্রাধান্য বিনষ্টপ্রায় দেখিয়া, তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। এখন পাটনা রক্ষা করাই তাঁহার প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হইল। তিনি জুলাই মাসে মজঃফরপুর, ছাপরা, গয়া প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জেলার রাজপুরুষদিগকে আপনাদের রক্ষণীয় স্থান পরিত্যাগ করিয়া, পাটনায় আসিতে আদেশ দিলেন। কমিশনর সাহেব ভাবিয়াছিলেন যে, আরার উদ্ধারসাধন অসম্ভব। কুমারসিংহের পরাজয়সাধনও অসাধ্য। এখন বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানের ইউরোপীয়দিগকে পাটনা ও দানাপুর একত্র করাই সঙ্গত। ইহাতে ইউরোপীয়দিগের বলবৃদ্ধি হইবে, এবং ঐ স্থানে গবর্নমেণ্টের প্রাধান্যও অব্যাহত থাকিবে। যিনি এক সময়ে রাজপুরুষদিগকে আপনাদের নির্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া যে-

কোনোরূপে হউক, প্রতিপক্ষের ক্ষমতা নাশ করিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে ভয়াবহ বিপ্লবের করাল ছায়ায় দিশাহারা হইয়া আপনার অধীন প্রধান কর্মচারিদিগকে গবর্নমেণ্টের বহু অর্থ, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, দুশ্চরিত্র কয়েদিগণে পরিবৃত কারাগার সমূহ ফেলিয়া আসিতে আদেশ দিলেন।

কমিশনরের আদেশলিপি যখন মজঃফরপুরে উপস্থিত হয়, তখন ত্রিহুতের ইউরোপীয়গণ, দানাপুর ও সিগোলির সংবাদে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, অবিলম্বে সমগ্র বিভাগের লোকে কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে। এই বিশ্বাস-প্রযুক্ত তাঁহারা দানাপুরের সেনাপতির নিকটে কতিপয় ইউরোপীয় সৈন্য পাঠাইয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করেন। এই উদ্বেগের সময়ে মজঃফরপুরের ইউরোপীয়গণ যখন কমিশনর সাহেবের পত্র পাইলেন, তখন অবিলম্বে মজঃফরপুর পরিত্যাগ করাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত হইল। মজঃফরপুরের মাজিস্ট্রেট তাঁহাদিগকে রক্ষণীয় স্থান পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার নিষেধবাক্যে কোনো ফল হইল না। মাজিস্ট্রেট সাহেব টেলর সাহেবকে আপনার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিবার জন্য পাটনায় গমন করিলেন। মজঃফরপুর রাজপুরুষদিগের শাসনদণ্ড হইতে কিয়ৎকালের জন্য বিচ্যুত হইল। কিন্তু রাজপুরুষদিগের অনুপস্থিতিতে কোনোরূপ বিপ্লবের আবির্ভাব হইল না। লোকে কোনোরূপ উত্তেজনার নিদর্শন দেখাইল না। ধনাগার বিলুণ্ঠিত হইল না। কারাগারের কয়েদিগণ মুক্তিলাভ করিল না। ইউরোপীয়দিগের আবাসগৃহ ভস্মীভূত হইল না। সেনানায়ক হলমেসের অধীন কতকগুলি সওয়ার মজঃফরপুরে অবস্থিতি করিতেছিল; ইউরোপীয়দিগের গমনের অব্যবহিত পরে ইহারা গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল। কিন্তু এই সময়ে নজীবগণ আপনাদের কর্তব্যপালনে উদাসীন হইল না। তাহারা সওদাগরদিগের আক্রমণে বাধা দিয়া, ধনাগার প্রভৃতি রক্ষা করিল। যদি নজীবগণ সওদাগরদিগের পক্ষ অবলম্বন করিত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ ধনাগার বিলুণ্ঠিত হইত কয়েদিগণও মুক্তিলাভ করিয়া, সমগ্র স্থানের শৃঙ্খলা ও শান্তি নষ্ট করিয়া ফেলিত। কিন্তু নজীবগণ সওদাগরদিগের সহিত সম্মিলিত না হইয়া, দৃঢ়তার সহিত তাহাদের আক্রমণ পর্যুদস্ত করে। সওয়ারেরা ধনাগার হস্তগত করিতে না পারিয়া, কতিপয় ইউরোপীয়ের গৃহ লুণ্ঠনপূর্বক স্থানান্তরে চলিয়া যায়। এদিকে মাজিস্ট্রেট সাহেব কমিশনর সাহেবকে বুঝাইতে না পারিয়া, তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে তাড়াতাড়ি মজঃফরপুরে প্রত্যাগত হইয়া দেখেন যে, নজীবদিগের অসীম প্রভুভক্তিতে ও বিশ্বস্ততাগুণে ধনাগারের প্রায় নয় লক্ষ টাকা সুরক্ষিত আছে। কারাগারে কয়েদিগণ পূর্ববৎ অবস্থিতি করিতেছে। নগরেও পূর্বের ন্যায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রহিয়াছে।

মজঃফরপুরের ন্যায় ছাপরাও বিপত্তিপূর্ণ বোধ হইয়াছিল। কিন্তু এই বিপদের নিবারণের জন্য সাহায্যকারী সৈনিকের অসদ্ভাব ছিল না। নিকটে পঁয়তাল্লিশ জন ইউরোপীয় এবং একশত জন শিখসৈনিক অবস্থিতি করিতেছিল। এই সকল সৈনিকপুরুষ থাকিলেও, ছাপরার রাজপুরুষগণ কমিশনর টেলর সাহেবের আদেশানুসারে

নগর পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে ঘটনাস্থলে একজন রাজভক্ত, তেজস্বী মুসলমানের আবির্ভাব হইল। রাজকীয় কর্মচারিগণ যখন স্থানান্তরে পলায়ন করিলেন; ধনাগার, কারাগার, কাছারি প্রভৃতি যখন অরক্ষিত অবস্থায় থাকিল; স্থানীয় লোকে যখন রাজপুরুষদিগের আতঙ্ক দেখিয়া বিচলিত হইয়া উঠিল! তখন কাজী রমজান আলি নামক একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান নির্ভীকচিত্তে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তিনি আপনার ইচ্ছায় ছাপরার শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সাহস ও উদ্যম কোনোরূপে ব্যাহত হইল না। তিনি নিয়মিতরূপে কাছারি করিতে লাগিলেন, ধনাগার প্রভৃতি রক্ষণীয় স্থান রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং উপস্থিত উত্তেজনার সময়ে সর্বত্র শান্তি অব্যাহত রাখিলেন। ইংরেজেরা পলায়ন করিলেও, কাজী সাহেবের এইরূপ সাহসসহকৃত উদ্যমে ছাপরায় কোনোরূপ গোলযোগ ঘটিল না। ইংরেজেরা যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন আলি তাঁহাদের হস্তে পূর্বের ন্যায় শৃঙ্খলাসম্পন্ন কাছারি, ধনাগার প্রভৃতি সমর্পণ করিলেন*। কমিশনর টেলর সাহেব যখন পাটনার মুসলমান-দিগকে নিপীড়িত বা নিহত করিতেছিলেন, তখন ছাপরার একজন সদাশয় মুসলমান রাজভক্তি ও বিশ্বস্ততার একশেষ দেখাইলেন। উপস্থিত সময়ে ইংরেজ রাজপুরুষগণ, অনেক স্থলে এতদ্দেশীয়দিগের এইরূপ বিশ্বস্ততার পরিচয় পাইতেছিলেন। তথাপি তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আপনাদের বিপত্তিময় জ্ঞানাভিমান পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহাদের এইরূপ অহম্মুখতার জন্যই অনেক স্থলে লোকের উত্তেজনার বৃদ্ধির সহিত ঘোরতর অশান্তির উৎপত্তি হয়।

সাহসী নজীবদিগের রাজভক্তিতে মজঃফরপুরে কোনোরূপ গোলযোগ ঘটিল না। একজন বিশ্বস্ত মুসলমানের অপূর্ব তেজস্বিতায় ছাপরায় শান্তিভঙ্গ হইল না। এই দুই স্থানের ইংরেজ রাজপুরুষেরা যখন আপনাদের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তখন এতদ্দেশীয়গণ পরের জন্য অসীম কার্যতৎপরতা প্রদর্শন করেন। গয়াতেও এইরূপ রাজভক্তির নিদর্শন লক্ষিত হয়। অধিকন্তু গয়ার এক প্রধান-রাজপুরুষ ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত না হইয়া, ধনাগারের রাশীকৃত অর্থ রক্ষা করেন। গয়া পাটনা হইতে পঞ্চান্ন মাইল এবং কলিকাতা হইতে দুশো পঁয়ষট্টি মাইল অন্তরে অবস্থিত। এই স্থান অতি প্রাচীন কাল হইতে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই স্থান হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে একটি প্রধান পুণ্যতীর্থ বলিয়া সম্মানিত হইতেছে। যে স্থানের অন্তঃসলিল-বাহিনীর তটদেশে পিণ্ড দিলে পূর্বপুরুষদিগের উদ্ধারসাধন হয়, যে স্থানের পবিত্র বৃক্ষতলে, গভীর সাধনাবলে শাক্যসিংহের সিদ্ধিলাভ ঘটে, সে স্থলের প্রতি হিন্দু ও বৌদ্ধ, উভয় সম্প্রদায়ই অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করে। এই তীর্থস্থানে সময়ে সময়ে অনেক হিন্দুর সমাগম হয়। অনেক সম্পত্তিশালী জমিদার এই স্থানে অবস্থিতি করেন। নানা দেশের নানা ভাবের লোক উপস্থিতি হওয়াতে,

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 407. Comp. Patna Crisis, p. 87.*

এই স্থানে নানারূপ অদ্ভুত গল্প প্রচারিত হইয়া থাকে। উপস্থিত সময়ে এই স্থানে ৮৪ গণিত পদাতিকদলের চল্লিশ জন সৈনিক পুরুষ এবং একশত ষোল জন শিখ অবস্থিতি করিতেছিল। মণি সাহেব এই স্থানের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি দানাপুরের সংবাদ পাইয়া, গয়া রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিতে উদ্যত হন। দানাপুরের সিপাহিদিগের উত্তেজনার সংবাদে গয়ার লোকের মধ্যে অনেকের উত্তেজনার নিদর্শন লক্ষিত হয়। গয়ার অবস্থা যখন এইরূপ, তখন আরার সংবাদ পাটনায় উপস্থিত হওয়াতে টেলর সাহেব পূর্বোক্ত আদেশ প্রচার করেন। ম্যাজিস্ট্রেট মণি সাহেবের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, যদি কুমারসিংহ ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হন, তাহা হইলে সমগ্র বিহারের অর্ধাংশ গবর্নমেন্টের বিরোধী হইবে। এখন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কুমারসিংহের অভ্যুত্থান এবং ডানবারের পরাজয়ের সংবাদে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি আপনার আবাসগৃহে বসিয়া, নজীবদিগের সুবাদারের সহিত কথা কহিতেছিলেন, এমন সময় কমিশনরের পত্র তাঁহার নিকটে পেঁছিল। কমিশনর কি লিখিয়াছেন, সুবাদার জানিতে চাহিলেন, ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাকে কিছু না বলিয়া, কার্যান্তরে পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে শহরের ইউরোপীয়দিগের নিকটে সংবাদ প্রেরিত হইল। এক ঘণ্টার মধ্যে ইউরোপীয়গণ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে উপস্থিত হইলেন। কমিশনরের আদেশানুসারে তাঁহাদের পাটনাতেই যাওয়া সিদ্ধান্ত হইল। তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া, ধনাগারের প্রায় সাত-আট লক্ষটাকা, দুশ্চরিত্র কয়েদিগণে পরিপূর্ণ কারাগার প্রভৃতি ফেলিয়া, পাটনার অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। দারোগা এবং নজীবদিগের উপর শহরের রক্ষার ভার রহিল।

ইউরোপীয়গণ অশ্বারোহণে দুই-তিনমাইল পথ অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময় হোলিংস্ নামক একজন ইউরোপীয় কর্মচারীর মানসিক ভাব পরিবর্তিত হইল। ইনি অহিফেন-বিভাগে কর্ম করিতেন। হোলিংস সাহেব আপনাদের কাপুরুষতায় নিরতিশয় লজ্জিত হইলেন। গয়া রক্ষার ভার ইঁহার উপর না থাকিলেও, ইনি এইরূপ ভীরুজনোচিত কার্যে একান্ত অনুতপ্ত হইলেন। ইঁহার ভাবান্তর দর্শনে ম্যাজিস্ট্রেট মণি সাহেবেরও ভাবান্তর ঘটিল; এই দুইটি সাহসী পুরুষ গয়ায় প্রত্যাবর্তন করিয়া, গবর্নমেন্টের সম্পত্তি রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যখন অপরাপর ইউরোপীয় গয়ার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া পাটনার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, তখন মণি এবং হোলিংস্ সাহেব গয়ায় ফিরিয়া আসিলেন। গয়া পূর্ববৎ সুশৃঙ্খল ছিল। ধনাগারের অর্থরাশি পূর্ববৎ সুরক্ষিত ছিল। কয়েদিগণ পূর্ববৎ কারাগারে আবদ্ধ ছিল। অস্ত্রধারী নজীব এবং অনুত্তেজিত অধিবাসিগণ পূর্ববৎ রাজভক্তির পরিচয় দিতেছিল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব গয়ার এইরূপ শৃঙ্খলা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং সন্তুষ্টচিত্তে গবর্নমেন্টের অর্থ স্থানান্তরে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে পাটনার পথ নিরাপদ ছিল না। এদিকে সাধারণের মধ্যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল যে, কুমারসিংহ সৈনিক-দল লইয়া, গয়ার অভিমুখে আসিতেছেন। এই সংবাদে সাধারণে অধিকতর উত্তেজিত হইয়াছিল।

মাজিস্ট্রেট সাহেব টাকা লইয়া, পাটনার পরিবর্তে কলিকাতায় যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। কলিকাতা অধিকতর দূরবর্তী হইলেও, বিঘ্ন-বিপত্তির সম্ভাবনা না থাকাতে, ঐ দীর্ঘতর পথই মাজিস্ট্রেটের অবলম্বনীয় হইল। মাজিস্ট্রেট, গাড়ি প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার আদেশ দিলেন। গয়ার নিকটবর্তী হাজারীবাগের সিপাহিরা গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল। মাজিস্ট্রেট সাহেব এজন্য সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া মহারানীর ৬৪ গণিত দলের কতিপয় ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষ সংগ্রহ করিলেন। ৪ঠা আগস্ট সকলে কলিকাতায় যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইল। এদিকে নজীবেরা গবর্নমেন্টের বিপক্ষ হইয়া উঠিল। কয়েদিগণ কারাগার ভগ্ন করিয়া বহির্গত হইল। মাজিস্ট্রেট মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া, অশ্বারোহণে কোম্পানির অর্থসংরক্ষক ইউরোপীয় সেনিকদিগেব সহগামী হইলেন। ঐ দিন রাত্রিকালে নজীব এবং কারাগার-বিমুক্ত কয়েদিগণ, অর্থাপহরণমানসে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল, কিন্তু অভীষ্ট বিষয়-লাভে কৃতকার্য হইতে পারিল না। আগস্ট মাসের মধ্যভাগে মাজিস্ট্রেট সাহেব কোম্পানির অর্থ লইয়া, কলিকাতায় উপনীত হইলেন। গবর্নর জেনেরল তাঁহার এবং হোলিংস সাহেবের সাতিশয় সুখ্যাতি করিলেন। এইরূপ সঙ্কটকালে, এইরূপ সাহসিকতা ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত বহু অর্থ রক্ষা করাতে, ইহাঁরা উভয়েই গবর্নমেন্টের নিকটে সম্মানিত হইলেন।

অদৃষ্টচক্রের আবর্তনে গয়ার মাজিস্ট্রেট, যখন প্রধানতম শাসনকর্তার একান্ত অনুগ্রহভাজন হইলেন তখন পাটনার টেলর সাহেবের অধঃপতন হইল। বিহারে সামরিক আইন প্রচার এবং পাটনার মুসলমানগণের ফাঁসি হওয়াতে কর্তৃপক্ষ কমিশনর সাহেবের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। ইহার পর কমিশনর সাহেব, যখন আপনার অধীন বিভাগের রাজপুরুষদিগকে পাটনায় উপস্থিত হইতে আদেশ দিলেন, তখন কর্তৃপক্ষের অসন্তোষ অধিকতর বর্ধিত হইল। টেলর সাহেব আগস্ট মাসে কমিশনরের পদ হইতে নিষ্কাশিত হইলেন। টেলর সাহেবের ক্ষিপ্রকারিতা ছিল; কর্মক্ষমতা, উৎসাহ ও সাহস ছিল। তিনি এক সময়ে রাজপুরুষদিগকে স্ব-স্ব স্থানে থাকিয়া, আত্মরক্ষা করিতে আদেশ দেন। কিন্তু শেষে আরার ঘটনায় তাঁহার হৃদয়ে সাতিশয় ভয়ের সঞ্চার হয়। তিনি বিভিন্ন স্থানের ইউরোপীয়দিগকে এককেন্দ্রে একীভূত করিয়া, আত্মরক্ষায় উদ্যত হন। তাঁহার এই উদ্যম অসময়ে অভিব্যক্ত হওয়াতে প্রশংসনীয় হয় নাই। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, মজঃফরপুর ও ছাপরাতে কোনো গোলযোগ ঘটে নাই। ইংরেজদিগের অভাবেও, একজন কর্মনিষ্ঠ মুসলমান ছাপরায় শান্তি রক্ষা করিয়াছিলেন। কমিশনর সাহেবের বিবেচনাদোষে কুমারসিংহ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধ-পক্ষ অবলম্বন করেন। কুমারসিংহ বিরোধী না হইলে, বোধ-হয়, টেলর সাহেব আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া, বিভাগীয় রাজপুরুষদিগকে তাঁহাদের রক্ষণীয় স্থান পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিতেন না। যাহা হউক, টেলর সাহেবের ধীরতার অভাবেই তাঁহার অধঃপতন ঘটিয়াছে। ধীরতার অভাব প্রযুক্ত তিনি কর্তৃপক্ষের নিকটে নিন্দিত ও উচ্চপদ হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছেন। ইহার পর দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়াও, তিনি

পূর্বতন সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারেন নাই।

টেলর সাহেব পদচ্যুত হইলে, সামুয়েল্‌স্‌ সাহেব পাটনার কমিশনর হন। যাবৎ তিনি উপস্থিত না হন, তাবৎ পাটনার জজ ফারকুহরসন সাহেবের হস্তে কমিশনরের কার্যভার সমর্পিত হয়। টেলর সাহেবের ব্যবহারে পাটনার লোকে সাতিশয় উত্তেজিত হইয়াছিল। সম্ভ্রান্ত অধিবাসিগণ অবশ্যম্ভাবী বিপদের আশঙ্কায় একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। এখন টেলর সাহেব পদচ্যুত হওয়াতে, তাঁহারা নিরুদ্বেগ হইলেন। এদিকে সাধারণকে শান্তভাবে রাখিবার জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বিত হইতে লাগিল। কাওয়াজের ক্ষেত্র হইতে ফাঁসি কাষ্ঠ সকল অপসারিত হইতে লাগিল। যে সকল নিরীহ মুসলমান অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা মুক্তিলাভ করিল। লোকে গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে না পারে; মুসলমানেরা উত্তেজিত না হইয়া, প্রশান্তভাবে থাকিতে পারে, এজন্য লেফ্‌টেনেণ্ট্‌ গবর্নর মুন্সী আমীর আলি নামক একজন কর্মদক্ষ মুসলমান উকীলকে কমিশনর সামুয়েল্‌সের সহকারী করিলেন। এইরূপ উচ্চতরপদে একজন ভারতবাসীর নিয়োগ হওয়াতে কলিকাতার ইউরোপীয়-সম্প্রদায় আবার চীৎকার আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই অসঙ্গত চীৎকারে কোনো ফল হইল না। মুসলমানের পবিত্র পর্ব মহরম সমাগত হইল। মুন্সী আমীর আলির কার্যনৈপুণ্যে এই উৎসবে শান্তিভঙ্গ হইল না। পাটনার মুসলমানগণ আপনাদের ধর্মানুমোদিত কর্ম সম্পন্ন করিল। তাহাদের মধ্যে উত্তেজনা পরিদৃষ্ট হইল না। এ সময়ে তাহারা উন্মত্তভাবে কাফেরের শোণিতপাতে অগ্রসর হইল না। এইরূপ উত্তেজনার সময়ে পাটনার এইরূপ প্রশান্তভাবের বিবরণ শুনিয়া, উদ্ধত ইউরোপীয়গণ আপনাদের অযথা চীৎকারে আপনারাই লজ্জিত হইলেন।

বাংলার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্নরের শাসনাধীন প্রদেশের আরও কোনো কোনো স্থানে সিপাহিদিগের মধ্যে উত্তেজনার নিদর্শন পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু এই উত্তেজনায় প্রকৃত-প্রস্তাবে যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। গবর্নমেণ্টকেও এই উত্তেজনাপ্রযুক্ত তাদৃশ বিপদগ্রস্ত হইতে হয় নাই। ইহার বিবরণ এই স্থলে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। সাঁওতাল পরগণার মধ্যে দেবঘর হিন্দুদিগের একটি প্রধান তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। অনেক তীর্থযাত্রী এই স্থানে সমাগত হইয়া, মহাদেবের আরাধনায় অভিনিবিষ্ট হইয়া থাকে। গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থানে জনসাধারণের মধ্যে যেরূপ উত্তেজনা ঘটিয়াছিল, সেরূপ উত্তেজনার নিদর্শন দেবঘরে পরিদৃষ্ট হয় নাই। এই স্থানের অধিবাসিগণ প্রশান্তভাবে ছিল। এই স্থানের তীর্থযাত্রিগণ পুণ্যসঞ্চয়ের মানসে ধীরভাবে আরাধ্য দেবের পূজায় ব্যাপৃত ছিল। এই স্থানের রাজপুরুষগণ কোনোরূপ বিপ্লবের সূচনা না দেখিয়া, নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতেছিলেন। দেবঘরের নিকটবর্তী রোহিণীতে ৫ গণিত অনিয়মিত অশ্বারোহিদল অবস্থিতি করিতেছিল। ইহাদের মধ্যে কোনোরূপ অসন্তোষের চিহ্ন দেখা যায় নাই। ইহারা কোনো সময়ে অধিনায়কের আদেশের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হয় নাই। ইহাদিগকে কোনো সময়ে কোনোরূপে সামরিক শৃঙ্খলানাশের জন্য উত্তেজিতভাবে দলবদ্ধ হইতে হয় নাই। ইহারা শান্তভাবে আপনাদের কর্মে ব্যাপৃত ছিল।

ইহাদের অধিনায়কগণ নিশ্চিন্তমনে আপনাদের সৈনিক-দলের মধ্যে বাস করিতেছিলেন। ১২ই জুন সন্ধ্যাকালে এই অশ্বারোহিদলের অধিনায়ক মাক্‌ডোনাল্‌ড্‌ আপনার বাঙলার বারেন্দায়, অন্যতর সেনানায়ক স্যার নরমান্‌ লেস্‌লি এবং ডাক্তার সাহেবের সহিত বসিয়া নিরুদ্বেগে নানারূপ গল্প করিতে করিতে চা পান করিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনটি অস্ত্রধারী পুরুষ বিদ্যুৎবেগে তাঁহাদের নিকটে আসিল। নিমেষের মধ্যে একব্যক্তি অধিনায়কের মস্তকে অস্ত্রাঘাত করিল। ডাক্তার সাহেবও আহত হইলেন। অস্ত্রাঘাতে লেস্‌লি সাহেবের পৃষ্ঠদেশ হইতে বক্ষোদেশ পর্যন্ত ছিন্ন হইল, এই হতভাগ্য সৈনিক-পুরুষ দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারিলেন না। অর্ধঘণ্টার মধ্যে তাঁহার দেহত্যাগ হইল। অধিনায়ক ও ডাক্তার সাহেব এই আকস্মিক অস্ত্রাঘাত হইতে কোনো-রূপে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন। ইহাঁরা আক্রমণকারীদিগকে চিনিতে পারিলেন না। ৫ গণিত অশ্বারোহি-দলের সওয়ারেরা যে, এই কার্য করিয়াছে, তদ্বিষয়ে ডাক্তার সাহেব সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আক্রমণকারীরা যেরূপ ত্বরিতবেগে উপস্থিত হইয়াছে, সেইরূপ নিমেষমধ্যে আপনাদের কার্যসাধন করিয়াছে। তাহাদের দেহে সামরিক পরিচ্ছদ ছিল না। সুতরাং আক্রান্তগণ তাহাদিগকে সওয়ার বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। এতদ্দেশীয় অফিসরগণ অপরাধীদিগকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সন্দেহক্রমে তিনব্যক্তি ধৃত হইল। ইহাদের দুইজনের পরিধেয় বস্ত্র শোণিতরঞ্জিত ছিল। একজন স্বীকার করিল যে, তাহার অস্ত্রাঘাতে লেস্‌লি সাহেবের প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। এইমাত্র প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, অধিনায়ক মাক্‌ডোনাল্‌ড্‌ তাহাদিগকে ফাঁসি দিতে উদ্যত হইলেন। অবিলম্বে তিনি অভীষ্ট কার্য সম্পাদনের আয়োজন করিলেন। তিনজনকে হাতির উপর চড়াইয়া ফাঁসিকাষ্ঠের নিকটে লইয়া যাওয়া হইল। জল্লাদেরা পর্যায়ক্রমে এক-একজনের গলদেশ রজ্জুবদ্ধ করিল। ইহার পর পর্যায়ক্রমে এক-একবার হাতি চালাইয়া দেওয়া হইল। তিন বারে তিনটি শোচনীয়-দশাগ্রস্ত ব্যক্তির দেহ ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত হইল। তিনজন সওয়ারের জীবননাশ করিলেও, মেজর্‌ মাক্‌ডোনাল্‌ড্‌ অপরাপর সওয়ারকে সাতিশয় বিশ্বস্ত বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই ধারণা অমূলক হয় নাই। সওয়ারগণ আহত ও অরক্ষিত ইউরোপীয়দিগেব শোণিতে আপনাদের হস্ত কলঙ্কিত করে নাই। এই সময়ে তাহাদের অধিনায়ক আহত হইয়াছিলেন। আঘাতজনিত প্রচণ্ড জ্বরে তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়াছিল। ডাক্তার সাহেবও গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সওয়ারগণ বিদ্বেষভাবে পরিচালিত হইলে অনায়াসে ইহাঁদের ক্ষমতা নাশ করিতে পারিত। কিন্তু তাহারা আপনাদের প্রশান্তভাবে ও প্রভুভক্তিতে বিসর্জন দেয় নাই। তাহাদের অধিনায়ক আক্রান্ত ও আহত হইলে, তাহারা সমস্ত রাত্রি আহতদিগের গৃহদ্বারে বসিয়া প্রহরীর কার্য করে। ইহার পর তাহারা তিনমাস কাল এইরূপ প্রগাঢ় বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়। তাহাদের অধিনায়ক এইরূপ বিশ্বস্তভাবে এরূপ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছিলেন, আঘাতজনিক জ্বরে তাঁহার দেহত্যাগ হয়, তাহাও ভালো, তথাপি তিনি এই বিশ্বস্ত সৈনিক-দলের পরিচালনার জন্য অপর কাহাকেও

স্বকীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে দিবেন না। তাঁহার প্রস্তাব ক্রমে সদর সৈনিকনিবাস রোহিণী হইতে ভাগলপুরে স্থানান্তরিত হয়। জুলাই মাস পর্যন্ত সওয়ারেরা ভাগলপুরে শান্তভাবে আপনাদের কর্তব্য পালন করে। শেষে আগষ্ট মাসে ইহাদের ভাবান্তর ঘটে। এই সময়ে দানাপুর ও আরার সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছিল। চারিদিকের সিপাহিগণ দানাপুরের দানব প্রকৃতি ইউরোপীয় সৈনিকদিগের নিষ্ঠুরতার বিবরণ শুনিয়া, আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছিল। এই সর্বব্যাপী আতঙ্কের সময়ে যেখানে যে সিপাহি-দল, ইংরেজ-সৈনিক-পুরুষদিগকে সমাগত হইতে দেখিত, সেইখানেই তাহারা সর্ববিধ্বংসের আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া উঠিত। ১৫ই আগষ্ট একখানি জাহাজ ভাগলপুরের নিকটে আসিয়া নোঙ্গর করে। এই জাহাজে সেনাপতি আউট্রাম ছিলেন। এই সময়ে দুইজন উত্তেজিত সওয়ার ভাগলপুরের ৫ গণিত সওয়ারদলকে কহে যে, রাত্রিতে তাহারা আক্রান্ত ও নিরস্ত্রীকৃত হইবে। এই কথায় সওয়ারগণ স্থির থাকিতে না পারিয়া, আপনাদের দ্রব্যাদি পরিত্যাগ-পূর্বক অশ্বারোহণে ইতস্ততঃ ধাবিত হয়। এইরূপে একদল বিশ্বস্ত সৈন্য ইংরেজের পক্ষ পরিত্যাগ করে। কথিত আছে, রোহিণীতে যে তিন জনের ফাঁসি হয়, তাহাদের একজনের পিতা আপন দলের বিশস্ততা দেখাইবার জন্য, স্বকীয় পুত্রকে ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত করিতেও বিমুখ হয় নাই*।

কর্তৃপক্ষ যখন উপস্থিত বিপ্লবের শান্তির জন্য যথোপযুক্ত ইউরোপীয় সৈন্য-সংগ্রহে একান্ত অসমর্থ ছিলেন, তখন বিভিন্ন স্থানের সিপাহিদল ইউরোপীয় সৈন্য-কর্তৃক নিরস্ত্রীকৃত ও নিহত হইবার আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া উঠে। গবর্নমেণ্ট স্থানান্তর হইতে পর্যাপ্তপরিমাণে ইউরোপীয় সৈন্য আনিতে পারেন নাই। অথচ সিপাহিগণ প্রতি-মুহূর্তে ইউরোপীয় সৈন্যের সমাগমে আপনাদের অবমাননা বা নিধনের আশঙ্কা করে। উপস্থিত যুদ্ধের ইতিহাসে এই বিচিত্র ব্যাপার একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয়। গবর্নমেন্ট যখন বিভিন্ন স্থানের ইউরোপীয় সৈন্য একত্র করিয়া, উত্তেজিত সিপাহি-দিগকে অস্ত্রশস্ত্র হইতে বিচ্যুত ও সৈনিকশ্রেণী হইতে নিষ্কাশিত করেন, তখন সিপাহি-দিগের হৃদয়ে গভীর আশঙ্কার সঞ্চার হয়। ইউরোপীয় সৈন্য আগমন করুক বা নাই করুক, সিপাহিগণ আশঙ্কা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে নাই। এসময়ে তাহাদের উত্তেজনা বৃদ্ধির জন্য লোকের অভাব ছিল না। চক্রান্তকারী ব্যক্তিগণ নানা বেশে উপস্থিত হইয়া, নানাবিধ আতঙ্কজনক কথায় তাহাদিগকে অধিকতর ভয়গ্রস্ত করিত। ইহাদের কুমন্ত্রণা সর্বাংশে নিষ্ফল হয় নাই। কোনো কোনো স্থলে উহা হইতে বিষময় ফলের উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু এক স্থলে একটি বিশেষ কারণে মন্ত্রণাদাতাদিগের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কটকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির একদল সিপাহী অবস্থিতি করিতেছিল। মাদ্রাজের সিপাহিগণ সৈনিক-নিবাসে আপনাদের স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করে। এক সৈনিক-নিবাস হইতে অন্য সৈনিক-নিবাসে যাইবার সময়ে ইহারা স্ত্রী ও সন্তানদিগকে সঙ্গে লইয়া যায়। মাদ্রাজের সিপাহিগণ কটকে আপনাদের পরিবারবর্গে পরিবৃত ছিল।

* *Martin, India Empire. Vol. II, p. 415.*

উত্তেজিত মুসলমানগণ ইহাদিগকে কহে যে, ইহাদের নিরস্ত্রীকরণের জন্য ইউরোপীয় সৈন্য আসিতেছে। ইহারা নিরস্ত্রীকৃত হইলে, ইহাদিগকে দূরতর স্থানে লইয়া যাওয়া হইবে। উত্তেজনাপর মুসলমানদিগের কথায় মাদ্রাজের সিপাহিগণ শঙ্কিত হইল বটে, কিন্তু কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্র-পরিগ্রহে উদ্যত হইল না। লোকে গভীর আশঙ্কা ও অমূলক উত্তেজনায় অধীর হইলেও, যখন আপনাদের পরিবারবর্গকে নিরাপদে রাখিবার জন্য দুঃসাহসিক কার্যসাধনে নিরস্ত থাকে তখন তাহাদের ঐরূপ পারিবারিক চিন্তায় রাজ্যের মঙ্গল সাধিত হয়। মাদ্রাজী সিপাহিগণ নিঃসন্দেহ আশঙ্কাগ্রস্ত হইয়াছিল। বিনা কারণে তাহারা সৈনিক শ্রেণী হইতে বিচ্যুত হইবে, বিনা কারণে তাহাদিগকে অপরিচিত দূরতর স্থানে যাইতে হইবে, বিনা কারণে তাহাদের অবমাননার একশেষ ঘটিবে, ইহা ভাবিয়া তাহারা নিঃসন্দেহ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই উত্তেজনার সময়ে স্ত্রীপুত্রাদির ভাবনা তাহাদিগকে শান্তভাবে রাখিয়াছিল। তাহারা পরিজনবর্গকে বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত করিয়া, মন্ত্রণাদাতাদিগের মন্ত্রণা অনুসারে কার্য করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। তাহাদের কেহ কেহ মুসলমানদিগের কথায় উত্তর করিয়াছিল যে, তাহাদের দুই হস্ত আবদ্ধ রহিয়াছে। তাহারা একহস্তে পত্নীদিগকে রক্ষা করিতেছে, অপরহস্তে সন্তানদিগের রক্ষায় ব্যাপৃত রহিয়াছে। তাহাদের পরিজন তাহাদের বিশ্বস্ততার প্রতিভূস্বরূপ রহিয়াছে। উত্তেজিত মুসলমানদিগের চেষ্টা বিফল হইল। কটকে শান্তিভঙ্গ হইল না। সিপাহিগণ পরিজনবর্গের সহিত প্রশান্তভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। বাংলার সিপাহিগণ যদি মাদ্রাজী সিপাহীর ন্যায় সৈনিক-নিবাসে আপনাদের পরিবারবর্গ লইয়া থাকিত, তাহা হইলে বোধহয়, তাহারা সহসা ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টকে বিপন্ন করিতে সাহসী হইত না।

কটকে যেরূপ শান্তিভঙ্গ হইল না, জলপাইগুড়িতেও সেইরূপ কোনো গোলযোগ ঘটিল না। এস্থলের সেনানায়কের উদারতা ও সমদর্শিতাই শান্তিরক্ষার প্রধান কারণ হইয়াছিল। জলপাইগুড়িতে ৭৩ গণিত সিপাহিদল ছিল। কর্নেল সিয়ারার এইদলের অধ্যক্ষ ছিলেন। আপনার অধীন দলের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি কার্যতঃ সিপাহিদিগকে এই বিশ্বস্তভাব দেখাইতে যত্নশীল ছিলেন। তাঁহার এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, অনেক স্থলে অমূলক আশঙ্কায়, অলীক সন্দেহে, সিপাহিগণ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। ইহাদের আশঙ্কা ও সন্দেহ অপসারিত হইলে, গবর্নমেণ্টের বিপদ নিরাকৃত হইতে পারে। জুন মাসে কটকের ন্যায় জলপাইগুড়িতে প্রচারিত হইল যে, ইউরোপীয় সৈন্য ঐ স্থানের সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিবার জন্য আসিতেছে। উক্ত সিপাহিগণ শীঘ্র, ইউরোপীয় সৈন্যের আক্রমণে সমূলে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। এইরূপ নানাবিধ আতঙ্কময় জনরব জলপাইগুড়ির সৈনিক-নিবাসে প্রচারিত হইতে লাগিল। এ সময়ে সিপাহিদিগের নিরস্ত্রীকরণ যেন, ইউরোপীয়-রাজপুরুষদিগের মধ্যে একটি চিরাচরিত প্রথা বলিয়া পরিগণিত ছিল। যেখানে কোনো বিষয়ে কোনোরূপ আশঙ্কা জন্মিত, সেইখানে কর্তৃপক্ষ সিপাহিদিগের নিরস্ত্রীকরণে উদ্যত হইতেন। আপনাদিগকে নিরাপদ করিবার জন্য তাঁহারা নিরস্ত্রীকরণ ব্যতীত

আর কোনোও উপায়ই প্রশস্ততর বলিয়া মনে করিতেন না। সেনানায়ক সিয়ারারের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তিনিও এই প্রথা অনুসারে কার্য করিতে আদিষ্ট হইবেন। কিন্তু সেনানায়ক এই প্রথার প্রতি নিরতিশয় বিরক্ত ও হতশ্রদ্ধ ছিলেন। তিনি আপনার অধীন সিপাহিদিগকে বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত বলিয়া মনে করিতেন। ৭৩ গণিত দলের কতকগুলি সিপাহী ঢাকায় ছিল। ইহারা সেই স্থানে উত্তেজনার পরিচয় দিতে বিমুখ হয় নাই। সেনানায়ক সিয়ারার নির্দেশ করিয়াছিলেন যে, অনিয়মিত অশ্বারোহিদলের যে সকল সওয়ার জলপাইগুড়িতে ছিল, তাহারা এই সংবাদে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, ঐ উত্তেজিত সিপাহিদিগকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য আপনাদের তরবারি ধারাল করিয়াছিল*। এইরূপ বিশ্বাস-প্রযুক্ত সেনানায়ক সিপাহিদিগের নিরস্ত্রীকরণে একান্ত অসম্মত ছিলেন। একদা তাঁহার সমক্ষে ডাকের কতকগুলি কাগজপত্র খোলা হইল। উহার মধ্যে গবর্নমেন্টের আদেশলিপি ছিল। সেনানায়ক ঐ আদেশলিপি হস্তে লইয়া, তাঁহার অব্যবহিত অধস্তন সহযোগীকে কহিলেন,—'আমার সন্দেহ হইতেছে, এই লিপিতে আমাদের লোকের নিরস্ত্রীকরণের আদেশ রহিয়াছে। আমি কর্ম পরিত্যাগ করিব, তথাপি কিছুতেই এই আদেশপালনে সম্মত হইব না।' সেনানায়ক আপনার অধীন সৈনিকদলের সম্মনরক্ষায় এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এইরূপ স্থিরতায় তদীয় সহযোগিগণ সুস্থির হন নাই। তাঁহারা সেনানায়ককে সমুদয় বন্দুক একত্র করিয়া, নৌকাযোগে কোনো নিরাপদ স্থানে পাঠাইতে কহেন। এই সকল নৌকা, উপস্থিত সময়ে তিস্তা নদীতে প্রস্তুত ছিল।

ক্রমে জুন মাস অতীতপ্রায় হইল। জলপাইগুড়ির সিপাহিদিগের উত্তেজনার হ্রাস হইল না। কথিত আছে, এই সময়ে মিরাট ও লক্ষ্ণৌ হইতে ষড়যন্ত্রকারিগণ ভ্রমণশীল ফকীরের বেশে জলপাইগুড়ির সৈনিক-নিবাসে উপস্থিত হইয়াছিল। ইহারা সিপাহিদিগের প্রশান্তভাব বিনষ্ট ও হৃদয় কলুষিত করিতে নিরস্ত থাকে নাই। এদিকে এই-দলের যে সকল সিপাহী ঢাকায় উত্তেজনার পরিচয় দিয়াছিল, তাহাদের কেহ কেহ জলপাইগুড়ির সহযোগিদিগকে নানারূপ আতঙ্কজনক কথায় উত্তেজিত করিতে বিমুখ হয় নাই। এইরূপে জুন মাসের শেষভাগে সিপাহিদলে সাতিশয় উত্তেজনার নিদর্শন লক্ষিত হয়। সিপাহিদিগের বিশ্বাস জন্মিল যে, কলিকাতা হইতে বহুসংখ্যক ইউরোপীয় সৈন্য তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিতে আসিতেছে। তাহারা নিরস্ত্রীকরণে বাধা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় ; কেহ কেহ অবিলম্বে কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্রপরিগ্রহ করিতে উৎসুক হইয়া উঠে। সেনানায়ক সিয়ারার আপন দলের এইরূপ উত্তেজনা দেখিলেন, কিন্তু আপনার অবলম্বিত পথ হইতে অনুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি উত্তেজনার সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া, পরদিন কাওয়াজের বিস্তৃত ক্ষেত্রে সকলকে সমবেত হইতে আদেশ দিলেন। আদেশ দিয়াই, সেনানায়ক স্বয়ং অশ্বারোহণে সৈনিক-নিবাসের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে অনেকের অসন্তোষ পরিব্যক্ত হইল।

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 14, note.*

অনেকে নানারূপ বিরক্তিজনক কথায় আপনাদের গভীর উত্তেজনার পরিচয় দিতে লাগিল। সেনানায়ক তাহাদিগকে শান্তভাবে রাখিতে চেষ্টা করিলেন। পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে কাওয়াজ হইল। সিপাহিগণ আপনাদের অস্ত্রাদি লইয়া, কাওয়াজের ক্ষেত্রে গমন করিল। গুলিভরা বন্দুক তাহাদের হস্তে ছিল, কিন্তু কেহই সৈনিকজনোচিত শৃঙ্খলা হইতে বিচ্যুত বা শান্তিনাশে উদ্যত হইল না। সিপাহিগণ কাওয়াজের সময়ে শান্তভাবে অধিনায়কের আদেশ পালন করিল।

আপাততঃ কোনো গোলযোগ ঘটিল না বটে, কিন্তু সিপাহিদিগের দুশ্চিন্তা অন্তর্হিত হইল না। যখন নানারূপ আশঙ্কায় লোকের হৃদয় বিচলিত হয়, লোকে যখন প্রতিমুহূর্তে আপনাদের অধঃপতনের বিষয় ভাবিতে থাকে, তখন প্রত্যেক বিষয়েই তাহাদের মনে গভীর আতঙ্কের সঞ্চার হয়। তাহারা উহার সত্যতা-নিরূপণে চেষ্টা করে না, উহার উদ্দেশ্যের অবধারণে যত্নশীল হয় না। ঘটনা অনিষ্টজনক না হইলেও, অপরে আপনাদের অপূর্ব কল্পনায় উহাকে নানারূপে ভয়ঙ্করভাবে রঞ্জিত করিয়া, তাহাদিগকে অধিকতর আতঙ্কগ্রস্ত ও সমুত্তেজিত করে। জলপাইগুড়িতেও এইরূপ ঘটনা ও তজ্জন্য এইরূপ কল্পনাময়, ভয়াবহ জনরবের আবির্ভাব হয়। সৈন্যাধ্যক্ষ সিয়ারার লেফ্‌টেনান্ট্‌ গবর্নরের দ্রব্যাদি ও সরকারি কাগজপত্র আনিবার জন্য দার্জিলিং-এ কতকগুলি হাতি পাঠাইয়া দেন। ইহার সহিত সিপাহিদিগের ইষ্টানিষ্টের কোনো সংস্রব নাই। কিন্তু উত্তেজিত লোকের কল্পনা এই সামান্য বিষয় নিরতিশয় ভয়ঙ্করভাবে পরিণত করে। সিপাহিদিগের মধ্যে এই জনরব প্রচারিত হয় যে, সৈন্যাধ্যক্ষ ইউরোপীয় সৈন্য আনিবার জন্য বাহন পাঠাইয়াছেন। এই অলীক জনরবে আবার তাহাদের মধ্যে শান্তিভঙ্গ হয়। তাহাদের কেহ কেহ উত্তেজনায় অধীর হইয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবার চেষ্টা করিতে থাকে। এ সময়েও সেনানায়ক নিরস্ত্রী-করণে উদ্যত হইলেন না। এতদ্দেশীয় অফিসরগণের চেষ্টায় ষড়যন্ত্রকারিগণ ধৃত হইল। সেনানায়ক ষড়যন্ত্রকারীদিগকে সমুচিত শাস্তি দিলেন এবং বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত সিপাহিদিগকে পারিতোষিকস্বরূপ অর্থ দ্বারা পারিতোষিক করিলেন। অপরাধিগণ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া, কলিকাতায় প্রেরিত হইল। যাহারা গুলিপূর্ণ বন্দুক হস্তে লইয়া, ইউরোপিয়দিগকে আক্রমণ করিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহারা আপনাদের আবাসগৃহে আপনারাই আক্রান্ত হইল। একজন গুলির আঘাতে দেহত্যাগ করিল, আর-একজন উদ্‌ভ্রান্তভাবে নদীতে গিয়া নিমজ্জিত হইল। কিন্তু সমগ্র সৈনিক-দলের অদৃষ্টে এইরূপ দশাবিপর্যয় ঘটিল না। মাসের-পর-মাস অতিবাহিত হইল। সেনা-নায়ক সিয়ারারের সৌজন্যে জলপাইগুড়ির সিপাহিগণ পূর্বের ন্যায় বিশ্বস্ত ও পূর্বের ন্যায় প্রভুভক্ত রহিল। দুঃখের বিষয়, অন্যান্য স্থানে অপরাপর সৈনিকদলের প্রতি এইরূপ সৌজন্য ও সমদর্শিতা প্রদর্শিত হয় নাই।

বাংলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তভাগে যাহা ঘটিয়াছিল, দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তভাগে তাহা ঘটে নাই। একস্থানের বিপরীত ঘটনা অন্যস্থানে সংঘটিত হইয়া, রাজপুরুষদিগকে গোলযোগে বিব্রত, ভয়ে বিচলিত ও নানারূপ আশঙ্কায় অস্থির করিয়া তুলে। চট্টগ্রামে

৩৪ গণিত সিপাহি-দল ছিল। ইহারা ১৮ই নবেম্বর রাত্রিকালে সহসা গবর্নমেণ্টের বিরোধী হয়। ইহাদের অধিনায়ক ইহাদিগকে শান্তভাবে রাখিবার জন্য একজন সহযোগীর সহিত কাওয়াজের ক্ষেত্রে গমন করেন। কিন্তু ইহারা শান্ত হয় নাই। ইহাদের কেহ কেহ অধিনায়ককে গুলি করিতে চাহে, কেহ কেহ ঐ কার্যে বাধা দিয়া, তাঁহাকে নিরাপদ স্থানে যাইতে অনুরোধ করে*। ঘটনার পরিবর্তনে ইহাদের মানসিক ভাব পরিবর্তিত হইলেও, ইহারা অধিনায়কের শোণিতপাতে অগ্রসর হয় নাই। অধিনায়ক উপায়ান্তর না দেখিয়া, ইউরোপীয়দিগকে সংবাদ দিবার জন্য তাঁহাদের গৃহে গমন করেন। তাঁহার উপস্থিতির পূর্বেই কেহ কেহ সংবাদ পাইয়া, পলায়ন করিয়াছিলেন। অতঃপর সিপাহি-দলের কাপ্তেন ও অন্যান্য ইউরোপীয় ছদ্মবেশে জঙ্গলময় পথ দিয়া পলায়ন করেন। কলেক্টর সাহেবের বিশ্বস্ত বেহারাগণ তাঁহাদের পথ-প্রদর্শক হয়।

এদিকে উত্তেজিত সিপাহিগণ ধনাগারের প্রায় তিনলক্ষ টাকা লুঠিয়া লইল, কারাগারের কয়েদিদিগকে ছাড়িয়া দিল, সৈনিক-নিবাস ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল, অস্ত্রাগার উড়াইয়া দিল। শেষে গবর্নমেণ্টের তিনটি হাতি ও দুই-একটি অশ্বে আপনাদের বিলুণ্ঠিত দ্রব্য বোঝাই করিয়া, ত্রিপুরার অভিমুখে ধাবিত হইল। রজব আলি খাঁ নামক একজন হাবিলদার তাহাদের পরিচালন-ভার গ্রহণ করিল। তাহারা চট্টগ্রামে কোনো ইউরোপীয়কে আক্রমণ করে নাই। কোনো ইউরোপীয় তাহাদের অস্ত্রাঘাতে নিহত হয় নাই। কেবল জেলখানার একজন বরকন্দাজ তাহাদিগকে বাধা দিতে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এদিকে চট্টগ্রামের কমিশনর সাহেব ত্রিপুরার মহারাজকে এই সকল উত্তেজিত সিপাহীর গতিরোধ বা ধ্বংসসাধন করিতে অনুরোধ করেন। উক্ত পার্বত্য প্রদেশের দুইজন প্রধান জমিদারের নিকটেও এই উদ্দেশ্যে পত্র লেখা হয়। সিপাহিগণ সীতাকুণ্ডে উপস্থিত হইয়া, ব্রিটিশ রাজ্য পরিত্যাগের বাসনায় স্বাধীন ত্রিপুরার অভিমুখে ধাবিত হয়। কিন্তু ত্রিপুরারাজ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। এসময়ে অনেক ভূস্বামী গবর্নমেণ্টের যথোচিত সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট উপস্থিত সঙ্কটকালে ইহাঁদের সাহায্যে অনেক স্থলে ঘোরতর বিপদ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ সাহায্য না পাইলে, গবর্নমেণ্টকে সাতিশয় বিপন্ন হইতে হইত। এই সকল হিতৈষী সম্ভ্রান্ত পুরুষের বিষয় ইতঃপূর্বে অনেকবার বর্ণিত হইয়াছে। ত্রিপুরার অধিপতিও এইরূপ হিতৈষিতা-প্রদর্শনে বিমুখ হইলেন না। সিপাহিদিগের আগমন সংবাদ পাইয়াই, তিনি বহুসংখ্যক অস্ত্রধারী লোক তাহাদের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন। ইহারা অবিলম্বে অগ্রসর হইয়া, ২রা ডিসেম্বর সিপাহিদিগের গতিরোধ করিল। সিপাহিগণ এজন্য পুনর্বার ব্রিটিশ রাজ্যে প্রবেশ পূর্বক কমিল্লার অদূরবর্তী পর্বতের দিকে যাইতে লাগিল। এই পার্বত্য প্রদেশ অতিক্রম সময়ে তাহাদের কষ্টের একশেষ হইল। তাহাদের তিনটি হস্তী অধিকারচ্যুত হইল। তাহাদের প্রায় দশ হাজার টাকা হস্তভ্রষ্ট হইয়া গেল। তাহারা যে সকল কয়েদীকে বিমুক্ত করিয়াছিল, তৎসমুদয়ের মধ্যে অনেকে ধৃত হইল। ত্রিপুরা-

* *Ball, Indian Mutiny, Vol. II, p. 220.*

রাজ ও সম্ভ্রান্ত জমিদারগণ তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। সুতরাং তাহারা কোনো উপায় না দেখিয়া, মণিপুরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। পথে তাহাদিগ-কর্তৃক একটি পুলিশ-স্টেশন আক্রান্ত ও বিলুণ্ঠিত হইল। এই সময়ে ঘটনাস্থলে একটি কর্মকুশল ব্রিটিশ পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। শ্রীহট্টের প্রধান রাজকীয় কর্মচারী এলেন সাহেব ভাবিলেন যে, উত্তেজিত সিপাহিদিগকে বাধা দিবার জন্য ইউরোপীয় সৈনা অনেক বিলম্বে উপস্থিত হইবে। এইরূপ বিলম্ব করা অসঙ্গত মনে করিয়া, তিনি ১৫ই ডিসেম্বর শ্রীহট্টের এতদ্দেশীয় পদাতিক-দলের অধিনায়ক মেজর বাইঙকে সিপাহিদিগের বিরুদ্ধে যাইতে কহিলেন। অধিনায়ক আপনার সৈনিক-দল লইয়া, ঐদিন শ্রীহট্ট হইতে যাত্রা করিলেন। তিনি শ্রীহট্টের আশি মাইল দূরবর্তী প্রতাপগড় নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে, সিপাহিগণ শীঘ্র লাতু নামক স্থানে উপনীত হইবে। লাতু প্রতাপগড় হইতে আটাশ মাইল দূরে অবস্থিত। ইংরেজ সেনানায়ক লাতু অতিক্রম করিয়া, প্রতাপগড়ে গিয়াছিলেন। সিপাহিদিগের সংবাদ পাইয়া, পুনর্বার লাতুতে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। পথ পল্বলময় ও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। সৈনিকগণ একউদ্যমে এই দুর্গম প্রদেশের আশি মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিল। তথাপি তাহারা সন্তোষসহকারে ফিরিয়া যাইতে সম্মত হইল; অধিনায়ক সৈনিক-দল লইয়া, লাতুতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। চট্টগ্রামের উত্তেজিত সিপাহিগণ শ্রীহট্টের সিপাহিদিগকে আপনার পক্ষে আনিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না। শ্রীহট্টের বিশ্বস্ত সৈনিক-দল তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া, যুদ্ধ করিবার জন্য সঙ্গীন উঠাইল। লাতুর যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীহট্টের পদাতিক-দলের অধিনায়ক মেজর বাইঙের পতন হইল। কিন্তু ইহাতে ঐ দলের সৈনিক-দিগের উদ্যম ভঙ্গ হইল না। তাহারা প্রবলপরাক্রমে চট্টগ্রামের সিপাহিদিগকে আক্রমণ করিল। সিপাহিগণ এই আক্রমণে স্থির থাকিতে না পারিয়া, লাতু এবং মণিপুরের মধ্যবর্তী দুর্গম অরণ্যে আত্মগোপন করিল।

এই অরণ্যময় বিভাগে তাহাদের অনুগমন করা সুসাধ্য ছিল না। শ্রীহট্টের সিপাহিদিগের একদল তাহাদের কার্য পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরিত হইল। অবশিষ্ট-দল শ্রীহট্টে ফিরিয়া গেল। চট্টগ্রাম ও ঢাকার সংবাদ পাইয়া, গবর্নমেণ্ট যে ৫৪ গণিত ইউরোপীয় সৈনিক-দল পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রথমে ঢাকা, পরে কলিকাতায় প্রত্যা-বর্তন করিল। এদিকে চট্টগ্রামের পলায়িত সিপাহিগণ মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু এস্থানে তাহারা নিরাপদে থাকিতে পারিল না। ৯ই জানুয়ারি (১৮৫৮) শ্রীহট্টের সিপাহিগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। দুই ঘণ্টাকাল যুদ্ধের পর তাহারা আবার পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইহার আটদিন পরে শ্রীহট্টের সিপাহি-দিগের সহিত তাহাদের আর-একটি যুদ্ধ হয়। ইহাই চট্টগ্রামের সিপাহিদিগের শেষ যুদ্ধ। কোনো ইংরেজ সেনানায়ক এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না। শ্রীহট্টের দলের জমাদার জগধীরসিংহ সিপাহিদিগের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই শেষ যুদ্ধে চট্টগ্রামের সিপাহিদিগের বলক্ষয় হয়। উপর্যুপরি কয়েক যুদ্ধে তাহাদের অনেকে দেহত্যাগ

করিয়াছিল। যাহারা জীবিত ছিল, তাহাদের নিষ্কৃতিলাভের আর কোনো উপায় রহিল না। তাহাদের নির্গমনপথ অবরুদ্ধ হইল। তাহারা সেই দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে নিরতিশয় শোচনীয়ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

চট্টগ্রামের সিপাহিগণ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সমুখিত হইয়াছে। তাহারা কারাগার ভগ্ন করিয়াছে, কয়েদিদিগকে বিমুক্তি দিয়াছে, ধনাগারের অর্থরাশি লুঠিয়া লইয়াছে, এই সংবাদ যখন চারিদিকে প্রচারিত হয়, তখন পূর্ব-বাংলার একটি প্রধান নগরে কিছু গোলযোগ ঘটে। ঢাকা বহুকাল হইতে বাংলার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। এক সময়ে উহা রাজধানীর সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সম্মানিত নামে এক সময়ে উহা অভিহিত হইত। বাংলার নবাব এক সময়ে এই স্থানে থাকিয়া সমগ্র বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শাসনদন্ডের পরিচালনা করিতেন। শিল্পচাতুরীতে এক সময়ে এই স্থান এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল যে, আজ পর্যন্ত ঐতিহাসিকগণ আহ্লাদ ও প্রীতির সহিত তাহার বর্ণনা করিয়া থাকেন। যখন ভারতবর্ষে ইংরেজ-দিগের প্রাধান্যলাভ হয় নাই, যখন ইংরেজ বণিকগণ আপনাদের ক্ষুদ্র দ্বীপে সামান্যভাবে অবস্থিতি করিতেন, তখন বাণিজ্যলক্ষ্মীর কৃপায় ঢাকা ইউরোপীয় সভ্য-জনপদে সাতিশয় খ্যাতিলাভ করে, এবং বিপুল সম্পত্তিতে অপরাপর সম্পত্তিশালী নগরের গৌরবস্পর্ধী হইয়া উঠে। ঢাকার মস্‌লিন একটি চিরস্মরণীয় পদার্থের মধ্যে পরিগণিত রহিয়াছে। সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বরগণ যাহার আদর করিতেন, তাহার গৌরব ও খ্যাতির কথা বিলুপ্ত হইবার নহে। মুসলমানের আধিপত্যকাল হইতে ঢাকা একটি প্রধান নগর বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। উপস্থিত সময়ে ঢাকার ইংরেজ রাজপুরুষগণ প্রশান্তভাবে বিভিন্ন বিভাগের কার্যে নিয়োজিত ছিলেন। ইউরোপীয় ও আর্মানিগণ প্রসন্নভাবে বিষয়কর্মে ব্যাপৃত ছিলেন। জলপাইগুড়িস্থিত ৭৩ গণিত সিপাহিদলের কিয়দংশ এবং এতদ্দেশীয় কতিপয় গোলন্দাজ, সমুদয়ে প্রায় দুইশত পঞ্চাশ জন সিপাহী কোম্পানির ধনাগার প্রভৃতির রক্ষায় নিয়োজিত ছিল।

চারিদিন পরে চট্টগ্রামের সংবাদ ঢাকায় উপস্থিত হয়। সংবাদ পাইয়া, কর্তৃপক্ষ ঢাকার সিপাহিদিগের নিরস্ত্রীকরণের আয়োজন করেন। ২৩শে নভেম্বর প্রভাতকালে নৌসেনা-বিভাগের লেফ্‌টেনেণ্ট লিউইস্‌ কতকগুলি জাহাজী গোরা এবং দুইটি কামান লইয়া, এই কার্যসাধনে উদ্যত হন। প্রথমে তিনি ধনাগারে গমন করেন। এই স্থানের সিপাহিগণ নিরস্ত্রীকৃত হয়। ইহার পর কতিপয় গোরা যাইয়া, প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের কার্যালয়-রক্ষক সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করে। লেফ্‌টেনেণ্ট লিউইস্‌ অতঃপর সৈনিক-বিভাগের মালগুদামের সিপাহিদিগকে অস্ত্রশস্ত্র হইতে বিচ্যুত করেন। এইরূপে সিপাহিগণ বিনা গোলযোগে নিরস্ত্রীকৃত হয়। কিন্তু ইংরেজ সেনানায়কগণ যখন সিপাহিদিগের আবাসস্থান লালবাগে উপস্থিত হন, তখন তত্রত্য সিপাহিগণ উত্তেজিত হইয়া উঠে। জলপাইগুড়ির সৈন্যাধ্যক্ষ সিয়ারার উদারতার সহিত দৃঢ়তা ও কার্যতৎপরতা দেখাইয়া, তত্রত্য ৭৩ গণিত দলের সিপাহিদিগকে প্রশান্তভাবে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সমদর্শিতাগুণে ঐ স্থানের সিপাহিগণ নিরস্ত্রীকৃত হয় নাই। কিন্তু ঢাকায় এইরূপ

সমদর্শিতা বা উদারতা প্রদর্শিত হইল না। ঢাকার ৭৩ গণিত সিপাহিদলের অধিনায়ক অপরাপর ইংরেজ সেনানায়কের সহিত সম্মিলিত হইয়া, লালবাগ অবরুদ্ধ করিলেন। সিপাহিগণ বাধা দিল। অবিলম্বে ইংরেজপক্ষ হইতে তাহাদের উপর গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। সিপাহিগণ অস্ত্রাগার ও সৈনিক-নিবাস হইতে গুলি চালাইতে প্রবৃত্ত হইল। এই গোলযোগে তাহাদের পক্ষের চল্লিশ জন নিহত হইল। কেহ কেহ গুরুতর আঘাত পাইল। কেহ কেহ নদী পার হইবার সময়ে নিমজ্জিত হইল। ইংরেজ পক্ষের একজন নিহত, কয়েকজন গুরুতব আঘাতে অবসন্ন হইল। অর্ধঘণ্টারও অধিককাল গুলিবৃষ্টি করিলে, অবশিষ্ট সিপাহিগণ ঢাকা পরিত্যাগ পূর্বক তাহাদের সদরস্থান জলপাইগুড়ির অভিমুখে ধাবিত হইল ; কিন্তু গন্তব্যপথে বাধা পাইয়া, কিয়ৎকালের জন্য ভুটানের পার্বত্যভাগে আশ্রয় লইল।

চট্টগ্রাম ও ঢাকার সংবাদ পাইয়া কলিকাতার কর্তৃপক্ষ ৫৪ গণিত রেজিমেণ্টের তিনদল সৈনিক; একশত জাহাজী গোরা নদীপথে পাঠাইয়া দেন। গবর্নমেণ্টের উদ্দেশ্য ছিল যে, এই সাহায্যকারী সৈনিক-দল প্রথমে ঢাকা, চট্টগ্রামে যাইয়া, পলায়িত সিপাহি-দিগের গতিরোধ করিবে। স্থানীয় রাজ-পুরুষের চেষ্টায় চট্টগ্রামের হতাবশিষ্ট সিপাহিগণ তাড়িত হইয়া, পার্বত্যপ্রদেশে আত্মগোপন করে। স্থানীয় রাজপুরুষ-দিগের যত্নে ঢাকার পলায়িত সিপাহিদিগের জলপাইগুড়িতে যাইবার চেষ্টা বিফল হয়। এই যুদ্ধের ইতিহাসে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ উত্তেজিত সিপাহি-দিগকে দূরীভূত করিবার জন্য সাহস, উদ্যম ও কার্যপটুতা দেখাইতে বিমুখ হন নাই। যাঁহারা দেওয়ানী বিভাগের কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, সৈনিক-বিভাগ হইতে পৃথক হইয়াছেন, তাঁহারা এই সময়ে যুদ্ধকুশল সৈনিকদিগের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, আপনাদের যুদ্ধ-কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। সমরক্ষেত্রে লোহিত-পরিচ্ছদের পার্শ্বে কৃষ্ণ-পরিচ্ছদেরও সমাবেশ দেখা গিয়াছে। উপস্থিত সময়ে দেওয়ানী ও সৈনিক-বিভাগ একসূত্রে সম্বন্ধ ও একউদ্দেশ্য সাধনে উদ্যত না হইলে, বোধহয়, গবর্নমেণ্টকে অধিকতর বিপন্ন হইতে হইত। শ্রীহট্টের দেওয়ানী কর্মচারী, চট্টগ্রামের সিপাহিদিগের গতিরোধের আয়োজন করিয়াছিলেন। ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানের দেওয়ানী কর্মচারি-গণও গবর্নমেণ্টের প্রাধান্যরক্ষায় অগ্রসর হইলেন। এবিষয়ে ভাগলপুরের কমিশনর ইউল্ সাহেবের অধিকতর কার্যপটুতা পরিস্ফুট হইল।

পূর্বে লিখিত হইয়াছে যে, দানাপুরের ঘটনার পরে ৫ গণিত অনিয়মিত অশ্বা-রোহিদল গবর্নমেণ্টের পক্ষ পরিত্যাগপূর্বক ভাগলপুর হইতে প্রস্থান করে। এদিকে ঢাকার সিপাহিগণ জলপাইগুড়ির অভিমুখে অগ্রসর হয়। ভাগলপুরের কমিশনর সাহেব কালবিলম্ব না করিয়া, জলপাইগুড়িতে যাত্রা করেন। এই সময়ে একদল ইউরোপীয় সৈন্য মুঙ্গেরে অবস্থিতি করিতেছিল, কমিশনর সাহেব উহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, ২৯শে নবেম্বর ভাগলপুর পরিত্যাগ করেন। যখন তিনি জলপাইগুড়িতে যাইতেছিলেন, তখন মাদারগঞ্জের এবং জলপাইগুড়ির ১১ গণিত রেজিমেণ্টের দুইদল সওয়ার গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া, দিনাজপুরের অভিমুখে যাত্রা করে।

(৪ঠা এবং ৫ই ডিসেম্বর) রংপুরের কলেক্টর সাহেব এই সংবাদে গবর্নমেণ্টের টাকা নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দেন। দিনাজপুরের কলেক্টর সাহেবও ঐ স্থান রক্ষার সুবন্দোবস্ত করেন। এদিকে ভাগলপুরের কমিশনর সাহেব ইউরোপীয় সৈনিক লইয়া সওয়ারদিগকে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকেন। সওয়ারগণ যখন জানিতে পারিল যে, তাহাদের পশ্চাতে ইউরোপীয় সৈন্য আসিতেছে, তখন তাহারা দিনাজপুরে না যাইয়া, পূর্ণিয়ায় যাইবার পথ অবলম্বন করিল। এই সংবাদ পাইয়াই, ইউল্ সাহেব অবিলম্বে পূর্ণিয়ার দিকে যাইতে লাগিলেন। তিনি যথাসময়ে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। সিপাহিগণ পূর্ণিয়া আক্রমণ ও বিলুণ্ঠন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, কিন্তু ইউল্ সাহেব উপস্থিত হওয়াতে তাহারা তাড়িত হইল। যুদ্ধে তাহাদের কয়েক ব্যক্তি দেহত্যাগ করিল। অতঃপর তাহারা উত্তর দিকে ধাবিত হইল, কিন্তু ইউল্ সাহেব ত্বরিতগতিতে নাথপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া, তাহাদের গতিরোধ করিলেন। তাহারা ঐ দিকে আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া, নেপালের পার্বত্য-প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কমিশনর সাহেব যখন নাথপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন তিনি ঢাকার সিপাহিদিগের সংবাদ পাইলেন। সুতরাং তাঁহাকে অবিলম্বে জলপাইগুড়িতে যাত্রা করিতে হইল। ঢাকার সিপাহিগণ তিস্তা পার হইতে-না-হইতেই, ইউল্ সাহেব উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু সিপাহিদিগের গতিরোধ হইল না। তাহারা অন্য দিক দিয়া নদী পার হইল। ইউল্ সাহেব অবিলম্বে ঐ দিকে অগ্রসর হইলেন। সিপাহিগণ ব্রিটিশ রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত হইয়া, নেপালে গমন করিল। কিন্তু এই স্থানে তাহারা স্থিরভাবে থাকিতে পারিল না। ইউল্ সাহেব নেপালের জঙ্গ্ বাহাদুরের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। জঙ্গ্ বাহাদুর রত্নমণিসিংহ নামক একজন সেনানায়ককে ইংরেজদিগের সাহায্য করিতে আদেশ দিলেন, কিন্তু এই সাহায্যে ইউল্ সাহেবের মনোরথ সিদ্ধ হইল না। সিপাহিগণ নেপালের অরণ্যময়, পার্বত্য পথ দিয়া, এরূপ সুকৌশলে অযোধ্যার উত্তর-পশ্চিমাংশে পলায়ন করিল যে, ইংরেজ ও নেপালিগণ তাহাদিগকে ধরিতে পারিলেন না। এ বিষয়ে ইংরেজ ও নেপালী সৈন্যের একীভূত উদ্যম সর্বাংশে ব্যর্থ হইল।

এই সময়ে উত্তেজিত সিপাহিদিগের কার্যপ্রণালী সুশৃঙ্খল ছিল না। তাহারা দুশ্চিন্তার আবেগেই হউক, বা অপরের প্ররোচনাতেই হউক, গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধ-পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু গবর্নমেণ্টের শক্তি পর্যুদস্ত করিবার জন্য শৃঙ্খলাসহকারে কার্যতৎপরতা দেখায় নাই। ৫ গণিত দলের সওয়ারগণ অপরের কথায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, ভাগলপুর পরিত্যাগ করিলেও, তাহারা অপরাপর সিপাহিদিগের সহিত একত্র হইয়া, সহসা গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে নাই। তাহাদের উদ্যম ও উৎসাহ থাকিলেও আরার ঘটনা জানিবার জন্য তাহারা দীর্ঘকাল নিশ্চেষ্টভাবে রহিল। ১৪ই আগস্ট তাহারা সংবাদ পাইল যে, ইংরেজ সেনাপতি আরা পুনরধিকার করিয়াছেন। এই সংবাদে তাহাদের বিশ্বাস হইল না। তাহারা উহা ইংরেজের কল্পনামূলক বলিয়া মনে করিতে লাগিল। যদি তাহারা নিশ্চেষ্টভাবে না থাকিয়া, কুমারসিংহের সহিত

সম্মিলিত হইতে, তাহা হইলে গবর্নমেন্টকে বিহারে শান্তি স্থাপন করিতে অধিকতর প্রয়াস স্বীকার করিতে হইত। যাহা হউক, এই অশ্বারোহিদল আরার সংবাদ পাইয়াই, বিহারের পূর্বভাগে একটি সৈনিক-নিবাসের দিকে যাত্রা করিল। এই স্থানে ৩২ গণিত সিপাহি-দল অবস্থিতি করিতেছিল। সওয়ারদিগের আশা ছিল যে, এই সৈনিক-দল তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইবে, কিন্তু তাহাদের আশা ফলবতী হইল না। ৩২ গণিত দলের সিপাহিগণ গবর্নমেন্টের পক্ষ পরিত্যাগ করিল না। ১৬ই আগস্ট যখন সওয়ারগণ তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইল, তখন তাহারা বন্দুক ও সঙ্গীন দ্বারা আগন্তুক অশ্বারোহিদিগের অভ্যর্থনা করিল। আগন্তুক সৈনিকগণ ইহাতে হতাশ্বাস হইয়া, আরার অভিমুখে যাত্রা করিল।

এইরূপে বিহারের পূর্বাংশের গোলযোগ দূর হইল। কিন্তু বিহারের দক্ষিণ-দিক্‌বর্তী পার্বত্য প্রদেশে গোলযোগ ঘটিল। ছুটিয়ানাগপুর সাধারণতঃ ছোটনাগপুর নামে কথিত হইয়া থাকে। এই ভূখণ্ড পর্বত ও অরণ্যে পরিবৃত। প্রধানতঃ কোল প্রভৃতি আদিম জাতির লোক এই আরণ্য প্রদেশে অবস্থিতি করে। কতিপয় করদ রাজা ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশে আধিপত্য করেন। নাগপুরের ভূপতিদিগের বাসস্থানের নাম ছুটিয়া; উহা রাঁচীর নিকটবর্তী। এই ছুটিয়া হইতে বোধহয়, ছোটনাগপুর নামের উৎপত্তি হইয়াছে। যাহা হউক, ছোটনাগপুরের হাজারীবাগ রাঁচী, চাঁইবাসা এবং পুরুলিয়ায় প্রধান সৈনিক-নিবাস ছিল। এই সকল সৈনিক-নিবাসে ভিন্ন ভিন্ন দলের এতদ্দেশীয় পদাতিক ও কামান-পরিচালক সৈনিকগণ অবস্থিতি করিত।

৩০শে জুলাই দানাপুর ও আরার সংবাদ হাজারীবাগে উপস্থিত হয়। এই সংবাদে তত্রত্য ৮ গণিত সিপাহিদল সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠে। তাহাদের উত্তেজনাদর্শনে হাজারীবাগের রাজপুরুষগণ আপনাদের রক্ষণীয় স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

হাজারীবাগের সংবাদ পাইয়াই নিকটবর্তী স্থানের ইংরেজ সেনানায়ক কতিপয় সৈন্য লইয়া, ঐ স্থানের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে আর-একজন অধিনায়ক আসিয়া, তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে, ৮ গণিত রেজিমেন্টের একদল সৈন্য গবর্নমেন্টের বিরোধী হইয়াছে। তাঁহার দলের সিপাহিগণও উত্তেজিত হইয়া, যাবতীয় কামান, গুলি, বারুদ এবং ছোটনাগপুরের কমিশনর কাপ্তেন ডাল্টনের চারিটি হস্তী অধিকার করিয়াছে। যাহা হউক, এই উত্তেজনার সময়ে অশ্বারোহী সৈনিকগণ প্রশান্তভাবে ছিল। ইহারা উত্তেজিত সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, গবর্নমেন্টের ক্ষমতানাশের চেষ্টা করে নাই। কমিশনর কাপ্তেন ডাল্টন এই সময়ে কতিপয় ইউরোপীয় কর্মচারীর সহিত রাঁচীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। উত্তেজিত সিপাহিগণ হাজারীবাগ পরিত্যাগ করিলে, তিনি ঐ স্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, যথারীতি কাছারি করিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্বে পূর্বোক্ত ইংরেজ সেনানায়ক স্বকীয় সৈনিক-দল, লইয়া, ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উত্তেজিত সিপাহিদিগকে প্রশান্তভাবে রাখিতে পারেন নাই। রাঁচী এবং উহার নিকটবর্তী একটি নগর সিপাহিদিগের হস্তগত হয়। সিপাহিদিগের উত্তেজনা-প্রযুক্ত অন্যান্য স্থানে যাহা ঘটিয়াছিল, রাঁচীতেও তাহাই

সংঘটিত হয়। কারাগারের কয়েদিগণ মুক্তিলাভ করে, লোকের সম্পত্তি বিনষ্ট এবং ধনাগারের অর্থ বিলুণ্ঠিত হয়।

কাপ্তেন ডাল্টন উপস্থিত গোলযোগের নিবারণে নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। এই সময়ে রামগড়ের রাজা তাঁহার যথোচিত সাহায্য করেন। রাঁচী এবং হাজারীবাগের ঘটনায় পুরুলিয়া, চাইবাসা এবং অন্যান্য স্থানের সিপাহিগণও গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়। ঐ সকল স্থানেরও ধনাগার বিলুণ্ঠিত হয়, কয়েদিগণ মুক্তিলাভ করে, ইউরোপীয়দিগের গৃহ ও সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু সমগ্র ছোটনাগপুরের সিপাহিগণ এইরূপ বিপ্লবে উন্মত্ত হয় নাই। এই সময়ে অনেকেই আপনাদের বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে। অনেকে কাপ্তেন ডাল্টনের সহযোগী হইয়া, তাহাদের স্বদেশীয়দিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। ইহাতে ডাল্টন সাহেবের বলবৃদ্ধি হয়। এদিকে ডাল্টন সাহেব গবর্নমেণ্টের নিকটেও সাহায্য প্রার্থনা করেন। গবর্নমেণ্ট ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশের বিপ্লবনিবারণেই বিব্রত ছিলেন। অন্যান্য স্থানে সৈনিক-দল প্রেরণ করা গবর্নমেণ্টের সুসাধ্য ছিল না। কিন্তু এই সময়ে গবর্নমেণ্টের সাহায্যার্থে স্থানান্তর হইতে সৈনিক-দল উপস্থিত হয়। মাদ্রাজের সিপাহিগণ বাংলার সিপাহিদিগের ন্যায় উত্তেজিত হয় নাই। তাহারা বাংলার সিপাহিদিগের ন্যায় সর্বত্র বিপ্লবের প্রসারণে, সম্পত্তির বিধ্বংসসাধনে বা ইংরেজের শোণিতপাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠে নাই। যাহারা এক সময়ে দাক্ষিণাপথে ফরাসী সেনাপতি লালির ক্ষমতানাশে, এবং হায়দর আলির পরাজয় সাধনে ইংরেজের সহায় হইয়াছিল, তাহারা এই সময়েও উত্তেজিত সিপাহিদিগের পরাক্রম পর্যুদস্ত করিবার জন্য ইংরেজের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইতে আগ্রহযুক্ত হয়। তাহাদের মধ্যে কেবল ৮ গণিত সিপাহি-দল বিপক্ষতাচরণে উন্মুখ হইয়াছিল; তদ্ভিন্ন অন্যান্য-দল আপনাদের প্রশান্তভাব, আপনাদের প্রভুভক্তি এবং আপনাদের বিশ্বস্ততা হইতে বিচ্যুত হয় নাই। লর্ড কানিঙ এই প্রভুভক্ত সৈনিক-দলের সাহায্যগ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার আদেশে ৫ই আগষ্ট মাদ্রাজের কয়েকদল সিপাহি কলিকাতায় পদার্পণ করে। ক্রমে অন্যান্য সৈনিক-দলও উপস্থিত হয়। মাদ্রাজী-দলের কতকগুলি সিপাহী কাপ্তেন ডাল্টনের সাহায্যার্থে ছোটনাগপুরে যাত্রা করে।

২রা অক্টোবর চাতরা নামক স্থানে ছোটনাগপুরের সিপাহিদিগের সহিত ইংরেজ-দিগের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজপক্ষে অধিক সৈন্য ছিল না। কিন্তু বিপক্ষ-দল বহুসংখ্যক সৈনিকে পরিপুষ্ট ছিল। উভয় পক্ষে একঘণ্টার অধিক কাল যুদ্ধ হয়। সিপাহিগণ পরাজিত হইয়া, ইতস্ততঃ পলায়ন করে। ইংরেজপক্ষের বিয়াল্লিশ জন সৈনিক হত ও আহত হয়। এই যুদ্ধে সিপাহিদিগের বলহ্রাস হইল বটে, কিন্তু ছোটনাগপুরে শান্তি স্থাপিত হইল না। পালামৌ, সম্বলপুর, সিংহভুম প্রভৃতি স্থানে গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। এই গোলযোগ শীঘ্র শেষ হইয়া যায় নাই। ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ শীঘ্র গুরুতর দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারেন নাই। একদিকে সিপাহিগণ উত্তেজনায় অধীর হইয়া, ভয়াবহ কার্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হয়। অন্য দিকে আদিম নিবাসী কোলগণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া, তাহাদের চিরাভ্যস্ত ধনুর্বাণ ধারণ করে। যে সকল

রাজার অধিকারে এই আদিম অধিবাসিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, এবং যে সকল রাজা কোনোরূপে তাহাদের অসন্তোষ জন্মাইয়াছিলেন, এই সময়ে তাহারা সেই সকল রাজাকে পদচ্যুত এবং তাহাদের স্থলে আপনাদের মনোমত ব্যক্তিদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দলবদ্ধ হইল। এইরূপে সর্বত্র অশান্তির আবির্ভাব হইল। ইংরেজ সৈনিকগণ গোলযোগ নিবারণের জন্য এক স্থান হইতে আর-এক স্থানে যাইতে লাগিল। ইংরেজ রাজপুরুষগণ এক স্থানের পর আর-এক স্থানে শান্তিস্থাপনের জন্য নিরতিশয় বিব্রত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পার্বত্য ভূভাগ নিবিড় জঙ্গলে পরিবৃত থাকাতে সকল স্থানে গমনাগমনের পথ সুগম ছিল না। পর্বতময় ভূখণ্ড যেরূপ দুর্গম, গভীর অরণ্য সেইরূপ দুষ্প্রবেশ ছিল। সুতরাং উত্তেজিত লোকে সহজেই নানাস্থানের শান্তিনাশে কৃতকার্য হইল। দেখিতে দেখিতে সমগ্র জনপদ যেন অরাজক হইয়া উঠিল। একদা তিন-চারিহাজার কোল দলবদ্ধ হইয়া গবর্নমেণ্টের শিখ-সৈনিকদিগকে পরিবেষ্টিত করে। শিখগণ ইহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। কিন্তু ইহাদের নিক্ষিপ্ত তীর অকার্যকর হয় নাই। কয়েক জন শিখ আহত ও একজন নিহত হয়। ইংরেজ সেনানায়কদিগের দেহ তীরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায়। কর্তৃপক্ষ এই অরাজকতার নিবারণ জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহারা একটি মাত্র বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন সৈনিক-দল পাঠাইলেন। শেষে অনেক চেষ্টার পর অরাজকতাস্রোত অবরুদ্ধ হইল। ১৮৫৮ অব্দের প্রারম্ভে ছোটনাগপুরে শান্তির চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল। কর্তৃপক্ষ অনেক গ্রাম ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন, অনেকের গবাদিপশু ও শস্যসম্পত্তি আটক করিলেন, এবং যাহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে গোলযোগ ঘটাইয়াছিল, তাহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। অন্যান্য স্থানের ন্যায় ছোটনাগপুরেও দণ্ডাদেশ কার্যে পরিণত করিবার সময়ে যথেচ্ছাচার প্রকাশ পাইল। অনেক নিরপরাধ ব্যক্তি দণ্ডিত হইল। কাহারও কাহারও জীবননাশ পর্যন্ত হইয়া গেল*। এইরূপ কঠোরতায় ছোটনাগপুরের গোলযোগ দূর হয়। কিন্তু সমগ্র স্থানে সম্পূর্ণরূপে শান্তি স্থাপিত হইতে ১৮৫৮ অব্দ প্রায় শেষ হইয়াছিল।

বঙ্গদেশে যখন পূর্ববর্ণিত ঘটনা-পরম্পরার আবির্ভাব হয়, তখন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা ও মধ্য-ভারতবর্ষ করাল অনলশিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্নর আগ্রায় অবরুদ্ধভাবে থাকেন; অনেক স্থলে তাঁহার প্রভুত্ব অন্তর্হিত হয়। দিল্লী সিপাহিদিগের প্রাধান্য স্বীকার করে। অযোধ্যায় ও মধ্য-ভারতবর্ষে বিপ্লবের পূর্ণবিকাশ হয়। এখন এই বিপ্লবময়ী ঘটনা উপস্থিত ইতিহাসের বর্ণনীয় হইতেছে। এস্থলে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা কর্তব্য। কলিকাতার ইউরোপীয়গণ যেরূপ উত্তেজনাতরঙ্গে আন্দোলিত হইয়াছিলেন, সমগ্র ভারতবাসীকে নরশ্বাপদ মনে করিয়া, তাহাদের শাস্তিবিধানে যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, লর্ড ক্যানিঙের জন্য তাঁহাদের চেষ্টা সফল না হওয়াতে, তাঁহারা তৎপ্রতি যেরূপ আক্রোশ প্রকাশ

---

* *Malleson, Indian Mutiny, Vol. II, p. 436.*

করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই আন্দোলনের তরঙ্গ ইংলণ্ডের উপকূলে অভিঘাত আরম্ভ করে। ইংলণ্ডের লোকে ইহাতে অধীর হইয়া, ভারতবর্ষকে নর-শ্বাপদের আবাসভূমি বলিয়া নির্দেশ করিতে থাকে। ইংলণ্ডের প্রধান সংবাদপত্র টাইমস্ এই নরশ্বাপদদিগের বিধ্বংসসাধনে বদ্ধপরিকর হয়। রাজনীতিজ্ঞ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও ইহাদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন। এই শ্রেণীর এক ব্যক্তি (লর্ড সাফ্টসবরি) ১৮৫৭ অব্দের অক্টোবর মাসে কোনো প্রকাশ্য সভায় কহিয়াছিলেন যে, তিনি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন, তাঁহাদের যে সকল মহিলা কলিকাতায় উপস্থিত হইতেছেন, তাঁহাদের নাসাকর্ণ ছিন্ন এবং চক্ষু উৎপাটিত হইয়াছে। শিশু সন্তানদিগকে নিরতিশয় যাতনার সহিত মৃত্যুমুখে পাতিত করিবার জন্য রাখা হইয়াছে। কিন্তু শেষে প্রকাশ হইল যে লর্ড মহোদয়ের এই বিশ্বস্তসূত্রের কোনো মূল নাই। বিধবা ও অনাথ বালকেরা যখন অক্ষতশরীরে স্বদেশে উপস্থিত হইতে লাগিল, এবং একখানি জাহাজে যখন তেতাল্লিশটি মহিলা এই দুঃসময়েও ভারতবর্ষের অভিমুখে যাত্রা করিল, তখন ইংলণ্ডের লোকে বিস্মিত হইয়া ভারতবাসিদিগের আচরণ সম্বন্ধে বিতর্ক করিতে লাগিল। সৌভাগ্যের বিষয় যে, এসময়ে কয়েকজন উদার প্রকৃতি রাজনীতিজ্ঞ আপনাদের উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহাদের একজন (স্যার্ জন্ প্যাকিংটন) কহিয়াছিলেন,—'সিপাহিদিগের ব্যবহার যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যদি সিপাহিগণ তদনুরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে তাহা হইলে আমাদের হস্তও পরিষ্কারভাবে থাকে নাই। ভারতবর্ষে সুশাসনের অভাব রহিয়াছে।' ভারতবাসীদিগের প্রতি টাইমসের বিদ্বেষভাব দেখিয়া, ডিস্‌রেলিও (ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড বিকন্সফীল্ড) স্থির থাকিতে পারেন নাই। নির্দয় ব্যবহারের পরিবর্তে নির্দয় ব্যবহার করা তাঁহার মতে অসঙ্গত বোধ হইয়াছিল। ব্রিটিশ সৈনিক-পুরুষ যে কর্মক্ষেত্রে নানা সাহেবকে আদর্শস্বরূপ করিয়াছে, তিনি উহার সমর্থন করিতে পারেন নাই*।

এইরূপে ইংলণ্ডে যখন ভারতবাসিদিগের বিরুদ্ধে ভয়াবহ আন্দোলন হইতেছিল, তখন কেহ কেহ তাহাদের পক্ষসমর্থনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহাঁদের ন্যায়নিষ্ঠতা, উপস্থিত ইতিহাসে প্রভূত সম্মানলাভ করিয়াছে, এবং ইহাঁদের কথা ঐতিহাসিকগণের সমক্ষে প্রকৃত বলিয়া আদৃত হইয়াছে। সিপাহিগণ উত্তেজনায় অধীর হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইংরেজও এসময়ে ধীরতার সীমা রক্ষা করিতে পারেন নাই। একদিকে উত্তেজিত সিপাহিগণ ও ইতর লোকে যেমন দুরন্ত দানবের ন্যায় নির্দয়ভাবে দৌরাত্ম্য করিতেছিল, অপর দিকে অনেক ইংরেজও সেইরূপ কঠোরপ্রকৃতি ঘাতকের ন্যায় ভারতবর্ষের বহু লোকের শোণিতপাতে আপনাদের হস্ত কলঙ্কিত করিতেছিলেন। ইংরেজ উত্তেজনায় অধীর হইয়া যাহাই বলুন, এসময়ে সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয় নাই। সমগ্র ভারতবাসী তাঁহাদিগকে উৎসন্ন করিতে চেষ্টা করে নাই। তাঁহারা এসময়ে ভারতবাসীর দয়াতেই ঘোরতর বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া-

* *Martin, Indian Empire. Vol. II, pp. 409-10.*

ছিলেন। তাঁহাদের শিশুসন্তানগণ এসময়ে ভারতবাসীর অনুপম স্নেহেই অক্ষতশরীরে ছিল। ভারতবর্ষের সম্ভ্রান্ত শ্রেণী হইতে নিম্ন শ্রেণীর লোক পর্যন্ত এই দুঃসময়ে তাঁহাদের সাহায্য করিয়াছিল। ইহারা স্বদেশীয়দিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, স্বদেশীয়দিগের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল, কেহ কেহ আত্মজীবনে বিসর্জন দিয়াছিল, তথাপি বিদেশীয়দিগের জীবনরক্ষায় কাতর হয় নাই। ইহাদের কীর্তি-কাহিনী উপস্থিত যুদ্ধের ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। উত্তেজনাপর দুর্দান্ত ইংরেজদের সর্বপ্রকার আপত্তির মধ্যেও ইহাদের দয়া, ইহাদের স্নেহ, ইহাদের স্বার্থ-ত্যাগ, ইহাদের রাজভক্তি ইতিহাসে গৌরবান্বিত হইয়া রহিয়াছে। কর্মক্ষেত্রে এইরূপ গৌরবান্বিত বিষয়ের আবির্ভাব না হইলে, এই যুদ্ধের ইতিহাস বোধহয়, রূপান্তর পরিগ্রহ করিত।

উপস্থিত ইতিহাসে এতদ্বিষয়ক দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যখন শ্যালকোটের সিপাহিগণ গবর্নমেন্টের বিরোধী হয়, তখন শান্ত্রিদিগের সুবাদার উত্তেজিত সিপাহি-গণের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য অনুরুদ্ধ হন। কিন্তু তিনি এই অনুরোধ-পালনে সম্মত হন নাই। ইহার পর সিপাহিগণ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হওয়াতে শান্ত্রিগণ চলিয়া যায়। কেবল তিলক পাঁড়ে নামক একজন সিপাহী কোনোরূপ ছল করিয়া, নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিতি করে। অপরাহ্ণকালে দুইজন সিপাহী এবং একজন খালাসী আসিয়া, অস্ত্রাগার উড়াইয়া দিতে চাহে। তিলক পাঁড়ে তা াদিগকে কহে যে, সে নিজেই ঐ কার্যের জন্য রহিয়াছে। সমাগত সিপাহিগণ তাহার কথায় বিশ্বাস-স্থাপন পূর্বক কামান-রক্ষাগারে যাইয়া উহা উড়াইয়া দেয়। পরদিন প্রাতঃকালে ইউরোপীয়গণ দুর্গ হইতে সৈনিক-নিবাসে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, বিশ্বস্ত তিলক পাঁড়ে নির্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া, অস্ত্রাগারের ৮০,০০০ টোটা, প্রায় ঐ পরিমাণের ক্যাপ, এবং সৈনিকদিগের বস্ত্রাদি রক্ষা করিয়াছে*। একটি ইউরোপীয় বালক বারাণসীর টেলিগ্রাফ্-বিভাগে কর্ম করিত। যে দিন সিপাহিগণ গবর্নমেন্টের বিপক্ষতাচরণে উদ্যত হয়, সেই দিন ঐ বালক প্রকৃত ঘটনা না জানিয়া, একজন সাহেবের বাটীর বহির্ভাগে আসে· অমনি সাহেবের সহিস তাহাকে ধরিয়া অশ্বশালার মলস্তূপের অন্তরালে ফেলিয়া দেয়, এবং উত্তেজিত সিপাদিগকে কহে যে, সাহেব লোক এস্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে। ফতেহগড়ের একজন সাহেব সিবিলিয়ানের আয়া, তরবারির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, তথাপি উক্ত সিবিলিয়ানের শিশু সন্তানকে উত্তেজিত সিপাহিদিগের হস্তে সমর্পণ করে নাই**। পাটনার মুসলমানদিগের প্রতি কর্তৃপক্ষ যখন সন্দিগ্ধ হইয়া উঠেন, তখন পাটনার নিকটবর্তী স্থানের শাহ কুতবউদ্দীন নামক একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান গবর্নমেন্টের পক্ষসমর্থনে উদাসীন থাকেন নাই। ইনি

* *Bombay Talegraph and Courier. Quoted in the Statements of Native fidelity exhibited during the outbreak of 1857-58, pp. 146 47.*

** *Statements of Native fidelity &c , p. 53.*

আপনার একদল অশ্বারোহী সৈন্য গবর্নমেণ্টের অধীনে রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন*। মানভুমে গোলযোগ ঘটিলে পঞ্চকোটের জমিদার ঐ স্থানে শান্তিস্থাপনের জন্য সত্তর জন সওয়ার ও কতিপয় সিপাহী দিয়া, গবর্নমেণ্টের সাহায্য করেন**। অন্য একজন রাজা আপনার লোক দ্বারা সিংহভুমের ধনাগার রক্ষা করেন। এই সময়ে ছোটনাগপুর বিভাগের একজন রাজা যে কার্য করেন, তাহাতে তদীয় অপূর্ব রাজভক্তি পরিব্যক্ত হয়। ইনি চৌদ্দ বৎসর কাল হাজারীবাগে কারারুদ্ধ ছিলেন। উত্তেজিত সিপাহিগণ যখন হাজারীবাগের কয়েদিদিগকে বিমুক্ত করে, তখন ইনিও সেই সঙ্গে মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু মুক্তিদাতাদিগের পক্ষসমর্থনে ইহাঁর আগ্রহ হয় নাই। ইনি আবাসবাটীতে যাইয়া আটশত লোক সংগ্রহ করেন, এবং সিপাহিগণ যখন পুরুলিয়ার ধনাগার লুণ্ঠনে উদ্যত হয়, তখন তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া, উক্ত ধনাগারের একলক্ষ আট হাজার টাকা রক্ষা করেন***। বাংলার পূর্বাংশে সিপাহিগণ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্যত হইলে, অনেক বাঙালী ইংরেজদিগের প্রতি এইরূপ সমবেদনার পরিচয় দেন। ত্রিপুরায় যখন গোলযোগ ঘটে, তখন তত্রত্য জজ ও অপরাপর খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীর পরিবারবর্গ বংশীলোচন মিত্র নামক একজন সম্ভ্রান্ত বাঙালীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। আশ্রয়দাতা আহার্য দিয়া, ইহাঁদের তৃপ্তি সাধান করেন। তাঁহার যত্নে চল্লিশজন বরকন্দাজ ইহাঁদের রক্ষক হয়। তিনি শেষে ইহাঁদিগকে ঢাকায় পাঠাইয়া দেন****। চট্টগ্রামের গোলযোগের সংবাদ নোয়াখালিতে পেঁছিলে তত্রত্য মাজিস্ট্রেট সাহেব পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের ভুলুয়াপরগণার কাছারিতে যাইয়া, তত্রত্য নায়েব যশোদাকুমার পাইনকে লাঠিয়াল সংগ্রহ করিতে আদেশ দেন। নায়েব একদিনে পাঁচশত লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন*****। এতদ্ব্যতীত মৈমনসিংহের আনন্দকিশোর রায়, ঢাকার আবদুল গণি প্রভৃতি পূর্ব-বাংলার অনেক জমিদার এই বিপত্তিকালে গবর্নমেণ্টের যথোচিত সাহায্য করিয়াছেন। একজন কুকি-সর্দার গবর্নমেণ্টের পক্ষ অবলম্বনপূর্বক সিপাহিদিগকে কাছাড়ের জঙ্গলে আক্রমণ করিতেও ত্রুটি করে নাই******। বঙ্গদেশের ৩২ গণিত পদাতিক-দলের অধিনায়ক লেফ্‌টেনেণ্ট রেনি কেবল এতদ্দেশীয়দিগের অপরিসীম দয়ায় ও সৌজন্যে উপস্থিত সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভ করেন। তাঁহার দলের দুইজন হাবিলদার দরিয়াসিংহ ও ঠাকুর

* *Englishman, August 29, 1857. Quoted in the statements &c , p. 32.*

** *Statements of Native Fidelity &c., p. 32.*

*** *Englishman, August 11, 1857. Quoted in the Statements &c., p. 32.*

**** *Hurkaru, December 7, 1857, Quoted in the Statements of Native fidelity &c., p. 148.*

***** *Ibid, p. 149.*

****** *Englishman, Feb. 2, 1858, Quoted in the Statements &c., p. 161.*

দোবে একখানি ডুলি ভাড়া করিয়া আনে, এবং উহাতে তাহাদের চলৎশক্তিরহিত, অবসন্ন অধিনায়ককে স্থাপন করিয়া, নিরাপদস্থানে লইয়া যায়। ভাগলপুরের অধিবাসিগণ আপনাদের মধ্যে চাঁদা করিয়া এই দুইজন বিশ্বস্ত হাবিলদারকে পারিতোষিক স্বরূপ আটশত টাকা দান করেন।

জর্জ গ্রাণ্ট নামক একজন ইংরেজ দুইদিন অনাহারে ছিলেন। তৃতীয়দিন তিনি একটি পল্লীতে উপস্থিত হন। পল্লীবাসিগণ খই, মুড়ি ও দুধ দিয়া, তাঁহার, ক্ষুধাশান্তি করে। তিনি ঐ পল্লীতে আপনার খিদ্মদ্গারের সন্ধান পাইয়া তাহাকে আনয়ন করেন। খিদ্মদ্গার কালবিলম্ব না করিয়া, একখানি ডুলি লইয়া আসে। গ্রাণ্টের চলিবার শক্তি ছিল না। তাঁহার পদতল হইতে একখণ্ড মাংস উঠিয়া গিয়াছিল। তাঁহার পরিচ্ছদ, পাদুকা প্রভৃতি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার উৎকৃষ্ট বাহন-অশ্ব ও হস্তী অধিকারচ্যুত হইয়াছিল। কেবল রাত্রিকালীন অঙ্গচ্ছদমাত্র তাঁহার সম্বল ছিল। তিনি এই অবস্থায় খিদ্মদ্গারের সাহায্যপ্রার্থী হন। বিশ্বস্ত খিদ্মদ্গার তাঁহাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত ডুলীতে স্থাপন করে, এবং লোকের নিকটে আপনার স্ত্রীকে লইয়া যাইতেছে, এইরূপ ভাণ করিয়া. নিরাপদ স্থানে উপনীত হয়*। বাংলার একজন বহুদর্শী হিন্দু এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন**। সে সময়ে ভারতবাসিগণ গবর্নমেণ্টের বিপত্তি নিবারণে যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছে। ইংরেজ ভারতবর্ষের যেস্থানে বিপন্ন হইয়াছেন, সেই স্থানেই সদাশয় ভারতবর্ষীয়গণ তাঁহাদের উদ্ধারসাধনে অগ্রসর হইয়াছে। সেই সময়ের ইংরেজি সংবাদপত্রসমূহ ভারতবাসি-দিগের এইরূপ সদাশয়তার কথায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ফলতঃ উপস্থিত বিপ্লব সিপাহি-দলেই আবদ্ধ রহিয়াছিল। উচ্চ শ্রেণীর যে সকল ব্যক্তি গবর্নমেণ্টের বিচারে আপনাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ সিপাহিদিগের সহায় হইয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়াও, কেহ কেহ গবর্নমেণ্টের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন। নিম্নশ্রেণীর যে সকল লোক অর্থকামুক, বিলুণ্ঠনপ্রিয় ও পরস্বা-পহারক, তাহারা বিপ্লবের বিস্তার করা আপনাদের সুবিধাজনক মনে করিয়াছিল। কিন্তু সমগ্র ভারতবাসী বিপ্লবে উন্মত্ত হয় নাই; বিশেষতঃ সুশিক্ষিত ভারতবাসী কোনো অংশে উহার সংস্রবে থাকেন নাই। একজন সদাশয় ইংরেজ (শ্রীযুক্ত এ. ও. হিউম্ সাহেব) এই বিপ্লবের পূর্বে ও পরে উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে রাজকীয় কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধানের পর নির্দেশ করিয়াছেন যে, কসাই প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর মুসলমান দিল্লীর ভূপতির আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল মনে করিয়া, নিঃসন্দেহ ঐ প্রাচীন মুসলমান রাজধানীর অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল; যে

* *Englishman, October 23, 1857. Quoted in the Statements of Native fidelity &c., pp. 44-45.*

** *Mutinies and the people or Statements of Native fidelity, By a Hindu.*

সকল জাতি গবাদির অপহরণে ব্যাপৃত থাকে, তৎসমুদয়ের মধ্যে কেহ কেহ নিঃসন্দেহ আমাদের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল ; যে সকল ভূস্বামী গবর্নমেন্টের বিচারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, অথবা তাঁহাদের বিষয়ে অন্যায় বিচার হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ নিঃসন্দেহ আমাদের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের অধিবাসিদিগের শতকরা একজনও নিরতিশয় বিপত্তির সময়ে ব্রিটিশ শাসনের বা ইউরোপীয়দিগের বিরোধী হয় নাই। ··· ভারতের অধিবাসীর হিসাবে ইহা কেবল সৈনিক-দলের সমুত্থানমাত্র বলিতে হয়। যে সকল ভূপতি মিত্র রাজা এবং সম্ভ্রান্ত ভূস্বামিগণ আমাদের হস্তে অন্যায়রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, বিপ্লব উপস্থিত হইলে, তাঁহারা আমাদের বিরোধী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিতান্ত দুর্ঘটনার সময়েও জনসাধারণ সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে ছিল। ইংলণ্ডের যে বিপদ এবং দুর্গতি তাহার নিজের অজ্ঞানতা এবং অন্যায়ে ঘটিয়াছিল সেই বিপদ ও দুর্গতির সময়ে ভারতবাসিগণ ইংলণ্ডের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছিল। ইংলণ্ড যে, ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের নিকটে অপরিমেয় কৃতজ্ঞতাঋণে আবন্ধ আছেন, ইহা তাঁহার মনে রাখা উচিত*। অন্য একজন দূরদর্শী ইংরেজ (রাসেল সাহেব) উপস্থিত যুদ্ধের স্থল হইতে যেসকল পত্র বিলাতের টাইমস্ নামক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে প্রেরণ করেন, তৎসমুদয়ের একখানিতে উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, সেকেন্দর শাহ যেমন তাঁহার ভারতবাসী সহযোগীদিগের সাহায্যে মহারাজ পুরুকে পরাজিত করিয়াছিলেন, ব্রিটিশ গবর্নমেন্টেও সেইরূপ হিন্দু ও মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। কোনো ইউরোপীয় বা অন্য গবর্নমেণ্ট ভারতবাসিদিগের সহকারিতা ও সাহায্য ব্যতিরেকে ভারতবর্ষ শাসন করিতে পারেন না**। যাঁহারা অপক্ষপাতে উপস্থিত যুদ্ধের ইতিহাস-পর্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহ এই সকল উক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা আবশ্যক যাঁহারা এই সময়ের ভারতের ইতিহাস মনোযোগসহকারে পাঠ করিবেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, লর্ড কানিঙ কিরূপ গোলযোগে পড়িয়াছিলেন। একদিকে উন্মত্ত সিপাহিগণ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, অপর দিকে উত্তেজিত ইউরোপীয়গণ ভারতবাসীর শোণিতপাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। এইরূপ সঙ্কটকালে মানুষ প্রায়ই দিশাহারা হইয়া পড়ে, এবং হয়ত অপরের উত্তেজনায় অধীর হইয়া ন্যায়ানুমোদিত পথ পরিত্যাগ করে। কিন্তু লর্ড কানিঙের প্রকৃতি কোনোরূপ অধীরতা বা কোনোরূপ অন্যায় আচরণে কলুষিত হয় নাই। লর্ড কানিঙ ধর্মানুসারে যাহাদের পালনকার্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, হিংসাপর লোকের হস্ত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি স্বদেশীয়দিগের নিকটে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার ধীরতা বিচলিত হয় নাই। তিনি স্বদেশীয়গণের ধিক্কারের পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতেও তাঁহার প্রশান্তভাবের ব্যত্যয় হয় নাই। তিনি স্বদেশীয়দিগের নিন্দা ও

* *India, Quoted in the Indian Nation, April 27, 1896.*

** *Statements of Native fidelity &c , p. 28.*

বিদ্রূপের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতেও তাঁহার প্রসন্নতার হানি দেখা যায় নাই। তিনি সর্বদা প্রশান্তভাবে, ধীরতা ও প্রসন্নতাসহকারে আপনার কর্তব্যপালন করিয়াছেন। তিনি যখন মুদ্রণ-শাসনী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন, তখন ইংরেজি সংবাদ-পত্রসমূহকে ঐ ব্যবস্থার বহির্ভূত করেন নাই। এজন্য অসমদর্শী স্বদেশীয়গণ তাঁহার প্রতি নিরতিশয় বিরক্ত হন। একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'ইউরোপীর সংবাদপত্রসমূহের মুখ বন্ধ করিয়া, গবর্নমেণ্ট নিঃসন্দেহ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন*।' এই ঐতিহাসিক কেবল এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রের উপর জাতক্রোধ হইয়াছিলেন। সুতরাং কেবল এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রের বাক্‌রোধ করাই তাঁহার মতে সঙ্গত ছিল। তিনি একস্থলে এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, -'এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে বাংলার সংবাদপত্রের সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের প্রতিনিধিত্ব করে। এই সকল ব্যক্তি অস্ত্রব্যবহারে অনভিজ্ঞ। যদি রাজ্য স্বপ্রধান হয়, তাহা হইলে ইহারাই কেবল আপনাদের দেশ শাসন করিতে সমর্থ। সম্ভবতঃ বাঙালীরই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ইংরেজের রাজত্ব অপসারিত হইলে, তাহাদের অবস্থার সবিশেষ উন্নতি হইবে। আমরা যে, শেষে এই বিপ্লবের নিবারণে কৃতকার্য হইব, তৎসম্বন্ধে ইহাদের অনেকে সন্দিহান হইয়াছিল। কারণ যাহাই হউক না কেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মিরাটের বিপ্লবের সংবাদ যে সময়ে কলিকাতায় উপস্থিত হয়, সেই সময় হইতেই এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রের স্বর পরিবর্তিত হইয়া উঠে। এই সময় হইতে উক্ত সংবাদপত্রসমূহ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধ-পক্ষ অবলম্বন করে। বিপ্লবকারিদিগের প্রতি যে, ইহাদের সমবেদনা আছে, তাহার নিদর্শন স্পষ্টতঃ লক্ষিত হয়**।' সমদর্শী ব্যক্তির সত্যতাসম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন। যাঁহার লেখনীমুখ হইতে এইরূপ বিদ্বেষময় কথা বহির্গত হইয়াছে, তিনিও দৃষ্টান্ত বা প্রমাণ দ্বারা আপনার উক্তির সমর্থন করেন নাই। বাঙ্গালী নিঃসন্দেহ সুশিক্ষিত এবং রাজ্য-শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ। কিন্তু বাঙালী কখনও রাজভক্তিশূন্য নহে। সুশিক্ষিত বাঙালী উপস্থিত যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যের জয়লাভে নিরতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে। দিল্লী যখন পুনরধিকৃত হয় তখন বাংলার অধিবাসিগণ প্রকাশ্য সভায় সমবেত হইয়া উল্লাস প্রকাশ করিতে বিমুখ হয় নাই। লর্ড কানিঙের সমদর্শিনী নীতিতে পুলকিত হইয়া, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বহুসংখ্যক অধিবাসী প্রকাশ্য সভায় গবর্নমেণ্টের প্রতি আপনাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই***। সুশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও প্রভুত-শক্তিশালী বাঙালীর যত্নে এইরূপ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ফলতঃ বাঙালী কখনো আপনাদের রাজভক্তি কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হয় নাই। বাঙালীর সংবাদপত্রও উপস্থিত বিপ্লবে গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধাচরণ করে নাই। ইংরেজের রাজত্ব বিপর্যস্ত হয়, বাঙালীর

* *Malleson, Indian mutiny, Vol. I. p. 21.*

** *Ibid. Vol I. p. 28.*

*** পরিশিষ্টে মূল নিবেদনপত্র ও গবর্নমেণ্টের উত্তর মুদ্রিত হইল।

সংবাদপত্রে কখনও এরূপ ভাব পরিব্যক্ত হয় নাই। বাঙালী সম্পাদক এসময়ে গবর্নমেণ্টের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। নিরীহ ভারতবাসীর শোণিতে ভারতবর্ষ কলঙ্কিত না হয়, ইহা বাঙালী সম্পাদকের একান্ত ইচ্ছা ছিল। একজন তেজস্বী বাঙালী সম্পাদক হিংসাশীল ইংরেজের নরহত্যার বিপক্ষে লেখনী চালনা করিয়া, গবর্নমেণ্টকে সদুপদেশ দিতে বিমুখ হন নাই। বাঙালীর হিন্দু প্রেট্রিয়ট হইতে গবর্নমেণ্ট এসময়ে যেরূপ উপকার পাইয়াছেন, বোধহয়, কোনো ইংরেজি সংবাদপত্র হইতে সেরূপ উপকার প্রাপ্ত হন নাই। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রাজভক্তি ও সৎসাহসের পরিচয় পাইয়া, লর্ড ক্যানিঙ এরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি ঔৎসুক্যসহকারে তাঁহার সম্পাদিত সংবাদপত্র পাঠ করিতেন। যখন ইংরেজি সংবাদপত্র দুর্দমনীয় প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধন করিতে না পারিয়া, তারস্বরে গবর্নমেণ্টের নিন্দাঘোষণা করিতেছিল, তখন বাঙালীর সংবাদপত্রই গবর্নমেণ্টের পক্ষসমর্থনে অগ্রসর হইয়াছিল। বাংলার সম্পাদককুল উত্তেজিত ইংরেজের অনুচিত হিংসার গতিরোধে উদ্যত থাকাতেই বোধহয়, পূর্বোক্ত ঐতিহাসিকের নিকটে নিন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু অন্য একজন দূরদর্শী ইংরেজ ঐতিহাসিক বাঙালী সম্পাদকদিগকে ধীরপ্রকৃতি ও দূরদর্শী বলিয়া, উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন*। যিনি এইরূপ ধীরতাসম্পন্ন, এইরূপ রাজভক্ত, এইরূপ সুশিক্ষিত ব্যক্তি-দিগকে কলঙ্কিত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ বিদ্বেষভাবে কলুষিত, এবং সহৃদয়তা ও সমবেদনার অভাবে কিরূপ বিকৃত তাহা সহৃদয়গণ বিবেচনা করিবেন।

লর্ড ক্যানিঙ যে, মুদ্রণ-শাসনী-ব্যবস্থার প্রচারকালে, ইংরেজি ও এতদ্দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য করেন নাই, তাহাতে তদীয় প্রগাঢ় সমদর্শিতারই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মন্ত্রণাগৃহে উক্ত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিবার সময়ে এইভাবে বলিয়াছিলেন,—'আমি ভারতবর্ষীয় ভাষার সংবাদপত্র সম্বন্ধে বলিলাম, ইউরোপীয় ভাষার সংবাদপত্রের প্রতি তাহার প্রয়োগ করিতেছি না। কিন্তু উপস্থিত বিপ্লবের ন্যায় বিপদের সময়ে যখন অনিষ্টকর বিষয়ের নিবারণ করা যাইতেছে, তখন আমি একটির সহিত অপরটির পার্থক্য-সাধনের কোনো যুক্তিসিদ্ধ কারণ দেখিতে পাই না। রাজভক্তি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য আমি সন্তোষসহকারে ইউরোপীয় ভাষায় সংবাদপত্র পরিচালক-দিগের প্রশংসা করিতেছি। কিন্তু সরলভাবে বাধ্য হইয়া, আমি ইহাও বলিতেছি যে, তাঁহাদের পরিচালিত কোনো কোনো সংবাদপত্রে এরূপ রচনা আমার দৃষ্টিপথবর্তী হইয়াছে যে, ইউরোপীয় পাঠকদিগের হিসাবে উহা হইতে কোনোরূপে অনিষ্টের উৎপত্তি না হইলেও, উহা ভারতবাসীদিগের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইলে, ঘোরতর অনিষ্ট ঘটিতে পারে। আমি ন্যায়ানুসারে ইউরোপীয় এবং এতদেশীয়দিগের প্রচারিত সংবাদপত্রাদির মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্যবিধানের কারণ দেখিতে পাই না**।' এইরূপ যুক্তির বশবর্তী হইয়া, মহামতি লর্ড ক্যানিঙ এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয়দিগকে একবিধ নিয়মে আবদ্ধ

* উপস্থিত গ্রন্থের ১১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
** *Malleson, Indian Mutiny, Vol. I, pp. 19-20, note.*

করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার অসমদর্শী স্বদেশীয়গণ তাঁহাকে যাহাই বলুন না কেন, ন্যায়ের দ্বারে তিনি উদারপ্রকৃতি মহাপুরুষ বলিয়া সম্মানিত হইবেন। উপস্থিত বিপ্লবের সময়ে ইংরেজি সংবাদপত্র সংযতভাবে থাকিলে গবর্নমেণ্ট প্রথমেই ফ্রেণ্ড্ অব ইণ্ডিয়াকে মুদ্রণ-শাসনী-ব্যবস্থার অধীন করিতে চাহিতেন না। ফলতঃ, ভারতবর্ষীয়দিগের অনিষ্ট-সাধনে উত্তেজনাপর স্বদেশীয়দিগকে প্রশ্রয় না দেওয়াতেই, লর্ড কানিঙ তাঁহাদের নিন্দা ও ধিক্কারের পাত্র হইয়াছিলেন। এইরূপ নিন্দা ও ধিক্কারের মধ্যেও তিনি যে, শান্তভাবে ও সমীচীনতা-সহকারে কার্য করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার যথোচিত প্রশংসার বিষয়। এইরূপ প্রশংসনীয় মহাপুরুষ ঈদৃশ সঙ্কটকালে ভারতবর্ষের শাসনকার্যে নিয়োজিত না হইলেও বোধহয়, সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস রূপান্তরিত হইয়া যাইত।

পরিশিষ্ট

THE BENGALEE'S ADDRESS.

To
The Right Hon'ble CHARLES JOHN VISCOUNT CANNING,
Governor-General of India, &c. &c.

My Lord—We, the undersigned Rajahs, Zeminders, Talookdars, Merchants, and other Natives of the province of Bengal, take the earliest opportunity, on the retaking of Delhi, to offer your Lordship in Council our warmest congratulations on the signal auccess which has attended the British arms, under circumstances unparalled in the annals of British India.

The establisment of British supremacy was considered to have been completely effected a century ago, when Clive led a few ill-trained battalions against the preponderating and well-equipped force which represented the Mogul power on the plains of Plassey. But whether the inadequacy of the means or the magnitude of that achievement, were more deserving of admiration, has not yet been determined by history.

No difference of opinion, however, can exist, as to the recapture of Delhi, the details of which have recently been published for general information. Though no one capable of forming a judgment on the subject ever doubted for a moment of the speedy reduction of Delhi, yet some little misgiving might have been felt by those who knew how well furnished was the place with the munitions of war, and occupied by what an immense number of men, whose fiendish animosity was excited to the outmost by that resolution, decipline, and acquaintance with the art of war, which they had acquired by long training in the ranks from which they had basely revolted. But there can be no question of the admiration with which the world will learn by what a handful of men the arduous work has been achieved,—in a brief period,—with the limited resources, a most unlooked for exigency afforded,—and amid discouragements arising from the unhealthiness of

the season, that were all but overwhelming.

Such a rasult under such circumstances, never could have been hoped for, but from the well grounded confidence of brave hearts, heroically devoted to the service of their country and sustained by a sense of heriditary and indomitable prowess.

Happily remote from the sence of the outrages, weich have drakened the aspect of the land, and tarnished that reputation for fidelity for which the native soldiery were once pre-eminent, we have derived sincere consolation from the reflection that in Bengal Proper there has been no disturbance, not even a symptom of disaffection ; but that, on the contrary, the people have maintained that loyalty and devotion to the British Government, which led their ancestors to hail, and as far as they could to facilitate, the rising ascendency of that power.

Under the fostering influence of that Covernment, the population of the country has increased, its agriculture has extended, security has been given to life and property, and the value of land, both at the Presidency and in the interior, has been very considerably enhanced.

Such, indeed, has been the confidence of the people througout Bengal in the security of the British rule, that these benefits have gone on progressively, even during the height of the disturbances and alarms that have prevailed in the North-Western Provinces.

Sensible of the benefits they have enjoyed under British administration, the people could not but cordially sympathise with the embarrassing position in which their Rulers had suddenly been placed, and sincerely long for the speedy and entire re-astablishment of British supermacy in the disturbed districts. So entirely have they identified their interests with those of their Rulers, that the natives of Bengal, men, women, and children, have in every part of the scene of the mutinies, been exposed to the same rancour and treated with the same cruelty, which the mutineers and their misguided countrymen have displaed towards the British within their reach.

While we review with exultation the benefits our countrymen at large have derived from their connection with and steadfast adherenec, to the British power, and while we congratulate your Lordship in Council on the success of the British arms against the mutinous

soldiery, and on the happy prospect before us of the early restoration of tranquillity, we cannot fail to advert, and with no less satisfaction, to the administrative abilities which have conspicuously marked this part of your Lordship's career, and which have indeed been fully equal to the crisis. No sooner had the disloyalty of the sepoys been distinctly exhibited, than your Lordship took measures, with equal foresight and energy, to obtain reinforcements of British troops, as well from the neighbouring Presidencies and dependencies of the British Crown, as from the expedition then known to be on its way to a wholly different sphere of operations, and to hasten them to the disturbed districts.

Such measures at once assured the public of the speedy restoration of tranquillity throughout these territories. But not satisfied with these prospective advantages, your Lordship made such prompt use of the means that were within your immediate reach at the moment, as to ensure the reduction of the stronghold and rallying point of the munitneers, long ere the arrival of any considerable portion of the succours which Her Majesty's Government were prepared to send out to India, for the restoration of this empire to its former condition.

In your anxiety to dispel those clouds which have troubled the political horizon, your Lordship has not been inattentive to measures which would have appeared as of subordinate importance to minds of less perspicacity, foresight, and comprehension. It has been a prominent object with your Lordship both effectually to crush the disaffected and rebellious, and to protect and re-assure the loyal and obedient. Accordingly, the extensive powers of legistation vested in your hands have been employed to punish crimes of every form and magnitude against the state with promptitude and rigour; to check vigorously the progress of sedition and disloyalty, and to give a guarantee to the people at large that those powers would be wielded with justice and discrimination, so as to guard as far as possible against faithful and innocent subjects being confounded with the disseminators of sedition and the perpetrators of open mutiny or secret treachery.

Permit us to hope that your Lordship in Council will receive our heartfelt congratulations on the eminent success which has crowned the British Arms, and the warmest expressions of our confidence from the

opportune display of those signal talents which have distinguished your administration in times of unexampled difficulty, and have largely contributed to the safety of the British empire in these regions and the re-assurance of the peaceful and loyal.

We have the honour to be,
My Lord,
Your most obedient and faithful servants,
(Sd) Maharajah Mahatab Chund Bahadoor, *of Burdwan.*
Rajah Radhakant Bahadur,
Rajah Kalikrishna Bahadur,
And others, inhabitants of Bengal, upwards of Two Thousand Five Hundred.

REPLY
No. 2699.

From CECIL BEADON, Esq.,
Secretary to the Government of India,

To Maharajah MAHATAB CHUND BAHADOOR, ***of Burdwan,*** Rajah RADHAKANT BAHADOOR, Rajah KALIKRISHNA BAHADOOR ***and others.***

Dated the 17th December, 1857.

Home Department

Gentlemen,—I am directed by the Right Hon'ble the Governor-General in Council to thank you for your address of congratulation upon the success of the British Arms in the North-Western provinces.

The honour which you give to the brave men who recaptured Delhi, is richly deserved. The Governor-General in Council agrees with you in believing that when the difficulties and discouragement by which Major General Wilson and his troops were beset, shall be fully known, their achievement will call forth the admiration of the world

It is a pleasure to the Governor-General in Council to be able to confirm the praise for unbroken loyality, which you have claimed for the province of Bengal Proper. Excepting places where the inhabitants have suffered violence from a mutinous soldiery beyond the reach

of English troops, there has been no disturbance in that province ; the wealthiest, the most richly cultivated, and the most thickly peopled, of India, and yet the one which for many years past has had least share of protection from European troops.

The Governor-Generol in Council receives with great satisfaction the expression of your confidence in the Government. No man living has a deeper stake in its measures and its policy than yourselves. If peace, order, and security are valuable to any; they are so to those who, like the foremost amongst you; hold high rank, large hereditary possessions, accumulatad wealth, and respected social positions. You do rightly regard your interests, as bound up with those of your rulers, and you may be certain that your rulers, will do nothing to sever them. Justice, policy, and the duty of England to India forbit it.

In conclusion, the Governor-General in Council desires me to thank you for the spirit of attachment and loyalty to the British Government which has dictated your address.

I have the honour to be, &c.,
(Sd) CECIL BEADON,
Secy , to the Govt of India.

Fort William,
The17th Dec. 1857.

To,
The Right Hon'ble CHARLES JOHN VISCOUNT CANNING
Governor General of India in Council.

My Lord—We, the undersigned Rajahs, Zemindars, Talookdars, Merchants, Tradesmen, Agriculturists, and other natives of the provinces af Bengal, Behar and Orissa, beg leave to approach your Lordship in Council with this address expressive of our deep sense of gratitude for the several measures of security adopted by your Lordship in Council since disturbances have broken out in the Upper and Central Provinces of British India, and of our admiration for the wisdom, justice and foresight which characterize measures.

The difficulties which beset the Government of an empire so

peculiarly constituted as that of British India, must, under any circumstances, be great and calculated to task the most practised statesmanship. But at a time like this, when the most momentous cricis that can occur in the history of a country is passing over ours, the successful conduct of affairs ought to entitle those entrusted with the public safety to the most unbounded praise, and to inspire the utmost confidence in their measures.

We the undersigned, on our part and on the part of our countrymen generally, beg leave most respectfully to affirm that such praise is emphatically due to the administration of which your Lordship is the head, and such confidence is most worthly reposed by your countrymen in its justice, capacity and wisdom.

Such an expression of opinion as we intend this address to be, might, under ordinary circumstances, be liable to be considered as uncalled for, and even, perhaps, presumtuous. But under existing circumstances we feel it a duty to our countrymen to adopt the course we have done. It has become notorious throughout this land that your Lordship's administration has been assailed by faction, and assailed because your Lordship in Council has refused compliance with capricious demands, and to treat the loyal portion of the Indian population as rebels, because your Lordship has directed that punishment for offence against the State should be dealt out with discrimination, because your Lordship having regard ; for the future has not pursued a policy of universal irritation and unreasoning violence, and finally because your Lordship has confined coercion and punishment within necessary and politic limits.

Whatever may be the motives that influenced those who have joined in this proceedings, we entertain no apprehensions whatever of their representations having the effect which they desire to prduce. We have observed with pain, but without misgiving, the incessant, though happily harmless, endeavours made by them to thwart the action of authority, to impeach its views and to embarrass its councils. But now that My Lord; they have ventured to carry their misstatements to the foot of Throne, it is time, —and justice to ourselves and to our

countrymen demands,—that a national protest against these most un-jusifiable proceedings should be thus placed upon record.

We beg permission to subscribe ourselves,
My Lord,
Your Lordships most obedient and faithful servants,
(Sd.) MAHARAJAH SREESH CHUNDER ROY
And more than 5,000 natives of the provinces of Bengal, Behar and Orissa.

REPLY
No. 2700.

From CECIL BEADON, Esq.
Secretary of the Government of India,

To Maharajah SREESH CHUNDER BAHADOOR, *of Nuddeah,*
Rajah PERTAUB CHANDER SINGH BAHADOOR,
Rajah PRASONOONATH ROY BAHADOOR,
Baboo JOYKISSEN MUKERJEE, *and others.*

Dated the 17th December 1857.

Home Department.

Gentlemen,— The Right Hon ble the Governor-General in Council directs me to thank you for the address which he has received at your hands.

The Governor-General in Council sees amongst the numerous signatures to that address the names of men of ancient lineage, of vast possessions, and of great wealth ; of men of cultivated intelligence, who have been foremost in measures of beneficence in the encourage-ment of education, and in woks of meterial public improvement ; men whos influence with their fellow-countrymen is deservedly great, and whose interest in the peace and well being of India, it would be difficult to exaggerate.

No person will hold chiefly the opinions of such a body, and the possession of its confidence and good will would be a source of strength to any Government.

Therefore the Governor-General in Council desires me in thank-

ing you for your address, to add emphatically that he receives it with with much satisfaction.

The motives which have induced the presentation of the address are stated by you. Upon these the Governor-General in Council desires me to say a few words.

In times of heat and violence, when the hearts of individuals have been torn, and the feelings of classes inflamed, the judgment which men pass upon each other and upon events around them are seldom dispassionate ; especially their judgment upon those whose high and solemn duty it is, whilst repressing crime and averting danger, to guide the measures of the State in the straight path of justice.

In such times there lies upon every loyal man the obligation so to govern his acts and words so as to prevent or allay irritation ; not to excite or heighten it. The Governor-General in Council calls upon you, each in your sphere, to mindful of this duty.

The Governor General in Council wishes you to rest assured that the Government of India will not forget, that England will not forget that if unhappily the mutineers and rebels of India are to be reckoned by thousads, the peaceful and loyal subjects of the Queen in India are numbered by millions. You may be sure that by no act of the Government, by no general proscriptions or sweeping condemnations of race or creed, shall these last men be classed with the first.

The course of the Governmet of India has been, and will continue to simple and clear ; to strike down resistance without mercy ; but when resistance ends to allow deliberate justice to resume its sway ; justice stern and inflexible, but patient and discriminating.

I have the honour to be,
Gentlemen,
Your most obedient servant,
(Sd.) CECIL BEADON
Secy. to the Govt. of India.

Fort William,
The 17th Dec. 1857.

পূর্বোক্ত দুইখানি নিবেদনপত্র সম্বন্ধে বিলাতের টাইমস্ পত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়*। ঐ প্রবন্ধে বাংলা এবং উহার পার্শ্ববর্তী প্রদেশের জমিদার, মহাজন ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের যথোচিত প্রশংসা করা হইয়াছিল। টাইমসের উক্ত প্রবন্ধে উল্লেখ ছিল যে, বাংলা এবং উহার নিকটবর্তী প্রদেশের সম্ভ্রান্ত-সম্প্রদায় এবং জমিদার ও মহাজন লর্ড কানিঙের অপক্ষপাত ব্যবহারের বিষয়ে অনবধানতা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা দুইখানি সুলিখিত নিবেদনপত্রে, ভারতবাসীদিগের বিরুদ্ধে নানারূপ গোলযোগে বাধা দিবার জন্য, লর্ড কানিঙকে ধন্যবাদ দিয়াছেন, এবং দিল্লী পুনরধিকারের জন্য আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন···। গবর্নমেণ্টের কলিকাতাস্থিত বিরুদ্ধবাদিগণ সম্ভবতঃ বলিবেন যে, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা ও অভিমতের সহিত সন্দেহযুক্ত, বিদেশীয় ভারতবাসিদিগের অভিমত ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিযোগিতা করিতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু গবর্নমেণ্টের মনে রাখা উচিত যে, তাঁহার প্রজাগণ প্রধানতঃ ভারতবর্ষীয়। রাজা, জমিদার, তালুকদার, বাণিজ্য-ব্যবসায়িগণ অবিশ্বস্ত হইতে পারেন। তাঁহারা যে, সাধারণ মতের বিরুদ্ধবাদী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বদেশীয়দিগের উপর তাঁহাদের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতাপ্রযুক্ত গবর্নমেণ্ট যদি গোলযোগে পতিত হন, তাহা হইলে অসুবিধা ঘটিতে পারে। সম্মান ও মর্যাদার হিসাবে নিবেদনকারিগণ অসৌজন্য ও উপেক্ষার পাত্র নহে। নিবেদনপত্রে যাঁহাদের স্বাক্ষর আছে, তাঁহাদের একজন অতি প্রাচীন হিন্দু-রাজবংশীয়। মুসলমান অধিকারের পূর্বে বাংলার দক্ষিণাংশে এই রাজবংশের আধিপত্য ছিল। বর্ধমানের মহারাজ প্রতি বৎসর অর্ধ কোটীরও অধিক টাকা রাজস্ব দিয়া থাকেন। একজন রাজা ভারতবর্ষীদিগের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপনের নিমিত্ত এক সময়ে পাঁচলক্ষ টাকা চাঁদা দিয়াছেন। অন্য একজন চল্লিশ-পঞ্চাশটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ইহা বলিলেই শ্যামাচরণ মল্লিকের রাজভক্তির অংশতঃ পরিচয় পাওয়া যাইবে যে, বাংলার মধ্যে তিনিই অধিক টাকার কোম্পানির কাগজের অধিকারী। সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিজ্ঞগণ স্বীকার করিবেন যে, সুসভ্য সমাজের ধনী পরিচালকগণের সহিত সদ্ভাব রাখা উচিত। বিশেষতঃ, ইহাঁরা যখন কেবল আপনাদের প্রতি ন্যায়পরতা প্রকাশ এবং আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করেন, তখন এই রক্ষণীয় এবং ন্যায়ানুসারে সুবিচারের পাত্রদিগের বিরাগের উৎপাদন করা কখনো বিধেয় নহে।

বাঙালিগণ যে, রাজভক্তিশূন্য নহে এবং তাহারা যে, প্রতিহিংসাপর ইউরোপীয়দিগের অন্যায় ব্যবহারের বিষয়ীভূত নহে, তাহা টাইমসের এই উক্তিতে পরিব্যক্ত হইতেছে। বস্তুতঃ, উদ্ধত ইউরোপীয়গণ, সে সময়ে, নিরীহ ভারতবাসীদিগের অনিষ্টসাধনে কৃতসংকল্প হইয়া, গবর্নমেণ্টের নিকটে নানারূপ অন্যায় ও অসঙ্গত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সুখের বিষয়, মহামতি লর্ড কানিঙ্ তাঁহাদের অযথা চীৎকারে কর্ণপাত করেন নাই।

---

* *Times, February 4, 1858, Quoted in the statements &c., pp. 145-47.*

উপস্থিত গ্রন্থের ১৩৮-৩৯ পৃষ্ঠায় পাটনার বিবরণ-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, কাওয়াজের বিস্তৃত ক্ষেত্রে ফাঁসিকাষ্ঠ স্থাপিত হইয়াছিল। কর্তৃপক্ষ পাটনার অধিবাসিদিগকে রাত্রি নয়টার পর আপনাদের গৃহে থাকিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। এস্থলে বক্তব্য যে, কেবল পাটনাতেই এইরূপ নিয়ম প্রচারিত হয় নাই। পাটনার ন্যায় অন্যান্য নগরেও প্রকাশ্যস্থানে ফাঁসিকাষ্ঠ স্থাপিত হইয়াছিল। অধিবাসিগণ রাত্রি নয়টার পর গৃহপরিত্যাগ পূর্বক কোথাও যাইতে পারিত না। সে সময়ে কর্তৃপক্ষ উত্তেজনাপর লোকের দণ্ডবিধান ও ইতস্ততঃ গমনাগমনের নিবারণের জন্য, এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন।

পাঠান্তর

১৭ পৃষ্ঠার ২৬ পঙ্‌ক্তিতে—"অসামান্য আত্মত্যাগ ও বীরত্বকীর্তি নিদর্শন স্বরূপ।" স্থলে "অসামান্য আত্মত্যাগ ও বীরত্বকীর্তির নিদর্শন-স্বরূপ ছিল।" পাঠ হইবে।

এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থের যে-যে স্থলে "হিন্দুস্থান" ও "মুল্লুক" শব্দের প্রয়োগ আছে, সেই সেই স্থলে "হিন্দুস্থানের" পরিবর্তে "হিন্দুস্তান"—এবং "মুল্লুকের" পরিবর্তে "মুলুক" পড়িতে হইবে।

॥ সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস। চতুর্থ ভাগ সমাপ্ত ॥